শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্ ।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী ।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৩ বিষ্ণু ও মধুসূদন ।

দ্বাবিংশ খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা ।

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত ।

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া ।

বিষয় বিবরণ ।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতযন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার দ্বারা

৪৩৩ শ্রীচৈতন্যাব্দে মুদ্রিত ।

বার্ষিক ভিক্ষা ১৲ নমুনা প্রেরিত হয় না ।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্ ।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী ।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৩ বিষ্ণু ও মধুসূদন ।

দ্বাবিংশ খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা ।

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত ।

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া ।

বিষয় বিবরণ ।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতযন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার দ্বারা

৪৩৩ শ্রীচৈতন্যাব্দে মুদ্রিত ।

বার্ষিক ভিক্ষা ১৲ নমুনা প্রেরিত হয় না ।

গ্রাহকগণের প্রতি।

শ্রীপত্রিকার দ্বাবিংশ বর্ষ আরম্ভ হইল। গ্রাহক মহোদয়গণ পূর্ব্ব বর্ষের প্রথম হইতে দ্বাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত মিলাইয়া রাখিবেন। যদি কেহ কোন সংখ্যা ডাকের গোলযোগে না পাইয়া থাকেন তাহা হইলে আমার নিকট জানাইলে আগামী বৎসরের দ্বাবিংশ খণ্ড ৩য় সংখ্যার সহিত উহা প্রেরিত হইতে পারিবে। শ্রীপত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি হওয়া সুসঙ্গত।

শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন
সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য।
ম্যানেজার শ্রীভাগবত প্রেস এবং শ্রীসজ্জনতোষণী।

প্রতীপ প্রিয়নাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর।

এই পুস্তকে নিত্যসিদ্ধ বৈষ্ণবের পার্ষদত্ব, জীবের বৈষ্ণবোপলব্ধি পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণত্ব ও আশ্রমিত্ব, মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য, বৈষ্ণবগুরু অষ্টবিধ অর্চ্চার পূজা কর্ত্তব্যতা, বৈদিক ও লৌকিক সকল ক্রিয়া হরিসেবানুকূল করার আবশ্যকতা, গোস্বামী মাত্রের পরমহংসত্ব, গুরু নিত্যত্ব, বৈষ্ণব শ্রাদ্ধের কর্ত্তব্যতা, কর্ম্মজ্ঞানের হেয়ত্ব এবং সম্প্রদায়সেবনের আবশ্যকতা বর্ণিত আছে।

শ্রদ্ধামূল্যে প্রাপ্তব্য। ডাকমাশুল ৵০।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন কবিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী বি, এ।

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, শ্রীভক্তিবিনোদ আসন

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

২২শ বর্ষ	বিষ্ণু ও মধুসূদন ৪৩৩	১ম, ২য় সংখ্যা

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

বর্ষোদ্ঘাত।

প্রেমময়তনু নদীয়ার শচীদুলাল অমল প্রেমের প্রস্রবণ। তাঁহা হইতে অনেক স্বধুনী নিঃসৃত হইয়া ত্রিভুবন মরু ভাসাইয়াছেন। শ্রীরূপ মন্দাকিনী সুরসরিতের ধারা-বিশেষ পুনরায় গৌড়মণ্ডলে প্রবাহিত হইয়া শ্রীনবদ্বীপ ধামে শ্রীগৌরশশধরের নিত্যধাম যোগ (পীঠ) মায়াপুরকে বিস্মৃতির অতল জলধি হইতে উত্তোলন করিয়াছেন। ভূশক্তি প্রেমভক্তিস্বরূপিণী বিষ্ণু-প্রিয়া দেবী, শ্রীশক্তি পরব্যোমেশ্বরী নারায়ণী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী ও লীলাশক্তি যোগমায়া (মায়াপুর) নীলাদেবী এই শক্তিত্রয়সমন্বিত বৈকুণ্ঠনাথ প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া বৈকুণ্ঠের নিত্য প্রকটবিহার প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

পতি ব্রজেন্দ্রনন্দন বার্ষভানবী সহ মিলিততনু হইয়া ভক্তিযোগ-মায়াপুরপীঠ নবদ্বীপে অবস্থিতি পূর্ব্বক যে প্রেমের কথা জগৎকে জানাইয়াছেন সেই বিশ্বম্ভরের করুণাময়ী প্রকটলীলা নিত্যকাল জয়যুক্ত থাকিলেও জীবের দুষ্কৃতিবশে দুরধিগম্য ছিল। শ্রীগৌরজন বার্ষভানবী দয়িতের নিজজন শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর করুণাময়ের নিজজন বলিয়া দয়া পরবশ হইয়া সেই শ্রীগৌরসুন্দরের শুদ্ধ প্রেমধাম জীবের প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি অপসারিত করিয়া প্রেমনয়নের গোচর করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অমলতত্ত্ব বিকৃত সমাজের হস্ত হইতে মুক্ত করাইয়া অপ্রাকৃত গ্রন্থ সমূহে এবং অনুগত জনগণের হৃদয়ে স্ফুরণ করাইয়াছেন। করুণারত্নাকর শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয় হউক। ইহাঁদের জয় হইলেই জগতের একমাত্র কল্যাণোদয় হয়।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শুদ্ধভক্তগণের উপাস্য বিগ্রহ শ্রীমায়াপুর-শশধরের নিত্যধাম নিরূপণ করিয়াছেন। জীবগণ স্ব স্ব বিষয়কার্য্যে ব্যস্ত হওয়ায় শ্রীধাম ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্বের বিকৃতভাবে আলোচনা করিতে গিয়া কৃষ্ণেতর বিষয়কে বা স্থানান্তরকে শ্রীগৌরধাম বলিয়া মনে করিতেন। বিষয়ী জীবগণ যদিও ধামবাস শ্রীগৌরকীর্ত্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষা করিতেন বাস্তবিক তাহা না হইয়া যোগমায়ার অনুকম্পা লাভে বঞ্চিত হইয়া মায়ার রাজ্যে অনেকেই বিপথে গমন করিতেন। যাঁহাদের সুকৃতি আছে তাঁহারাই মায়ার কবল হইতে উন্মুক্ত হইয়া শুদ্ধভক্তিপথের আদর করেন। যাঁহাদের সে সৌভাগ্য নাই আমরা তাহাদিগকে শ্রীভক্তিবিনোদ বিমুখ প্রতীপ বলিয়াই জানি। তাঁহাদের প্রতি শ্রীগৌরহরির আদৌ কোন দয়া নাই বলিয়াই জানিতে হইবে।

কৃষ্ণকথার নামে অনেক ক্ষুদ্র বিষয়ে দুর্ভাগা জীবগণ আবদ্ধ থাকেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ত্তমান সময় হইতে ৩৯ বৎসর পূর্ব্বে বিষয় কথা মুক্ত করাইয়া এই সাময়িক পত্রিকা প্রচার করেন। সঙ্গই প্রচারের উদ্দেশ্য। অপ্রাকৃত কথা অপ্রাকৃত ভক্তির উদয় করায়; প্রাকৃত বিষয় কথা বিষয়ীর আনন্দপ্রদ। শ্রীসজ্জনতোষণী হরিকথা প্রচারিণী, হরি-সঙ্গ বিধায়িনী, শুদ্ধ প্রেমভক্তি প্রচারিণী ও দুঃসঙ্গ বর্জ্জনকারিণী; তজ্জন্যই শ্রীপত্রিকা হরিজন তোষণী। শ্রীপত্রিকা সেবন সূত্রে আমাদের ইহা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে জাগরূক আছে। আমরা বিগত চারি বর্ষ কাল অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান পঞ্চম বর্ষেও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমল পাদপদ্মানুসরণে শ্রীপত্রিকার সেবাকার্য্যে ব্রতী আছি। সজ্জনবিরোধী সম্প্রদায় আমাদিগের ঐকান্তিকতার প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমা-দিগের প্রতি তাঁহাদের দূষণ-প্রবৃত্তি কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইতেও পারে। আমরা কর্ম্মাবৃত জ্ঞানাবৃত অন্যাভিলাষযুক্ত প্রতিকূল কৃষ্ণানুশীলনের পক্ষপাতী নহি বলিয়া ঐ সকল সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা যাহাদের মধ্যে প্রবল তাঁহারা আমাদের শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার সহিত সমরুচিবিশিষ্ট নহেন। আমরা তাঁহাদের মনস্তুষ্টি করিতে গিয়া সজ্জনের তোষণ কার্য্য হইতে কখনই বিরত হইব না।

বর্ষপ্রারম্ভে বিগত বর্ষের সজ্জন সমাজের কথা সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া আমরা প্রবর্ত্তমান দ্বাবিংশ বর্ষে অগ্রসর হইব। সজ্জন সমাজে যে সকল বিপত্তি সমুদিত হইয়াছে ও যে সকল শ্রীগৌরসেবানুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে উভয় বিষয়ই আমাদের আলোচ্য।

প্রতীপ দল হরিবিরোধ, হরিজন বিরোধ ও হরিসেবা বিরোধোদ্দেশে প্রবলা চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছানুসারে তাঁহাদের তাদৃশ ঘৃণিত চেষ্টা ন্যূনাধিক প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে। শুদ্ধ বৈষ্ণবের মহিমা খর্ব্ব করিবার মানসে গতবর্ষে তাঁহাদের অনেকগুলি চেষ্টা আমরা পর্য্যবেক্ষণ

যোষিৎসঙ্গ শৌক্রবর্ণান্তর্গত; প্রসাদে অপ্রাকৃত বুদ্ধি অকর্ত্তব্য,বৈষ্ণবের শৌক্র পরিচয় উপাধি নামাদি পরিহার করিয়া অপ্রাকৃত পরিচয় অনাবশ্যক, বদ্ধজীব বৈষ্ণবানুগত্যের অযোগ্য, গুরুদেবের অর্চ্চা পূজা অকর্ত্তব্য, বৈষ্ণবের পরীক্ষা নিষিদ্ধ,বৈষ্ণবের জন্মমহোৎসব অবৈধ,শুদ্ধভক্তি প্রচার অন্যায়,ভাড়াটিয়া ভৃতক-গণের ধর্ম্মপ্রচার বৈধ,বর্ণাশ্রমাধিকারীর কৃত্রিম পারমহংস্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়,থিয়সফি মতবাদিগণই প্রকৃত বৈষ্ণব, মায়াবাদই বৈষ্ণবধর্ম্ম, জড় বিচার দ্বারা কৃষ্ণভজন প্রভৃতি অসংখ্য অবৈধ কুশিক্ষা প্রচারিত হউক। তাহাদের বর্ণসাঙ্কর্য্যাভিপ্রায়ে ভিন্ন ভিন্ন শৌক্রবর্ণ মধ্যে বিবাহবিধি প্রবর্ত্তনের অবৈধ চেষ্টা, বৈষ্ণবের পূর্ব্বাশ্রম উল্লেখে জাতিসামান্যজ্ঞান, শৌক্রবর্ণগত বৈষম্য প্রবল করিবার উদ্দেশে ধর্ম্মের ছলনা, বংশপরম্পরা ক্রমে গুরুগিরি ব্যবসা প্রবর্ত্তনই সদাচার বলিয়া কাপট্য প্রচার, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ সংগ্রহ, মন্ত্র দিয়া অর্থ গ্রহণ, সভার সদনুষ্ঠানের নামে নিজ ভোগতাৎপর্য্যময় অর্থসংগ্রহ, কন্যাপুত্রাদির বিবাহোপলক্ষ্যে শিষ্যনামধারীর নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ, দেবালয় স্থাপন করিয়া নিজের ও অসতের উদরোপস্থবেগের সহায়তা, শ্রীধাম নির্দ্দেশের নামে জড়ীয় অর্থপ্রসূ অনুষ্ঠান প্রভৃতি ভজন বলিয়া প্রচলন করিবার বেগ আমরা লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত। কৃষ্ণভজনই একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া প্রচার ছলনায় অবান্তর ফলকামনা কখনই সজ্জনের ধর্ম্ম নহে। গৌণভাবে তাদৃশ কপটতার উৎসাহ প্রদান কোন সজ্জনই আদর করেন না। শ্রীপত্রিকা উপরিলিখিত অবৈধ অত্যাচার দমন ও প্রশমনের জন্য নানা হিতজনক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

দৌলতপুরে শ্রীভক্তিবিনোদ আসন ও প্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা এবং কোয়ামারায় শ্রীভক্তিবিনোদাসন প্রতিষ্ঠার সংবাদ আমরা গত বর্ষের প্রথম প্রবন্ধেই প্রকাশ করিয়াছি। গত বর্ষে কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তদ্ব্যতীত মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত রামজীবনপুর এবং যশোহর জিলার অন্তর্গত পুরুলিয়া গ্রামে শ্রীআসনদ্বয় প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছেন। বিগত বর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয় এই যে কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে "শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা" পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত সংস্কৃত বোর্ড অফ একজামিনার্স গণের পরীক্ষা মধ্যে ভক্তিশাস্ত্রের পাঠ্য নির্দ্দেশের প্রস্তাব হইয়াছে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণগণ গবর্ণমেণ্ট হইতে ভক্তিতীর্থ উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পরীক্ষায়ও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকে পরীক্ষার্থী হইতেছেন।

শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সম্মিলন ও মহোৎসব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এবারেও শ্রীমায়াপুরে, শ্রীগোদ্রুমে ও শ্রীনবদ্বীপ কুলিয়ায় সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যশোহরে, দৌলৎপুরে, স্বল্পবাহিরদিয়ায়, খুলনায়, রামজীবনপুরে, বনগ্রামে, লোহাগড়ায়, নলদীতে, পুরুলিয়ায় ভক্তসম্মিলন ও শ্রীশুদ্ধ নামপ্রচার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি মন্দির, শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দির এবং কুলিয়ায় শ্রীশ্রীমৎ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি কুঞ্জে গৃহবৃদ্ধি প্রভৃতি অনুষ্ঠান শুদ্ধভক্তগণের মহানন্দ বিধান করিয়াছেন।

তত্ত্বসূত্র এবং শরণাগতি নামক দুইখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রচারে বঙ্গীয় শুদ্ধ বৈষ্ণব জগৎ যারপর নাই লাভবান্ হইয়াছেন।

শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভা, কতিপয় পরম ভাগবতের সহায়তায় শ্রীগৌরজন্মভূমির সংলগ্ন ভূমিতে শ্রীগৌরকুণ্ড নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন এবং শ্রীমন্দিরে প্রপঞ্চগত কাল বিক্ষুব্ধ গৃহগুলির সংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন।

শ্রীপত্রিকার দ্বাবিংশ খণ্ডে আমরা এ বর্ষে দিন দিনই নানা শুদ্ধভক্তি-সমৃদ্ধির সন্দেশ জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইব আশা করিতেছি। শ্রীগৌর সুন্দর এবং তদীয় নিজজন শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের পঞ্চম বার্ষিকী সেবা গ্রহণ করুন্।

সজ্জন—মানদ।

সজ্জন বা বৈষ্ণব মানদাতা বলিলে, মানদাতা ও মানগৃহীতা দুইটী বস্তু এবং তাহাদের উভয়ের মধ্যে মানের প্রদান ও আদান বুঝায়। এস্থলে বৈষ্ণবের মানদাতৃত্ব এবং গৃহীতার বৈষ্ণবের নিকট হইতে মানের আহরণ ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। গ্রহণকারী বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব সে বিষয়ে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে আমরা দেখিতে পাই যে বৈষ্ণবের নিকট হইতে যিনি মান গ্রহণ করেন তিনি বৈষ্ণব শব্দ বাচ্য হইতে পারেন না। অবৈষ্ণবই বৈষ্ণবের নিকট হইতে মান গ্রহণ করিতে সমর্থ যেহেতু গৃহীতা বৈষ্ণব হইলে সেইরূপ মান প্রদান করাও তাঁহার বৃত্তি সুতরাং বৈষ্ণব মানদ ধর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়া অপর বৈষ্ণবকে মান প্রদান করিতে গেলে তিনিও তাঁহাকে মান প্রদান করিবেন। অবৈষ্ণব বৈষ্ণবের প্রদত্তমান গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে মান না দিতে পারেন। অবৈষ্ণবের স্বভাবে মানদাতৃত্ব ধর্ম্ম অপরিহার্য্য ধর্ম্ম বলিয়া স্থিরীকৃত হয় নাই।

মান দ্বিবিধ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। অবৈষ্ণব যদি মানের গৃহীতা হন তাহা হইলে তিনি অপ্রাকৃত হইতে পারেন না সুতরাং বৈষ্ণবের নিকট যাহারা মানের ভিক্ষু বা প্রত্যাশী তাহারা অবৈষ্ণব বা অসজ্জন। বৈষ্ণব সকলকেই স্বতঃপরতঃ মান দিতে প্রস্তুত। এক বৈষ্ণব অন্য বৈষ্ণবের নিকট মান লাভ করিয়া তাঁহাকেও মান দিয়া থাকেন। অবৈষ্ণব বৈষ্ণবের নিকট মান পাইয়া তাহা আত্মসাথ করেন এবং প্রত্যর্পণ করা দূরে যাক্ সেই মানে আপনাকে শ্লাঘান্বিত মনে করিয়া স্বীয় সর্ব্বনাশ করেন। বর্ত্তমান কালে বৈষ্ণবের মান লাভ করিয়া অবৈষ্ণব সমাজ কিরূপ অপরাধ সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুব খাইতেছেন তাহা আর

আমাদের কষ্ট স্বীকার করিয়া দেখাইতে হইবে না। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন বৈষ্ণব, কোন অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে মান প্রদান করিলে ব্রাহ্মণ আপনাকে অবৈষ্ণব জানিয়া উহা কেবল গ্রহণ করেন এবং বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া স্বীয় উচ্চ পদবী হইতে অধশ্চ্যুত হন। এইরূপে বর্ত্তমান কালে বহির্ম্মুখ শৌক্রসমাজদৃষ্টিতে কি প্রকার পরমহংস বৈষ্ণবের সুতুঙ্গ পদবী অধঃপাতিত হইয়াছে দেখিতে আর কাহারও বাকী নাই। বৈষ্ণবকে সর্ব্ববর্ণের গুরু বলিবার পরিবর্ত্তে শৌক্রব্রাহ্মণবর্ণকে বর্ণের গুরু বলিতে অনেকে ব্যস্ত। পরমহংস বৈষ্ণবকে মূর্খ অবৈষ্ণবগণ শূদ্রসাম্য দর্শন করিয়া শূদ্র জ্ঞান করে এবং তজ্জন্য অপরাধবশতঃ নিরয়গামী হয়। আবার বর্ণাশ্রমের বিশৃঙ্খলকারী দুর্ম্মদ দুর্নীতিপর মূর্খ শূদ্র চণ্ডালাদি অবৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে পরমহংস বৈষ্ণব বলিয়া অভিমানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিজকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। বর্ণাশ্রম অপেক্ষা পারমহংস ধর্ম্ম উন্নত ও শ্রেষ্ঠ না বলিয়া পরমহংস বৈষ্ণবকে বর্ণাশ্রমের বিশৃঙ্খলকারী অবৈধাচারী ও ঘৃণিত বলিয়া অসম্মান করেন। ব্রাহ্মণ বর্ণ বা সন্ন্যাস আশ্রম, বর্ণ ও আশ্রমের পরমোচ্চ পদবী জানিয়া পরমহংস বৈষ্ণবকে বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত করিবার বিচার করেন। বাস্তবিক পরমহংস বৈষ্ণব আপনাকে কর্ম্মফলভোগী ও অজ্ঞানী প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করিলেও তাঁহাকে কোন বিবেকী সজ্জন তাদৃশ ঘৃণা করেন না কিন্তু অন্যের মূর্খতার হস্ত হইতেও বৈষ্ণব মুক্ত হন না। পরমহংস বৈষ্ণব অনেক সময় আপনাদিগকে শৌক্র অবরবর্ণ বলিয়া পরিচয় দেন, কখনও জগৎকে মান দিবার জন্য আমি বৈষ্ণব নহি, ভোগপরকর্ম্মী বা বর্ণাশ্রমী বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেন। মূর্খের নিকট তাদৃশ পরিচয়ে মানদ ধর্ম্ম নাই বলিয়া প্রতীত হইলেও বৈষ্ণব পরমহংসের পক্ষে উহাই মানদ ধর্ম্ম বুঝিতে

ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আচরণে বর্ণাশ্রম পরিত্যক্ত হয় নাই বলিয়া পারমহংস বৈষ্ণবধর্ম্ম তদপেক্ষা অনুপাদেয় এরূপ কাহারও ধারণা করা উচিত নহে। তিনি বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়াও আবার বলিয়াছেন :—

> নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
> নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্ব্বা।
> কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
> র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥

শুদ্ধভক্ত মধুর রসে প্রবিষ্ট হইলে বর্ণমিশ্র ভাব ও আশ্রমমিশ্র অভিমান, মন ও দেহাতিরিক্ত আত্মায় মিশ্রিত নাই একথা জানিতে পারেন। জগৎকে মান দিবার জন্য জীবস্বরূপের উচ্চতা আবরণ করিয়া বর্ণাশ্রমীর বেশ প্রদর্শন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ শূদ্র বা গৃহস্থ হওয়াই সর্ব্বোত্তম এরূপ প্রার্থনা জীবের কর্ত্তব্য তাহাও প্রচার করেন নাই।

শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু, আপনাকে পরমহংস বৈষ্ণবদাস অভিমান করিয়া সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণকে মান দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মনঃশিক্ষায় তিনি ভূসুর ব্রাহ্মণে সর্ব্বদা দন্তহীন হইয়া অপূর্ব্ব রতি করিবারই উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই বৈষ্ণবের মানদ ধর্ম্ম। আবার শ্রীরসিকানন্দ দেব শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুদত্ত যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিয়াও মানদ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ভূসুরগণকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াও মানদ ধর্ম্ম ছাড়িয়া দেন নাই। দুর্ব্বাসা ঋষি অম্বরীষের পাদ গ্রহণ কালে অম্বরীষ রাজা তাঁহাকে মান দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। গুরুপ্রদত্ত যজ্ঞ সূত্রাদি ধারণ যদি মানদধর্ম্মের ব্যাঘাতকারী হইত তাহা হইলে পরমভাগবতগণ তাহা গ্রহণ করিতেন না। সূত্রপ্রদাতা গুরুকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক বৈষ্ণব কখনই মানদ ধর্ম্ম পালন করিতে পারেন না। গুরুপদাসীন বৈষ্ণব, গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাক শিষ্যকে অব্রাহ্মণ

বলিয়া মানদ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন না। "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং" শ্লোক তথা দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং অবজ্ঞা করিতে পারেন না। বৈষ্ণবকে ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এমন কি প্রাকৃত ব্রাহ্মণ বলিলেও মান দান করা হয় না। তিনি অপ্রাকৃত বস্তু কিন্তু শিষ্যত্ব অনুবন্ধ লৌকিক ভাবে স্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁহাকে প্রকৃত্যাতীত ব্রাহ্মণেতর মনে করা মানদ ধর্ম্মের ব্যাঘাতকারী। শিষ্য ও মানদ ধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া গুরুপ্রদত্ত বর্ণাশ্রম স্বীকার করিবেন। না করিলে তিনি পরমহংস বৈষ্ণব হওয়ার উচ্চবেশ গ্রহণ করা অপরাধে মানদ না হইয়া অবৈষ্ণব হইবেন। সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে জানিয়া বৈষ্ণবকে মান দিতে হইবে এবং অন্য জনে প্রাকৃত মান দিলে তাহাদের বৈষ্ণবাপরাধ হইবে না সুতরাং তদ্দ্বারা বদ্ধ জীবে দয়া করাই হইবে।

সংগ্রহ।

(১)

যশোদা কিশোর মঞ্জু চারু বিষ্ণুশিলে।
গুরুর প্রস্তর বুদ্ধি উদিত হইলে॥
অথবা অজ্ঞান ঘন তিমিরাক্রান্তা,
শ্রীগুরুতে নরবুদ্ধি হ'লে প্রসজ্ঞাতা,—
অথবা বিঘোর কলিমলপ্রমথন,
বৈষ্ণবের পাদোদকে জল প্রকল্পন,—
পরমকরুণ কৃষ্ণনাম মন্ত্র প্রতি;
সামান্য অর্থের কিম্বা,—শব্দের প্রতীতি,—

সর্ব্ব দেব কুলেশ্বর ব্রজেশ্বরে—আন্—
দেবতা পুঞ্জের সহ,—সমত্ব প্রজ্ঞান,—
যাহার উদিত হয়,—নারকী সে নর।
কোটী কল্প ডুবে সেই নরক ভিতর॥
চিরযুগ হয়ে থাকে নরকের কীট।
বর্ষে তার শিরে সদা পুরীষ প্রাবৃট্॥

শ্রীনারায়ণ দাস শর্ম্ম বিদ্যাভূষণ চট্টোপাধ্যায়।
আবুরি, নদীয়া।

প্রতীপের প্রতিবাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত একবিংশ খণ্ডের ৩২৪ পৃষ্ঠার পর।)

৮। ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ব্রহ্মসংহিতা

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥ চৈ, চ,
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগৎ ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর।
কেহ মানে কেহ না মানে সব তাঁর দাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ॥ চৈ, চ,

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র অদ্বয়তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, বিধিশিবাদি সবই তাঁহার কিঙ্কর। তাঁহারই আদেশে তদাদিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তাঁহারই সেবা করিতেছেন। "সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো

চরন্তি তদ্বশঃ" (ব্রহ্ম সংহিতা)। সুতরাং কৃষ্ণই প্রভু ও অন্য দেবতা তাঁহার কিঙ্কর ও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যাধ্যক্ষ। তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন, নিজে বহু হইয়া সৃষ্টিকালে লীলা করেন ও অবশেষে তিনিই থাকিবেন তাই তিনি অচ্যুত। তাঁহার সম বা তদপেক্ষা ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতাযুক্ত কেহই নাই। তিনি সকল ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যনিলয় এবং একমাত্র বাস্তব বস্তু। অন্য দেবতাদি গুণ বিকার।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎ পরং।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং ॥ শ্রীমদ্ভাগবতে ॥

সুতরাং শ্রীভগবানের সহিত অন্য দেবতার সাম্যজ্ঞানে মহা অপরাধ হয়। কিন্তু অবৈষ্ণবগণ বলেন "যেই মায়া কালী সেই ভগবান কৃষ্ণ।" "উলুকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ" তাহারা দেখিয়াও দেখেন না যে—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।

সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবং ॥ পাদ্মে ॥

শ্রীকৃষ্ণ সেবা ভিন্ন অন্য দেবোপাসনা নাই তাহাও অবৈষ্ণব স্বীকার করেন না। শাস্ত্র বলেন :—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।

ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্ক্তে হালাহলং বিষং ॥ স্কান্দে

শ্রীকৃষ্ণ সেবা ভিন্ন যে জীবের সংসার নাশ হয় না তাহাও অবৈষ্ণব জানেন না। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ফলকামী হইয়া তদ্ তদ্ অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উপাসনা করিয়া জড় ফল লাভ করেন এবং পুনঃ পুনঃ সংসার ভোগ করেন।

যথা ধৃত্বা শুনঃ পুচ্ছং তর্ত্তুমিচ্ছেৎ সরিৎপতিঃ।

তথা ত্যক্ত্বা হরিং সেব্যমন্যোপাসনয়া ভবং ॥ পাদ্মে

অবৈষ্ণবের সেরূপ পূজাতেও অন্য দেবতা প্রসন্ন হন না। কারণ সর্ব্বদেব প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে পূজা না করিয়া এবং তৎপ্রসাদ দ্বারা অন্য দেবতার পূজা না করিলে অন্য দেবতা ক্রুদ্ধ হন। মস্তক বিহীন মনুষ্য চলে বলিলে যেরূপ বুঝায় তদ্রূপ। অবৈষ্ণব ত কৃষ্ণ পূজা করে না অপিচ বৈষ্ণবকে কৃষ্ণ পূজা ছাড়িয়া অন্য দেবার্চ্চনার আদেশ দেয়। সে মূর্খ তাই ঐরূপ বলে। অবৈষ্ণব জানে না যে শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হইলে আব্রহ্মস্তম্ব সকলেই তুষ্ট হন।

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

শ্রীমদ্ভাগবতে।

বৈষ্ণবই অনন্য কৃষ্ণ সেবক। কৃষ্ণ ব্যতীত তাঁহার সেব্য বিষয় দ্বিতীয় নাই।

বৈষ্ণবো নান্যবিবুধান্ নার্চয়েত্তাংশ্চ নো নমেৎ।
ন পশ্যেত্তান্ ন গায়েচ্চ ন নিন্দেৎ ন স্মরেত্তথা॥
তেষাং ন ভক্ষেদুচ্ছিষ্টং অনন্যো নৈষ্ঠিকো মুনিঃ।
ন তজ্জনানাং দেবর্ষে সঙ্গং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ॥ পাদ্মে

অন্য দেবার্চ্চনায় দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ঠাকুর ও অবৈষ্ণব চণ্ডাল হইয়া যান। তাহা বৈষ্ণব ঠাকুর বেশ জানেন এবং অবৈষ্ণব হইলে, অবৈষ্ণবগণ যে তাঁহাকে সঙ্গীরূপে পাইবেন তাহাও বৈষ্ণবদ্বেষী অবৈষ্ণবগণ জানেন।

ব্রাহ্মণোঽপি মুনিজ্ঞানী দেবমন্যং ন পূজয়েৎ।
মোহেন কুরুতে যস্তু সদ্যশ্চণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥ নারদীয় পুরাণে

সুতরাং বৈষ্ণব অনন্য কৃষ্ণসেবানুরক্ত হইয়া ধন্য আর অবৈষ্ণব কৃষ্ণসেবা ছাড়িয়া নারকী।

অবৈষ্ণব চিরদিনই ভক্ত ও ভগবদ্দ্বেষী। তাই তাহারা প্রতীপ, বিরোধী বা অবৈষ্ণব। তাই তাহাদের সঙ্গত্যাগ সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। "ততো

দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্” শ্রীমদ্ভাগবতের এই আদেশ মানবের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকা আবশ্যক। অবৈষ্ণবসঙ্গ ত্যাগ পদে পদে আবশ্যক বলিয়া শ্রীশ্রীগৌর পার্ষদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে গাহিলেন "প্রতীপ জনেরে, আসিতে না দিব, রাখিব গড়ের পারে।" আজ তাই দুঃসঙ্গের উদাহরণ আমরা দেখিতে পাইতেছি। প্রতীপগণ প্রতিপদে যে কি পাষণ্ডতার পরিচয় দিতেছে তাহা বিদ্বজ্জনই অনুভব করিবেন। কিন্তু এই ঘোর বৈষ্ণবদ্বেষীগণকে দেখিয়া আমাদের একটী কথা স্মরণ হয়। দ্বাপর যুগে অঘ, বক, পুতনা প্রভৃতি প্রতীপেরা যেরূপ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলার বিরোধী হইয়া লীলা নষ্ট করা দূরে থাকুক আরও উজ্জ্বল করিয়াছিলেন এবং দুঃখের বিষয় যে বিপথগমনে: নিজেরা অনন্তকাল মহারৌরবে পতিত হইয়াছিল সেইরূপ বর্ত্তমান বিবদমান যুগে বা কলিকালে বিদ্বেষীগণকে প্রকৃত সনাতন বা জৈবধর্ম্মের বিরোধী দেখিয়া শ্রীভগবান্ ও ভক্তের দ্বেষে তাহাদের অনন্ত নরক ভোগাশঙ্কায় আমরা দুঃখিত কিন্তু পক্ষান্তরে আমরা বড়ই আনন্দিত। কারণ মানবের প্রকৃত ধর্ম্ম কি, প্রকৃত উপাসনা পন্থা কি এবং প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের স্থান ও মর্য্যাদা কি তাহা এই সকল আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারিতেছি। আহা! শাস্ত্রসমূহের নিগূঢ়কথা যাহা এতদিন ভৃতকাধ্যাপক ও ভৃতকাধ্যাপিত বর্ণগত শৌক্রব্রাহ্মণগণ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, আজ ভগবৎ প্রেরণায় প্রতীপগণের প্রশ্নে, ভগবদিচ্ছাক্রমে তদীয় ভক্তদ্বারা "উত্তরে" প্রকাশিত হইল। আহা! ভুবনপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটের পর হইতে নিত্যকৃষ্ণদাস জীব, মোহে স্বীয়াত্মার ধর্ম্ম ভুলিয়া জড়দেহ ও মনের যে ধর্ম্মকে একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া জানিয়াছিল, আজ প্রতীপের প্রশ্নোত্তরে জীবের সে ভ্রান্তি দূর করিবার সুযোগ আসিয়াছে। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রচারিত অমল বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপস্থিত গ্লানি দূর করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকৃত কথা বলিবার জন্য সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা চেষ্টা ও স্ব স্ব ভজনাদর্শ দেখাইয়া যে বীজাঙ্কুর রোপণ করিয়া গিয়াছিলেন, প্রতীপের প্রশ্নোত্তরে আজ তাহা বৃক্ষে পরিণত ও পুষ্পিত হইয়া সৌরভ বিস্তার করিল। আজ ভাগ্যবান্ জীব তাহার সমস্ত জড় অহঙ্কার, বর্ণ, মান, আভিজাত্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদেববাঞ্ছিত অমল বৈষ্ণবরেণুতে নিজকে ভূষিত করিয়া ধন্য হইবেন এবং বৈষ্ণবাশ্রয়ে ও তদীয়ানুকম্পায় কৃষ্ণবিস্মৃতিমূলক অবিদ্যা দূর করিয়া তাঁর চিরবাঞ্ছিত, নিত্য সেব্য নিত্য প্রভু শ্রীশ্রীভগবৎসেবা লাভ করিয়া নিত্যধামবাসী হইবেন!

শ্রীনয়নাভিরাম দাসাধিকারী।

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার কার্য্যসমিতির প্রথম অধিবেশন।

বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার দ্বিপ্রহর কালে কলিকাতা ৩।৪।৫।৬ নং হেয়ার ষ্ট্রীটস্থ ভবনে কার্য্যসমিতির বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে কার্য্য সমিতির নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত হরিদাস চক্রবর্ত্তী, নৃসিংহ কুমার মুখোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, বরদাপ্রসাদ ভক্তিভূষণ, ললিতাপ্রসাদ দত্ত M. R. A. S., বিপিন বিহারী বিদ্যাভূষণ, গয়ারাম ভক্তিসুহৃৎ, শৈলজাপ্রসাদ দত্ত L. M. E.,

হরিদাস নন্দী, চারুচন্দ্র মিত্র, নকুলেশ্বর রায়, ললিত মোহন দাসাধিকারী, যশোদানন্দন দাসাধিকারী, কুঞ্জবিহারী ভাগবতরত্ন বিদ্যাভূষণ আচার্য্যত্রিক, জগদীশ বিদ্যাবিনোদ ভক্তিপ্রদীপ B. A., হরিপদ বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী B. A., গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয়গণ।

শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত হরিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

নিম্নলিখিত ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ মহোদয়গণ কার্য্যসমিতির সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সদস্য পদে গৃহীত হইলেন।

১। শ্রীযুক্ত নয়নাভিরাম দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভব-
ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য ও পঞ্চরাত্রাচার্য্য।
নারায়ণপুর, পাঁজিয়া (যশোহর)।

২। শ্রীযুক্ত অনন্তবাস ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ B. A.
শ্রীভক্তিবিনোদ আসন, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড; কলিকাতা।

৩। শ্রীযুক্ত দীনতারণ সাহা
২৭০।১ নং আপার সারকুলার রোড কলিকাতা।

৪। শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী মিত্র,
১৩ নং হরলাল দাসের লেন, ঘোড়াবাগান কলিকাতা।

৫। শ্রীযুক্ত শ্যামদাস ব্রহ্মচারী
৩০নং গৌরীবাড়ী লেন কলিকাতা।

৬। শ্রীযুক্ত পরমানন্দব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য ম্যানেজার
শ্রীসজ্জনতোষণী ও শ্রীভাগবত প্রেস। কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

শ্রীযুত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়দ্বয়ের অনুমোদন ক্রমে সর্ব্ব সম্মতি অনুসারে শ্রীমন্দির সংস্কার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকৃত হইল। "হস্তস্থিত তহবিল হইতে শ্রীমন্দির ও সেবকখণ্ড সংস্কার করে যে ব্যয়ের আবশ্যক তদ্দ্বারা ঐকার্য্য আরম্ভ করা হউক। তদুপলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া ঐ কার্য্য সমাধা হউক। এতদ্ব্যতীত নূতন মন্দির নির্ম্মাণ জন্য দ্বাদশজন সভ্য লইয়া একটী সমিতি গঠিত হউক ও সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করা হউক। সম্প্রতি ঐ সমিতির নয়জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

১। শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী
২। ,, বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ
৩। ,, গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ আচার্য্যত্রিক
৪। ,, কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন আচার্য্যত্রিক
৫। ,, যশোদানন্দন দাসাধিকারী
৬। ,, ললিতমোহন দাসাধিকারী
৭। ,, গয়ারাম ভক্তি সুহৃ
৮। ,, চারুচন্দ্র মিত্র
৯। ,, রাধিকাপ্রসাদ দত্ত।"

ধন্যবাদ অন্তে কার্য্য সমিতির অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

শ্রীগৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ কর্ম্মচারী। শ্রীকাশীভূষণ সেন, সভাপতি
১৪ আষাঢ় ১৩২৬ সাল।

নবদ্বীপ দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত একবিংশ বর্ষ ৩৪০ পৃষ্ঠার পর)

জন্মস্থান নির্দ্ধারণ করিয়া জগজ্জীবের পরম মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। তাঁহারা বৈষ্ণবজগতের পরম বন্ধু ও নিত্য ধন্যবাদার্হ।

মায়াপুর, নবদ্বীপের অন্যতম অন্তর্দ্বীপের মধ্যগত। মায়াপুর গৌর-কিশোরের জন্মস্থান—সন্দেহকারিগণ! বিশ্বাস করিয়া সুখী হও। মায়াপুরে যাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া যুগলরূপ দর্শন করতঃ নয়ন মন সার্থক কর। অত সুন্দর যুগলমূর্ত্তি আর কোথাও দেখিতে পাইবে বলিয়া বিশ্বাস করি না।

হৃদয়ে গোপনে সংশয় পূরিয়া রাখার লাভ নাই বরং মারাত্মক অনিষ্ট। সত্য নিষ্কাসন বা সন্দেহ নিরসন জন্য সংযত ভাষায় প্রতিবাদে অপরাধ ভয় নাই। ইচ্ছা হয় প্রতিবাদ করিয়া সংশয় দূর কর। মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ ভবনে তুলসী কানন ছিল। বহুতর গণ্য মান্য লোক দর্শন করিয়াছেন। বহু তুলসী গাছ সরাইয়া গৃহাদি তৈয়ার করিতে এ ক্ষুদ্র লেখকও উপস্থিত ছিল। মায়াপুর সম্বন্ধে প্রকাশিত প্রবন্ধাদিতে লিখিত হয় নাই, এইরূপ প্রমাণ পাইলাম। সন্দিগ্ধ পাঠকদিগের উপকারার্থে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

রতিং বধ্নাতি নান্যত্র তুলসীকাননং বিনা।
দেবদেবো জগৎস্বামী কলিকালে বিশেষতঃ।
হিত্বা তীর্থসহস্রাণি সর্ব্বানপি শিলোচ্চয়ান্।
তুলসীকাননে নিত্যং কলৌ তিষ্ঠতি কেশবঃ॥ স্কন্দপুরাণ।

"তুলসীবন ভিন্ন দেবদেবের জগৎস্বামী অন্য কোন বস্তুতেই প্রীতিবন্ধন করেন না, বিশেষতঃ কলিযুগে। সহস্র সহস্র তীর্থ ও সমুদায় পর্ব্বত

পরিত্যাগ করিয়া কেশব কলিযুগে তুলসীবনেই নিত্য বাস করেন।"

এখন ভাবিয়া দেখুন, নবদ্বীপের মধ্যে এই মায়াপুর ভিন্ন আর কোথাও অনাদিকালের অমর তুলসীকানন ছিল না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানে তুলসী কানন থাকিবার কথা। আর এই অমর তুলসী কাননই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর জন্মস্থান পরিচয়ের প্রধান নিদর্শন।"

(শ্রীরাজীবলোচন দাস।)

ঐ লেখক ১৩০১ সালে সজ্জন তোষণী পত্রিকায় নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "প্রাচীন গ্রন্থাদি অবলম্বনে বহু গভীর গবেষণায়" নবদ্বীপধামমাহাত্ম্য নামে একখানি বহি প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থ পরিক্রমা ও প্রমাণ এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। পুস্তকে নবদ্বীপের ম্যাপ সম্বলিত একখানি অত্যুৎকৃষ্ট পরিষ্কার মানচিত্র আছে। এই গ্রন্থদ্বারা স্থানের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া জগন্নাথ মিশ্রের ভবন শ্রীমায়াপুর নির্ণীত হইয়াছে। যাহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ মায়াপুরকে শ্রীগৌরহরির জন্মস্থান বলিয়া ধ্রুব বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না আর কষ্টানুভব করিতেছেন, তাহাদিগকে বিনীতভাবে বলিতেছি; হৃদয় সরল করিয়া নবদ্বীপধামমাহাত্ম্য-বহি পাঠ করুন, দীনহীন হইয়া মায়াপুর যান ; যাইয়া স্থানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করুন। নিশ্চয়ই মায়াপুর জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের ভবন প্রতীত হইবে। মায়াপুর যোগপীঠ যথা—শ্রীভক্তিরত্নাকর। যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর। তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥

আমি ঐ যোগপীঠ তুলসীকানন ব্যাপ্ত দেখিয়াছি। তুলসীকাননের অর্থ :—কেহ রোপণ করে নাই, কোন যত্ন নাই, স্বভাবতঃ জাত হইয়া রহিয়াছেন। এ তুলসীকানন কত কালের নিকটস্থ প্রাচীন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কিছুই বলিতে পারেন না। তবে এইমাত্র বলেন

যে, আমাদের পিতা পিতামহ প্রভৃতি বলিয়াছেন, তাহারা বরাবর ওখানে (মায়াপুরে) এইরূপ তুলসীবন দেখিয়া আসিতেছেন।

ভারতবর্ষের তীর্থস্থান ও ধামাদিতে তুলসীর ক্ষেত্র ও বাগান অনেক আছে কিন্তু তুলসীকানন একমাত্র মায়াপুরেই দেখা গিয়াছে। আর কোথাও নাই। শাস্ত্রে লিখিত আছে—"তুলসীকাননং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।" শ্রীচৈতন্যভাগবতে—অদ্যাপিও নিত্যলীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥ উল্লিখিত প্রমাণ বিচার করিয়া দেখিলে গৌরাঙ্গ মায়াপুরে আছেন জ্ঞান হইবে। যে কোন বিষয় বিচার করিয়া বুঝিবার সময়

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন বিচার্য্যা কদাপি চ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

এই মানব প্রমাণটি মনে রাখা আবশ্যক। মায়াপুরে জগন্নাথভবনে গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া বসিয়াছেন তাহাতে কোন সংশয় নাই।

(শ্রীরাজীবলোচন দাস।)

মৈনা নিবাসী ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় ১৩০১ সালের সজ্জন তোষণী পত্রিকায় মায়াপুর সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটী প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

যদি তীর্থসহস্রাণি পর্য্যটন্তি নরাঃ ক্ষিতৌ।
নবদ্বীপং বিনা দেবি ন রাধাং কৃষ্ণমাপ্নুয়াৎ॥

অনন্ত সংহিতা।

মায়াপুরীং সমাশ্রিত্য কলৌ যে মামুপাসতে।

আমরা বিগত জন্মোৎসব যোগে শ্রীমায়াপুরে গমন করিয়াছিলাম। শ্রীমায়াপুর কোথায়? একটু নির্দ্দেশ দেওয়া অনাবশ্যকীয় নহে।

ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি প্রাচীন ভক্তিশাস্ত্রাদি উদ্ঘাটন করিলে দেখিতে পাই যে নয়টী ভিন্ন ভিন্ন স্থান লইয়া নবদ্বীপ। এই নয়টীর মধ্যে অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়া), গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা), মধ্যদ্বীপ (মাজিদা), এই চারিটী স্থান গঙ্গার পূর্ব্বপারে। আর কোলদ্বীপ (বর্ত্তমান দেবালয়াদি পরিবেষ্টিত নবদ্বীপ নগর), ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর), জহ্নুদ্বীপ (জান্নগর), মোদদ্রুমদ্বীপ (মাউগাছি) ও রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া) এ পাঁচটী স্থান গঙ্গার পশ্চিমে। (এখানে ফুট নোটে আছে—নবদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মতের কথা বলিতেছি না, কিন্তু এই নয়টী দ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন, নাম প্রাপ্তির প্রসঙ্গ ভক্তিরত্নাকর এবং নবদ্বীপধামমাহাত্ম্য গ্রন্থে ভক্ত পাঠকগণের পাঠ করা আবশ্যক।)

শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডলের পরিধি ষোল ক্রোশ। মণ্ডল বলিতেছি কেন শ্রীনবদ্বীপ বৃন্দাবনের ন্যায় পদ্মাকৃতি—গোলাকার। অষ্টদিকে অষ্টদলস্বরূপ আটটী স্থান, মধ্যস্থলে কর্ণিকাস্বরূপ অন্তর্দ্বীপ। অতএব নবদ্বীপ অষ্টদল পদ্মের ন্যায়।

শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে অন্তর্দ্বীপের মধ্যে শ্রীমায়াপুর, যথায় শ্রীমহাপ্রভুর বাড়ী ছিল। (মায়াপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্গৃহং)।

শ্রীবৃন্দাবনের যোগপীঠের ন্যায় এই ভুবন বিখ্যাত তীর্থ স্থানটী লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। "লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল" অর্থাৎ অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি স্থানটীর মহিমা অবগত ছিলেন।

সম্প্রতি বহুতর বিশুদ্ধ একান্ত ভক্তের উদ্যোগে শ্রীযোগপীঠ (মায়াপুরে সর্ব্বসাধারণে, পরিচিত হইয়াছেন। যে স্থানটীতে শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছে সেই স্থানেই শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বাড়ী ছিল। স্থানেই স্থানের পরিচ

দিয়াছে। তুলসীকাননং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ; এই স্থানটিতে একটী 'অমর' তুলসীকানন বিদ্যমান আছেন।

পূজ্যপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় দ্বারা সমস্ত বৈষ্ণব সমাজ, সমস্ত বঙ্গ সমাজ কৃতার্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের এই কার্য্য ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগ ও যত্নে সম্পাদিত হইতেছে। তিনি বহু অনুসন্ধানে বিবিধ শাস্ত্র প্রমাণ, যুক্তি, জনশ্রুতি ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক নিদর্শন এবং সরকারী দলিলাদি মিলাইয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বাড়ী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (এস্থলে ফুট নোটে আছে আমরা অবগত আছি এ সম্বন্ধে কোন কোন একান্ত ভক্ত প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছেন, কেহ কেহ বা দৈবানুকূল্যে জ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন। সে সব কথা অপ্রকাশ্য, পাঠক অনুসন্ধানে জানিতে পারিবেন, প্রাচীন সিদ্ধ মহাত্মাগণ ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

উৎসবের পূর্ব্বে দুইদিন আমরা মায়াপুর দর্শনে গিয়াছিলাম। অপরে যাহাই বলুন, সরল বলিতে কিন্তু স্থানটী যে অসীম মহিমান্বিত, তাঁহা সহৃদয়গণের স্বতঃ প্রত্যক্ষ।

আতপতাপতপ্ত দূরাগত পথিকের ছায়াতলে শীতল বায়ু যদ্রূপ তৃপ্তি বিধান করেন, আমরা যখন শ্রীযোগপীঠে পৌঁছিলাম, মনে তখন সেইরূপ,—তদপেক্ষা অধিক শান্তি বোধ হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে মনে যে একটী জাড্যাবস্থা—একটী বিরসভাব সমুপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাহার লেশমাত্র ছিল না। আর মনে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিতে লাগিল।

একটু পূর্ব্বে নিজে নিজে কত ধিক্কৃত হইতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম—একি? শ্রীযোগপীঠ—যেখানে প্রভু জন্মগ্রহণ করেন, যে স্থান ত্রিভুবনের মধ্যে বরণীয়, ভক্তগণের জীবন স্বরূপ পূততম সেই প্রভুর বাটী যাইতেছি; এমন সময়ে কেন এমন হইল? একটু পূর্ব্বে এইরূপ নানা বিতর্ক মনে হইতেছিল। আর একটু পরের অবস্থা,—যখন পৌঁছিলাম, তখন সকল

ভুলিয়া গেলাম। পূর্ব্বে যে তরঙ্গের উল্লেখ করিয়াছি, সে তরঙ্গ প্রবল বেগে হৃদয়ে প্রহৃত হইতে লাগিল, হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিল, ভূমে প্রণতভা পড়িয়া গেলাম। বস্তুতঃ তখনকার মনের অবস্থা অননুমেয়। আমার স যিনি ছিলেন, তিনি খুব সরললোক, সমস্ত পথ আমার সহ গৌঃ প্রস গিয়াছেন, তিনিও ভক্তি সহকারে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে ও ক্রন্দন করি লাগিলেন। বস্তুতঃ সেইদিন যে আনন্দ যে সুখ পাইয়াছিলাম, ত ভুলিবার নহে; পার্থিব কোন সুখেরই তুলনা তৎসহ হইতে পারে না।

ঐ বাড়ীতে তখন কয়েকটী ইতরলোক কাজ করিতেছিল, তাহারা অ দের কাছে জড় হইল ও নানাপ্রকারে প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করিতে লাগি আমরা তাহাদের নিকট পথ জিজ্ঞাসা ক্রমে চাঁদকাজির সমাধি দ চলিলান। চাঁদকাজি কীর্ত্তনে বাধা দিয়া শেষে প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হ তাঁহার সমাধির উপর বহু প্রাচীন ও প্রকাণ্ড একটী গোলক চাঁ গাছ সমাধিকে বুকে করিয়া বক্রভাবে রহিয়াছে ও সুরভিপ্রসূন প্র পূর্ব্বক কাজির মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

কাজির সমাধি দর্শন পর্য্যন্ত মনের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয় নাই, নানাকথা ভাবিতেছিলাম,—'যে পথ দিয়া যাইতেছি কে বলিতে পা এই পথ দিয়া আমার প্রভু একদিন না গিয়াছিলেন ? কে বলিতে পা এই পথে একদিন নৃত্য করিয়াছিলেন ? আর নদীয়াবাসীগণ দূর হ তাহা না দেখিয়াছিলেন ? কোন প্রাচীন বৃক্ষ দেখিলে মনে হইতে লাগি হয়ত ইহার ছায়াতলে প্রভু একদিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন, গদাধরাদি একজন প্রিয় সঙ্গী সঙ্গে ছিলেন, আর দূর হইতে প্রভুর ভুবনা রূপ পথিক একবার দেখিয়া যাইতেছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি। যাহা অবশেষে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা প্রভুর একটী লীলা, অর্থাৎ

দুরন্ত, আমার হৃদয় কঠিন, অসরল—অবিশ্বাসে ভরা। এই প্রকার একটী ঘটনা না ঘটিলে মনের কোণে অতি গোপনে কোন সংশয় থাকিত কি না বলিতে পারি না। অতএব "স্থানই স্থানের পরিচয় দিয়াছে" এই যে কথা বলিতেছি, ইহা যথার্থ।

"কিছু উচ্চ স্থান সদা তৃণ আবরণ।
সেই স্থান জগন্নাথ মিশ্রের ভবন॥"

শ্রীযোগপীঠ স্থানটী একটু উচু, গঙ্গা ও খড়ির উৎপাতে যখন মায়াপুরাদি স্থান বড়ই অবস্থান্তরিত হয়, যখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বিগ্রহাদি (শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি, প্রৌঢ়ামাতা, বৃদ্ধশিব প্রভৃতি) পশ্চিম পার কুলিয়া আশ্রয় করেন তদবধি ইহা এইরূপই আছে। ("এখানে ফুট নোটে আছে,-কুলিয়া পাহাড়পুরে, ছকড়ি চট্টের ঘরে,জনমিলা শ্রীবংশীবদন।"

শ্রীবংশীবদন ঠাকুর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অভিভাবক ছিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতিষ্ঠিত গৌরবিগ্রহ মধ্যে তিনিই পূজা করিতেন। অবশেষে যখন মায়াপুর পরিত্যক্ত হয়, শ্রীগৌরবিগ্রহ প্রথমেই তখন ঠাকুর বংশীবদনের বাড়ী কুলিয়ায় আনীত হন, তৎসহ বৃদ্ধশিব ও পোড়ামা আইসেন।) কৃষ্ণলীলাবসানে সমুদ্র দ্বারকা গ্রাস করিয়াও যেমন যোগপীঠ বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, গঙ্গা নবদ্বীপের ধ্বংস সাধন করিয়াও শ্রীমহাপ্রভুর বাড়ীর স্থানটী যেমন তেমনই রাখিয়াছেন।

অবশেষে কালক্রমে পরিত্যক্ত মায়াপুরাদি স্থানে মুসলমানগণ বসতি করে, তাহাতে অজ্ঞলোক কেহ কেহ মায়াপুরের নাম 'মেয়াপুরও' বলিয়া থাকে। অজ্ঞলোকের কথায় আসে যায় না, সরকারী কাগজ, কাজিবংশের হাতে পূর্ব্বকালের অতি প্রাচীন যে দলিলাদি আছে, তাহাতে ঐ স্থানকে 'মায়াপুর' বলিয়া স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে। আমরা কাজিবংশীয় কোন মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা ক্রমে তাহা অবগত হইয়াছি। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত

মুসলমানগণ বলিতে লাগিল যে এই উচু স্থানটী শুধু পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া তাহারা ইহাতে চাষ করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু যাহাই রোপণ করে, তাহার চারা না উঠিয়া পূর্ব্বে তথায় যে তুলসী কানন ছিল, তাহারই চারা উঠিল। এই রূপে তাহাদের বহু বারের চেষ্টা বিফল যায়। তথায় তাহারা একমত হইয়া তুলসী গাছগুলি তুলিয়া দেয়; কিন্তু দিন কতক যাইতে না যাইতে আবার তুলসীবৃক্ষ!! আবার উৎপাটন; পুনর্ব্বার তুলসীর আবির্ভাব!!! তখন তাহাদের জেদ বাড়িয়া উঠিল, ভাবিল যে পতিতাবস্থায় কদাপি ফেলিয়া রাখিবে না। অবশেষে বারংবার অকৃতকার্য্য হইয়া সঙ্কল্প করিল যে পতিত স্থানটী যে কোন প্রকারে হউক ব্যবহার করিতে হইবে, এ স্থানে তাহারা লোকস্থান অর্থাৎ গোর স্থান করিবে। কিন্তু তাহাতে ও প্রভুর কি লীলা, স্থানটী ব্যবহৃত হইল না গোর দিবার জন্য যখন মৃত্তিকা খনিত হয়, তখন উপর হইতে মৃত্তিকা ধসিয়া পড়িয়া যায়, গর্ত্তটী ভরিয়া যায়! মুসলমানগণের এই চেষ্টাও ব্যর্থ হইল!! তার পরে ঐ স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিতে আসিলে কেহ কেহ রক্ত বমি করিয়াছিল; এবং কেহ কেহ ঐ স্থানটীতে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হইতে দেখিয়াছিল। তখন তাহাদের গ্রামের প্রাচীনগণ বলিল "ওখানে কিছু করা ভাল নহে, বৃদ্ধগণ বলিয়াছেন, 'ওখানে গোর জন্মিয়াছিলেন। ওস্থান আমাদেরও পীরস্থান' ওখানে কিছু করিবে না।" মুসলমানগণ আরও বলিল যে ঐ স্থানে কখন কখন তাঁহারা কীর্ত্তনের কলরব শুনিয়া থাকে। আর আমাদিগের একটী নিম্ববৃক্ষের সতেজ গুড়ি দেখাইয়া দিয়া বলিল যে এ গুড়িটি ও অমর, অতি প্রাচীনগণ শিশুকালাবধি ইহা যেরূপ দেখিয়াছেন, অদ্যাপি তাহা তেমনই আছে। কাটা গাছটির গুড়ি হইতে মুকুল উঠিয়াছে দেখিলাম। তাহারা বলিল; এই মুকুলগুলি ভাঙ্গিয়া দিলে আবার এইরূপ নূতন মুকুল ফুটিয়া

নেওয়া হইয়াছিল, ইহা সেই প্রাচীন বৃক্ষের গুড়ি। (শ্রীঅদ্ভুত চরণ দাস)

কামার হাটী নিবাসী ভক্ত প্রবর গভর্ণমেণ্টের পেন্সনর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন" নামক একটী প্রবন্ধ ১৩০১ সালের সজ্জন তোষণীতে ছাপাইয়া ছিলেন। তাহাতে লেখা আছে কয়েক মাস হইতে শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন লালসা অত্যন্ত বলবতী হওয়ায় গত শ্রীদুর্গাপূজার ছুটি উপলক্ষে আমি নিম্নলিখিত বন্ধুগণের সহিত উক্ত ধাম দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় সাং প্রিয়নগর জেলা নদীয়া শ্রীযুক্ত বাবু কালীময় ঘটক সাং রাণাঘাট, জেলা নদীয়া। শ্রীযুক্ত বাবু বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মহেশতলা, জেলা ২৪ পরগণা। শ্রীযুক্ত বাবু মেঘনাদ গঙ্গোপাধ্যায়, সাং খড়দহ জেলা ২৪ পরগণা। আমরা মোকাম কৃষ্ণনগর গোয়াড়ী হইতে নৌকাযোগে গমন করি। দিবা তিন ঘটীকার সময় নৌকারোহণ করিয়া প্রায় পাঁচ ঘটিকার সময় স্বরূপগঞ্জে পৌছিলাম। স্বরূপ-গঞ্জ জলঙ্গীর (খড়ে নদীর) দক্ষিণ তীরে স্থিত। ঐ স্থানের নাম পূর্ব্বে গাদিগাছা ছিল, ইহাই নবদ্বীপ অন্তর্গত গোদ্রুমদ্বীপ। শ্রীযুক্ত কেদার নাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয় ঐ স্থানে সুরভিকুঞ্জ স্থাপন করিয়াছেন। * * সন্ধ্যার পর তথা হইতে শ্রীধাম মায়াপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। * * রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় আমরা শ্রীধামে পৌছিলাম এবং নৌকায় নাম সঙ্কীর্ত্তন সমাপন করিয়া আমরা তীরে উঠিলাম। চারিদিকেই জলময় আমাদের নৌকা একেবারেই শ্রীমন্দিরের নিকট লাগিল। উপরে উঠিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মূর্ত্তি এবং তৎপার্শ্বস্থ শ্রীরাধামাধব মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। শ্রীধাম স্পর্শ করিবামাত্রই আমাদের সকলেরই অন্তর কাঁপিয়া উঠিল; পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমুদয় যেন বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় আমাদের অন্তরে আবির্ভূত হইয়া একেবারে আকুল করিয়া তুলিল; চারিশত বৎসর

বোধ হয় সজ্জন তোষণীর পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, গত বৎসর শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। মূর্ত্তি অতি সুন্দর গঠিত হইয়াছে, আমাদের চক্ষে বড়ই সুন্দর বোধ হইল। একখানি উলু খড় ছাওয়া ঘর, শ্রীমন্দির স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে অর্থাৎ উক্ত খোড়ো ঘরের মধ্যে আমাদের জীবন সর্ব্বস্ব শ্রীগৌরাঙ্গ কালাতিপাত করিতেছেন ; শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একখানি আট চালা উহাই নাট মন্দির। গৌড়িয়ার প্রাণ সর্ব্বস্ব শ্রীগৌরাঙ্গ কাঙ্গালের ছেলের মত একখানি খোড়োঘরে কোন মতে দিন যাপন করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা বঙ্গবাসীর দুঃখের বিষয় আর কি আছে।

আমরা যখন শ্রীধামে পৌছিলাম, তখন শ্রীমন্দিরের মহান্ত শ্রীপাদ তারক ব্রহ্ম গোস্বামী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন না ; তিনি সেবার দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান নবদ্বীপ ধামে গিয়াছিলেন। আমরা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সম্মুখের আট চালায় বসিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলাম, কিয়ৎ কাল পরে গোস্বামী মহাশয় আগমন করিলেন, আমরা তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিলাম এবং তিনি আমাদের পরিচয় গ্রহণ করিয়া যথামত আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাত্র অধিক হইয়াছিল, সুতরাং কিয়ৎকাল কথোপকথন করিয়া আমরা সকলে প্রসাদ পাইতে গেলাম। গোস্বামী মহাশয় অতি সৎ ও বিনীত, তিনি আমাদিগকে আশাতিরিক্ত যত্ন করিলেন। স্থানটী বর্ষাকালে যেরূপ চতুর্দ্দিকে জল বেষ্টিত হয়, তাহাতে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ এক প্রকার কঠিন ব্যাপার ; নৌকাযোগে নবদ্বীপ ধাম কিম্বা অন্যান্য স্থান হইতে না আনিলে আর উপায় নাই। কালের গতি কি দুরবগাহ, যে স্থান এককালে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম ছিল, যথায় বাঙ্গালার রাজা বাস করিতেন, যে স্থান সহস্র সহস্র ধনী পণ্ডিত ও সাধু লোকের বাসস্থান ছিল, এক্ষণে তথায় কতিপয় মুসলমান মাত্র বাস করিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় দেখিলাম যে সমুদয় স্থান বিপর্য্যস্ত হইলেও শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি অর্থাৎ শ্রীমিশ্রভবন নদীগর্ভসাৎ

হয় নাই ; উহা পার্শ্ববর্ত্তী সমুদয় ভূমি অপেক্ষা উচ্চ, এই কারণে অনুভব হয় যে উহা নদীর গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছিল। চারিদিকে জলাবরণ সত্ত্বেও স্থানটী কোন মতে আর্দ্র নহে। চতুর্দ্দিক ফাঁকা, হু হু করিয়া বাতাস বহিতেছে, আমরাও পরম সুখে নিদ্রা গেলাম। আমরা সকলেই আটচালায় শয়ন করিলাম, গোস্বামী মহাশয় ও আমাদের নিকট রাত্রি যাপন করিলেন। রাত্রি শেষে প্রায় ৩৷৷০ ঘটিকার সময় আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, আমি শয্যা পরিত্যাগ করিয়া জলের ধারে গিয়া বসিলাম। শ্রীধামে গমন করিয়া পর্য্যন্ত প্রাণের মধ্যে কেমন এক প্রকার ভাব গুর গুর করিতেছিল ; তখনও ঐরূপ করিতেছে দেখিলাম, অন্তরে অন্তরে ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। কত প্রকার ভাবের উদয় হইতে লাগিল তাহা বর্ণনাতীত।

রাত্রি প্রভাত হইলে আমরা শ্রীপাদ গোস্বামী মহাশয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া নৌকারোহণে বল্লালদীঘি ও চাঁদকাজীর সমাধি দেখিতে গমন করিলাম। গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে শ্রীবাস অঙ্গন প্রভৃতি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন। শ্রীবাস অঙ্গনে দেখিলাম, দুইখানি ঘর রহিয়াছে, শুনিলাম গত শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উৎসব উপলক্ষে ঐ ঘর দুইখানি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ক্রমে আমরা পূর্ব্ব নবদ্বীপ ধামের অনেক চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। পূর্ব্বে যে স্থানে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন অদ্যাপি তথায় একটী স্রোত বহিতেছে : উহা পার্শ্ববর্ত্তী জল অপেক্ষা গভীর। আমরা নৌকা করিয়া তথায় যাইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে পূর্ব্ব নদীর পাড় সমুদায় অদ্যাপি বেশ দেখা যাইতেছে। চারিদিকেই একার্ণব প্রায়, মধ্যে মধ্যে এক একটী দ্বীপবৎ উচ্চ ভূমিখণ্ড দেখিতে পাইলাম ; গ্রীষ্মকালে এই সমুদয় জলমগ্ন স্থান বালুকা-স্তূপে পরিণত হয়। বর্ত্তমান গঙ্গা এই স্থান হইতে প্রায় আধ ক্রোশ দূর-বর্ত্তী। গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে বল্লালদীঘির নিকট লইয়া গেলেন

প্রায় পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির সহিত সমতল হইয়া এক্ষণে নদীর জলের সহিত মিলিত হইয়াছে। সুতরাং হঠাৎ দিঘী বলিয়া অনুমান করা যায় না বটে, কিন্তু একদিকের উচ্চ পাড়ের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই সে সন্দেহ দূর হইয়া যায় এবং পূর্ব্ব কালে শ্রীগৌরাঙ্গ উহার তীরে সর্ব্বদা অসিতেন, ইহা মনে হইলে অপার আনন্দের উদয় হয়। বল্লালদিঘীতে মুসলমান বালকেরা মাছ ধরিতেছিল, আমরা একটু কৌতূহলী হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এ কোন স্থান তোমরা বলিতে পার? তাহাতে তাহারা সকলে একবাক্যে উত্তর করিল যে এইটী বল্লালদীঘি, আর ঐ একটু দূরে বল্লাল রাজার বাটীর ঢিপি দেখা যাইতেছে। আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই দিকেই চলিলাম। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে আমরা শ্রীমিশ্রভবন হইতে ক্রমে উত্তর দিকে চলিতেছি।

দূর হইতে প্রকাণ্ড স্তূপ দেখা যাইতেছিল। নিকটে গিয়া দেখিলাম যে একটী ইষ্টক সুরকী ও মৃত্তিকা মিশ্রিত অতি উচ্চ স্থান। আমরা উহার পশ্চিম দিক দিয়া উঠিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কষ্ট সাধ্য বিবেচনায় দক্ষিণ দিকে গেলাম তথায় আরও ২।৩টী ছোট ছোট পুষ্করিণী দেখিলাম। সেই দিক হইতে অনেক ইট সুরকী খুঁড়িয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল; সুতরাং ঐ দিক দিয়া আমরা সহজেই স্তূপের উপর উঠিতে পারিলাম স্থানটী প্রায় দ্বিতল অট্টালিকার সমান উচ্চ; ঐ স্থান হইতে বাঙ্গালার স্বাধীন সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেন খিড়কির দরজা খুলিয়া নৌকারোহণে পলায়ন করেন, ইহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর বোধ হইল; পুরাতন গঙ্গা নিকটেই প্রবাহিত হইতেছেন। বঙ্গ রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়া আমরা গোস্বামী মহাশয়ের সহিত চাঁদ কাজির সমাধি দেখিতে

৪।৫ মিনিট নৌকায় যাইয়া আমরা ব্রাহ্মণ পুষ্করিণী গ্রামে উঠিলাম, ওই স্থান হইতে উত্তর পূর্ব্বদিকে ১০।১২ মিনিট যাইয়া আমরা চাঁদ কাজীর সমাধির নিকট পৌঁছিলাম। সমাধির চতুর্দ্দিক ইষ্টক বেষ্টিত, মধ্যস্থলে একটী অতি প্রাচীন গোলোক চাঁপার গাছ রহিয়াছে। শুনিলাম শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদ কাজিকে উদ্ধার করিতে গিয়া ঐ বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিয়া ছিলেন। বৃক্ষটির অনেক নূতন শাখা প্রশাখা বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু পুরাতন গুঁড়ি অর্থাৎ মূলদেশ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে; একজন বৃদ্ধ মোল্লা আমাদিগকে ঐ বৃক্ষের বহুকাল স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রামাণিক কথা বলিলেন। চাঁদ কাজির বাটী সমাধি হইতে নিকটেই। বর্ত্তমান কাজি অতি অমায়িক লোক আমাদিগকে যথেষ্ট আদর অভ্যার্থনা করিলেন; চাঁদ কাজির বংশধর বলিয়া আমরা তাঁহাকে বন্দনা করিতে গেলাম তিনি কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন "মহাশয়! আমি কাজিবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বটে; কিন্তু তাঁহাদিগের দাস তুল্যও নহি আমার সৌভাগ্য যে আপনারা আমাকে দেখা দিতে আসিয়াছেন।

* * *

শ্রীধাম মায়াপুরের অসীম মাহাত্ম্য। আমরা শ্রীধামে পৌঁছিবামাত্র আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন অনুভব করিলাম, আমাদের মধ্যে দুই জনের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ ছিল। শ্রীধাম স্পর্শ মাত্র আমরা অনেক পরিমাণে সচ্ছন্দতা অনুভব করিলাম। শ্রীপাদ গোস্বামী মহাশয় ও কয়েকটী অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করিলেন তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ্য নহে। ঘটনাবলীর প্রসঙ্গ কালে আমাদের শরীর এককালে আপাদমস্তক লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আমরা একান্ত ভক্তিভাবে শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করিলাম এবং কিয়ৎকাল স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলাম। আমরা একরাত্রি ও একবেলা শ্রীধামে বাস করিয়া যে কি অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম তাহা বর্ণনাতীত; প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে নূতন নূতন ভাবের উদয় হইতে লাগিল।

নবদ্বীপের মধ্যে শ্রীমায়াপুর ধামই যোগপীঠ, ঐ স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গের যে বিশেষ কৃপাদৃষ্টি আছে তাহা বলা বাহুল্য। গত মহোৎসবের সময় এবং অন্যান্য সময়েও অনেক লোক অনেক প্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন ও অনুভব করিয়াছেন। সমগ্র গৌড়মণ্ডলই শ্রীগৌরাঙ্গের অতি প্রিয়; কিন্তু শ্রীধাম মায়াপুর তাঁহার জন্মস্থান। সুতরাং উহা যে তাঁহার প্রিয়তম ক্ষেত্র, তাহাতে আর সন্দেহ কি! গৌরভক্ত মাত্রেই ঐ স্থানে গমন করিলে তাঁহার কিছু না কিছু অনুগ্রহ অবশ্যই অনুভব করিতে পারিবেন আমাদিগের এইরূপ স্থির বিশ্বাস। যে স্থানের এবম্প্রকার মাহাত্ম্য যাহা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম স্থান, তাহা আজ কাল সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত ভাবে পতিত রহিয়াছে, ভক্তবৃন্দের এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য তাহা বোধ হয় আর আমাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে আমরা কাতরে এই প্রার্থনা করি যে আমাদিগের অতি গৌরবের শ্রীমায়াপুর ধাম যেন অত্যল্পকালের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন ধামের ন্যায় ভজন কুঞ্জে এবং সর্ব্ব প্রকার দেব ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হয়। বাঙ্গালায় যথেষ্ট ধনবান্ ও ভক্তিমান ব্যক্তি আছেন, সকলে একটু শুভ দৃষ্টি করিলেই আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে।

অষ্টমীর দিন অপরাহ্ণে আমরা শ্রীপাদ গোস্বামী মহাশয়ের অনুমতি লইয়া শ্রীকোলদ্বীপ ধাম (বর্ত্তমান নবদ্বীপ নাম) অভিমুখে নৌকাযোগে যাত্রা করিলাম। তথায় পৌছিয়া আমরা শ্রীবৃদ্ধ শিব ও প্রৌঢ়া মায়া পোড়ামা) এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। কোলদ্বীপ ধামে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন, কিন্তু নানা অসুবিধা বশতঃ আমরা আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ নবদ্বীপের অধিকাংশ রাজপথ জলাবৃত থাকায় আমাদের ইচ্ছা সত্বে ও ভালরূপ দর্শনাদি ঘটিল না এবং নগরাভ্যন্তরস্থ বায়ু ও আমাদের সুস্থকর বলিয়া বোধ না হওয়ায় আমরা

পুনরায় নৌকাযোগে ঐ অষ্টমীর রাত্রেই অম্বিকা যাত্রা করিলাম। *

সন্ধ্যার পর তথা হইতে রওনা হইয়া রাণাঘাটে আসিয়া রেলে উঠিলাম।

কি হেরিলাম আহা ! শ্রীমায়াপুর ধাম।
সদাই জাগিছে মনে নাহিকো বিরাম॥
কত শত দিব্যস্থান আছয়ে ভারতে।
ইহার তুলনা বুঝি নাহি কোন মতে॥
জহ্নুসুতা তীরে শোভে উন্নত প্রাঙ্গণ।
যথায় শোভিত পূর্ব্বে শ্রীমিশ্র ভবন॥
শোভিছে মোহন বেশে শ্রীগৌর সুন্দর।
যুগল রূপেতে আলো করিয়াছে ঘর॥
ভূশক্তি সে বিষ্ণুপ্রিয়া বিরাজিতা বামে।
বলিহারি কি মাধুরী শ্রীঅঙ্গের ঠামে॥
ভকত সুজন সব নিরখিয়া রূপ।
মোহিত হয়েন ইথে নাহি অন্তরূপ॥
কি দেখিলাম আহা মরি পুনঃ কিবা বিধি।
কৃপাকরি দেখাইবেন ওরূপের নিধি॥
মনোমুগ্ধকর রূপ আছয়ে অনেক।
মনে সাধ হয় যদি দেখহ বারেক॥
দেখিবে এমনরূপ জগতের সার।
কভু কোথা হের নাই হেরি নাই আর।
চৌদিকে বেষ্টিত জল নাহি দেখি স্থল।
মধ্যে শোভে মায়াপুর শ্রীব্রজমণ্ডল॥
রবিসুতা সম জহ্নুসুতা ভাগ্যবতী।
আনন্দে বিরাজে মাতা পেয়ে ব্রজপতি॥

ভাগীরথী ধন্য অতি কতই মহিমা॥
যাঁহার কৃপায় মিলে অণিমা লঘিমা।
তিহঁ পুণ্য মাগি লন গোর পরশন ।।
জয় শ্রীগৌরাঙ্গ জয় পতিত পাবন।
কৃপাকর কৃপাময় করুণা সাগর ।।
দাস অনুদাস আমি বড়ই কাতর।

(শ্রীনগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় সাং কানার হাটী।)

১৩০১ শালের সজ্জন তোষণীতে রাণাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ৺কালীময় ঘটক কশ্চিদ্গৌরগণানুগত দাসস্য পরিচয়ে নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে কথা লিখিয়াছিলেন।

"ভক্তিবিনোদ :মহোদয় তাঁহার স্বপ্রণীত শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য নামক গ্রন্থে নানাবিধ শাস্ত্রীয় ও যৌক্তিক প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গঙ্গা ও জলঙ্গীর মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তমান মায়াপুর নামক ক্ষুদ্র গ্রামই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রকৃত অবির্ভাব স্থান এবং বিগত চন্দ্রগ্রহণাশ্রিত দোলপূর্ণিমার দিন মায়াপুরের যে স্থানে শ্রীশ্রীগৌর যুগল ও শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিগ্রহ সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহাই শ্রীধাম নবদ্বীপ মণ্ডলের ও শ্রীগৌড় মণ্ডলের কেন্দ্রভূত যোগপীঠ। আমরা সম্প্রতি ঐ যোগপীঠ দর্শনে গমন করিয়াছিলাম এবং বোধ হয় আমাদিগের ভাগ্যে দর্শন ও ঘটিয়াছে।

উপরি উক্ত গ্রন্থানুসারে নবদ্বীপ ভিন্ন ভিন্ন নয়টী দ্বীপের সমষ্টি। যথা অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ কোলদ্বীপ ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ এবং রুদ্রদ্বীপ। ঐ গ্রন্থে এই সকল দ্বীপেরই বহুবিধ লৌকিক ও অলৌকিক বর্ণন আছে। যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও লৌকিক যুক্তির দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তা ঐ সকল বর্ণনের সমর্থন করিয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞ ও লোকতত্ত্ব-

বিৎ ব্যক্তিগণ তাহার বিচার করিবেন। কি শাস্ত্রে, কি লোকরহস্তে আমাদিগের দৃষ্টি নাই ; সুতরাং উক্ত গ্রন্থে লিখিত বিষয় সকল সত্য কি মিথ্যা, তাহার বিচার ক্ষমতাও আমাদিগের নাই। আমরা ঐ স্থানে গিয়া কি দেখিয়াছি, কি শুনিয়াছি, এবং মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, কেবল তাহাই বলিব।

জলঙ্গী বা খড়িয়া নদীর তীরবর্ত্তী মহেশগঞ্জে নাটুদহের সুবিখ্যাত ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয়ের একটী তৈলের কল আছে। উহার সমীপস্থ খড়িয়ার ঘাটকে 'কলঘাট' কহে। ঐ ঘাটে পার হইয়াই মায়াপুরের নূতন ঠাকুর বাড়ীর অস্ফুট দর্শন পাওয়া যায়। ঐ ঘাট হইতে ঠাকুর বাটী কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধক্রোশ। আমি যখন ঐ ঘাট পার হইয়া ঠাকুর বাড়ীর অভিমুখে গমনে প্রবৃত্ত হইলাম তখন অপরাহ্ণ পাঁচটা। আমার চতুর্দ্দিকে গঙ্গা ও জলঙ্গীর পরিত্যক্ত শয্যারূপ বিশাল প্রান্তর, তাহার শোভাই বা কত! যে দেখে, সে অনুভব করে। হঠাৎ একটী দিন মনে পড়িল! যে দিন শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীবন দর্শনে গমন করি, সে দিন শ্রীযমুনা ও শ্রীবনের মধ্যে যে প্রান্তর দর্শন করিয়াছিলাম, আজও যেন সেই প্রান্তর দেখিলাম! পশ্চাতে জলঙ্গী যমুনার রূপ ধরিলেন সম্মুখে মায়াপুর শ্রীবন হইলেন, প্রান্তরের মৃত্তিকা, তৃণ, তরু, গুল্ম, পশু, পক্ষীর প্রায় একই ভাব। সেই পালে পালে গরু ও মহিষ চরিতেছে, সেই মধ্যে মধ্যে রাখাল বালকগণ দল বাঁধিয়া খেলিতেছে, কেবল দুই এক পাল হরিণ ও দুই চারিটা ময়ূর দেখিলাম না। এইরূপ দেখিতে দেখিতে দর্শনানন্দ উপভোগ করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গের গুণ গাইতে গাইতে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই ঠাকুরবাটী উপস্থিত হইলাম। তখন ঠাকুরের বার ছিল না, সুতরাং শ্রীঅঙ্গনে অষ্টাঙ্গ নতিসহ শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া চারিদিক দর্শন করিতে লাগিলাম। [illegible]

কিছুই নাই ; কিন্তু শ্রীঅঙ্গনে উপস্থিত হইবা মাত্র আমার বোধ হইল, আমি যেন অন্য লোকে আসিয়া অন্য জন্ম পাইলাম, সংসারের সকল জ্বালা ভুলিয়া গেলাম, আমার চির বিষণ্ণ মন হঠাৎ প্রসন্ন হইল। ঠাকুর বাড়ী যে স্থানে অবস্থিত, তাহা পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি সকল অপেক্ষা অনেক উচ্চ। স্থানটী দেখিয়া বোধ হইল, গঙ্গা ও জলঙ্গীর সঙ্গম স্থল পূর্ব্বকালে এই স্থানেই ছিল, এক্ষণে তাহা স্বরূপগঞ্জের দক্ষিণে পড়িয়াছে। গঙ্গা ও জলঙ্গী পার্শ্ববর্ত্তী অনেক স্থানকে কখন গ্রাস ও কখন উদ্গার করিয়াছেন ; কিন্তু মায়াপুরের ঐ স্থানকে কখন গ্রাস করেন নাই। ঠাকুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া দক্ষিণ গোদ্রুমদ্বীপ, দক্ষিণ পশ্চিমে কোলদ্বীপ, পশ্চিমে রুদ্রদ্বীপ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। ঠাকুর বাড়ী হইতে চতুর্দ্দিকে এক কালে যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পরিধি আনুমানিক দশ বার ক্রোশ হইবে। এই দর্শনে অপার আনন্দ। আমি যাইট ঘণ্টা এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলাম বলিতে কি, দশ মিনিটের জন্য ও আমার চিত্ত মলিন হয় নাই। আমার হৃদয় দ্বারা স্থানটীর আরও বিশেষ পরীক্ষা হইয়াছে, তাহা পরে বলিব। অদ্যকার কথা এখনো অনেক বাকী আছে। উক্তরূপ দর্শনাদির প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে মহান্ত মহারাজ শ্রীযুক্ত তারকব্রহ্ম গোস্বামী মহাশয়ের দর্শন - পাইলাম। তিনি প্রথমেই আমাকে শ্রীগৌর যুগল ও শ্রীরাধামাধব দর্শন করাইলেন আমি সেই গাঙ্গ-জলঙ্গীর বিশাল সৈকতে ম্লেচ্ছ পল্লীর মধ্যে হিন্দুর ঠাকুর দেখিয়া কৃতার্থ হইয়া গেলাম। অনন্তর মহান্ত ঠাকুরের সহিত শ্রীঅ-‌‌ ‌‌নে উপবিষ্ট হইয়া নানা কথার আলোচনা হইতে লাগিল। আরও দুই একটী ভদ্রলোক আসিয়া বসিলেন। ইতিমধ্যে অনেক স্ত্রীপুরুষ আসিয়া ঠাকুর দর্শন করিয়া গেলেন। আশ্চর্য্য এই, মুসলমান নরনারীগণও 'আমাদের গৌর' বলিয়া সমান আর্ত্তিতে দেখিতেছে ও দণ্ডবৎ করিতেছে। অদ্য শ্রীএকাদশী। সন্ধ্যাকালে ঠাকুরদিগের রীতিমত আরতি ও শীতল

ভোগ হইয়া গেল। আমরা আরতি দর্শনানন্তর পুনরায় অঙ্গনে কথোপকথন আরম্ভ করিলাম। রাত্র প্রায় ৯টা। দূর হইতে হরিনাম ও খোল করতালের শব্দ শ্রুত হইল। আমি চকিত হইলাম। অদূরে কাজি সাহেবের সমাধি। আমার মনে হইল, মহাপ্রভু কাজি উদ্ধার করিয়া বেড়া সঙ্কীর্ত্তন লইয়া ঘরে ফিরিতেছেন। গোস্বামীজী কহিলেন, 'বোধ করি বামন পুকুরের (কাজীর বাড়ী) হইতে হরিনাম আসিতেছেন। দেখিতে দেখিতে শ্রীসঙ্কীর্ত্তনের দল উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন সহকারে প্রেমতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে মহাপ্রভুর অঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের আনন্দ স্রোতে আমরা ও ভাসিয়া গেলাম। চারিদিকে জনমানবশূন্য অসীমবৎ প্রান্তর অন্ধকারে আবৃত হইয়া প্রকৃতির ক্রোড়ে নিদ্রিত হইবার উপক্রম করিতেছে, মধ্যস্থলে এই কাণ্ড। এই অলৌকিক কাণ্ড যাহার দেখিবার ভাগ্য ছিল, সে দেখিল, যাহার বুঝিবার শক্তি ছিল, সে বুঝিল। আমার বোধ হইল, আমি যেন নাম সঙ্কীর্ত্তন আর কখন শুনি নাই, এই প্রথম শুনিলাম। এই রূপ দুই ঘণ্টা কাল নৃত্য কীর্ত্তনের পর সকলে বিশ্রাম করিলেন। তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নবশাখের প্রায় সকল জাতিই আছেন এবং তাঁহাদের ভাবভঙ্গী দর্শনে বোধ হইল, যেন তাঁহারা মহাপ্রভুকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। সকলেরই বিশ্বাস ঘরের ঠাকুর ঘরে আসিয়াছেন। অনন্তর তাঁহারা চলিয়া গেলে আমরাও কিঞ্চিৎ অনুকল্প করিয়া শয়ন করিলাম। গোস্বামীজির সদ্ব্যবহার ও আতিথ্য আমি কখন ভুলিব না।

আমার হৃদয় দ্বারা এই স্থানের আর একটী পরীক্ষা কিরূপ হইয়াছিল তাহা বলিবার কথা আছে। বহুকাল হইতে প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমার মন স্বভাবতঃ বিষণ্ণ, চিন্তাকুল ও অসুস্থ হইয়া থাকে, কত প্রকার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, কোনরূপেই তাহার নিবৃত্তি হয় না। পূর্ব্বদিন এই স্থানে পৌঁছিবামাত্র মন প্রফুল্ল হইল।

মন এইরূপ থাকে, তবে বুঝিব, মায়াপুর আনন্দ ধাম বটে। আজ সেই প্রাতঃকাল উপস্থিত। ঠাকুর দর্শন করিলাম। মন পূর্ব্ববৎ স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও আনন্দময়। পূর্ব্ব অসুখের কোন লক্ষণই নাই। ভাবিলাম, আমি বুঝি নবজীবন পাইলাম। মনে মনে ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিলাম, আমার যেন অচিরে এই ধাম প্রাপ্তি হয়।

*　　*　　*　　*

অদ্য এই স্থলেই লেখনীকে বিশ্রাম দিলাম। কেবল উপসংহারে আর একটী কথা বলিব। দ্বিতীয় রজনীতে নিদ্রাকালে মায়াপুরের ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে যেরূপ অলৌকিক স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলাম, প্রভুর ইচ্ছা হয়ত তাহা পরে প্রকাশ করিব। উপসংহারে বক্তব্য এই জগদীশোপাখ্যান নামক গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব নীলাচলের ঐশ্বর্য্য ভোগে বিরক্ত হইয়া কিছু দিন গঙ্গাতীরবর্ত্তী নির্জ্জন বনে বাস করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীজগদীশপণ্ডিত ঠাকুরের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া যমারায় আসিয়াছিলেন। বোধ হয় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুও হয়ত চারিশত বৎসর ব্যাপিয়া কোলদ্বীপের ঐশ্বর্য্য ভোগে বিরক্ত হইয়া এক্ষণে মাধুর্য্য উপভোগ বাসনায় মায়াপুরে আসিয়াছেন। কেন না মায়াপুরের অপার মাধুর্য্য ভক্তমাত্রেই অনুভব করিবেন। (কস্যচিৎ গৌর গণানুগত দাসস্য) এই লেখকের সহিত শ্রীসজ্জন তোষণী পত্রিকার সম্পাদকের পরিচয় ছিল না। তজ্জন্য সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে লেখক আমাদের প্রভুর একান্ত ভক্ত। তাঁহার রচনাদি পাঠ করিতে করিতে আমাদের অনবরত অশ্রুধারা পড়িতেছে। তাঁহার সহিত পরিচয় হইলে আমরা ধন্য হইব। লেখক যে রহস্য দর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অধিকার জানা গিয়াছে। তাহার চরণে আমরা দণ্ডবৎ প্রণাম করি।

১৩০০ সালে কৃষ্ণনগরে শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভা যে অধিবেশনে গঠিত হয় তাহাতে প্রমাণিত হয় যে এই বঙ্গভূমিতে শ্রীনবদ্বীপ ধামই সর্ব্ব প্রধান তীর্থ। এই ধামে পরিধি ষোল ক্রোশ ও ব্যাস প্রায় পঞ্চ ক্রোশ ত্রিস্রোতময়ী গঙ্গা দেবীর উভয় পারে শ্রীনবদ্বীপের আয়তন। শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান। সেই মায়াপুরেই প্রাচীন কাল হইতে শ্রীনবদ্বীপ গৌরব দীপ্তিমান্। তথায় ব্রাহ্মণ মণ্ডলী বাস করিতেন। সেই স্থানেই শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিতত্ত্ব লিখিয়াছিলেন, শ্রীরঘুনাথ শিরোমণি ন্যায় শাস্ত্রের জগদ্বিখ্যাত টীকা রচনা করেন। বাগ্দেবীর স্রোত পরিবর্ত্তন সময়ে সেই মায়াপুরের অধিকাংশ ভগ্ন হওয়ায় পণ্ডিত সকল শ্রীমায়াপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রৌঢ়া মায়া ও ক্ষেত্র পাল শ্রীবৃদ্ধ শিবলিঙ্গ লইয়া গঙ্গার অপর পারে প্রথমে পুরাতন গঞ্জে পরে বর্ত্তমান নবদ্বীপে গমন করেন। এইরূপ হইলেও শ্রীমায়াপুরকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা উচিত হয় নাই। সেই স্থানে যে উচ্চ যোগপীঠ ভূমি আছে তথায় প্রভুর জন্ম হইয়াছিল। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। তৎকালীন গ্রন্থে যে বর্ণন আছে এবং এখনকার স্থান মাহাত্ম্য দর্শনে এবিষয় সিদ্ধান্ত হইয়াছে সেই যোগপীঠে একটী সেবা প্রকাশ হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভূমি আর কখনই লোপ হইবে না। তাহাতে নদীয়া জিলার তাৎকালিক ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার রায় দ্বারকানাথ সরকার বাহাদুর অতি সুন্দররূপে দেখাইলেন যে পূর্ব্ববর্ণন, জনশ্রুতি এবং স্থান পরিমাপ দ্বারা সেই যোগপীঠকেই প্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্থির হয়। শ্রীবাস অঙ্গন অর্থাৎ প্রসিদ্ধ খোল ভাঙ্গার ডেঙ্গা, পঞ্চলিঙ্গের স্থান অর্থাৎ এখনকার শিবের ডোবা এবং কাজী মহাশয়ের বাটী এই তিনটী স্থান হইতে বিচার করিলে উক্ত সিদ্ধান্ত বিশেষ রূপ দৃঢ় হয়।

এস্থলে আমাদের আর একটী কথা মনে পড়িল। ভারতচন্দ্র নবদ্বীপকে 'ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। ...

কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ জষ্টিস সার উইলিয়াম জোন্স মহোদয় সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য উক্ত ভারতীর রাজধানী নবদ্বীপের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে যাহারা বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন কেহই তাহাকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অগত্যা নবদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী স্থান শ্রীমায়াপুর গ্রামের পণ্ডিত রামলোচন কবিরাজ মহাশয় ঐ কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। সার উইলিয়াম জোন্স মহোদয় বঙ্গদেশে ১৭৮৪ খৃঃ আগমন করেন এবং উক্ত লোচন কবিরাজকে ৫০০৲ মাসহারা দিয়া তাহার নিকট হইতে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। প্রথমে আমরা লোচন কবিরাজের বাড়ী যে মায়াপুর গ্রামে ছিল তাহা জানিতাম না। বর্ত্তমান কুলিয়া নবদ্বীপ নিবাসী স্বর্গীয় নীলমাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক দিবস কথা প্রসঙ্গে জানান যে লোচন কবিরাজের বাটী মায়াপুরেই ছিল তাহা তিনি এসিয়াটীক সোসাইটীর কাগজে দেখিয়াছেন। আমরাও অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে তাহার বাক্য কাল্পনিক নহে। সার উইলিয়াম জোন্স এ প্রদেশে আসিবার ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের গভর্ণর ভেরেলষ্ট্ সাহেবের দেওয়ান গোকুল চন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় গয়া ও কাশী তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন। তাহার সঙ্গে কবিরাজ বিজয় রাম সেন বিশারদ ছিলেন। তিনি তীর্থমঙ্গল নামক একখানি পুস্তকে ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। সেই পুস্তকখানি সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে রায় সাহেব নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া সম্পাদিত হইয়াছে তাহাতে লেখা আছে যে :—

সিকিড়াগাছি বালডাঙ্গা থাকিল বামেতে।
মেড়তলা কাষ্ঠশালী রাখি ডানি ভিতে॥ ১০২৪
বাতাস পাইয়া মাজী পালু দিয়া যায়।
অতি শীঘ্র চলে নৌকা কোথা নাহি রয়॥ ১০২৫

নবদ্বীপ আইলা নৌকা বায়্যা ত্বরাত্বরি।
ঘাটে ঘাটে স্নান করে নবদ্বীপের নারী॥ ১০২৬
অপূর্ব্ব সুন্দর সব নদ্যার রমণী।
দেখিতে দেখিতে মাজি বাহিল তরণী॥ ১০২৭
শতেরো শত ব্রাহ্মণ আছে নদ্যার ভিতরে।
আর কত কত লোক কে বলিতে পারে॥ ১০২৮
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আর বৈদিক ব্রাহ্মণ।
অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য না যায় গণন॥ ১০২৯
সভাসদ ভট্টাচার্য্য যেন সূর্য্য-আভা।
যেখানে বৈসেন তাঁরা আলো করে সভা॥ ১০৩০
আশী জন ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রে বিশারদা।
রাজার সভায় তাঁরা থাকেন সর্ব্বদা॥ ১০৩১
পঞ্জিকা করিতে গণক আছেন বিদ্যানিধি
অব্যর্থ গণনা তাঁর যথা শাস্ত্র বিধি॥ ১০৩২
সুবর্ণ বণিক কত শাঁখারি কাঁসারি।
বাজার শড়কে কত মুদি সারি সারি॥ ১০৩৩
লোচন কবিরাজ আর শ্যাম কবিরাজ।

বড়ই উত্তম দুঁহে স্থিতি নদ্যা মাঝ॥ ১০৩৪
সর্ব্বদা থাকেন তাঁরা রাজার নিকটে।
আর কত কত বৈদ্য স্থিতি খড়্যার ঘাটে॥ ১০৩৫
বিস্তর লোকের বাস নদীয়া-সমাজ।
রচিতে না পার্য্যা ক্ষমা দিলা কবিরাজ॥ ১০৩৬
তেমুয়নী দিয়া নৌকা পড়ে খড়্যার জলে।
অর্দ্ধ গঙ্গা অর্দ্ধ খড়্যা স্রোতে নৌকা চলে॥ ১০৩৭

নবদ্বীপের যত দেব প্রণাম করিয়া।
স্নান পূজা করি ঘোষাল চলিলা বাহিয়া॥ ১০৩৮
সে দিন মোকাম হইল হরিনদীর তটে।
... ... আইলা কেহ গোকুল গঞ্জের ঘাটে॥ ১০৩৯

উপরি উদ্ধৃত পয়ারে দেখা যায় যে নদীয়া বলিলে তখন গঙ্গার পূর্ব্ব ও পশ্চিম পারের উভয়কে বুঝাইত এবং ঐ পূর্ব্ব পারের অংশ খড়ে নদীর পাড়ে পূর্ব্ব দিকে কিছুদূর বিস্তৃত ছিল। এই উভয় পারস্থিত বিস্তৃত ভূমিকে লেখক ১০৩৬ সংখ্যক ছত্রে নদীয়া সমাজ বলিয়াছেন। মেজর রেণেল সাহেব এই লেখক যে সময় বর্ণন করিতেছেন তাহারই ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থান সার্ভে করিয়াছিলেন। রেণেল সাহেবের কাশিম বাজার পেনিনসুলার ম্যাপ ও গঙ্গার গতির ম্যাপ দুইখানি দেখুন। তাঁহার ১৭৮৩ সালের এটলাস যাহা বিলাতে মুদ্রিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে যেখানি Published according to Act of Parliament by J. Rennell, August 25. 1780" তাহাতে তেমোহনীর ঠিক উত্তর ভাগে দেখিতে পাইবেন যে নদীয়া সহরের অধিকাংশ ভাগ ঐ স্থানেই দেখান আছে এবং উহা ৯টী পল্লীতে সম্বদ্ধ। উহা বর্ত্তমান নবদ্বীপের গঙ্গার উত্তর ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর পূর্ব্ব দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিল। উহা বল্লালদিঘী ও মায়াপুরের দক্ষিণাংশ বিস্তৃত ভূমি। ঐ স্থানে খড়্যা ঘাটে কয়েক ঘর কবিরাজ বাস করিতেন আর অনেকে মায়াপুর হইতে আরম্ভ করিয়া বামনপুকুর পর্য্যন্ত সেই সময় বাস করিতেন। সে সময়েও মায়াপুরকে নদীয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। তৎপরে নদীর উৎপাত বৃদ্ধি হওয়ায় খড়ের তীরবর্ত্তী পল্লীগুলি উৎসন্ন হওয়ায় কাজে কাজেই ঐ স্থান জনশূন্য হইয়া পড়ে। অগত্যা মুসলমানগণ পরিত্যক্ত ভূমিতে আসিয়া বাস করেন। এক্ষণে যে সকল মুসলমান বল্লালদিঘীর দক্ষিণ ভাগে বাস করিতেছেন

তাহারা৫ পুরুষ হইল ঐ স্থানে আসিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করেন এবং তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ স্থায়ী বন্দবস্তের পরে অর্থাৎ ১৭৯৩ খৃঃ পরে জমি সংগ্রহ করে ইহাই তাহাদিগের দলিল পত্রে প্রকাশ। এখনও বল্লালদিঘীর পশ্চিমাংশে অনেক হিন্দুর বসতি আছে।

হণ্টার সাহেব ও শ্রীমায়াপুর নামক স্থানে কাজি সাহেবের সমাধির কথা লিখিয়া শ্রীমায়াপুরের নাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। নদীয়া কাহিনীর ২য় সংস্করণের ২০৮ পৃষ্ঠায় লেখা আছে—এই কাজির সমাধি আজ পর্য্যন্ত মায়াপুর গ্রামের অদূরে উত্তর পূর্ব্ব কোণে বিদ্যমান রহিয়াছে। একটী সুবৃহৎ গোলোক চাঁপার বৃক্ষ ঐ সমাধির উপর জন্মিয়া সুশীতল ছায়া দানে কবরটিকে শীতল রাখিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে এই কাজীর নাম ছিল মৌলানা সিরাজউদ্দিন। কথিত আছে ইনি নদীয়ার কাজী পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের শিক্ষক পদে নিযুক্ত ছিলেন। এ বিষয়ে Dr. Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. I. p. 367 (24 Parganas) এ এইরূপ লিখিত আছে :—To Baira belongs the little town of Mayapur near the Burdwan boundary where I am told the tomb exists of one Maulana Sirajuddin, who is said to have been the teacher of Husain Saha, King of Bengal.

(1494-1522 A. D.)

শ্রীমায়াপুরে যুগল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সময় শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী কর্ত্তৃক যে একটী বিবরণ পত্র প্রচারিত হয় তাহাতে লিখিত বিবরণ ও শ্রীশ্রীমায়াপুরে মহামহোৎসব শীর্ষক দুইটী প্রবন্ধ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

বিবরণ।

কয়েক বৎসর হইতে কতিপয় শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় করিবার একটী অহৈতুকী চেষ্টা উদয় হয়। পশ্চিম পার

নবদ্বীপে তত্রস্থ পুরাতন পুরাতন বৈষ্ণবদিগের নিকট অনুসন্ধান করিয়া এই মাত্র জানিতে পারিলেন যে মহাপ্রভুর জন্মস্থান গঙ্গার পূর্ব্বভাগে মায়াপুর নামক গ্রামে। এইমাত্র অনুসন্ধান পাইয়া তাঁহারা পূর্ব্ব নবদ্বীপে বিশেষ অনুসন্ধান করিলেন। পূর্ব্ব নবদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণ পুষ্করিণী বিল্বপুষ্করিণী প্রভৃতি গ্রামবাসী প্রাচীন লোক পরম্পরা জনশ্রুতিক্রমে, বল্লালদিঘীর দক্ষিণ পশ্চিম পার্শ্বে শ্রীমায়াপুর বলিয়া গ্রাম দেখাইয়া দিলেন। ভক্তগণ শ্রীমায়াপুরে প্রবেশ করিয়া তথায় কেবল মুসলমানদিগের একটি বসতি দেখিলেন। মুসলমানগণ স্পষ্টরূপে মায়াশব্দ উচ্চারণ করিতে পারে না বলিয়া মায়াপুরকে মেয়াপুর বলিয়া বলিল। তথাপি তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের নিকট তাহারা শ্রবণ করিয়া আসিতেছে যে শ্রীমায়াপুরে দক্ষিণান্ত ভাগে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি এবং তাহার সন্নিকটেই খোলভাঙ্গাডাঙ্গা নামক শ্রীবাস অঙ্গন। তাঁহারা আরও কহিলেন যে ঐ দুই স্থানের অচিন্ত্যপ্রভাব অনেক সময়ে দর্শন করিয়াছেন। এই সকল স্থান দর্শন করিয়া ভক্তবৃন্দ শ্রীচৈতন্যভাগবত নরহরি ঠাকুরের পরিক্রমা পদ্ধতি, ভক্তিরত্নাকরের শ্রীনবদ্বীপধাম বর্ণন তন্ত্র ও পুরাণ শাস্ত্রের বচনানুসারে শ্রীমায়াপুরের অবস্থিতি এবং সিদ্ধ বৈষ্ণবদিগের নির্দ্দেশ বাক্য এই সমস্ত বিচার করিয়া তাহারা মায়াপুরের ভূমি নির্ণয় করিলেন। কোন কোন ভক্ত তৎসম্বন্ধে প্রত্যাদেশাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে কুইনকুইনিয়াল রেজিষ্টারে শ্রীমায়াপুর নাম উল্লেখে প্রাপ্ত শ্রীমায়াপুরের নক্‌শা ও রক্‌বা মিলন করিয়াছিলেন। তাহাতেও বল্লালদিঘীর সন্নিকট স্থান যে মায়াপুর তাহা তাঁহাদিগের প্রতীতি হইল।

গত বৎসর গাদিগাছা, স্বরূপগঞ্জে যে উৎসব হয় সেই সময় প্রায় ৫০০ শত ভক্তবৃন্দ ও কয়েকজন গোস্বামী প্রভু ও কৃতবিদ্য সরকারি কর্ম্মচারী সঙ্কীর্ত্তনের সহিত শ্রীমায়াপুর দর্শনে গিয়াছিলেন। শ্রীগৌর জন্মভূমি বলিয়া যে ভূমিখণ্ড পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তথায় উপস্থিত হইবামাত্র

তাঁহাদের মনে একটী অনির্ব্বচনীয় ভাব উপস্থিত হইল। তত্রস্থ অমর তুলসী ক্ষেত্র ও মধ্যে মধ্যে বিল্ব ও নিম্ব বৃক্ষ দৃষ্টি করিয়া তাঁহারা একবাক্যে ঐ স্থানটীকে শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মভূমি বলিয়া স্থির করিলেন। গত বৎসরে দোল পূর্ণিমা দিবসে সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয় পশ্চিম নবদ্বীপের সমস্ত অভ্যাগত বৈষ্ণব লইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ঐ স্থানে গিয়াছিলেন। সেই স্থান স্পর্শ করিবামাত্র বাবাজী মহাশয় ঐ স্থানকে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ বলিয়া উক্তি করিলেন। আবার পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট খোল ভাঙ্গা ডাঙ্গার সঙ্কীর্ত্তন দল উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাদের বড় খোল খানা ভাঙ্গিয়া গেল। তদ্দৃষ্টে সিদ্ধ বাবাজী মহাশয় ঐ স্থানটী যে শ্রীবাসঅঙ্গন তাহা নিশ্চয় করিলেন। তথায় শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা প্রকাশ হওয়া উচিত তাহাও বলিলেন; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন যে শ্রীশচী প্রাঙ্গণে শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা প্রকাশ পাওয়া আবশ্যক।

বিগত ২রা মাঘে ঐ সমস্ত ভক্তবৃন্দ বহুদূর দেশস্থ ভক্তবৃন্দের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া কৃষ্ণনগর সহরে একটী মহাসভা করিলেন। সেই সভায় সর্ব্ব প্রকার অবস্থার লোক সকল উপস্থিত ছিলেন। সকলেই একবাক্যে শ্রীমায়াপুরে যুগল সেবা প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ঐ মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সম্মতি দিলেন। সভা নবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা নামে চিরস্থায়ী হইল। ঐ সভার কার্য্যকরী সমিতি ও সেবা সমিতি বলিয়া দুইটী বিভাগ হইল। কার্য্যকরী সমিতি বিশেষ যত্ন সহকারে অর্থ সংগ্রহ করিয়া শ্রীমায়াপুরে অস্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তি স্থাপনা করিলেন। ঐ সময় শ্রীযুক্ত তারকব্রহ্ম গোস্বামী মহাশয় স্বীয় বহুযত্নে সংগৃহীত শ্রীরাধামাধব যুগল মূর্ত্তি তথায় আনয়ন করিলেন।

বিগত ৮ই চৈত্র বুধবার শ্রীমায়াপুরে শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার একটী সাধারণ বৈঠক হইয়াছিল। তাহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী এইরূপে মীমাংসিত হইল।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীশ্রীরাধামাধব কাহার নামে প্রতিষ্ঠিত হইবেন এ বিষয়ে প্রস্তাব হইলে বহুতর বিতর্কের পর সভা একবাক্যে স্থির করিলেন যে যখন শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়া কোন ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি নন এবং ভক্ত সাধারণের সম্পত্তি তখন কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে তাঁহার শ্রীবিগ্রহ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু যখন কোন একটী নাম ও গোত্রের উল্লেখে প্রতিষ্ঠিত হওয়া শাস্ত্র সম্মত বিধি তখন শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার সেবা সমিতির সম্পাদকের নামে হওয়া উচিত। উপস্থিত সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারণ্য মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ার একান্ত ভক্ত এবং বিশুদ্ধ বৈদিক ব্রাহ্মণ। সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার নামে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা দেখা যায়; তিনি স্বীয় নাম গোত্র উল্লেখে সভার সম্পাদক স্বরূপে শ্রীগৌর বিষ্ণু প্রিয়ার শ্রীমূর্ত্তি যুগল প্রতিষ্ঠা সঙ্কল্প করুন। শ্রীযুক্ত তারক ব্রহ্ম গোস্বামী স্বীয় যত্নে শ্রীরাধামাধব বিগ্রহ সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি ঐ শ্রীবিগ্রহ যুগলের প্রতিষ্ঠা ব্যয় বহন করিতে স্বয়ং সক্ষম নন। সভার ব্যয়ে শ্রীশ্রীরাধামাধব শ্রীতারকব্রহ্ম গোস্বামী মহাশয়ের নাম গোত্র উল্লেখে প্রতিষ্ঠিত হউন।

শ্রীশ্রীমায়াপুরের মহোৎসব।

কলিযুগপাবন শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীশচী-গৃহে আবার বিগত ৮ই চৈত্র ফাল্গুন পূর্ণিমায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত অর্চ্চা- মূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।

৭ই চৈত্র মঙ্গল বার। সন্ধ্যাকালে শ্রীমূর্ত্তিযুগলদ্বয় শ্রীযোগপীঠে সিংহাসনস্থ হইলে শ্রীযুক্ত হরিদাস গায়ক ভক্তবৃন্দ লইয়া অধিবাস গান করিয়াছিলেন।

৮ই চৈত্র বুধবার। সে দিবস যে প্রকার আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করা যায় না। অতি প্রত্যূষে শ্রীযোগপীঠের উপর শ্রীমন্দিরে যখন শ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া এক সিংহাসনে এবং শ্রীরাধামাধব অপর সিংহাসনে সজ্জীভূত হইয়া বিরাজমান হইলেন, তখন সহস্র সহস্র যাত্রীগণ ও ভক্তবৃন্দ প্রবল আনন্দ উচ্ছ্বাসের সহিত জয়ধ্বনি করিতে করিতে দর্শনসুখে নিমগ্ন হইলেন। এদিকে প্রভুর কর্ম্মচারীগণ সেবা সুখে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছেন;— আবার শ্রীহট্ট, ঢাকা, ত্রিপুরা, মৈমানসিংহ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, রাজসাহি, পাবনা, ফরিদপুর, যশোর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুরশিদাবাদ, মেদিনীপুর হুগলী, ২৪ পরগণা ও কলিকাতা প্রভৃতি নানাস্থান নিবাসী বহুতর ভক্তবৃন্দ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া শ্রীমূর্ত্তিযুগল দর্শন অভিলাষে মহা-জনতার সহিত প্রবেশ করিতে লাগিলেন; শান্তিরক্ষকাদি রাজপ্রতিনিধিগণ, যাহাতে সকলের সুন্দররূপ দর্শন হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

এইরূপ ২৫।৩০ হাজার যাত্রীগণের দর্শন হইতে হইতে প্রতিষ্ঠা কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রতিষ্ঠা-পূজা-ভোগাদি সমাপ্ত হইতে তিনপ্রহর অতিবাহিত হইল। নবদ্বীপস্থ অধ্যাপকমণ্ডলীর অনেকেই তৎকালে উপস্থিত ছিলেন। অপরাহ্নে ফাগু খেলায় যাত্রীগণের পরমানন্দ লাভ হইয়াছিল। সন্ধ্যা আরাত্রিক হইলে গ্রহণ সময়ে শ্রীযুক্ত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় শ্রীগৌর-জন্মলীলা পাঠ করিলেন। সেই সময়ে কএকটী অদ্ভুত লীলা দেখা গেল। মহাসঙ্কীর্ত্তনে অনেক সহস্র লোক উন্মত্ত হইয়া শ্রীমায়াপুরের সম্মুখে শ্রীগঙ্গানগরস্থ জাহ্নবী-জলে অবগাহন করিতে লাগিলেন। পরে নাটমন্দিরে শ্রীবনওয়ারী দাস ও শ্রীহরিদাসের মনোহরসাহি সংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীমায়াপুর মহাপ্রভুর প্রকট সময়ে শ্রীনবদ্বীপ মহানগরীর মধ্যস্থলে ছিলেন। তাহার প্রায় শতবৎসর পরে গঙ্গা ও খড়িয়া নদীর দ্বারা অনেক ভূমি লণ্ডভণ্ড হওয়ায় তত্রস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিত ধনীবৃন্দ শ্রীগঙ্গাদেবীর পশ্চিমপার

গিয়া প্রথমে বাবলাআড়ি গ্রামে ও পরে বর্ত্তমান নবদ্বীপ যেখানে আছে সেই তাৎকালিক কুলিয়াগ্রামে সমাজ ও দেবতাদি উঠাইয়া লইয়া যান। সেই কাল হইতে শ্রীমায়াপুর সামান্য লোকের আবাস স্থান মাত্র হইয়াছিলেন। ৫ বৎসর ১৪০৭ শকাব্দার ন্যায় আবার প্রভুর প্রকট যোগ হওয়ায় সেই মায়াপুর ভূমিতে পুনরায় নগর পত্তন হইতেছে। পাকাঘর বা যাত্রী রহিবার অনেক স্থান না থাকায় অনেকের দুঃখ বোধ হইয়াছিল। শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছায় আগামী বৎসর হইতে সে দুঃখ অনেক নিবৃত্তি হইবে।

৯ই চৈত্রের প্রত্যূষেই মহামহোৎসবের উদ্যোগ হইতে লাগিল। প্রায় সহস্র লোকের অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাক ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভোগ হইতে প্রায় অপরাহ্ণ হইয়া পড়িল। সহস্রলোচন ইন্দ্র মহাপ্রভুর লীলা পোষণ করিবার জন্য কিরিটীমালির উগ্রতেজকে ঘনঘটা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া সমাগত যাত্রীগণের বিশেষ সুখ প্রদান করিলেন। মহোৎসবের সুবিধার জন্য সেই সময় শ্রীবাস অঙ্গনের আম্রোদ্যানে শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কীর্ত্তন অঙ্গের যাত্রা আরম্ভ হইল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যাত্রা শুনিয়া যাত্রীগণ বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলেন। আরাত্রিকের পরেই মহাপ্রভুর নাটমন্দিরে অপূর্ব্ব মনোহর সাহি গান হইয়াছিল।

১০ই চৈত্র। যাত্রীদিগের বিপুল আনন্দের সহিত সমারোহ, সমাগত মেলার ক্রয়বিক্রয়াদি, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পূজা-ভোগাদি ও বহুকালব্যাপী কীর্ত্তন হইয়াছিল। ঐ দিবস প্রত্যূষে চিরস্মরণীয় চাঁদকাজি মহাশয়ের সমাধি-স্থলে মাথুর-যাত্রা হইয়াছিল। তাহাতে হিন্দু মুসলমান সকলেই এক মনে আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাটী হইতে একদল চৌদ্দ মাদল সংকীর্ত্তন, আশা-শোটা-নিশান ডঙ্কা লইয়া কাজি মহাশয়ের সমাধি পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। ভক্তবৃন্দ সেই সংকীর্ত্তনে শ্রীমায়াপুর

করিতে করিতে নামানন্দ বিতরণ করিয়াছিলেন। ভক্তপ্রধান শ্রীযুত নফর চন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয় বহুবিধ ভক্তের সহিত এই সংকীর্ত্তনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১১ই চৈত্র শনিবার। পূর্ব্ববৎ সমস্ত উৎসব হইয়াছিল। সেই দিবস রাত্রে রাস লীলা গান হইয়া উৎসব শেষ হইল।

শ্রীশ্রীমায়াপুরের মহোৎসবের ন্যায় বিশ্বব্যাপী মহোৎসব শ্রীপাট খেতুরীর মহোৎসবের পর বোধ হয় কুত্রাপি আর হয় নাই। অনেক স্থানে ধনী ভক্তগণ নিজ নিজ গৃহে বিপুল অর্থব্যয়ে মহোৎসব করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণামতে সর্ব্বসাধারণ ভক্তবৃন্দের নিজ নিজ ব্যয়ে আর নিজ নিজ যত্নে এরূপ জগদ্ব্যাপী ব্যাপার আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় নাই। সুবৃহৎ মেলা বসিয়াছিল, তোরণের উপর নহবতাদি বাদ্য হইতেছিল, নানাপ্রকার ভেকধারী, চিহ্নধারী বৈষ্ণবসকল স্থানে স্থানে বসিয়া আনন্দ করিতেছিলেন। অনেক কৃতবিদ্য পুরুষ, যাহারা পাশ্চাত্য বিদ্যার বলে স্বদেশ গৌরব অনেক অংশে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও দলে দলে বৈষ্ণব বেশ ধারণপূর্ব্বক সহৃদয়তার সহিত এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ লোক এই মহোৎসব সন্দর্শনার্থে বহুদূর হইতে শ্রীমায়াপুরে আসিয়াছিলেন। কেবল কতকগুলি স্বার্থপর ব্যক্তি নবীন নবদ্বীপের গৌরব খর্ব্ব হইবার আশঙ্কায় প্রাচীন শ্রীমায়াপুরের উন্নতি বিরোধে কিছু কিছু কার্য্য করিয়াছিলেন; কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীমায়াপুরের মাহাত্ম্য অবগত আছেন বলিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত বাধা সকল তিরষ্কার করতঃ শ্রীমায়াপুরে আসিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীহট্ট, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া বীরভূম, মেদিনীপর ও

শুনিয়াছি ইহারা কেহ কেহ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া ও কেহ কেহ বা প্রেরণা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া এই মায়াপুর প্রকটের বিষয়ে বিশেষ যত্ন পাইয়াছেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মভিটা সম্বন্ধে কৃষ্ণনগর নিবাসী পণ্ডিতবর নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ শ্রীযুত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ তিনটী প্রবন্ধ বিগত ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সেই তিনটী প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বলিয়া এস্থলে পুনর্মুদ্রিত করা হইল।

সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি। তিনি শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার জনৈক সভ্য এবং ব্যক্তি গত ভাবে উক্ত প্রবন্ধটী প্রকাশ করেন। আমরা শুনিয়াছি উহা শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার সহিত যুক্তি করিয়া প্রকাশিত হয় নাই। সত্য সংস্থাপনের জন্য স্বীয় মনোবৃত্তির দ্বারা লিখিত হইয়াছিল। তাহার মৌলিক গবেষণার জন্য আমরা তাহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মভিটা প্রথম প্রবন্ধ। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার বিগত ২রা ভাদ্র তারিখের সংখ্যায় শ্রীগৌরাঙ্গজন্মভবন উদ্ধার সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া দুঃখিত হইয়াছি।— প্রবন্ধ লেখক মহাশয় ৺ কান্তিচন্দ্র রাঢ়ীর একটী স্বকপোল কল্পিত গল্পের উপর নির্ভর করিয়া ও তাহা বেদ সত্য মানিয়া বঙ্গেশ্বরের নিকট একটী বড় লোকের গৃহ প্রাঙ্গণস্থিত ঠাকুর বাড়ীর কথা প্রসঙ্গে, তাহা আমাদের দেশের ঠাকুর শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম ভবন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হইয়াছেন। কেনা অবগত আছেন যে উক্ত রাঢ়ী মহাশয় "নবদ্বীপ মহিমা" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া তাহার দুই সংস্করণে দুই প্রকার কথা লিখিয়াছিলেন, তখন জগৎ স্পষ্টই দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার সিদ্ধান্তের

কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণ।

শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষা সাধনভক্তির দ্বিতীয় অঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। দীক্ষা শব্দের অর্থ কি এবং উহা গ্রহণের আবশ্যকতা কি বিচার আবশ্যক। শ্রীজীবপাদধৃত আগম বাক্যে ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে দেখা যায় যে "দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং। তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্ব-কোবিদৈঃ॥" অর্থাৎ যাহা হইতে অপ্রাকৃত দিব্য জ্ঞানের উদয় হয় এবং পাপের সম্যক্‌রূপ ক্ষয় হয়, তত্ত্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকেই দীক্ষা বলিয়া সংজ্ঞা দিয়াছেন।

দীক্ষা গ্রহণের আবশ্যকতা যথা:—

দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু॥
তথাত্রাদীক্ষিতানাস্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্॥

অর্থাৎ অনুপনীত বিপ্রের যেরূপ স্বকর্ম্ম অধ্যয়নাদিতে অধিকার হয় না উপবীত গ্রহণের পর অধিকার হয় তদ্রূপ অদীক্ষিত ব্যক্তির মন্ত্রদেবতা পূজাদিতে অধিকার হয় না। এজন্য আত্মাকে মঙ্গলপূত করিবার উদ্দেশে দীক্ষাগ্রহণ কর্ত্তব্য। অকরণে মহানর্থ উপস্থিত হয় যথা:—

অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকং।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষা বিরহিতো জনঃ॥
অতো গুরুং প্রণম্যৈবং সর্ব্বস্বং বিনিবেদ্য চ।
গৃহ্নীয়াদ্বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্ব্বং বিধানতঃ॥

তর্কচ্ছলে প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন যে—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হয় সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পায় কৃষ্ণের চরণ॥ চৈ চ আদি ৭ম

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥
চৈ চ মধ্য, ১৫শ অঃ

মন্ত্রের ফল উদিত হইলে নামগ্রহণে যোগ্যতা হয়। নামগ্রহণকালে পাপ থাকিতে পারে না। মুক্তকুলের উপাস্য বস্তু নাম। মন্ত্র দীক্ষা হইতে পাপ সংসার ধ্বংস হয়। যাঁহার পাপ ধ্বংস হইয়া মুক্তি হইয়াছে তিনি নাম গ্রহণ করেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী পাদের ভক্তিসন্দর্ভ লিখিত প্রমাণ এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য—

"মন্ত্রদীক্ষাদ্যপেক্ষা যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তত্তৎ সঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে কচিৎ কচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভজনে যদিও স্বরূপতঃ মন্ত্র দীক্ষাদির আবশ্যকতা নাই। কেবলমাত্র শ্রীনামকীর্ত্তনেই সর্ব্বসিদ্ধি হয় তথাপি প্রাকৃত দেহাভিমানী কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্তযুক্ত ব্যক্তিদিগের তত্তৎবৃত্তি সঙ্কোচ করণার্থ শ্রীমদৃষি প্রভৃতি অর্চ্চনমার্গে কোথাও কোথাও দীক্ষাদির মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। রাগমার্গে দীক্ষাদির ব্যবস্থা না থাকিলেও বিধিমার্গে দীক্ষাগ্রহণের একান্ত আবশ্যকতা আছে। এই দীক্ষা

দুর্লভে সদ্‌গুরুণাঞ্চ সকৃৎ সঙ্গ উপস্থিতে।
তদনুজ্ঞা যদা লব্ধা স দীক্ষাবসরো মহান্॥
যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ॥

দীক্ষাদিশিক্ষণং অর্থাৎ দীক্ষা প্রভৃতি শিক্ষা অথবা দীক্ষা গ্রহণানন্তর শ্রীগুরুপাদপদ্ম সমীপে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন জ্ঞানাত্মক শ্রীভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা আবশ্যক যথা—

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥

ভাগবত ধর্ম্ম কি? প্রশ্নোত্তরে শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ১ম অধ্যায়ে দেখা যায় যে—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

অর্থ:—এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আদৌ মহামুনি শ্রীনারায়ণ কর্ত্তৃক রচিত। ইহাতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দয়াবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পর্য্যন্ত কৈতবশূন্য, পরমধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই ধর্ম্ম জীবের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক নামক ত্রিতাপনাশক, শিবদ ও বাস্তববস্তুতত্ত্বজ্ঞানপ্রদ। ইহার শ্রবণেচ্ছুব্যক্তিগণ ইচ্ছামাত্র ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সক্ষম হন।

অন্যত্র— তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ।

* * *

ধর্ম্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব ॥
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম। চৈ চ

এক্ষণে সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি সাক্ষাদ্‌ভগবত্তনু শ্রীমদ্ভাগবত কি কারণে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত মায়াবদ্ধ স্বরূপ-ভ্রান্ত জীবের নৈমিত্তিক ধর্ম্মরূপ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে কৈতব অর্থাৎ ছলনাপূর্ণ ধর্ম্ম বলিলেন তাহার বিচার আবশ্যক।

প্রথমতঃ—ধর্ম্ম, অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র এই চারি বর্ণ, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এই চারিটী আশ্রমী। বর্ণ ও আশ্রম ভেদে মানবের ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সর্ব্ব বর্ণ ও আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্যই শ্রীশ্রীহরিভজন। যথা "সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্।"

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।২-৩।

অন্যত্র :— ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এবহি কেবলং। তত্রৈব ১।২।৮

অপিচ :—চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণে নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥ চৈ চ

শ্রীহরিভজন উদ্দেশে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রীহরি সন্তোষ বিধান করা যায়। যথা—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্ ॥ বিষ্ণুপুরাণে

তবে শ্রীমদ্ভাগবতে এই ধর্ম্ম ত্যাগের উপদেশ কেন ? বর্ণাশ্রমধর্ম্মে কর্ম্মের সংযোগ আছে। সদসদ্‌ভেদে কর্ম্ম দ্বিবিধ। সৎকর্ম্মের ফল স্বর্গভোগ, অসৎ কর্ম্মের ফল নরকভোগ। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, অসৎ কর্ম্ম ত্যাগানন্তর ভোগপর অনিত্যকর্ম্মকে উদ্দেশ্য করিয়া সৎকর্ম্মদ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ভুক্তি বা ভোগ। মিশ্রভাবাপন্ন বলিয়া ইহাতে সাক্ষাৎ শ্রীহরিভজন নাই, দূর হইতে শ্রীহরিভজন লক্ষিত হয়, তাহাও বর্ণাশ্রমাচারীর অনেকেই দুর্ভাগ্যক্রমে জানিতে পারেন না। এই ধর্ম্মাচরণে জীব, স্বরূপ জ্ঞানোদয়ে ভগবৎ সেবা প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে জড়ীয় ইন্দ্রিয় সুখভোগ প্রাপ্তিতে পুনঃ পুনঃ সংসার কর্ম্মচক্রে পেষিত হন। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে কখন কখন স্বর্গদ্বারে ইন্দ্রিয়সুখ প্রাপ্ত হন পরে পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় নরকগমন করেন (ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি)। পুনরায় সেই সুখভোগ উদ্দেশে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। এইরূপ ইন্দ্রিয়সুখে প্রমত্ত হইয়া শ্রীহরি বিস্মৃত হন এবং অনন্তকাল মায়িক জগতে আবদ্ধ হইয়া উচ্চনীচ যোনিতে ভ্রমণ করিতে থাকেন। তাই এই ধর্ম্ম উপেক্ষিত হইয়াছে। আরও আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই যে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু, রায় রামানন্দের নিকট সাধ্য সাধন নির্ণয়ের প্রশ্ন করিলে রায় রামানন্দ বলিয়াছিলেন যে "স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়"। কিন্তু সেই শ্রীবিষ্ণুই

পরিণত বদ্ধাভিমানে শুদ্ধ ভক্তি হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখ বাক্য হইতেও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নিরসন হইল।

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্ব্বা ॥

গীতার চরম মীমাংসায় দেখা যায় যে—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

(সর্ব্বধর্ম্মান্—ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাবরব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতবর্ণধর্ম্মান্ ব্রহ্মচারি-গৃহস্থবাণপ্রস্থতুর্য্যব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতাশ্রমধর্ম্মাংশ্চ)

অন্যত্র— আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১১।৩২

অন্যত্রঃ— এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হৈঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ ॥ চৈ চ

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ধর্ম্মে কর্ম্মমিশ্র ভক্তিরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মিশ্রভাব কেবলাভক্তি বিচারে নিম্নস্থান প্রাপ্ত হইল। ভক্তিশূন্য কর্ম্ম নিতান্ত নিরর্থক ও কৈতবপূর্ণ।

দ্বিতীয়তঃ—অর্থশব্দে ধন, প্রাপ্তি বা লাভ বুঝায়। এধর্ম্মেও জড়েন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য ভগবদুপাসনা লক্ষিত হয়। ইহাতে উপাসকের অনিত্য ভোগপর স্বার্থ জড়িত পক্ষান্তরে উপাস্যতত্ত্বের মিশ্র-সেবা। তাই এই ধর্ম্ম কামমিশ্র উপাসনা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভক্তি-হীন কর্ম্ম জন্য অর্থলাভ নিতান্ত হেয়ও কৈতবযুক্ত। ইহাতে আদৌ ভগবৎ সেবার উদ্দেশ নাই কেবলই উপাসকের জড়েন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রাধান্য

নান্যথা তেঽখিলগুরো ঘটতে করুণাত্মনঃ।
যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১০।৪

কেহ কেহ বলিতে পারেন অর্থ উদ্দেশক ধর্ম্ম অর্থাৎ সকাম উপাসনা হেয় হইলেও কোথাও কোথাও শুভপ্রদ। প্রমাণ স্থলে ভগবদ্ভক্ত শ্রীধ্রুব রাজ্য প্রাপ্তির আশায় ভগবদুপসনায় প্রবৃত্ত হইয়া ভগবানের দর্শনপ্রাপ্তিতে কামনা ছাড়িয়া দাসত্ব প্রার্থনায় দাসত্ব পাইয়াছিলেন। এই স্থলে বিচার এই যে, সকাম ভজনা করিতে করিতে অকিঞ্চন শুদ্ধভক্তসঙ্গবলে কামনা রহিত হইয়া সেই উপাসনা অবশেষে কেবল মাত্র সেবাধর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু দুর্ল্লভ সাধুসঙ্গাভাবে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। পরন্তু প্রার্থিত বস্তু প্রাপ্তি ও তদ্ভোগ ভগবদ্বিস্মৃতিই লাভ হয়। তজ্জন্য ইহা হেয়।

তৃতীয়তঃ— কাম শব্দে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা বুঝায়। ভজ ধাতুর অর্থে সেবা বুঝায়, সুতরাং ভগবদ্ভক্তি শব্দে শ্রীভগবানের সেবাকেই লক্ষ্য করে। আবার যেখানে শ্রীভগবানের সেবা উদ্দেশ করে সেখানে শ্রীভগবদ্দাস জীবের নিজভোগত্যাগকে লক্ষ্য করে। একের সেবায় অন্যের সুখভোগ ত্যাগ অনিবার্য্য। কিন্তু কাম উদ্দেশক ধর্ম্মে ভগবৎ-সেবা উদ্দেশ না করিয়া জীবের জড়ীয় সুখ ভোগই উদ্দেশ করে। যথা—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥

তাই কাম ও প্রেম বা ভগবদ্ভক্তিতে আকাশ পাতাল ভেদ। উভয়েই পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিশিষ্ট।

কামমার্গীয় উপাসকগণ জড়ীয় সুখকে বহুমানন করিয়া সুখদাতা শ্রীভগবানকে সুখপ্রাপ্তির আশায় উপাসনা করেন। ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রই যে জীবের নিত্যপ্রভু ও তাঁহার সেবাই যে জীবের নিত্যধর্ম্ম বলিয়া নিত্য

কর্ত্তব্য তাহা ইহাতে লক্ষিত হয় না। শ্রীভগবান সমস্ত কামদাতা সুতরাং কামসুখভোগ লাভ করিতে হইলে তাঁহাকেই ডাকিতে হয়, অন্য উপাসনায় হয় না বলিয়া কামলাভার্থে শ্রীভগবানের উপাসনা হয় কিন্তু তাঁহার সেবার দিকে আদৌ লক্ষ্য থাকে না। কাম যে তুচ্ছ, ক্ষণস্থায়ী পরিণামে দুঃখদায়ক ও অতৃপ্ত তাহা কাম মার্গীয় উপাসকের ধারণাতীত। তাহারা জানেন না যে।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

তুচ্ছ কাম লোভে মত্ত হইয়া জীব ভগবানের উপাসনা করিয়া তাঁহার সেবা করা দূরে থাকুক, প্রাপ্ত কামের প্রলোভনে কৃষ্ণ বিস্মৃত হইয়া অনন্ত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে।

কামাদির দাস হৈঞা তার লাথি খায়। চৈ, চ,

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

অতএব কামউদ্দেশক ধর্ম্ম ভগবৎ সেবা রহিত বলিয়া পরিত্যাজ্য সকামভক্তি কামনা শূন্য হইলে কেবলা হয় তখন তাহা বাহ্য কর্ম্মমিশ্রা নহে।

চতুর্থতঃ— মোক্ষশব্দে মুক্তি বাঞ্ছাকে লক্ষ্য করে। মোক্ষ উদ্দেশক ধর্ম্মে শুদ্ধজীবসত্তার বিলুপ্তি সিদ্ধ হইলে শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের প্রতীতি নাই। পক্ষান্তরে অনন্ত লীলাময় সর্ব্বৈশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের নিলয় শ্রীভগবানের অঙ্গ কান্তি নিরাকার, নিষ্ক্রিয়, মায়াতীত ব্রহ্মকে লক্ষ্য

নিত্য। অনিত্য বদ্ধানুভূতির অপগমে তৎসহ ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই। মায়াবশতাই ব্রহ্মের অনিত্যানুভূতি বা জীবত্ব। সুতরাং জীব ব্রহ্ম, ব্রহ্মে লীন হওয়ায় অনিত্য প্রর্থনায় ব্রহ্ম উপাসনা আবশ্যক। তাই ব্রহ্মে লীন হওয়া বা মোক্ষই এই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। এই মতকে মায়াবাদ বা অহংগ্রহোপাসনা বলে। কারণ ব্রহ্ম সম্পূর্ণ মায়াতীত ও অসীম, তিনি কোন প্রকারেই মায়াবশ হইতে পারেন না। এরূপ জড়ীয় ধারণা বৈকুণ্ঠ বিচারে অমূলক। ঘটাকাশ ও মহাকাশের ন্যায় জীব, ব্রহ্মের খণ্ডাংশ নহে বিভুচিৎ ব্রহ্মে ও অণুচিৎ জীবে পরিমাণ গত সমত্ব বা একত্ব অসম্ভব। নিত্যোনিত নাংশ্চেত নশ্চেতনানাং এই প্রকার অনেক গুলি বেদ মন্ত্রে জীব সকলের চিদ্বৈচিত্র্যমূলে নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। নিত্যবস্তুর নির্ব্বাণগতি অসম্ভব, কারণ জড়বদ্ধ পরিচয় মুক্ত হইয়া জীবের নিত্য অণুত্বধর্ম্ম সত্তা অবশ্য তখনও বর্ত্তমান থাকে। মুক্তি শব্দে মায়াবদ্ধ জীবের স্থূললিঙ্গরূপ অনিত্য জড়দেহ দ্বয় ত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ নিত্য জীব সত্তার বা ভগবানের পার্ষদরূপে অবস্থান বুঝায়।

অতএব মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

অতএব শ্রীমদ্ভাগবত ভগবানের সেবা রহিত অনিত্য, অচিৎমিশ্র, নিরানন্দময় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বাঞ্ছাকে ছলনাপূর্ণ ধর্ম্ম বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন ও অন্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা অনাবৃত, অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনকে উত্তমাভক্তি বা শুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ইহাই জীবের একমাত্র পরমধর্ম্ম, শুদ্ধধর্ম্ম ও নিত্যধর্ম্ম।

সুতরাং শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম ও ভগবদর্চ্চন শিক্ষা করতঃ সরলভাবে অনুবৃত্তির সহিত কৃষ্ণানুশীলন কর্ত্তব্য। কৃষ্ণই

সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয়, কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন এই ত্রিবিধ জ্ঞান, শ্রীগুরুচরণে শিক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীগুরুচরণ-সেবা-প্রার্থী—
শ্রীনয়নাভিরাম দাসাধিকারী
ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভব-ভক্তিশাস্ত্র-পঞ্চরাত্রাচার্য্য।
(নারায়ণপুর, যশোহর)।

শ্রীশিক্ষাষ্টক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২১শ, ৩য় সংখ্যা, ৭৬ পৃঃ পর।)

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর মুখাব্জ নিঃসৃত শিক্ষাষ্টকের ২য় শ্লোক যথা :—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামরূপগুণলীলা ভেদে চারি। প্রকার আদৌ শ্রীনাম কীর্ত্তন। নামী হইতে নাম অভিন্ন, এই ন্যায় অনুসারে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ এক বস্তু। অতএব শ্রীনাম গ্রহণে (নামাপরাধ বা নামাভাস নহে) নামীর গ্রহণ অবশ্য স্বীকার্য্য সুতরাং শ্রীনাম কীর্ত্তন নবধা ভক্তির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উপাদেয়। শ্রীনাম গ্রহণে কেবল দশটী অপরাধ বর্জ্জনই সাধকের ভজন চাতুর্য্য। নামাপরাধ অন্তর্হিত হইলেই শুদ্ধ নাম অর্থাৎ নামের বাচ

কীর্ত্তনে জীবের শ্রদ্ধা উদিত করিবার জন্য ভুবনমঙ্গল শ্রীগৌর সুন্দর এই দ্বিতীয় শ্লোকে বলিতেছেন হে ভগবন! হে পরম কারুণিক! মুখ্য ও গৌণভেদে তুমি নিজ নাম বহুধা প্রকাশ করিয়াছ। হরি কৃষ্ণ বিষ্ণু, রাম গোবিন্দ প্রভৃতি তোমার মুখ্য নাম এবং ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পাতা, নিয়ন্তা প্রভৃতি তোমার গৌণ নাম। আর নিজত্ব তোমার মুখ্য নামে অর্পণ করিয়াছ এবং কর্ম্মজ্ঞানাদি সাধনে যে রূপ দেশ কাল পাত্রাদি নিয়ত বলবান্, তোমার নাম স্মরণে কৃপাপূর্ব্বক তদ্রূপ কোন প্রকার নিয়মের ও নির্দ্দেশ কর নাই। কিন্তু নামাপরাধ রূপ দুর্দ্দৈব বশে তোমার এমন সুখ সাধ্য এবং কৃষ্ণবশীকরণ মন্ত্র স্বরূপ শ্রীনামে আমার অনুরাগ উৎপন্ন হইল না।

কৃষ্ণাদি ভগবন্মুখ্য নামে যে কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি পূর্ণরূপে বিরাজিত তাহা শ্রীগুরু ও শ্রুতিস্মৃতি তন্ত্রাদি শাস্ত্র বাক্য বিশ্বাস পূর্ব্বক স্বস্ব সাধন দ্বারা অবগতি ভিন্ন অন্য প্রকারে অবগতির কোন উপায় নাই। আদৌ শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাবান জনই ভক্তির অধিকারী। দাম্ভিক নৈয়ায়িকের দর্দ্দুর ধ্বনি, কূপ মণ্ডুক কর্ম্মির লম্ফে ঝম্ফে নিজ অধিকারের সীমান্ত নির্দ্দেশ জ্ঞানির নির্ব্বিশেষবাদের নীরস প্রজল্প উলুকের সূর্য্য কিরণ দর্শনের ন্যায় শ্রীনামের সর্ব্বশক্তিমত্তা দেখিতে বা বুঝিতে পায় না বা পারে না। কর্ম্মীজ্ঞানী প্রভৃতি অশ্রদ্ধালুর অবিশ্বাস, উদাহরণ রূপে গৃহীত হইতে পারে না কারণ এক মাত্র শ্রদ্ধালুব্যক্তিই ভক্তিরাজ্য প্রবেশের অধিকারী।

"অশ্রদ্ধালোরবিশ্বাসো নোদাহরণমর্হতি।
শ্রদ্ধালুরেব সর্ব্বত্র বৈদিকেষ্বধিকারতঃ"॥

স্বভাবতঃ ও স্বধর্ম্মতঃ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন জীব, নিজেচ্ছায় ভোগ বুদ্ধিপর হইয়া, কৃষ্ণ বহির্ম্মুখতা ক্রমে নানা বিষয় ব্যাপারে আবদ্ধ। মায়া কবলিত হওয়ায় কখন ও কৃষ্ণ সাম্মুখ্য জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করে

না। কিন্তু পরম করুণ পরমেশ্বর জ্ঞান কর্ম্মবিধি দ্বারা জীবের নিত্য মঙ্গল হয় না বলিয়া, নিজ স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনীর সারবৃত্তিভূতা ভক্তি দেবীকে জীব হৃদয়ে প্রকটিত করিবার জন্য, পরম উপায় স্বরূপ নিজ নাম নিজ অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে জড়ে প্রকাশ করিয়াছেন। সাধনোত্তর কালে উপেয় এবং সাধন কালে উপায় স্বরূপ শ্রীনামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া এবং শ্রীনাম জপ করিয়াও যে জীবের শীঘ্র তাহাতে অনুরাগ উৎপন্ন হয় না তাহার কারণ এক মাত্র নামাপরাধ। কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরু মুখ হইতে শ্রীনাম শ্রবণানন্তর সর্ব্বদা নামাপরাধ পরিত্যাগ করিয়া যথা সাধ্য শ্রীনাম কীর্ত্তন কর্ত্তব্য।

শ্রীনামাশ্রয়ির পাপত্যাগ ও পুণ্যসঞ্চয়ের চেষ্টা করিতে হইবে না। কারণ শ্রদ্ধাবানের কর্ম্মাধিকার নাই যথা তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা, মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে"। কেবল মাত্র, নামাপরাধ যুক্ত হইলে ব্যাকুলতার সহিত অবিরাম শ্রীনাম গ্রহণ দ্বারাই নামাপরাধ অন্তর্হিত হয়। যথাঃ—

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ।।"

নামাপরাধ বিনষ্ট হইলেই নামাভাসে মুক্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে, শ্রীনামে প্রেম উৎপত্তির বাধক নামাপরাধ অতএব নামাপরাধ ও তাহার ক্ষয়করণপ্রণালী অবশ্য জ্ঞাতব্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী বিদ্যাভূষণ।
ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভব-ভক্তিশাস্ত্র-পঞ্চরাত্রাচার্য্য।

ভক্তি গ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান ;—

শ্রীভক্তিবিনোদ আসন, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

এবং শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর পোঃ, নদীয়া।

১। প্রেম বিবর্ত্ত। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত রচিত। মূল্য ।৶৹

২। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়ঃ। সংস্কৃত মহাকাব্য। শ্রীল গোবিন্দদেব বিরচিত। ইহাতে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা বর্ণিত। মূল্য ৸৹ বার আনা।

৩। তত্ত্বসূত্র মূল্য ॥৹ আনা।

৪। কল্যাণ কল্পতরু। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের সারকথা মূলক গীতি গ্রন্থ। এক আনা মাত্র।

৫। শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা, সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন বিভাগে ভাগবতের প্রয়োজনীয় শ্লোক সমূহ সঙ্কলিত। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের অনুবাদ সহ কাপড়ে বাঁধা মূল্য ২৲

৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ভাষ্য ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিস্তৃত অনুবাদ সহ মূল্য ১॥৹ কাপড়ে বাঁধা ১৸৹

৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল সংস্কৃত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী টীকা এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রসিকরঞ্জন বঙ্গানুবাদ সহিত। পরম সুলভ মূল্য ১৲

৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীমাধ্ব ভাষ্য মূল্য ॥৹ আনা।

৯। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক সরল বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ। দ্বিতীয় সংস্করণ কাপড়ে বাঁধা মূল্য ১॥৹ মাত্র।

১০। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত সংস্কৃত মূল ও অর্থ উপক্রমণিকা উপসংহার সহ। তত্ত্ব ও রসাদিবিষয়ের সুষ্ঠু বিচার মূল্য ১৲

১১। সৎক্রিয়াসারদীপিকা মূল ও অনুবাদ। গৃহস্থ বৈষ্ণবের দশ সংস্কার সংস্কার দীপিকা-বেষ পদ্ধতি। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি কৃত মূল্য ১।৹।

১২। ভজনরহস্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত মূল্য ॥৶৹

১৩। সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত মূল, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত সানুবাদ মূল্য ।৹

১৪। পদ্মপুরাণ। শ্রীমদ্ বেদব্যাস প্রণীত, ৫৫০০০ হাজার শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ। সৃষ্টি, স্বর্গ, ব্রহ্ম, পাতাল, উত্তর, ক্রিয়াযোগ ও ভূমি, সপ্তখণ্ডাত্মক। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত। মূল্য ৬৲ হরিদ্রাবর্ণ কাগজে ৩৲

১৫। শরণাগতি মূল্য ।০ আনা।

হরিনাম চিন্তামণি।

সকল শুদ্ধভক্তের একমাত্র সম্বল। বিশেষতঃ নামাশ্রিত ভজনকারী ভক্তের সর্ব্বদা পাঠ্য গ্রন্থ। শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইহাই অমূল্য দান। দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম।

যদি শুদ্ধধর্ম্ম কি জানিবার ও হরিভজন করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে ইহাই পাঠ্য। শতগ্রন্থ, শতবক্তা শত গুরু সজ্জায় সজ্জিত জন যে উপকার করিতে পারেন না তাহা এই গ্রন্থ পাঠে লভ্য হয়। মূল্য ১।০ ভিপিতে ১॥০ ভাল গ্লেজ কাগজে ২৲ টাকা ভিপিতে ২।০

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

২৩৬৮ পৃষ্ঠায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি লিখিত মূল গ্রন্থ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃত প্রবাহভাষ্য তৎ-সহ অনুভাষ্য ও বহু সূচী সম্বলিত। ষোলখণ্ডে সম্পূর্ণ মূল্য ৬৲ ছয় টাকা মাশুল ॥৵০

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্ ।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জনতোষণী ।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৩ ত্রিবিক্রম ও বামন ।

দ্বাবিংশ খণ্ড, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা ।

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত ।

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া ।

বিষয় বিবরণ ।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতযন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার দ্বারা

৪৩৩ শ্রীচৈতন্যাব্দে মুদ্রিত ।

বার্ষিক ভিক্ষা ১৲ নমুনা প্রেরিত হয়না ।

গ্রাহকগণের প্রতি

শ্রীপত্রিকার দ্বাবিংশ বর্ষ আরম্ভ হইল। গ্রাহক মহোদয়গণ পূর্ব্ব বর্ষের প্রথম হইতে দ্বাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত মিলাইয়া রাখিবেন। যদি কেহ কোন সংখ্যা ডাকের গোলযোগে না পাইয়া থাকেন তাহা হইলে আমার নিকট জানাইলে আগামী বৎসরের দ্বাবিংশ খণ্ড ৫ম সংখ্যার সহিত উহা প্রেরিত হইতে পারিবে।

শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন

সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য।

ম্যানেজার শ্রীভাগবত প্রেস।

প্রতীপ প্রিয়নাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর।

এই পুস্তকে নিত্যসিদ্ধ বৈষ্ণবের পার্ষদত্ব, জীবের বৈষ্ণবোপলব্ধির পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণত্ব ও আশ্রমিত্ব, মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য, বৈষ্ণবগুরুর অষ্টবিধ অর্চ্চার পূজা কর্ত্তব্যতা, বৈদিক ও লৌকিক সকল ক্রিয়াকে হরিসেবানুকূল করার আবশ্যকতা, গোস্বামী মাত্রের পরমহংসত্ব, গুরুর নিত্যত্ব, বৈষ্ণব শ্রাদ্ধের কর্ত্তব্যতা, কর্ম্মজ্ঞানের হেয়ত্ব এবং সম্প্রদায় সেবনের আবশ্যকতা বর্ণিত আছে।

শ্রদ্ধামূল্যে প্রাপ্তব্য। ডাকমাশুল ৵০।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন কবিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী বি, এ।

শ্রীপত্রিকা শাখা কার্য্যালয়।

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, শ্রীভক্তিবিনোদ আসন

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

২২ বর্ষ } ত্রিবিক্রম ও বামন ৪৩৩ { ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

সজ্জন—অমানী।

বৈষ্ণব সকলের সম্মান দাতা হইলেও তিনি নিজে অমানী। জগতের জীবসমূহ অনেকেই প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ ও নানাপ্রকারে অভাব বিশিষ্ট। অপরের দান গ্রহণ না করিলে তাঁহার পিপাসা মিটে না। বৈষ্ণবের নিকট মান লাভ করিয়া স্বয়ং বৈষ্ণবগুণসম্পন্ন না হইলে বৈষ্ণবকে সম্মান প্রত্যর্পণ করা তাঁহার সৌভাগ্যে কুলায় না। বৈষ্ণব যেমন সকলের মান বিধান করেন তদ্রূপ নিজের যাবতীয় মান পরিহার করেন।

অনিত্য জগতে নানাবিধ অভিমানে জীবগণ জড়িত। বদ্ধজীবের অস্মিতাভিমানে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয় আত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত

হয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অভিমান হইতে কৃষ্ণোন্মুখ বৈষ্ণব স্বাধীন। তিনি সর্ব্বদাই অমানী সুতরাং আভিজাত্যে, পাণ্ডিত্যে বা সদ্গুণে তাঁহাকে প্রাকৃত অভিমানে আবদ্ধ করিতে পারে না। স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় জগৎই মায়ার অধিকৃত রাজ্য। তথায় কেবল অভিমানরূপ অন্ধকার বিরাজমান। কৃষ্ণরাজ্যে কৃষ্ণ ভাস্কর আলোক বিস্তার করায় প্রাকৃত রাজ্যের স্থূল ও সূক্ষ্ম অন্ধকারের দ্বিবিধ স্থিতি তথায় থাকিতে পারে না। যেখানে হরিভক্তি সেখানে কৃষ্ণসূর্য্যালোক, যেখানে বিমুখতা সেখানেই অভিমান বা জড়াহঙ্কার। সজ্জনের কোন জড়াভিমান থাকিতে পারে না তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণদাসরূপ অপ্রাকৃত অভিমানে পরিচিত; নশ্বর জড়াভিমানে তিনি উদাসীন সুতরাং অমানী। যে কিছু প্রাকৃত মান প্রাকৃত রাজ্যে তাঁহার লভ্য হয় তাহা তিনি স্বকীয় বলিয়া স্বীকার করেন না। উহা নশ্বর অভিমানীর সম্পত্তি বলিয়াই জানেন। জড়মান সজ্জনের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তু।

সার্ব্বভৌম পরীক্ষার ফল।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩২।

ভক্তি প্রবেশিকা—উপাধি ভক্তিশাস্ত্রী।

মধ্যম বিভাগ।

১। শ্রীগৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ

বামন পাড়া মাজু হাবড়া।

২। শ্রীজগদীশ ভক্তিপ্রদীপ বিদ্যাবিনোদ

১ নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড কলিকাতা।

৩। শ্রীনয়নাভিরাম দাসাধিকারী ৫৭

নারায়ণপুর পাঁজিয়া পোঃ (যশোহর)

৪। শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ৫৫

চাচড়ি পুরুলিয়া (যশোহর)

সাধারণ বিভাগ।

৫। শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন ৪১

১ নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

সম্প্রদায় বৈভব—উপাধি আচার্য্য।

মধ্যম বিভাগ।

১। শ্রীজগদীশ বিদ্যাবিনোদ ভক্তিপ্রদীপ ১৪২

কলিকাতা।

ভক্তিশাস্ত্র—উপাধি আচার্য্য।

উত্তম বিভাগ।

শ্রীজগদীশ বিদ্যাবিনোদ ভক্তিপ্রদীপ ১৫৮

শ্রীনয়নাভিরাম দাসাধিকারী ১৫৬

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ১৫১

পঞ্চরাত্র—উপাধি আচার্য্য।

উত্তম বিভাগ।

১। শ্রীনয়নাভিরাম দাসাধিকারী ১৫৯

মধ্যম বিভাগ।

২। শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ১৩৬

৩। শ্রীগৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ ১৩২

কাল সংজ্ঞায় নাম।

যাঁহারা হরিভজন করেন তাঁহাদের কৃষ্ণেতর ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দ্বারা কৃষ্ণসংসার নির্ব্বাহ করিতে হয় না। কৃষ্ণের বিভিন্ন নামাবলী পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণেতর শব্দ দ্বারা বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া যে সকল সংজ্ঞা জগতে প্রচলিত আছে উহা কখনই বিষ্ণুভক্তের যোগ্য নহে। সাধারণ মানব ও বিষ্ণুভক্তে পার্থক্য এই যে সাধারণ মানব বিষ্ণু ব্যতীত মায়ার সেবা করেন আর বিষ্ণুভক্ত কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা বিশিষ্ট। একজন ভোগী অপরটী কৃষ্ণপ্রীতে ত্যক্তভোগ। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থান করিয়া বিষ্ণুভক্ত সাধারণ মানব হইতে ভিন্ন। বিষ্ণুভক্তি রহিত বর্ণাশ্রমী পতিত এবং সাধারণ হিন্দু বা মানব বলিয়া পরিচিত। সাধারণ হিন্দু আপনাকে স্মার্ত্ত বলিয়া অভিহিত করেন এবং ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তিকে সাধারণী জানিয়া নিজে অধঃপতিত হন। তাঁহারা দৈব ও অসুর ভেদে দ্বিবিধ।

বিষ্ণুভক্তের জন্য বেদের ভক্তিশাখা, পুরাণের মধ্যে সাত্ত্বিক ছয়টী পুরাণ, দর্শনের মধ্যে বেদান্ত দর্শন ও তন্ত্রের মধ্যে সাত্বত পঞ্চরাত্র সমূহ অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থ হইতে স্বতন্ত্র। পূর্ব্বকাল হইতে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের মধ্যে ব্যবহারগত ভেদ চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। বিষ্ণুভক্তি শিথিল হওয়ায় ভারতের নানাস্থান পঞ্চোপসনার প্রাবল্য ও ভক্তাভক্ত উভয় সমাজে এক প্রকার বর্ণাশ্রম চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। মধ্যযুগে শ্রীরামানুজ স্বামী ও শ্রীমন্মধ্বস্বামী সাধারণ বর্ণাশ্রম হইতে পৃথক শুদ্ধ বর্ণাশ্রম পন্থা স্বতন্ত্রভাবে পৃথক্ করিয়া লইয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তে পঞ্চোপাসনা প্রবল থাকায় পারমার্থিক বৈষ্ণব সমাজ ব্যবহারিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া চলিতেছেন। তথাপি ঐকান্তিক ও মিশ্র বিচার

অবৈষ্ণব রচিত গ্রন্থাদির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অসংখ্য বৈষ্ণব গ্রন্থ রচিত ও পঠিত হইয়াছে। বৈষ্ণববিশ্বাস সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষণ জন্য সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক ও সংরক্ষক আচার্য্যগণ সামাজিক হিত চিন্তায় সর্ব্বদা রত। আবার বিষ্ণুভক্তি রহিত পণ্ডিত ও সামাজিকগণ উদারতা ও নির্ব্বিশিষ্টতার নামে সমন্বয়বাদ প্রবর্ত্তন করিয়া নানাপ্রকার কঙ্কাল আনয়ন পূর্ব্বক অবিমিশ্র বিষ্ণুভক্তগণের সদাচারকে আক্রমণ করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবের আচার্য্যগণ বিপুল পরিশ্রম করিয়া নিজ সংসম্প্রদায়ের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। কোমলশ্রদ্ধ বৈষ্ণবগণের সদাচার সংরক্ষণ ও ব্যবহারিক অনুষ্ঠান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীল সনাতন গোস্বামীর পদানুসরণে শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়া সারদীপিকা গ্রন্থদ্বয় রাখিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামী শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর সহায়তায় ষট্সন্দর্ভ নামক গ্রন্থ রাখিয়াছেন। ভাষায় অধিকারের জন্য ইতর বৃথা ব্যাকরণাদি অধ্যয়নে জীবনক্ষয় করিবার পরিবর্ত্তে শ্রীল জীবগোস্বামী পাদ শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। অলঙ্কার শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভের উদ্দেশে বৈষ্ণবগণকে সাহিত্যদর্পণ কাব্য প্রকাশাদি পড়িতে হয় না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি, নাটক চন্দ্রিকা, অলঙ্কার কৌস্তভাদি গ্রন্থ পাঠে তদপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে জ্ঞান লাভ হয়। ইতর নাটক ও সাহিত্য কাব্যাদির পরিবর্ত্তে ললিত মাধব, বিদগ্ধ মাধব, দানকেলি কৌমুদী, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, আনন্দ বৃন্দাবনচম্পু, গোপালচম্পূ গোবিন্দলীলামৃত কৃষ্ণভাবনামৃত প্রভৃতি সংখ্যাতীত গ্রন্থ সেই অভাব পূরণ করিবে। বেদান্ত গ্রন্থের অভাব গোবিন্দ ভাষ্য পীঠক প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া শ্রীপাদ বলদেব

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণোক্ত সংজ্ঞা সমূহ সকলগুলিই হরিনামময় সুতরাং বৃথা সংজ্ঞা উচ্চারণ ও স্মরণাদির পরিবর্ত্তে শ্রীজীবপ্রভুপাদের রচিত ও প্রদত্ত সংজ্ঞা নামাশ্রিত বৈষ্ণবগণের পরমোপাদেয়। কাল সংজ্ঞায়ও পূর্ব্বাচার্য্যগণ একেবারে অন্যমনস্ক ছিলেন এরূপ বলা যায় না। শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ের কালগণনা করণ প্রকাশ নামক গ্রন্থসাহায্যে গণিত হয়। অস্মৎসম্প্রদায়ে তাদৃশ গ্রন্থ নাই কিন্তু সংজ্ঞা ন্যূনাধিক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই কথার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নির্ব্যলীক পরম সুহৃৎ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট আচার্য্যপ্রবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বঙ্গদেশে শ্রীগৌরজন্মোৎসব প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীগৌর-জন্মজয়ন্তী ন্যূনাধিক পালিত হইত বটে কিন্তু জয়ন্তী উৎসব বলিয়া বঙ্গদেশে শ্রীগৌরজয়ন্তী ব্রত মহোৎসব সেই মহাত্মার আত্যন্তিক উদ্যোগেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন ইহা আর কাহার জানিতে বাকী নাই। তিনিই বঙ্গদেশে বর্ত্তমান কালে শ্রীগৌরজন্মস্থান, শুদ্ধ হরিনাম ও নাম মহিমার আদর্শ বৈষ্ণব জীবনও শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারের প্রবর্ত্তক। তাঁহারই চেষ্টায় অনেকগুলি বৈষ্ণব সভা সমিতি। বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিণী পত্রিকা, বৈষ্ণব ধর্ম্ম শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর মহাশয়ই শ্রীচৈতন্যাব্দ প্রবর্ত্তন কার্য্যের মূল মহাপুরুষ। শ্রীচৈতন্য পঞ্জিকা প্রভৃতি প্রকাশের তিনিই সুপ্রধান সহায় ও একমাত্র উৎসাহদাতা ছিলেন।

বৈষ্ণব পঞ্জিকা প্রবর্ত্তনের শৈশবাবস্থা এখনও অতিক্রান্ত হয় নাই। যদিও পত্র পঞ্জিকা ও বৈষ্ণব ব্যবস্থা সম্বলিত পঞ্জিকা আজ ৩৫ বৎসর

পঞ্চাঙ্গ বলা যায় না। তাহাতে অনেক অভাব আছে। এমনকি বৈষ্ণবোচিত সংস্কার উন্মেষও অনেক গুলিতে পাওয়া যায় না। শুধু বৈষ্ণব পঞ্জিকার অভাব কেন, সকল বিষয়েই বৈষ্ণব উদ্দেশের ব্যাঘাত জনক অনুষ্ঠানই পরিলক্ষিত হয়। অবৈষ্ণব সংখ্যার প্রাচুর্য্য ও অবৈষ্ণবতার বহুলপ্রচারক্রমে আমরা শুদ্ধ বৈষ্ণবতার প্রবৃত্তি দেখিতে পাইতেছি না। যেখানে যেটুকু শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদানুসরণ করিয়া কাল্পনিক বৈষ্ণবানুষ্ঠান দেখা যায় তাহা ন্যূনাধিক স্বার্থবিজৃম্ভিত ও অবান্তর উদ্দেশ্যযুক্ত। বৈষ্ণবতার নামে স্ত্রী পুত্র প্রতিপালন, উদর ভরণাদি ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহাদির প্রকার ভেদ বলিয়াই মনে হয়। সর্ব্বাত্মনাশ্রিত-পদ বৈষ্ণবে নিষ্কপটতার অভাব থাকিলেই এইরূপ শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গা কার্য্য হরিসেবা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণের অবগতির জন্য এখানে কালের সংজ্ঞা উদ্ধৃত হইল। আমরা আশাকরি পঞ্জীকৃদ্গণ ভবিষ্যতে এ সকল সংজ্ঞা দিবেন। বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে ও হয় শীর্ষ পঞ্চরাত্রে নিম্নলিখিত কালের সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমটী সাধারণ প্রচলিত শব্দ দ্বিতীয়টী বিষ্ণুভক্তের জন্য।

উত্তরায়ণ—বলভদ্র
দক্ষিণায়ন—কৃষ্ণ
বসন্ত—মাধব
গ্রীষ্ম—পুণ্ডরীকাক্ষ
বর্ষা—ভোগশায়ী
শরৎ—পদ্মনাভ
হেমন্ত—হৃষীকেশ
শীত—দেবত্রিবিক্রম

সপ্তমী—দামোদর
অষ্টমী—হৃষীকেশ
নবমী—গোবিন্দ
দশমী—মধুসূদন
একাদশী—ভূধর
দ্বাদশী—গদী
ত্রয়োদশী—শঙ্খী
চতুর্দ্দশী—পদ্মী
পূর্ণিমা বা অমা—চক্রী

বৈশাখ—মধুসূদন
জ্যৈষ্ঠ—ত্রিবিক্রম
আষাঢ়—বামন
শ্রাবণ—শ্রীধর
ভাদ্র—হৃষীকেশ
আশ্বিন—পদ্মনাভ
কার্ত্তিক—দামোদর
অগ্রহায়ণ—কেশব
পৌষ—নারায়ণ
মাঘ—মাধব
ফাল্গুন—গোবিন্দ
চৈত্র—বিষ্ণু
ক্ষয় বা মলমাস—পুরুষোত্তম
কৃষ্ণপক্ষ—প্রদ্যুম্ন—কৃষ্ণ
শুক্লপক্ষ—অনিরুদ্ধ—গৌর
রবি—সর্ব্ব—বাসুদেব
সোম—সর্ব্বশিব—সঙ্কর্ষণ
মঙ্গল—স্থাণু—প্রদ্যুম্ন
বুধ—ভূত—অনিরুদ্ধ
বৃহস্পতি—আদি—কারণোদশায়ী
শুক্র—নিধি—গর্ভোদশায়ী
শনি—অব্যয়—ক্ষীরোদশায়ী
প্রতিপৎ—ব্রহ্মা
দ্বিতীয়া—শ্রীপতি
তৃতীয়া—বিষ্ণু
চতুর্থী—কপিল
পঞ্চমী—শ্রীধর

অশ্বিনী—ধাতা
ভরণী—কৃষ্ণ
কৃত্তিকা—বিশ্ব
রোহিণী—বিষ্ণু
মৃগশিরা—বষট্‌কার
আর্দ্রা—ভূতভব্য
পুনর্ব্বসু—ভবৎপ্রভু
অশ্লেষা—ভাব
মঘা—ভূতাত্মা
পূর্ব্বফল্গুনী—ভূতভাবন
উত্তরফল্গুনী—অব্যক্ত
হস্তা—পুণ্ডরীকাক্ষ
চিত্রা—বিশ্বকর্ম্মা
স্বাতী—সুবিশ্রবা
বিশাখা—সদ্ভাব
অনুরাধা—ভাবন
জ্যেষ্ঠা—ভর্ত্তা
মূলা—প্রভব
পূর্ব্বাষাঢ়া—প্রভু
উত্তরাষাঢ়া—ঈশ্বর
শ্রবণা—অপ্রমেয়
ধনিষ্ঠা—হৃষীকেশ
শতভিষা—পদ্মনাভ
পূর্ব্বভাদ্রপদ—অমর প্রভু
উত্তর ভাদ্রপদ—অগ্রাহ্য
রেবতী—শাশ্বত

প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪৮ পৃষ্ঠার পর)

উক্ত প্রবন্ধে আরো দেখা যায় যে শ্রীব্রজমোহন দাস নামক এক ব্যক্তি ঐরূপ একটা অসার প্রমাণ লইয়া গবেষণা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি যে সকল কথা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা আমরা বহুদিবস হইতে শুনিয়া আসিতেছি। ঐ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ বৈষ্ণব সমাজের মুখপত্র সজ্জন তোষণী ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া দাস মহাশয়ের সংগৃহীত কথায় সমস্ত ব্যাপার ও ঐ সকল বাক্যের সম্পূর্ণ অসারত্ব জগৎকে দেখাইয়াছিল। ১৩০২ সালের সজ্জন তোষণী পত্রিকা পাঠে অবগত হইবেন যে বিল্বপুষ্করিণীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদাকণ্ঠ পদরত্ন মহাশয় ঐ সকল কথা আলোচনা করে রামচন্দ্রপুরের গৃহদেবতার মন্দির অথবা তত্রস্থ গঙ্গা গর্ভে নিহিত অন্যান্য অট্টালিকার মধ্যে কোনটিই যে শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জন্মভবন বা স্থান নহে এবং পক্ষান্তরে বর্ত্তমান শ্রীমায়াপুর নামক স্থানটী যে শ্রীমায়াপুর চন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মভিটা তাহা মুক্তকণ্ঠে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সে আজ ২২ বৎসরের কথা, অর্থাৎ রাঢ়ী মহাশয়ের পূর্ণিমাতে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার এক বৎসর পূর্ব্বের কথা। দাস মহাশয় সেই রাঢ়ী মহাশয়ের পদানুসরণ করিয়াছেন মাত্র।

আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নাম দেখিতে পাইয়া মনে করিতে পারি না যে তাঁহার ন্যায় একজন কবিকুমুদ কলানিধি এইরূপ একটী ভিত্তিশূন্য গবেষণায় নাম দিবেন। তিনি বারংবার শ্রীমায়াপুরে শচী প্রাঙ্গণে বড় বড় সভাতে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তবৃন্দ সমক্ষে নিজের মুখে ঐ মায়াপুর স্থানটিই যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান তাহা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন এবং সকল কথা ধামপ্রচারিণী সভার

বিবরণ পত্রে মুদ্রিত আছে। তিনি হঠাৎ ভ্রমপথে যাইবেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য হয় না।

দাস মহাশয়ের জানা উচিত যে গভর্ণমেণ্ট রক্ষিত কাগজাদিতে তাঁহার বড় একটা প্রবেশাধিকার নাই। অনেক চেষ্টার পর যাহা দেখিবেন তাহা অতি সামান্য। এমত অবস্থায় তিনি কেন লোকদিগকে ভ্রমপথে লইতে ইচ্ছা করেন, এবং মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর যে তাঁহার কথায় ভুলিয়া গিয়া নিজের কাগজপত্র না দেখিয়া তাঁহার নবদ্বীপ আগমনের স্মৃতি দাস মহাশয়ের প্রস্তাব মত রক্ষা করিবেন তাহা আমাদের মনে স্থান পায় না। এ সম্বন্ধে প্রকৃত মৌলিক গবেষণা অনেক সংগৃহীত আছে। তাহা আবার প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে দাস মহাশয়ের বিবৃত কথাগুলি স্বপ্নবৎ বোধ হইবে। যাহারা বর্ত্তমান আবেদন পত্রে স্বাক্ষর দিয়াছেন তাঁহাদের স্বাক্ষর তুলিয়া লইতে হইবে।

রাঢ়ী মহাশয় যখন বৈষ্ণবদিগের প্রাণ এবং বঙ্গের গৌরব শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থানে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, তাঁহার গৃহ দেবতার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, স্থির করিলেন তখন কি তিনি ভাবিতে পারেন নাই যে দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দের পিতার (অথবা তাঁহার বাল্যাবস্থার ভরণ পোষণ-কারী পিতৃবৎ পিতৃব্যের ?) নাম গৌরাঙ্গ ছিল। এ কথা যে কোন ব্যক্তিই জানেন। অভিধানেও একথা ছাপা আছে। পিতার স্মরণার্থে হয়ত সেই সময়ে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহার রামচন্দ্রপুরের গৃহটিতে "গৌরাঙ্গ ভবন" নাম দিয়াছিলেন। দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দের পিতা গৌরাঙ্গ সিংহের জন্মস্থান যে দেওয়ানের নবদ্বীপ বাসের ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে লুপ্ত [illegible] কি ? শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মগৃহ দেওয়ানের

ভূতলশায়ী হইয়াছিল। মহাপ্রভুর প্রকটের ৩০৭ বৎসর পরে দেওয়ান নবদ্বীপ মণ্ডলে গঙ্গার পাড়ে রামচন্দ্রপুর গ্রামে মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয় বিগতবর্ষে শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনে বলিয়াছিলেন যে তিনি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রিয় ছিলেন এবং যখন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নদীয়া জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন তিনিও তাঁহার সাহায্যের জন্য তাঁহার অধীনে ঐ কর্ম্ম করিতেন এবং সেই সময়ে তাঁহার অনুরোধ ক্রমে স্বয়ং বহুকষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে রেণেল সাহেবের সার্ভের নথি বাহির করিয়া ঐ যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিত আছে তাহা দেখিতে পাইয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে দেখাইয়াছিলেন এবং গভর্ণমেণ্টের কুইনকুইনিয়াল সেটেলমেণ্টের রেকর্ড (১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে) যাঁহা তাঁহার হাতে ছিল তাহা হইতে শ্রীমায়াপুর নাম ও স্থান বাহির করিয়াছিলেন। স্বয়ং অন্বেষণ করিয়া তিনি স্বহস্তে ঐ সকল তথ্য বাহির করিয়া ও স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়া আধুনিক যে সকল ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরের স্থান সম্বন্ধে বৃথা কুতর্ক তুলিতেছেন তাঁহাদিগের অনভিজ্ঞতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাহাদিগের উক্ত ক্রিয়া কেবল মাত্র বাল্যচাপল্যের হেতু নির্দ্দেশ করেন। তিনি যখন ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জিলায় কানুনগোপদে অধিরূঢ় ছিলেন, তখন বল্লালদিঘী চর বল্লালদিঘী প্রভৃতি খড়িয়া নদী ও গঙ্গার মধ্যস্থিত স্থানগুলি স্বয়ং মাপ জরিপ করিয়াছিলেন। গঙ্গার পূর্ব্বপারের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার কিছুই অবিদিত নাই। তিনি হুজুগ ও কলহ প্রিয় নব্য ব্যক্তিগণের বৃথা বাক্যে মুগ্ধ নহেন। অতএব এই শ্রীমায়াপুরের যাহাতে উন্নতি হয় তজ্জন্য সকলকেই সাহায্য করিতে আহ্বান করেন।

আমরা এই সকল কারণে সকলের নিকট অনুনয় করিয়া বলি যে,
[illegible]

স্থির তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে সভার শীর্ষে ত্রিপুরেশ্বর রহিয়াছেন এবং যাহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নকুর চন্দ্র পাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী এম, এ, বি এল, এবং যে সভার সভ্যগণ সকলেই উচ্চপদস্থ, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তাঁহারা কি বর্ত্তমান শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম ভিটাকে প্রকৃত যোগপীঠ বলিয়া স্থির রাখেন নাই এবং অবোধের ন্যায় উহাকে প্রকৃত স্থান বলিয়া আসিতেছেন? অবশ্য মানব মাত্রেই জানেন যে শ্রীমায়াপুরই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদি স্থান এবং অন্যান্য সকল প্রয়াস যাহা কল্পনা হইতে উদ্ভূত হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ অলীক ও ভ্রমপূর্ণ। (শ্রীসাতকড়ি সিদ্ধান্ত ভূষণ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জন্মভিটা দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

বিগত ২রা ভাদ্রের শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় শ্রীগৌরাঙ্গ ভবন সম্বন্ধে যে সকল কথা উঠিয়াছে তাহার সত্য নির্ণয়ের জন্য প্রথম প্রবন্ধ ৯ই ভাদ্র তারিখের শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি শ্রীমায়াপুর ও রামচন্দ্রপুর এই দুইটী স্থান সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব।

শ্রীমায়াপুর সর্ব্ববাদী সম্মত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জন্মস্থান। মহাজন ঘনশ্যামকৃত ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে।

"নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥

উক্ত ঠাকুর নরহরি কৃত শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমায় লিখিত আছে।

নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর। যথা জন্ম হৈল কৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর॥
মায়াপুর মহিমা কে জানে। রহিলেন নবদ্বীপ বেষ্টিত তাহানে॥

এই শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাত্রেরই হৃদয়ের স্থান। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ বহু পরিশ্রম করিয়া নবদ্বীপের অতি প্রাচীন সার্ভে ম্যাপ, যাহা ইংরাজ বাহাদুরের বঙ্গাধিকার কালে অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা বাহির করিয়া তাহাতে একস্থানে 'শ্রীমায়াপুর' বলিয়া উল্লেখ আছে দেখিতে পান। নদীয়া জেলার তাৎকালিক ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার রায় দ্বারকানাথ সরকার বাহাদুর ও কৃষ্ণনগরের প্রধান প্রধান উকীল মহাশয়গণ সেই ম্যাপ দেখিয়া বর্ত্তমান যে স্থানে মায়াপুর গ্রাম রহিয়াছে তাহাই ঐ ম্যাপ উল্লিখিত স্থান সিদ্ধান্ত করেন। তৎপরে ঐ সম্বন্ধে অন্যান্য নথি ও কাগজাদি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে প্রকাশ পায় যে বর্ত্তমান নির্দ্দিষ্ট শ্রীমায়াপুর স্থিত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জন্ম ভিটেটি দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ স্বীয় গুরুদেবের নামে পাঁচথুপী ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব করিয়া তাহাই কাগজ ভুক্ত করেন। তিনি ঐ স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া বুঝিয়াছিলেন ও উহা ব্রাহ্মণের হাতে থাকাই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া স্বীয় গুরুদেব ব্যতীত অন্য কাহাকেও যোগ্য ব্যক্তি মনে করিয়া দেন নাই এবং উহারই সন্নিকটে গঙ্গাতীরে স্বয়ং আশ্রয় লইয়া দেব মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া নবদ্বীপধামে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও দেব সেবায় কিছু দিবস রত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে পুনরায় তিনি কান্দিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তথায় দেহ ত্যাগ করেন। শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দিরের নিকট যে স্থানটী আদি শ্রীবাস অঙ্গন নির্দ্দিষ্ট হইতেছে তাহাকে ঐ স্থানের লোকে খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা বলিয়া থাকেন। গভর্ণমেণ্টের রক্ষিত অতি প্রাচীন কালের শ্রীমায়াপুরের হদ্দাবন্দি কাগজে ঐ স্থানটীকে ঐ নামেই দেখান আছে। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ঐ দিব্য স্থানটীকে ও পাচথুপীর ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব করিয়া দিয়াছিলেন। উহার চারি পার্শ্বে বৈরাগী বসাইয়া বৈরাগী ডেঙ্গা নাম দিয়াছিলেন। ক্রমে ব্রহ্মোত্তর গুলি বিক্রীত হইলে [illegible]

এক্ষণে রামচন্দ্রপুর কি তাহাই স্থির হউক। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় তাঁহার রচিত নদীয়া কাহিনী পুস্তকে লিখিয়াছেন যে হেষ্টিংসের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ শেষ জীবনে স্বোপার্জ্জিত অতুল বিত্ত-বৈভব লালাবাবুকে অর্পণ করিয়া দুই তিন শত বৈরাগী সঙ্গে নবদ্বীপ বাস করিয়াছিলেন। তিনি নবদ্বীপ সন্নিহিত রামচন্দ্রপুরে একটী ৬০ ফুট উচ্চ শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া অতিথি অভ্যাগত বৈষ্ণব দিগের সেবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই রামচন্দ্রপুর কোথায়? উহা নবদ্বীপ সন্নিহিত একটী গ্রাম এবং উহা গঙ্গানগরের পশ্চিমাংশে ও শ্রীমায়াপুর হইতে একক্রোশ (?) দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত। বর্ত্তমান কালের নদীর ভাঙ্গনে আরো একটু দূরে সরিয়া গিয়াছে। কাজী উদ্ধারের সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে পথ দিয়া কীর্ত্তনে বাহির হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আছে। উহা পাঠে দেখা যায় যে শ্রীমন্মহাপ্রভু আপনার মায়াপুরের ঘাটে, অগ্রে বহু নৃত্য করিয়া মাধায়ের ঘাটে, বারকোনা ঘাট ও নাগরিয়া ঘাট পার হইয়া গঙ্গানগরে পৌছিয়া ছিলেন অর্থাৎ তখনকার গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের রামচন্দ্রপুরের সন্নিকটে পৌছিয়াছিলেন। উহা এই রূপ বর্ণিত আছে:—

আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধাইর ঘাটে গেলা গৌর হরি॥
বার কোনা ঘাটে নাগরিয়া ঘাটে গিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সীমুলীয়া॥

* * *

নদীয়ার একান্তে নগর সীমুলীয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা গিয়া।

আমরা দেওয়ান প্রবর গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের জীবনী আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে তিনি রামচন্দ্রপুরে তাহার পিতা গৌরাঙ্গ সিংহের জন্মস্থানে

কয়েকটী দেবসেবার জন্য একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ হরেকৃষ্ণ সিংহ বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া শেষে কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগন্নাথ সিংহের সহিত বসবাস করিতেন। গঙ্গাগোবিন্দের অগ্রজ রাধাকান্ত দিল্লী হইতে সনন্দ পত্র আনাইয়া কান্দিগ্রামে বসতি করিয়াছিলেন এবং গৌরাঙ্গ সিংহ ও স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্র মুরশীদাবাদে বসবাস করিয়াছিলেন এবং গঙ্গা-গোবিন্দ বঙ্গের দেওয়ানী পদ লাভ করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে বঙ্গের সমস্ত জমী জমার বন্দবস্ত স্বয়ং করিয়াছিলেন। তিনি রামচন্দ্রপুরকে কিসমৎ করাইয়া লইয়াছিলেন। কয়েক বর্ষ মধ্যেই ঐ রামচন্দ্রপুর গঙ্গা প্লাবিত হইয়া ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কিসমত রামচন্দ্রপুর এমতে বিক্রয়ের জন্য নিলামে উঠিয়াছিল। লালাবাবু তখন বর্দ্ধমানের সেরেস্তাদার গিরি কার্য্য শেষ করিয়া উড়িষ্যার বন্দবস্তের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন।

রামচন্দ্রপুর গ্রাম যে জমীতে দেখান হয় তাহা কাগজাদিতে বাহির দ্বীপের মাঠ নামে আখ্যাত আছে। সুতরাং উহা নবদ্বীপের বাহিরের জমী। সেই জন্যই পূর্ব্ব পূর্ব্ব লেখকগণ সর্ব্বদাই রামচন্দ্রপুরকে নবদ্বীপের সন্নিহিত জমী বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ রামচন্দ্রপুর বাগোয়ান পরগণান্তর্গত ও শ্রীমায়াপুর সংলগ্ন ভূমি হইতে পৃথক্ ও ভিন্ন। ইস্‌লামপুর পরগণান্তর্গত ভূমিতে শ্রীমায়াপুর অবস্থিত ও উহাকে দ্বীপের মাঠ, অর্থাৎ প্রকৃত নবদ্বীপের ভূমি বলিয়া কাগজাদিতে দেখান আছে।

এসম্বন্ধে আমাদের আরো অনেক কথা বলিবার আছে। ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব। আগামী প্রবন্ধে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শ্রীমায়াপুর ও রামচন্দ্র পুর যে দুইটী স্বতন্ত্র স্থান তাহা স্পষ্টই দেখান হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান যুগপৎ শ্রীমায়াপুরে ও রামচন্দ্রপুরে হইতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জন্মভিটা তৃতীয় প্রবন্ধ—

বিগত ১৩ই আশ্বিনের শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রতিবাদ প্রবন্ধ স্তম্ভে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তদুত্তরে কয়েকটী কথা লিখিতেছি। দাস মহাশয় যদি কাজী উদ্ধারের সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে পথদিয়া কীর্ত্তনে বাহির হইয়াছিলেন তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন তবে ঐ কীর্ত্তনের অনুকরণে ১৩১৬ সালে ১১ই চৈত্র শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির হইতে ধাম পরিক্রমাহেতু চতুর্দ্দশ মাদল কীর্ত্তন যাহা বাহির হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকান্তর্গত শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার বার্ষিক বিবরণ পত্র তিনি পাঠ করুন্। সেই গুলি পাঠ করিলে তাঁহার সকল ভ্রম দূর হইবে। তিনি গঙ্গার অবস্থিত স্থান ও চারিটী ঘাট কোন কোন স্থানে ছিল তাহাও জানিতে চাহিয়াছেন। তদুত্তরে তাঁহাকে শ্রীধাম প্রচারিণী সভার প্রথম বর্ষের বিবরণ পত্র ও ১৩০২ সালের শ্রীসজ্জন তোষণী পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীধাম নবদ্বীপের পুরাতন গঙ্গা প্রভৃতি কয়েটী প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। শ্রীল তোতারাম বাবাজী কেন বড় আখড়ায় বাস করিতেন, তদুত্তরে বলি যে বর্ত্তমান শ্রীমায়াপুর স্থিত স্থান গুলির নির্দ্দেশক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কেনই বা শ্রীমায়াপুরে বাস না করিয়া স্বরূপগঞ্জের বাজারে গাদিগাছায় বাস করিয়াছিলেন। সিদ্ধ গৌরকিশোর দাস বাবাজী শ্রীমায়াপুরের অলৌকিক ক্রিয়া সকল দেখিয়া তথা হইতে চলিয়া গিয়া কেন বর্ত্তমান কুলিয়া নবদ্বীপের চড়ায় দিন যাপন করিতেন? সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয় শ্রীমায়াপুরে গৌর বিষ্ণু প্রিয়া মুর্ত্তির সেবা প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়াও পরে ভজনকুটীতে কেন থাকিতেন? শ্রীযুক্ত লোকনাথ ও রাধিকানাথ গোস্বামী মহোদয় দ্বয় শ্রীমায়াপুরের মধুর আলোক অনুভব করিয়া তথা হইতে দূরে অবস্থান

করিয়া তাঁহাদিগের ক্রিয়ার বিরুদ্ধে কথা তুলিলে অপরাধ ঘটে তাহা বৈষ্ণব মাত্রেই জানেন।

নদীয়া কলেক্টারীতে রক্ষিত গভর্ণমেণ্টের কাগজে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রদত্ত বল্লাল দিঘীর দক্ষিণ উচ্চভূমি খণ্ডে শ্রীমায়াপুরে পাঁচথুপীর ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র কথা শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস মহাশয়ের নিকট গল্প কথা হইতে পারে কিন্তু অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট উহা প্রামাণ্য দলিল। আমরা কল্পনায় উক্ত পাঁচথুপী ব্রাহ্মণের গুরু প্রণালী সৃষ্টি করিতে প্রস্তুত নহি। তদ্বিষয়ে কোন বিশ্বাস যোগ্য গভর্ণমেণ্ট কাগজে রক্ষিত দলিল পাইলেই ছাপাইয়া দিব। সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া তিনি উক্ত পাঁচথুপীর ব্রাহ্মণ প্রভু সন্তান বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

(শ্রীসাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ)

শ্রীমায়াপুরে মধুর আলোক সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নামীয় দুই খানি পত্র যাহা শ্রীসজ্জন তোষণী পত্রিকায় ঊনবিংশ বর্ষে ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

যথোচিত বৈষ্ণব সম্মান পূর্ব্বক নিবেদন—

আমরা অদ্য ৫ দিন কলিকাতা আসিয়াছি। এখানে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীভাগবত কথা কীর্ত্তন ও গান কীর্ত্তনে মধ্যে মধ্যে পরমানন্দ লাভ হইতেছে। আর অল্পদিন পরে শ্রীযুক্ত শিশির বাবু এখানে আগমন করিবেন। তখন যদি আপনার কলিকাতায় আগমন হয়, আমরা সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়া আপনকার-দিগের পবিত্র সঙ্গে পরমানন্দ লাভ করিয়া পূর্ণার্থ হইব। সম্প্রতি আপনি যে লুপ্ততীর্থ শ্রীধাম শিরোমণি নবদ্বীপ প্রকাশ করিলেন তাহাতে জগজ্জীব কৃতার্থতা লাভ করিবেন আর শ্রীগৌরাঙ্গদাসগণ সেইস্থানে গড়াগড়ি দিয়া সেই ধন্যস্থানের ধূলায় ধূসর হইয়া

তাঁহাদিগকে দেখিয়া আমরা ধন্য হইব। ঐ স্থানের সম্বন্ধে একটি কথা অতি বিস্ময়াবহ। তাহা মতিবাবুর নিকট বলিলাম। মতিবাবু পরমানন্দিত হইয়া আপনাকে তাহা লিখিবার জন্য বলিলেন এবং আপনি যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য ধাম মহিমা লিখিয়াছেন তাহা সম্মুখে রাখিয়া একথা লিখিতেছি।

সম্প্রতি শ্রীনবদ্বীপ ধামবাসী শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভু আমাকে বলিয়াছেন গত চৈত্রমাসে উকিলপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মার্কণ্ডেয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে শ্রীহরিবাসর উপলক্ষ্যে আগমন করিবেন বলিয়া রাত্রি প্রায় এক প্রহর থাকিতে শ্রীগঙ্গাতীরে মুখাদি প্রক্ষালন করিতে আসিয়াছেন। ইহাঁর শ্রীগৌরাঙ্গগত জীবন, আপনি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মভূমি যেস্থান প্রকাশ করিয়াছেন সেই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন এমন সময়ে দেখিলেন সেই স্থানে এক অপূর্ব্ব 'মধুর আলো' উদ্ভূত হইয়া শ্রীগঙ্গার এপারস্ত তটাবধি আলোকিত হইল। (মধুর আলো একথাটী তাঁহার মুখের) তাহা দেখিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন ; ক্ষণবিলম্বে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। শ্রীলোকনাথ প্রভু মহা ভজনানন্দী। তাঁহার অনুভব কদাচ মিথ্যা নহে। আমরা এখন নিশ্চয় বুঝিলাম শ্রীশ্রীভগবান গৌরাঙ্গদেবের শক্তি আপনাতে সঞ্চার হইয়াছে যে শক্তিবলে আপনি এই লুপ্ততীর্থ পুনরুদ্ধার করিলেন। আমাদের মঙ্গল, বোধ করি অদ্য বা কল্য বাটী যাইব। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীগৌরাঙ্গদাসানুগত দাস শ্রীরাধিকানাথ শর্ম্মণঃ।

উক্ত পত্র মধ্যে দ্বিতীয় পত্রখানি অমৃতবাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক দেশমান্য মতিবাবুর।

শ্রীযুক্ত লোকনাথ গোস্বামী যে 'মধুর আলো' দর্শন করেন ইহাতে তাঁহার ও প্রভু রাধিকানাথ গোস্বামীর নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছে যে আপনি প্রকৃত স্থানটীই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় শ্রীযুক্ত * * অত্যন্ত বিরোধী আছেন তবে যখন শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের পক্ষে তখন * * কোন অসুরের আশঙ্কা করা আমাদের কোন প্রয়োজন করে না। প্রভু গোস্বামী কল্য শান্তিপুর যাইবেন এবং বোধ হয় আপনার সহিত দেখা হইবে। আশীর্ব্বাদ প্রার্থী দাস শ্রীমতি লাল ঘোষ।

এতদ্ব্যতীত আর একখানি পত্র ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে গৌর সর্ব্বস্ব স্বনাম খ্যাত শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহোদয় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে লিখিয়াছিলেন। তাহাও সজ্জনতোষণী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে উদ্ধৃত করা হইল।

প্রণামা নিবেদনমিদং—

আপনার নূতন গ্রন্থ পাইলাম। ভক্তগণ ক্লেশ করিয়া আহরণ করেন আর আমরা দীন হীন তাহার দ্বারা জীবন রক্ষা করি। আপনাকে অনেকে ভক্তিবিনোদ আখ্যা দিয়াছেন কিন্তু আমি আপনাকে সপ্তম গোস্বামী ভাবি। প্রকট সময় ছয় গোস্বামী ছিলেন অপ্রকট সময়ে আপনি গোস্বামী। আপনি ধন্য ও আপনার কৃপা পাইলে আমি ধন্য হইব। আপনি প্রভু প্রেরিত, এই শুষ্ক কালে আপনি সনাতন ধর্ম্ম সজীব করিতেছেন। আপনার গ্রন্থ (শ্রীধাম পরিক্রমা) এখনো পাঠ করি নাই, স্পর্শ করিয়াছি, তাহাতেই অঙ্গ শীতল হইয়াছে।

অপর নবদ্বীপ স্থাপন করিলেন কিন্তু নবদ্বীপেশ্বরী কোথা? ঈশ্বরী ব্যতীত নবদ্বীপ শূন্যময়। তাঁহাকে আনয়ন করুন, করিয়া আমার ন্যায় কোটী কোটী জীবকে চিরঋণে আবদ্ধ করুন।

সকলে দলবদ্ধ হইয়া নবদ্বীপেশ্বরী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে ঢাকিয়া রাখিয়া ছিলেন, ইহাতে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্যথিত হইয়া তাঁহার প্রিয় দাস শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে দর্শন দিয়া গৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল বিগ্রহ অর্পণ করেন। ইহার বৃত্তান্ত নরোত্তম বিলাস গ্রন্থে ও ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে দেখিয়াছেন॥ সে বিগ্রহ অদ্যাপি শ্রীখেতুরীতে বিরাজ করিতেছেন। ঠাকুর ভগবান্ গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ আদেশ পালন করার অধিকারী কেবল আপনাকে নয়ন গোচর হয়। এই নিমিত্ত কাতর হইয়া আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় লইলাম। দেবী সম্বন্ধে অনেক কথা চৈতন্য মঙ্গলে আছে। ভক্তিরত্নাকরে কিছু পাওয়া যায়। আর বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী গৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল ধ্যানের বিষয় লিখিয়াছেন। * * এতদ্ভিন্ন কিংবদন্তী দ্বারা বহুতর সংবাদ পাইবেন। কিমধিক আমি আপনার নিতান্ত আশ্রিত বলিয়া জানিবেন॥

23rd Nov. 88 Deoghar, Via Baidyanath E.I.Ry.

প্রণাম
শ্রীশিশির কুমার ঘোষ দাস

পুরাতন নবদ্বীপেরস্থান হাইকোর্টের একটী মকদ্দমায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল। তাহার অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল।

Judgment & Decree of the High Court, 12th August 1896.—* * According to Major Rennell's map of 1780, there were three places in the river Ganges below Belpukur, where two streams met, one above the island of Nuddea, one below that island and the third below the island of Mahisura. * * it would probably the first confluence below Belpukur, which would be meant by the words 'Dogangnir Mura' in the huddabandis' of 1199. In this proceedings Mr. Dampier on the authority of a decision of

Mr. Moore, District Judge of Nadia dated 28th Dec. 1830 declared that the southern boundary of Jalkar Kashimpur was a point "where two streams passing by both sides of old Nabadwipa met."

রেণেলের ম্যাপে বেলপুকুরের স্থান দেখুন। উহা শোনডাঙ্গার নিম্নে অর্থাৎ দক্ষিণে দেখাইতেছে এবং বামনপুকুরের উত্তর ভাগ তারণবাস ও বেলপুকুর। বর্ত্তমান কালে মেঘার চড়ায় ঐ বেলপুকুর উঠিয়া গিয়াছে তাহা রেনেল ও স্মাইথের ম্যাপ মিলাইলে দেখিতে পাইবেন।

বর্ত্তমান কালের সজ্জন তোষণী পত্রিকায় প্রাচীন নবদ্বীপ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে সে গুলিও এ স্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

গৌরগৃহ কোথায় ?

রসিকবাবুর একখানি সাময়িক পত্রের ভাদ্রসংখ্যায় শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ দত্ত গৌরগৃহ নির্ণয় করিতে গিয়া যে সকল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন তাহা ভ্রমসঙ্কুল। তিনি হাণ্টার সাহেবের লিখিত ১৯০৩ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে কুলিয়ানগরস্থ কোন আখড়াধারী বাবাজীর বাচনিক প্রমাণ বলে গৌরগৃহ নদীগর্ভজাত হইয়াছে বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার কল্পিত স্থাপ্য বিষয়ে ক্ষতি হইবে বিবেচনা করিয়া কতক অংশ ছাড়িয়া দিয়াছেন তাহা এই :—

It was from Nadia that the last Hindu king of Bengal, on the approach of the mahammadan invader in 1203, fled from his palace in the middle of dinner.

এই নদীয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ, খৃষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দির শেষভাগে উদয় হইয়াছিলেন। নির্ণয়কারীর কুলিয়ানগরস্থ আখড়াধারী মহান্ত মহাশয় কি তখন

সেনবংশীয়দিগের ভগ্ন প্রাসাদের স্তূপের নিকটে আখড়া বান্ধিয়াছিলেন? হাণ্টার সাহেবের লেখনী হইতে বুঝা যায় যে বর্ত্তমান বামনপুকুর, গঙ্গানগর, সিমুলিয়া, শ্রীমায়াপুর, বল্লালদিঘী, তারণবাস, চর নেদয়া প্রভৃতি গ্রাম সমূহই প্রাচীন নবদ্বীপ। তিনি লিখিয়াছেন "নবদ্বীপের গঙ্গাগর্ভে গৌরগৃহ লীন হইয়া গিয়াছে তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত" ইহা ভগবৎ সম্বন্ধে নির্বিশেষ বাদীর মতের ন্যায়। মায়াবাদী যতই বলুন না কেন ভগবানের নাম রূপ গুণ লীলা অনিত্য ও কাল ক্ষোভ্য প্রত্যেক ভগবদ্ বিশ্বাসী তাহার প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। "অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়। কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥" ভগবানের সম্বন্ধে যে কথা ভগবানের ধাম সম্বন্ধেও সেই কথা। সমগ্র দ্বারকানগরী জলমগ্ন হইলেও ভগবদ্ গৃহ চিরদিন অক্ষুণ্ণ আছে। গঙ্গা এবং জলঙ্গী প্রাচীন নবদ্বীপের অধিকাংশ ভূমি গ্রাস করিলেও শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ যাবচ্চন্দ্র দিবাকর অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। ভগবদ্ ইচ্ছাক্রমে চরণামৃতময়ী গঙ্গা কোনদিনই হরিসেবার বিরোধিনী নহেন। অনেকে ভ্রম বশতঃ শ্রীগৌর বস্তুকে অপর বস্তু ধারণা করে, গৌরগৃহকে অন্য গৃহ মনে করে, কিন্তু নিষ্কপট ভজন পরায়ণ হইলেই শ্রীমায়াপুর যোগপীঠের অপ্রাকৃত আলোক দেখিতে পান। লেখক মায়াবাদ অবলম্বনে একাই সকলের মুখপাত্র কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ অনেকেই সে ধারণা পোষণ করেন না। আমরা জানি বর্ত্তমান কালে ন্যূনাধিক বিশ সহস্র শুদ্ধ ভক্ত শ্রীগৌরগৃহ বিলুপ্ত হয় নাই, বিলুপ্ত হইতে পারে না এরূপ বিশ্বাস করেন। সুতরাং তাঁহারা সর্ব্ব শব্দের বাহিরে নহেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে বর্ত্তমান কুলিয়ানগরে ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় ভিন্ন ভিন্ন কালে অনেকগুলি গৌরজন্ম স্থান কুলিয়াবাসীগণ কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে, ইহাঁরাও সর্ব্বের অন্তর্গত। আরও লেখক কয়েটী উপাদান সংগ্রহ করিয়া আর কয়েকটী উপাদান গোপন করিয়া নিজের উদ্দেশ্য সাধনার্থ যথেষ্ট মনে করিয়াছেন। প্রবন্ধ পাঠে যতদূর জানা

যায় চৈতন্ত ভাগবত লিখিত কুলিয়া শব্দটী কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর যে প্রকার স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মুখে আনিতে নাই সেইরূপে সন্তর্পণের সহিত ত্যক্ত হইয়াছে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে দেখিতে গিয়া তিনি কোলের গঞ্জের স্থান নিরূপণে অবগুণ্ঠন বিশিষ্ট হওয়ায় কুলিয়া ও নদীয়ার মধ্যবর্ত্তী গঙ্গা দেখিতে পান নাই; ইহাই কি তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনার্থ ?

তিনি লিখিয়াছেন ছয়টী কারণ হইতে গবেষণা ক্রমে তিনি গৌরগৃহ নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবেন। তাহার প্রথম হেতুবাদ এই যে চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য, মঙ্গল, চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণের কথা উল্লিখিত আছে। কিরূপে তিনি কুলিয়া এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশ গুলিকে গঙ্গার পশ্চিমপারে অবস্থিত করাইয়া কুলিয়াকে নবদ্বীপ করাইলেন সে প্রবন্ধ আমার এখনও হস্তগত হয় নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন একথা বলিলে কুলিয়া বা মালঞ্চপাড়া রামচন্দ্রপুরে জন্মগ্রহণ করা বুঝায় না। প্রাচীন নদীয়ায় সেন বংশীয়গণের ভগ্ন প্রাসাদ স্তূপ আজও বর্ত্তমান। প্রচীন নদীয়ায় আজও কাজীর নগর, গৃহ সমাধি ও বংশ দেদীপ্যমান। নূতন নবদ্বীপ বা কুলিয়া পাহাড়পুর প্রভৃতি স্থানে গৌরসুন্দর কয়েকবার গিয়াছিলেন মাত্র। নদীয়া বলিলে সৈয়দ ও লৌদী বংশের রাজ্যকালে কোন কোন ভূমিকে নির্দ্দেশ করে তাহা মুসলনমান গণের রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে। নদীয়ার মায়াপুর, নদীয়ার কাজীর নগর, নদীয়ার তন্তুবায়ের নগর, নদীয়ার তারণবাস, নদীয়ার রুদ্রপাড়া, নদীয়ার মালঞ্চপাড়া নদীয়ার গঙ্গানগর, নদীয়ার পারডাঙ্গা, নদীয়ার চীনেডাঙ্গা, নদীয়ার কুলিয়া, নদীয়ার কুলিয়ারগঞ্জ, নদীয়ার জান্নগর, নদীয়ার গাদিগাছা, নদীয়ার সুবর্ণবিহার, নদীয়ার রাতুপুর, নদীয়ার সিমুলিয়া নদীয়ার রামচন্দ্রপুর, নদীয়ার মাউগাছি, নদীয়ার হাটডাঙ্গা, নদীয়ার মাজদে, প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রামই নগর ও নগর সমীপবর্ত্তী উপকণ্ঠ বলিয়া

নদীয়া নামে আখ্যাত হইত। তজ্জন্যই ভক্তি রত্নাকরের সুবিচক্ষণ লেখক লোকের ভ্রম নিরাস কল্পে সকল গ্রামেরই কথা ভিন্ন ভাবে নয়টি দ্বীপ বিভাগ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহাতে আধ্যাত্মিকতা দেখাইতে গিয়া অনেকে ভ্রম করেন। যাঁহারা ভ্রম করেন তাঁহারা ৮ কান্তি রাঢ়ী দলীয় অর্থাৎ গঙ্গার পশ্চিম প্রদেশকে রাঢ়দেশ বলে পূর্ব্বাংশকে বঙ্গদেশ বা নদীয়া বলে যিনি রাঢ়দেশের শোভা বিস্তার করিতে অগ্রণী তিনিই কান্তি রাঢ়ী। ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ আর মায়াপুরকে আধ্যাত্মিক কর্ত্তার আধ্যাত্মিক করিবার যে প্রয়াস তিনি স্বয়ং অধ্যাত্মে:লীন হইয়া গেলে আর তাঁহাকে আধ্যাত্মিক করিতে হয় না।

দ্বিতীয় হেতুবাদ মূলে নবদ্বীপের দক্ষিণাংশ শ্রীগৌরাঙ্গের আবাস ভূমি ছিল একথা সত্য। শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ হইতে উত্তরাংশে ও উত্তর পশ্চিমাংশে প্রাচীন নদীয়া ছিল এই কথারই পোষকতা করে সুতরাং লেখক রামচন্দ্রপুরে নবদ্বীপের দক্ষিণ স্থির করিলে উত্তরাংশ নবদ্বীপ বারগোয়ার ঘাটে তাঁহার যুক্তি তরণী তীরস্থ হয়। ঐ সকল ভূমির অধিকাংশই নদীয়া অতিক্রম পূর্ব্বক রাঢ় দেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে। লেখক মহাপ্রভুর জন্মস্থান নবদ্বীপের দক্ষিণে সাব্যস্ত করিয়া সেই রামচন্দ্রপুরে দেওয়ানের মন্দিরে গৌর গৃহ রাখিয়া উত্তরাংশে আমাদিগকে তাঁহার নবদ্বীপ সহর দেখাইয়া দিন। গাবতলা বা রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি জায়গায় যদি মহাপ্রভুর গৃহ স্থির হয় তাহার উত্তরেই নদিয়া তারণবাস প্রভৃতি গ্রাম এবং তৎপূর্ব্ব দক্ষিণে শ্রীমায়াপুর এবং তাহার উত্তরে বামনপুকুর শিমুলিয়া হইতে রুদ্রপাড়া পর্য্যন্ত নদীয়া সহর বিস্তৃত ছিল। সুতরাং মহাপ্রভুর বাড়ীর উত্তর পশ্চিম কোণে মহাপ্রভুর সময়েও প্রাচীন নদীয়ার কতক ভূমি ছিল একথায় কোন দোষ হয় না। ঐ প্রমাণ অনুসারে মায়াপুরই মহা-প্রভুর জন্মস্থান স্থির হয়।

তাঁহার তৃতীয় হেতুবাদ এই যে মহাপ্রভুর একটী ঘাট ছিল। শ্রীমায়াপুরের নিকটেই পশ্চিম দক্ষিণ কোণে যাহাকে এখন শিবের ডোবা বলে ঐখানেই মহাপ্রভুর বাটীর নিকটস্থ ঘাট ছিল।

চতুর্থ হেতুবাদে বারকোণা ঘাট ও ডুলগাড়ী বা ভেট্‌কীমারীর বিল ঐ সকল স্থানে ছিল ঐ স্থানের নিকটেই মাধাইয়ের ঘাট। একডালা মহৎপুরে মাধাইএর ঘাট নিশ্চয় কোনদিন ছিল না। শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন পথ অনুসরণ করিলে আমরা নাগরীয়া ঘাটে পৌছিতে পারি তথা হইতে নিকটেই গঙ্গানগর তাহা বর্ত্তমানকালের সকল প্রাচীন লোকেই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। তথা হইতে নদেয়া ও তারণ বাসের মধ্য দিয়া সিমুলিয়া যাইবার পথ। সিমুলিয়া হইতে কাজীর বাড়ী এবং তথা হইতে তন্তুবায়ের নগর যাহা এখন চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটাইয়া দিতে পারে সেই সকল পাড়া আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে; ১৫০ বর্ষ পূর্ব্বের দলিলের মধ্যে তন্তুবায় নগরের উল্লেখ রহিয়াছে উহা এখন বামন পুকুরিয়ার মধ্যে পড়িয়াছে। লেখক কষ্ট কল্পনা করিয়া রাঢ় দেশীয় রাটী মহাশয়ের পূর্ব্বনিবাস তন্তুবায় নগর কল্পনা করিতে গিয়াছেন ইহাতে আমরা অধিক পাণ্ডিত্য দেখিতে পাইলাম না। তন্তুবায় নগর হইতে শাখারী পাড়া হইয়া শ্রীধরের বাড়ী এবং ঐ স্থান হইতে গাদিগাছা পারডাঙ্গা মাজিদা হইয়া মায়াপুরের বাড়ীতে আসা এখনও কীর্ত্তন করিয়া পরিক্রমা করিয়া দেখিতে পারেন। কুলিয়া চিনেডাঙ্গা পাহাড়পুর চিরদিনই গঙ্গার পশ্চিম পারে ছিল ঐ সময়ে পোলতার বিলে গঙ্গা বহতা ছিল না। ডুলগাড়ী বিল ও ভেটকীমারীর বিলের নিকটেই পুরাতন পার ডাঙ্গা ছিল ঐ স্থান গঙ্গা শিথিল হওয়ায় কিছুদিন পূর্ব্বে কুলিয়ার মিউনিসিপ্যাল আফিসের নিকট উঠিয়া গিয়া পার ডাঙ্গা নাম দিয়াছিল। এ ঘটনা ১৫০ দেড় শত বৎসরের মধ্যে। পারডাঙ্গা শব্দে গঙ্গার শিথিল জমি অপর দিকে পয়বস্তি হইয়া তাদৃশ নামের উদয় করায়।

কান্দিবংশের ইতিহাসে দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দের গৌরাঙ্গের জন্মস্থান বলিয়া রামচন্দ্রপুরে মন্দির স্থাপন আখ্যায়িকা ইংরাজি ১৮৭৪ সালের পূর্ব্বে কল্পিত হয় নাই সুতরাং মন্দির ধ্বংশের ৭৫ বৎসর পরে ইতিহাস লেখক অনেক বিষয় ভ্রম করিয়া থাকিতে পারেন। আবার শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনজী স্থাপনের কথায় অনেক প্রমাদ ঘটিয়াছে। দেওয়ান মহাশয় রামচন্দ্রদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া রামচন্দ্রপুর গ্রামের পত্তন করেন; পরে ৫।৭ বৎসরের মধ্যে মন্দির নদীগর্ভজাত হইলে সেই মূর্ত্তি কান্দিতে স্থানান্তরিত করা হয়। যখন ঐ মন্দির পুনরায় দেখা গিয়াছিল তখনই প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ভ্রম করিয়া গৌরাঙ্গের জন্মস্থান ও অপর চারিটী ঠাকুরের নাম সন্নিবিষ্ট করেন। এই সকল কথার ধারাবাহিক তর্কমূলে ইতিহাস প্রচারিত নাই। দেওয়ান যদি গৌরাঙ্গের জন্মস্থানের জন্য কিছু যত্ন করিয়া থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট জন্মস্থান প্রকৃত হইলে কখনই বিনষ্ট বা জলমগ্ন হইত না; ভগবদ্‌গৃহ কখনই জলমগ্ন হয় না। শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে এমন কি ১২৩০ সালের বন্যার জল পর্য্যন্ত যাইতে পারে নাই। ভগবদ্ জন্মস্থান যোগপীঠ আধিদৈবিক আক্রমণের বস্তু নহে। বিশেষতঃ দেওয়ানের নামে কল্পিত বিচার সঙ্গত বলিয়া ধরিলেও বৈষ্ণব গ্রন্থগুলির সহিত নানাপ্রকারে বৈষম্য হইবে আমরা প্রবন্ধান্তরে তাহা আলোচনা করিব।

যেরূপ যোগপীঠে বর্ত্তমান কালে সন্দেহের অবতারণা করা হইয়াছে সেই প্রকার তর্কসমূহ বিচার করিলে বাহিরদ্বীপে কখনই গৌরগৃহ হইতে পারে না। কান্দির রাজবংশের ভিন্ন ভিন্ন মোকর্দ্দমার দাখিলি কুর্চ্চিনামা ভিন্ন ভিন্ন কিনা পাঠক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন। তজ্জন্য ঐ বংশের কিছুদিন পূর্ব্বের ইতিহাস লেখক ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটবের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিনা। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ বলেন জগন্নাথের পুত্র গৌরাঙ্গ, কেহ বলেন জগন্নাথের ভ্রাতুষ্পুত্র

গৌরাঙ্গ, কেহ বলেন গৌরাঙ্গের পুত্র গঙ্গা গোবিন্দ, কেহ বলেন গৌরাঙ্গের ভ্রাতুষ্পুত্র গঙ্গা গোবিন্দ। কেহ বলেন রামচন্দ্রপুরে রাধাবল্লভ স্থাপিত হইয়াছেন, কেহ বলেন কৃষ্ণজী গোবিন্দজী গোপীনাথজী ও মদনমোহনজী। কেহ বলেন ঈশ্বর স্থাপিত হইয়াছিলেন। কেহ বলেন রামচন্দ্রদেব স্থাপিত হইয়াছিলেন। কেহ বলেন গঙ্গা গোবিন্দের পিতা বা পিতৃব্য গৌরাঙ্গের ঐ স্থানে জন্ম হয় আবার কেহ বা মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিতেও সঙ্কুচিত হন না। প্রাচীন ম্যাপগুলি দেখিলে ঐ সকল স্থান কেবল জলমগ্নই দেখা যায়। তবে স্থানে স্থানে চর জমি পয়বস্থি হইয়াছিল। যাহার যাহা মন তিনি প্রমাণ পান আর না পান হুজুগ করিবার জন্য অনর্থক বাচালতা করেন। শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ তাদৃশ নহে; ইহা লৌকিক এবং অলৌকিক উভয় প্রকার প্রমাণমূলে সুপ্রতিষ্ঠিত। চিনাডাঙ্গায় বেদজ্ঞ ভট্টাচার্য্য বা বেদ্ড়ো ভট্টাচার্য্যদিগের বাড়ীর কথা সকলেই জানেন উহা কুলিয়ার নিকটে অবস্থিত হইলেও নদীয়ার নিকটবর্ত্তী চিনাডাঙ্গা হইবার আপত্তি নাই। ঐস্থান প্রাচীন নদীয়া হইতে ২।৩ মাইলের মধ্যেই অবস্থিত। মহাপ্রভুর সময় হইতে কুলিয়া গ্রামে দেবানন্দ, মহেশ্বর বিশারদ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের বাস ছিল জানা যায়। আজও বিল্বপুষ্করিণীর পণ্ডিতগণ, কৃষ্ণনগরের মহারাজা বা অন্যান্য কৃষ্ণনগরীয় স্থান সমূহ নদীয়া নাম মুখেই খ্যাত হন। যদি এখনকার নদীয়ার কেন্দ্র ৭ মাইল হাটিয়া কৃষ্ণনগরে আসিতে পারে তবে ১৫০ দেড় শত পূর্ব্বে চিনাডাঙ্গা ও কোলেরগঞ্জ নদীয়া শব্দবাচ্য হইবার বাধা নাই। তাহা হইলে শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ হইতে নদীয়ার স্থান সমূহ ২।৪ মাইল দূরেও সেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। আজও বাংলা দেশ হইতে পুরুষোত্তমে যাত্রী গিয়া উপস্থিত হইলে নদীয়া আগত বলিয়াই তদ্দেশবাসীর নিকট পরিচিত হন। যেখানে পণ্ডিত নিবাস গৌড়ীয় বৈষ্ণবের

গৌরাঙ্গের জন্মস্থান বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধা নাই। তত্তৎবিষয়ে অনুকূল অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ সহ যোগপীঠকে গৌর জন্ম স্থান প্রবন্ধান্তরে দেখাইব। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের ও ফণীভূষণ বাবুর গবেষণা দুই হইয়াও অভেদ এবং নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বিবাদ মূলে বদ্ধ।

মেজর রেণালের ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে বর্ত্তমান নবদ্বীপের ভূমিতে স্রোতস্বতী ভাগীরথী ধারা চিত্রিত আছে। সহর নবদ্বীপ বা নবদ্বীপ বলিয়া যে স্থান আজকাল দেখান হইতেছে উহা ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের পরেও স্রোতস্বতী ভাগীরথী। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের হুদ্দাবন্দী কাগজে পোলতার বিলে স্রোতস্বতী ভাগীরথী ছিলেন, প্রদর্শিত হয়। তজ্জন্যই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কুলিয়াকে নবদ্বীপের সীমা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকরের প্রাচীন বৈষ্ণবের উক্তি বলিয়া কোলদ্বীপকেই কুলিয়া বলিয়াছেন। গদখালির কোল, (তেবরির) কোল-আমাদ, কোলের ফেরি, কোলেরগঞ্জ প্রভৃতি কোলদ্বীপের ভূমি সমূহ বর্ত্তমান কালে নদীয়ার সংলগ্ন ভূমি জ্ঞান করা হইতেছে। কোলদ্বীপে পারমাদিয়া, মাঁদিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারে। পূর্ব্ব প্যারে পারডাঙ্গা।

প্রাচীন মানচিত্রে গঙ্গা ও জলঙ্গী সঙ্গমে প্রাচীন নবদ্বীপ স্থিত বলিয়া উল্লিখিত আছে। গঙ্গা ও জলঙ্গীর ধারাদ্বয় প্রাচীন নবদ্বীপের দুই পার্শ্বে প্রবাহিত হইয়া প্রাচীন নদীয়াকে দ্বীপরূপে পরিণত করিয়াছিল। গঙ্গা ও জলঙ্গী সঙ্গমের স্থানটী শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ। বর্ত্তমান কালের খড়ে আবড়া এবং জলকর দম্‌দমা বাঙ্গোড়। এই কথা ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখে রোবকারীতে কমিশনর শ্রীযুক্ত ড্যাম্পিয়ার সাহেব লিখিয়াছেন। তিনি এতৎসম্বন্ধে প্রমাণস্বরূপ নদীয়ার জিলা জজ শ্রীযুক্ত মুর সাহেবের ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখের রায় হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছিলেন। শ্রীযুত মুর সাহেব লিখিয়াছেন "যে স্থলে পূর্ব্বে

প্রাচীন নবদ্বীপের উভয় পার্শ্বে গঙ্গা ও জলঙ্গী সঙ্গত হইয়াছিলেন উহাই কাশিমপুর জলকরের দক্ষিণ সীমা।" প্রাচীন নবদ্বীপ, বর্ত্তমান দেড় শত বর্ষের নবদ্বীপের উত্তরাংশে অর্থাৎ শ্রীমায়াপুরে। জলঙ্গী কোন দিন রামচন্দ্রপুর বা গাবতলায় প্রবাহিত হয় নাই। নবীন নবদ্বীপের পূর্ব্বে, পূর্ব্ব দক্ষিণে এবং উত্তরাংশ শ্রীমায়াপুরে গঙ্গার সহ সঙ্গত হইয়াছিল। এই কথাই ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট তারিখে শ্রীযুক্ত চিফ্ জষ্টিস্ পেথারাম এবং জজ র‍্যাম্পিনী মহোদয় দৃঢ়ভাবে স্থির করিয়াছিলেন। এই দুই জন মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের জজ স্থির করিয়া লিখিয়াছেন "১৭৮০ খৃষ্টাব্দের মেজার রেণাল সাহেবের মানচিত্রে বিল্বপুষ্করণীর নিম্নে গঙ্গা ও খড়িয়া দুই নদী, তিন স্থানে মিলিত হইয়াছে দেখা যায়।" (১) বর্ত্তমান নদীয়ার উত্তরাংশে অর্থাৎ প্রাচীন নদীয়ায় শ্রীমায়াপুরে জলকর দমদমা ও বাঙ্গোড় (বর্ত্তমান) (২) প্রাচীন নদীয়ার দক্ষিণাংশে অর্থাৎ পাদিগাছার উত্তরে (৩) মহীশোড়া দ্বীপের নিম্নভাগে। প্রাচীন নদীয়া রামচন্দ্রপুর মনে করিলে তথায় ঐ দুই নদীর মিলন স্থান রেণেলের ম্যাপে অঙ্কিত নাই। শ্রীমায়াপুরেই অঙ্কিত আছে দেখা যায়। কলিকাতা রিভিউ Vol. VI. 1846 পৃষ্ঠা ৪২২ লিখিত আছে Old Nadia which was swept away by the river, lay to the north of the existing Nadia. The old town was on the Krishnagar side of the river.

শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী।

মায়াপুরেই বামন পুকুর।

১৭ই কার্ত্তিক তারিখের বিষ্ণুপ্রিয়া কাগজে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস, ব্রাহ্মণপুকুর সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন তাহা পড়িলাম। ঐ সম্বন্ধে তাঁহার এবং পাঠকবর্গের অবগতির জন্য কয়েকটি কথা জানাইতেছি। কৃপা করিয়া শ্রীপত্রিকায় আমার এই প্রবন্ধটী স্থান দিবেন।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার বসু ভক্তিপ্রদীপ বি এ মহোদয় শ্রীনরহরি ঠাকুরের নবদ্বীপ পরিক্রমা পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণ পুষ্কর বা মাজদের নিকট বামনপুরা গ্রামকে বামনপুকুর মনে করিয়াছেন বাস্তবিক ভক্তিরত্নাকরের মতে বামনপুকুর ব্রাহ্মণপুষ্কর নহে। / দাসমহাশয়ের পুষ্করটী ঠিক, কেন না তিনি ভক্তিরত্নাকরও পড়িয়াছেন। কিন্তু উক্ত দাস মহাশয় ভক্তিরত্নাকর পড়িয়া ও বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপকে প্রাচীন কুলিয়া বলিয়া জানিতে পারিতেছেন না ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

বামুনপুকুর গ্রামটীতে বল্লালসেন রাজার ভগ্নপ্রাসাদ বর্ত্তমান এবং শ্রীচাঁদ কাজির সমাধি স্থান আছে। আমরা স্থানীয় ব্যক্তি সুতরাং এ সকল কথা আমরা যত জানি আগন্তুক লোকে ততটা জানেন না। আব্দুল মৌরীর রাজা রাজনারায়ণের ৭২ বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রিত এক খানি প্রাচীন পুঁথিতে সেনবংশীয় রাজাগণের রাজধানী মায়াপুরে ছিল এরূপ লেখা পড়িয়াছি কিন্তু ঐ স্থানকে ও এক্ষণে মায়াপুর না বলিয়া কেহ বলালদীঘি কেহ বা বামনপুকুর কেহ বা তারণবাস কেহ বা শিমুলিয়া প্রভৃতি বলিতেছেন। কিন্তু বিল্বপুষ্করিণীর প্রাচীন ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ একশত বৎসরেরও অনেক পূর্ব্ব হইতে বল্লালদিঘী ও ঐ স্থানকে ও শ্রীমায়াপুর বলিতেছেন। আরও ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে হাণ্টার সাহেব ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ষ্টেটমেণ্ট পুস্তকে লিখিয়াছেন যে তিনি, হোসেন সাহের গুরুর সমাধিস্থান বর্দ্ধমান সীমান্তে মায়াপুর নগরে আছে এরূপ কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছেন। নদীয়া কাহিনীতেও এ সকল প্রমাণ উল্লিখিত আছে দেখিতে

পাওয়া যায়। শান্তিপুরের মুসলমান সাহিত্যিক মোজাম্মেলহক সাহেব ও বক্তিয়ারের সময়ে মায়াপুরে ৩৬৫ ঘর লোকের বাস ছিল অনুসন্ধানে জানিয়াছেন। বামন পুকুরের প্রাচীন জমিদার মোল্লা সাহেবগণ ঢাকা হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা এক্ষণে পুরাতন মায়াপুর বা বামনপুকুরেই বাস করিতেছেন। এই সকল হইতে জানা যায় বামনপুকুরই প্রাচীন নবদ্বীপ এবং মায়াপুরের পাড়া বিশেষ। বল্লালদিঘী ও বামনপুকুর পুরাতন মায়াপুরের আর দুইটী পাড়ার নাম মাত্র। প্রাচীন শিমুলীয়া গ্রামটী এক্ষণে বর্দ্ধমান সীমান্তচরকাঁটালিপোতা বা পুরাতন কৃষ্ণনগর নামে পরিচিত। গুড়গুড়ের গর্ভে যখন শিমুলিয়া গ্রাম পতিত হয় সেই সময় হইতে বামনপুকুর খালশে পাড়ায় বটবৃক্ষের তলেই সীমন্তিনী দেবীর পূজা হয়। উহাই আজও প্রাচীন নবদ্বীপবাসীর ষষ্ঠী পূজার স্থান। আজও নূতন নবদ্বীপ (অর্থাৎ প্রাচীন কুলিয়া) হইতে প্রাচীন নবদ্বীপের সকল প্রাচীন অধিবাসীগণের বংশধরেরা সুপ্রাচীন রীতি অনুসারে এই খালসেপাড়ায় আসিয়া পুত্রকন্যাগণের ষষ্ঠীপূজাদি করিয়া থাকেন। প্রাচীন শিমুলিয়া নবদ্বীপ নগরের একান্তে ছিল। বামনপুকুর, বল্লালদিঘী, নিদয়া, তারণবাস, মায়াপুর, ভারুইডাঙ্গা গঙ্গানগর প্রভৃতি গ্রামেই প্রাচীন নবদ্বীপ ছিল। দক্ষিণে মোল্লার জোল হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে জলকর দমদমা পর্য্যন্ত ভূমিসকলই প্রাচীন মায়াপুরের সীমা। নবদ্বীপ বা মায়াপুর নগর নিতান্ত সঙ্কীর্ণ নহে তবে গঙ্গা ও জলঙ্গী মহাপ্রভুর ভিটা ছাড়া অন্য অনেক অংশই গ্রাস করিয়াছিলেন এক্ষণে উভয়েই ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছেন। আসল মায়াপুরের আসলি ভূমি আজও রহিয়াছে ইহাই আশ্চর্য্য। তাহা কোন দিন কোন নদীর গর্ভজাত হয় নাই।

লক্ষ্মণসেনের সময় গঙ্গা জান্নগরের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইত একথা কলিকাতা ত্রৈমাসিক সমালোচনী পত্রিকায় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লিপিবদ্ধ আছে।

লক্ষ্মণের পরবর্ত্তী কোন কালে যদি ঐখানে গঙ্গার ধারা থাকিত তাহা হইলে তাহারও উল্লেখ থাকিত কিন্তু সেরূপ উল্লেখ নাই কেবল মেজার রেণালের সময়ের গঙ্গা বুজিয়া গেলে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে পোলতার বিলে গঙ্গা কিছুদিনের জন্য বহতা হইয়াছিল জানা যায় তখন কুলিয়া গঙ্গার পূর্ব্বে। আবার খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই কুলিয়ার পূর্ব্বদিয়া গঙ্গার ধারা প্রবাহিত হয়। আজও কমবেশী সেইরূপ দেখা যাইতেছে। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মেজার রেণাল যে গঙ্গা জরিপ করিয়াছেন তাহাতে কুলিয়ার অনেক অংশ গঙ্গাগর্ভে পতিত হয়। বেদজ্ঞ বা ব্যাদ্‌ড়াপাড়াই প্রাচীন কুলিয়ার চিনাডাঙ্গা। মেজার রেণালের সময়ের গঙ্গাগর্ভ প্রাচীন কুলিয়ার সর্ব্বনাশ করেন নাই কতক অংশ গ্রাস করেন মাত্র। আবার 'রায়জোল' প্রভৃতি খাতসকল প্রাচীন খড়িয়া গর্ভ কুলিয়া বা কোলদ্বীপের নাশের সহায়। ভক্তিরত্নাকরের উল্লিখিত কোলদ্বীপ, নবদ্বীপ পরিক্রমার লিখিত কুলিয়া বা কোলদ্বীপ, চৈতন্য ভাগবত লিখিত কুলিয়া, চৈতন্য চন্দ্রোদয় লিখিত কুলিয়ার যে আজ পর্য্যন্ত একেবারেই কোন নিদর্শন নাই এরূপ নহে। কুলিয়ার দহ, কোলের গঞ্জ, কোলেরফেরি, গদখালির কোল, তেঘরির কোল আমাদ প্রভৃতি কোলদ্বীপ বা কুলিয়ার নিদর্শন থাকিতে দাস মহাশয়ের গঙ্গার পূর্ব্বতটস্থিত: সাতকুলিয়ায় কুলিয়ার কষ্ট কল্পনা করিতে যাওয়া ঠিক হয় নাই। কুলিয়া নবদ্বীপের মধ্যস্থল বলিয়া উল্লিখিত আছে সুতরাং সাতকুলিয়াকে কুলিয়া করিবার কোন ভিত্তি নাই। চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে "সবে মাত্র গঙ্গা নবদ্বীপ কুলিয়ায়" নিত্যানন্দ প্রভুর কথা উল্লেখ করিয়া নবদ্বীপ হইতে "গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া।" লিখিত আছে। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা লেখকগণ সকলেই একবাক্যে গঙ্গার পূর্ব্বপারে নদীয়া এবং পশ্চিম পারে কুলিয়া নগর অবস্থিত ছিল উল্লেখ করিয়াছেন। পোলতার বিলে

গঙ্গা ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ছিল না। ১৭৬৩-১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মেজার রেণালের মানচিত্রই তাহা প্রমাণ করিবে।

শিমুলিয়া ও বামনপুকুর এক গ্রাম নহে। নগরের একান্তস্থিত বর্ত্তমান কাঁটালিপোতা বা প্রাচীন শিমুলিয়া হইতে মহাপ্রভু কাজীরনগর (বামন-পুকুরে) আসিয়াছিলেন। চৈতন্য ভাগবত বলেন উহারা পৃথক্ পৃথক্ নগর। যোগেন্দ্র বাবুর কথাই ঠিক এস্থলে রিক্রুশ লেখক মহাশয় ভুল করিয়াছেন। সাতকুলিয়া গ্রাম গঙ্গার পূর্ব্ব পারে, কুলিয়া গ্রাম কিন্তু পশ্চিম পারে। সাথকুলিয়া গ্রামকে সবএঞ্জিনীয়র রিক্রুশ মহাশয় কুলিয়া মনে করিলে তাহার পূর্ব্বাবস্থিত গ্রামগুলিতে প্রাচীন নবদ্বীপ নগর কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু সাতকুলিয়ার পূর্ব্বাংশে ভালুকা, সগুণা, কপালিপাড়া, মালিপোতা, দিগনগর, প্রভৃতি গ্রাম অবস্থিত। নানাকারণে ঐ গ্রামগুলি সহর নদীয়া নহে। সাতকুলিয়াকে কুলিয়া প্রতিপন্ন করা পশ্চিম দিকে সূর্য্যের উদয় হয় বলার ন্যায়। কোন লোক ভ্রম করিয়া যদি কোন গ্রামের নাম ঐরূপ সাত কুলিয়া দিয়া থাকে, বা কাঁচড়া পাড়ার নিকট স্থির করে তাহা ঠিক হইবে না। কুলিয়ার উত্তরে মাতাপুর ও পূর্ব্বস্থলী। ঐ গ্রামদ্বয় ও প্রাচীন নবদ্বীপের পশ্চিমে। ছকড়ির পুত্র নদীয়া নগর সমূহের মাঝখান প্রাচীন কুলিয়াতে জন্মিয়াছিলেন। তিনি বা তাঁহার পিতার কোনদিন সাতকুলিয়া যাইবার আখ্যায়িকা কোথাও প্রামাণিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই। পাড়পুর, চিনাডাঙ্গা বা অপরাধ ভঞ্জনের পল্লী পাটডাঙ্গা প্রাচীন কুলিয়া নগরে।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ঘোষ।

সাথকুলিয়ায় কাণ্ড।

মায়াপুর বা প্রাচীন নদীয়া নগরের পশ্চিমদিক দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে ভাগীরথী প্রবহমানা ছিলেন। প্রভুর বাটীর নিকটেই নিজঘাট,

পরে কিছু পশ্চিমোত্তরে মাধাইর ঘাট, পরে তৎপশ্চিমে বারকোণার ঘাট, তৎপশ্চিমে বর্ত্তমান নেদয়া গ্রামের নাগরিয়া ঘাট তৎপূর্ব্বে গঙ্গানগর এবং তৎপূর্ব্বে শিমুলিয়া বা বর্ত্তমান গুড় গুড়ের গঙ্গাগর্ভ ও কাঁটালি পোতা, তদ্দক্ষিণে কাজির নগর তৎপূর্ব্বে তন্তুবায়ের নগর তদ্দক্ষিণে শ্রীধরের বাটী তদ্দক্ষিণে গাদিগাছা তদ্দক্ষিণপশ্চিমে মাজদিয়া তদুত্তরে পারডাঙ্গা প্রভৃতি নগরের পল্লী সমূহ বর্ত্তমান ছিল। পারডাঙ্গার পশ্চিমে গঙ্গা এবং তৎপশ্চিমে কুলিয়া নগর। ভাগীরথীর গতিতে ও খড়িয়া নদীর জলধারায় কুলিয়া নগরের অনেকাংশ প্রায় দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে নষ্ট-প্রায় হইয়াছিল। পরে বৃন্দাবন হইতে তোতারাম দাস বাবাজী দুই তিন শত উদাসীন বৈষ্ণব সহ নবদ্বীপে আগমন করিয়া দেখেন যে ভাগীরথীর যে খাত কুলিয়া গ্রামের উত্তর দক্ষিণ দিয়া কিছু দিন অগ্রে প্রবাহিত ছিল তাহা বর্ত্তমান পোলতার খাতে বহতা হওয়ায় কুলিয়া গ্রামের নদীগর্ভস্থ পয়বস্তিভূমিতে ভাগীরথীর পূর্ব্বাবস্থিত প্রাচীন নদীয়া মনে করিয়া সেখানে কুলিয়ার গঙ্গা ভরাটী জমিতে আখড়া বাঁধিয়াছিলেন। আবার মণিপুর হইতে ঠাকুর মহাশয়ের পরিবারস্থ মণিপুরের রাজকুমার যখন অনেক গুলি লোক সহ কোলের গঞ্জে তেঘরি মৌজার কোল আমাদের বা গদখালির কোলের নিকট আসিয়া তীর্থবাস করেন তখন ও কুলিয়া নগরের ফেরি কুলিয়া নগরের গঞ্জ প্রভৃতি দেখিয়াছিলেন। এই দুই আগন্তুক ভক্ত কুলিয়া নগরের সমৃদ্ধি সাধন করিয়া প্রাচীন কুলিয়ায় বর্ত্তমান সহরের পত্তন করেন। আজও এই কুলিয়া নগরেই অপরাধ ভঞ্জনের পাটভূমিকে পাটডাঙ্গা বলিয়া কথিত হয়। এই কুলিয়া গ্রামের নিম্ন দিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমগামী আড়া আড়ি এক খাল ছিল এবং আজ ও কিছু আছে তাহাই এক্ষণে তেঘরির কোল আমাদ প্রভৃতি নামে খ্যাত। কাশিমপুর পেনিনসুলা ম্যাপে গঙ্গা ও খড়িয়া তৃতীয়সঙ্গমের দক্ষিণে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে উহা পূর্ব্বকালে উখড়াপরগণার কুলিয়া মৌজার ভূম্যধি-

কারীগণের ছিল তজ্জন্ত কুলিয়া হইতে উহা সুদূরে অবস্থিত হইলেও ঐ পাড়াকে কুলিয়ার সাথ বা সাথে কুলিয়া বলিয়া কথিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ কুলিয়া হইতে দুই তিন ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত সকল গ্রাম গুলিকে কুলিয়া বলা হয় নাই এক্ষণে কল্পনা প্রভাবে কাঁচড়াপাড়ার নিকটে অবস্থিত কুলিয়া গ্রামকে অথবা শস্তিপুরের উত্তরে একই তটাবস্থিত গ্রাম বিশেষকে দেবানন্দ পণ্ডিতের স্থান বলিয়া ভ্রম করিবার কোন কারণ নাই। তথাপি সাথ কুলিয়ায় কুলিয়া লক্ষ্য করিয়া উদ্দিষ্ট কাণ্ড নিপাতনে সিদ্ধ হইতে পারে না। মোদদ্রুমদ্বীপের আগন্তুকগণ সেখানে মেলা বা হুজুগ করিলে তাহার পূর্ব্বদিকৃস্থ গ্রামগুলি কখনই প্রাচীন নদীয়া নগরে পরিণত হইবে না। শুনা যায় একডালা মাতাপুর হইতে কেহ কেহ তথায় গিয়া কাঁচড়াপাড়ার নিকটস্থ কুলিয়া মেলা ভাঙ্গাইয়া লইবার প্রয়াস করিতেছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য পরদ্রোহপর হইলে উহা টিকিবে না বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপই প্রাচীন কুলিয়া। সাথ কুলিয়া হইতে কুলিয়াগ্রাম উত্তরে আড়াই ক্রোশ দূরে অবস্থিত হওয়ায় তথায় হুজুগ করিলে তাহা স্থায়ী হইবে না।

শ্রীহরিদাস অধিকারী সাং মহম্মপুর।

নবদ্বীপ বর্ত্তমান সহর বা কুলিয়া।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কুলিয়া ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে যে নবদ্বীপ নগর ছিল তাহার মধ্য দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেন। একপারে নবদ্বীপ ও তাহার ঠিক অপর পারে কুলিয়া। বর্ত্তমান সময়ে গঙ্গার ধারা গঙ্গা-নগর হইতে শ্রীমায়াপুর পর্য্যন্ত গঙ্গার যে খাদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা টানিয়া আনিলে বেশ বুঝিতে পারিবেন যে ঐ তীরে তাৎকালিক নবদ্বীপ নগর ছিল ও উহার অপর পারে কুলিয়া গ্রাম ছিল। এখনো উহার এক

অংশে কুলিয়াদহ নাম রহিয়াছে। কুলিয়া ধ্বংশ হইলে ও সে স্থানে দহ হইয়া গেলে কাজে কাজেই ঐ খালের নাম কুঁলিয়াদহ হইয়াছিল।

শ্রীমায়াপুরে শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার দ্বারা মীমাংসিত আমাদিগের এ স্থলে আলোচ্য দুইটী প্রশ্নের উত্তরে প্রথমটীর উত্তর উদ্ধৃত করিয়াছি। এস্থলে অপরটীর উদ্ধৃত করিলাম। সেটী এই। বর্ত্তমান কালে যে স্থানকে নবদ্বীপ বলিয়া জানা যায় সেই স্থানকে প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া কেন বিশ্বাস করা না যায়? এই বিতর্কের উত্তরে উক্ত সভা বিবরণী পত্রে প্রকাশ করেন যে স্বার্থপর ব্যক্তিগণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। তখনকার কুলিয়া গ্রামের চিনাডাঙ্গায় বর্ত্তমান নবদ্বীপ বসিয়াছে। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিয়াছেন,

সবে মাত্র গঙ্গা নবদ্বীপ কুলিয়ায়।
কভু পার হইয়া যায়েন কুলিয়ায়॥ ইত্যাদি

গঙ্গার পূর্ব্বপারে নবদ্বীপ ও পশ্চিম পারে কুলিয়ার সপ্তপল্লী বর্ত্তমান নবদ্বীপের এক ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে বাবলাআড়ি নামে একটী কুলিয়া গ্রামের পল্লীছিল। মায়াপুর যে সময়ে পরিত্যাক্ত হয় সেই সময়ে প্রথমে বাবলা আড়ীতে শ্রীনবদ্বীপ বসিল, বিশেষ বিশেষ প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি তাহারা স্বচক্ষে বাবলা আড়িতে নবদ্বীপ ও শ্রীবাস অঙ্গন দেখিয়াছেন। এখনো তাহাকে পুরাতন গঞ্জ বলে। অতএব বর্ত্তমান নবদ্বীপ দেড় শত বৎসরের অধিক পুরাতন নয়। গঙ্গা দূরে পড়ায় তাহারা ৫০।৬০ বৎসর পরেই চিনাডাঙ্গায় বাবলাআড়ি নবদ্বীপ লইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রৌঢ়ামায়া [পোড়ামা] বৃদ্ধ শিব [বুড়শিব] ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মূর্ত্তি চলিতে লাগিলেন। এ সব বিষয়ে অনেক কথা ও প্রমাণ আছে তাহা আবশ্যক হইলে বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান নবদ্বীপকে নবদ্বীপধাম বলিতে কোন আপত্তি নাই, কেন না ঐ স্থান ষোল ক্রোশ পরিধির মধ্যে শ্রীকোলদ্বীপা-

স্বর্গত। তথায় শ্রীমূর্ত্তি সেবা, গানোৎসব, বৈষ্ণব নিবাস ও ব্রাহ্মণ নিবাস এ সকল হইবার উপযুক্ত স্থল। যাত্রী সকল আসিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিলে শ্রীনবদ্বীপ বাস হয়। ঐ স্থানের আরও সমৃদ্ধি হউক ইহা আমরা বাসনা করি। বরং নবদ্বীপে এই প্রকার নয়টী সহর বসিলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকে না। আমরা ক্রমশঃ পৃথক পৃথক নয় দ্বীপের উন্নতি সাধনের যত্ন পাইব ও যথা শাস্ত্র পরিক্রমার বিধান করিব। কোলদ্বীপের মাহাত্ম্য সামান্য নয়, ব্রহ্মাদিও তথায় রাত্রি যাপন করিতে বাসনা করেন। যে স্থানে শ্রীমাধব দাস চট্টের ঘরে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর আসিয়া গোপাল চাপাল কৃষ্ণানন্দ ও দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভৃতির অপরাধ মার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং যথা হইতে শ্রীশচী দেবী মহাপ্রভুকে গঙ্গাপার করিয়া বারকোণা ঘাটে আনিয়া জন্মভূমি দেখাইয়াছিলেন, সেই অপরাধ ভঞ্জন পাট রূপ বর্ত্তমান নবদ্বীপের মহিমা কে বর্ণন করিতে পারে। তবে কথা এই শ্রীনবদ্বীপের মধ্যে যোগপীঠরূপ মায়াপুর সর্ব্বোপরি। সে স্থানে তদুচিত গৌরব হওয়া আবশ্যক, ইহাই আমাদের তাৎপর্য্য। সহৃদয় বৈষ্ণবগণের এই বাসনাই স্বাভাবিক। প্রভুর ইচ্ছার বিরোধে শ্রীমায়াপুর প্রকাশ হইতে দিব না। এরূপ স্বার্থপর বাসনা বৈষ্ণব হৃদয়ে থাকিতে পারে না। প্রাচীন মূল নবদ্বীপ বলিয়া শ্রীমায়াপুরকেই বলিতে হইবে। অন্য সকল দ্বীপ তাহার পরিকর মাত্র।

পুনরায় এই কুলিয়া সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ সজ্জন তোষণী পত্রিকার ৭ম বর্ষের ২য় ও ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

অপরাধ ভঞ্জনের পাট কুলিয়া কোথায়?

কোন ব্যক্তির এই প্রশ্নটী আমাদের হস্তে আসিয়াছে। প্রশ্নকর্ত্তা এক জন বিজ্ঞ বৈষ্ণব। অতএব আমরা যত্ন সহকারে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে

বঙ্গদেশের অনেক স্থানে কুলিয়া নামে এক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম বর্ত্তমান আছে। যে কুলিয়ার বিষয়ে আমরা জিজ্ঞাসিত হইয়াছি সে কুলিয়া জগতের মধ্যে একটী অতুল্যস্থান বিশেষ। কেন না ইতিহাস সেই কুলিয়াকে বিশেষ সম্মান করিয়া উক্তি করিয়াছেন। সেই কুলিয়ার নাম শ্রীপাট কুলিয়া। সেইখানে কলিপাবনাবতার শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ প্রভু সাতদিবস অবস্থিতি করিয়া, চাপাল গোপাল নামক মহা অপরাধ দণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপ নিবাসী একজন অধ্যাপককে অপরাধ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। সেই খানে মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গাল নিবাসী দেবানন্দ নামক একটী ভাগবত বেত্তা পণ্ডিতের ভক্তাপরাধ মার্জ্জন পূর্ব্বক পবিত্র করিয়াছিলেন। সেই খানে কৃষ্ণানন্দ নামক তন্ত্রবিৎ কোন পণ্ডিত বৈষ্ণবাপরাধে মহারোগগ্রস্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় রোগ ও অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এবম্ভূত তীর্থাবতংশ কুলিয়া নগর কোথায় ইহা স্থির করিতে গেলে শ্রীমন্মহা প্রভুর সমসাময়িক পণ্ডিতবর্গের বিরচিত গ্রন্থালোচন ব্যতীত অন্য উপায় কি থাকিতে পারে?

কুমারহট্ট হইতে তিন মাইল পূর্ব্বে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে কয়েক বৎসর হইল কুলিয়া পাটের মেলা বলিয়া একটী মেলা সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর পৌষ মাসে সেই মেলায় কলিকাতা ইত্যাদি নগর হইতে বহুজন গিয়া থাকেন। এই গতিকে সামান্য সামান্য লোকের নিকট কুলিয়ার নাম উচ্চারণ করিলে ঐ গ্রামকে কুলিয়া বলিয়া তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন। বস্তুত অপরাধ ভঞ্জনের পাট বা দেবানন্দের পাট বলিয়া যে কুলিয়া শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, তাই চৈতন্য মঙ্গলে, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে এবং প্রেমদাস বাবাজীকৃত চন্দ্রোদয় ভাষানুবাদে উল্লিখিত আছে যে সে কুলিয়া শ্রীনবদ্বীপ ষোলক্রোশ পরিধির মধ্যে অবশ্য

কুলিয়া নগর আইলেন ন্যাসীমণি।
সেইক্ষণে সর্ব্বদিকে হইল মহাধ্বনি ॥
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনি মাত্রে সর্ব্বলোকে মহানন্দে ধায় ॥
বাচস্পতির গ্রামেতে যতেক লোক ছিল।
তার কোটী কোটী গুণে সকল বাড়িল ॥
ক্ষণেকে আইল মহাশয় বাচস্পতি।

* * * *

কুলিয়ার প্রকাশে যতেক পাপী ছিল।
উত্তম মধ্যম নীচ সবে পার হইল ॥
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
দৃঢ় করি ধরিলেন প্রভুর চরণ ॥
কলিযুগে কিসের বৈষ্ণব কি কীর্ত্তন।
এই মতে অনেক নিন্দিনু অনুক্ষণ ॥
সংসার উদ্ধার সিংহ তোমার প্রতাপ।
বল মোর কিরূপে খণ্ডয়ে মোর পাপ ॥
বিপ্রেরে করিতে প্রভু তত্ত্ব উপদেশ।
ক্ষণেকে পণ্ডিত দেবানন্দের প্রবেশ ॥
পূর্ব্বে তান যত কিছু ছিল অপরাধ।
সকলে ক্ষমিয়া প্রভু করিয়া প্রসাদ ॥
কুলিয়া গ্রামেতে আসি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
হেন নাহি যারে প্রভু না করিলা ধন্য ॥

ঐ গ্রন্থে অন্যস্থলে নিত্যানন্দ প্রভুর নবদ্বীপে থাকার সময় এইরূপ বর্ণন আছে,

খালা ছড়া বড়গাছি আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে, মধ্য খণ্ডে, প্রথম অধ্যায়ে,—

কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।
গোপাল বিপ্রের ক্ষমা শ্রীবাস অপরাধ॥
পাষণ্ডী নিন্দুক আসি পড়িলা চরণে।
অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণ প্রেমে॥

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর কুলিয়া আগমন অনুক্রমে বিস্তার করেন নাই। এই জন্য তাঁহার বর্ণনায় কুলিয়া গ্রাম কোন স্থানে তাহা ভাল করিয়া বিবেচনা না করিলে বুঝা যায় না। তিনি মধ্যখণ্ড, ১৬ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের ঘর হইয়া কুমার হট্টে শ্রীবাসকে দর্শন পূর্ব্বক কাঞ্চনপল্লিতে শিবানন্দ সেনের ও বাসুদেব দত্তের গৃহে পদার্পণ করতঃ বাচস্পতি গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই বাচস্পতির গৃহ যে বিদ্যানগর তাহা আমরা পরে দেখাইব। বাচস্পতি গৃহ হইতে লোক ভিড়ের কষ্ট নিবারণ জন্য কুলিয়া গ্রামে মাধবদাসের গৃহে আসিয়া সাত দিবস রহিলেন। তাহার অব্যবহিত পরেই শান্তিপুর ও তথা হইতে রামকেলি গমনের যে কথা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে স্থান সকলের ক্রম পর্য্যায় নাই। যে হেতু তিনি নিজেই কহিতেছেন;

শান্তিপুর পুনঃ কৈল দশদিন বাস।
বিস্তারি কহিয়াছেন বৃন্দাবন দাস॥
অতএব ইহা তাঁর না কৈল বিস্তার।
পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাড়য়ে অপার॥

স্পষ্ট বোধ হইতেছে, কবিরাজ গোস্বামী সকল কথা পর্য্যায় ক্রমে বর্ণন করিলেন না। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বর্ণনের উপর নির্ভর করিয়া রাখিলেন।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

অন্ধের চক্ষুদান :—ব্রহ্মকুণ্ড শ্রীবৃন্দাবন প্রবাসী শ্রীযুত ডাক্তার বলহরি দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বিনামূল্যে বিতরিত। এই গ্রন্থখানি আমরা সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

বর্ত্তমান বর্ষ শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৪ বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ত্তমান বর্ষ ৪৩৩ গৌরপ্রকটাতীতাব্দ। খ্রীষ্টানী ফ্যাসানে গৌরাব্দ লিপিবদ্ধ না করিয়া ভারতীয় আর্য্য পদ্ধতি অবলম্বিত হইলে ভাল হইত। আশাকরি শ্রীযুত বলহরি বাবু ভবিষ্যতে সনাতন পদ্ধতি অনুসারে গৌরাব্দ লিপিবদ্ধ করিবেন। গ্রন্থখানি শুদ্ধবৈষ্ণবের পাঠোপযোগী এরূপ সংকল্পে লিখিত না হওয়ায় বৈষ্ণবপ্রায় ব্যক্তির উদ্দেশে লিখিত। সুতরাং বর্ণাশ্রমধর্ম্মে থাকিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ হরি সেবা করেন না এরূপ নহে।

গ্রন্থখানিতে ৭৬ পৃষ্ঠায় পাঁচটী পরিচ্ছেদ আছে। প্রথমটীতে অন্ধের কথা—জীবের ভবব্যাধি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অঞ্জনের কথা—ব্যাধির ঔষধ, তৃতীয়ে অঞ্জনের প্রয়োগ—ব্যাধির চিকিৎসা, চতুর্থে রোগের শান্তি—সুমাধুর্য্য লীলাস্বাদন ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে দিব্যচক্ষু—সারদর্শন। পরিশিষ্টে পরিচ্ছেদ পাঁচটীর সংক্ষেপ সার লিপিবদ্ধ আছে।

আমরা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। এইরূপ সদ্‌গ্রন্থের বহুল প্রচারে জগতের প্রভূত মঙ্গল হইবে। গ্রন্থ রচনার জন্য ডাক্তার বাবুকে আমরা বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। শ্রীমন্মহাপ্রভু এরূপ গ্রন্থকারের দ্বারা নিজকার্য্য সমাধান করাইয়া লইতেছেন এজন্য তিনি তাঁহার দীর্ঘজীবন ও তাহাকে শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ প্রচারের সাহিত্যিক করিবার স্বতঃই ব্যবস্থা করিবেন। শ্রীপত্রিকার পাঠক মাত্রকেই

আমরা এই অভিনব গ্রন্থখানি পড়িতে অনুরোধ করি। বৈষ্ণব পরিচর্য্যা-কাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থপাঠে স্ব স্ব বিষয় নিমগ্নচিত্তে অবস্থিত হইয়া বৈষ্ণব-দাস্যে প্রভূত বল সঞ্চয় করিবেন। সাধারণ হরি বিমুখ জীবগণেরও এই গ্রন্থ পাঠে হরিসেবনোন্মুখতা হইবে। ইহাতে অনেক নিরপেক্ষ শুদ্ধ ভক্তির কথা স্থান পাইয়াছে। ডাক্তার বাবুর ভাষা বেশ সরল, সহজে বোধগম্য এবং প্রাঞ্জল সুতরাং পাঠক মাত্রেরই এই গ্রন্থ পাঠে সময়ের সদ্ব্যবহার হইবে আমরা বলিতে পারি।

ভগবান্ কেবল তত্ত্বময় লীলাময় নহেন অথবা স্বয়ং ভগবান ও লীলা পুরুষোত্তমের অভিনব ব্যাখ্যা বিচার অথবা গৌরনাগরীর রুচির অনুকূল সরকার ঠাকুরের নামে রচিত কবিতা বলিয়া উল্লেখ ও 'সই কহিব গৌর কথা' প্রভৃতি কতিপয় বিষয়ে আমরা একমত হইতে পারি নাই। তাহা হইলেও অনেক ভাল কথা ও তাত্ত্বিক শুদ্ধ হরিকথা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। প্রাকৃত বৈষ্ণবে "বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আদর নাই" বলিয়া আবার গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ প্রভৃতি প্রাদেশিক প্রাকৃত ভাবসমূহ স্থান লাভ করায় যে অসামঞ্জস্য হইয়াছে তাহা অপনোদিত হইবার জন্য ঐ বিষয়টী সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হওয়া উচিত ছিল। গ্রন্থের ভাষায় পার্ষদ শুদ্ধ ভক্তগণের প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক অনুরাগ প্রদর্শিত হইলে এই গ্রন্থ খানির শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের আরও আদরের বস্তু হইত। শুদ্ধ বৈষ্ণবের হৃদ্গত নিষ্কপট ভাব এই যে তাঁহারা আপনাকে অন্যাভিলাষী কর্ম্ম জ্ঞানাবৃত বর্ণাশ্রমী অযোগ্য হরিদাস মনে করিয়া শ্রীগুরু বৈষ্ণবকে সর্ব্বান্তঃকরণে পরমশ্রেষ্ঠ জানেন। ভবিষ্যতে গ্রন্থকারের লেখনীতে আমরা তাঁহার নিজ দৈন্য ও বৈষ্ণবে ভক্তিমাত্রা অধিক দেখিতে পাইব।

শৌক্র ও বৃত্তগত বর্ণভেদ।

দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুবিষয়ক নিদর্শনের বিশেষত্ব উপলব্ধি যে পরিচয়ে সিদ্ধ হয় তাহাকে বর্ণ বলে। দ্রষ্টার অভাবে বা দর্শনের বিশিষ্ট জ্ঞানাভাবে বিশিষ্ট লক্ষণ গত বর্ণের উপলব্ধি নাই। সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবগণের বর্ণ বিচারে নির্ব্বিশেষভাব প্রবল ছিল। ক্রমশঃ সত্যযুগাবসানে ত্রেতামুখে চারিটী বর্ণ বিভাগ লক্ষিত হয়। এবিষয়ে শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্মে ১৮৮ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়।

> ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বব্রাহ্মমিদং জগৎ।
> ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট সমগ্র জগৎই ব্রাহ্মণময় ছিল জীবের মধ্যে বর্ণগত পার্থক্য ছিল না পরে কর্ম্মদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণসংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধ ১৭ অধ্যায়

> আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।
> ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্ মে হৃদয়াত্ত্রয়ী।
> বিপ্রক্ষত্রিয়বিটশূদ্রাঃ মুখবাহূরুপাদজাঃ।
> বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচার লক্ষণাঃ॥

সত্যযুগের আদিতে মানবগণের একমাত্র বর্ণ ছিল এবং উহা হংস নামে কথিত হইত। হে মহাভাগ আমার প্রাণ ও হৃদয় হইতে বেদত্রয় আবির্ভূত হইয়াছিল। আমার বিরাট ব্রহ্মরূপের মুখ বাহু উরু ও পদদেশ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ স্বস্ব আচার জ্ঞাপক স্বভাব ভেদে উৎপন্ন হইল। যে যে লক্ষণ, বৃত্ত, স্বভাব বা প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া নির্ব্বিশিষ্টবর্ণ পার্থক্য লাভ করিয়াছে তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধ একাদশ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবং।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্॥
শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা॥
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্॥
দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণং।
আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণং॥
শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্রযজ্ঞো হ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণং।
যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

ব্রাহ্মণের লক্ষণ শম, দম, তপ, শুদ্ধাচার, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, অচ্যুতাত্মতা এবং সত্য। ক্ষত্র লক্ষণ শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৃতি, তেজ, ত্যাগ, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ এবং সত্য। বৈশ্য লক্ষণ দেবগুরু ও ভগবানে ভক্তি, ত্রিবর্গ পরিপোষণ, আস্তিক্য, উদ্যম ও নিত্যনৈপুণ্য। শূদ্রের লক্ষণ সাধুদিগের নতি, শুদ্ধাচার, প্রভুর নিষ্কপট সেবা, মন্ত্রহীনতা, যজ্ঞহীনতা অচৌর্য্য, সত্য ও গোবিপ্রের রক্ষা। এই সকল কথিত লক্ষণ পুরুষের বর্ণ নির্দ্দেশ কারক। যদিও অন্য লক্ষণ বিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট মানবক দৃষ্ট হয় তাহার লক্ষণ দ্বারা অর্থাৎ বৃত্ত স্বভাব বা প্রকৃতি অনুসারে বর্ণের বিশেষ নির্দ্দেশ করিবে। অন্যথা অকরণে নির্দ্দেশকারী আচার্য্যের প্রত্যবায় হইবে।

মানবের জন্ম ত্রিবিধ। শৌক্র সাবিত্র্য ও যাজ্ঞিক। মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায় ১৬৯ শ্লোক :—

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥

মাতা হইতে সর্ব্বাগ্রে মানবকের জন্ম হয়, মৌঞ্জিবন্ধন বা উপনয়ন সংস্কারে দ্বিতীয় জন্ম। দ্বিতীয় জন্ম লব্ধ দ্বিজ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞদীক্ষায় বেদশ্রবণ (সম্বন্ধ জ্ঞান) হইতে তৃতীয় জন্ম লাভ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থস্কন্ধ ৩১ অধ্যায় ১০ম শ্লোক এবং দশমস্কন্ধ ৩২ অধ্যায় ৩৯ শ্লোক

কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্র সাবিত্র্য যাজ্ঞিকৈঃ।
ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্ যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাং।

শ্রীধরস্বামী ও শ্রীজীবগোস্বামি পাদ টীকায় লিখিয়াছেন ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষ্যমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম। শুক্রসম্বন্ধিজন্ম বিশুদ্ধমাতাপিতৃভ্যা-মুৎপত্তিঃ। সাবিত্র্যমুপনয়নেন যাজ্ঞিকং দীক্ষয়া। বিশুদ্ধ পিতামাতা হইতে জন্মের নাম শৌক্র জন্ম। উপনয়ন সংস্কার দ্বারা আচার্য্য ও গায়ত্রী হইতে দ্বিতীয় সাবিত্র জন্ম অর্থাৎ দ্বিজত্ব লাভ ঘটে। দীক্ষাদ্বারা যাজ্ঞিক জন্ম ইহাই পারমার্থিক ব্রাহ্মণ জন্ম। ব্রাহ্মণেরই একমাত্র দৈক্ষ্য বা যাজ্ঞিক জন্মের যোগ্যতা। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সাবিত্র্য বা উপনয়ন সংস্কারময় দ্বিতীয় জন্মে যোগ্যতা। বর্ণ চতুষ্টয়ের শৌক্র জন্ম যোগ্যতা আছে। শূদ্রের সংস্কার, মন্ত্র ও যজ্ঞক্রিয়া নাই। শৌক্র জন্ম লাভ করিয়া জীবের আচার্য্যের কৃপায় দ্বিতীয় জন্ম যোগ্যতা লাভ করিবার পর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বৃত্তগতবর্ণ লভ্য হয়। সাবিত্র্য জন্ম লাভ করিয়া দ্বিজ মন্ত্রদীক্ষা প্রভাবে তৃতীয় বা যাজ্ঞিক জন্ম লাভ করেন। শৌক্র জন্ম লাভ করিয়া অসংস্কৃত মানব বৈদিকী দীক্ষার পরিবর্ত্তে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা লাভ করেন। পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাফলে তাঁহার দ্বিতীয় জন্মের অভাব বা অপূর্ণতা থাকে না। যামল বলেন কলিকালে শৌক্রবর্ণ গত বিচার অবলম্বন করিয়া যে সাবিত্র সংস্কার দেওয়া হয় উহা প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কার শব্দ বাচ্য নহে। তজ্জন্য পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা সম্পন্ন হইলে দ্বিতীয় জন্ম যোগ্যতা বা উপনয়ন সংস্কারের অযোগ্যতা বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষের সম্ভাবনা নাই।

যামল বলেন :—

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পাহি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।

কলিকালে শৌক্রবিচারে যে সাবিত্র্য সংস্কার হয় তাহা অসংস্কৃত শূদ্রের সংস্কার রাহিত্যের তুল্য। পঞ্চরাত্র আরও বলেন :—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংসং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥

যেরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বলে কাংস স্বর্ণত্ব লাভ করে সেইরূপ মানবগণের পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা (সম্বন্ধজ্ঞান) বিধানক্রমে দ্বিজত্ব লাভ ঘটে। শ্রীমহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব ১৬৩ অধ্যায় ৪৬ শ্লোক।

এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥
ন যোনির্নাপিসংস্কারো নশ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥

নিম্নকুলোদ্ভূত শৌক্রশূদ্রও ইহজীবনে এই সকল কর্ম্মফল প্রভাবে আগম সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। দীক্ষিত অসংস্কৃত মানব উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইলে দ্বিজ হন। শৌক্রজন্ম প্রাণহীন ক্রিয়াপর সংস্কার, সম্বন্ধজ্ঞানরহিত বেদাধ্যয়ন, আধস্তনিক শৌক্রপারম্পর্য্য প্রভৃতি সংস্কার গ্রহণে যোগ্যতা প্রদান করে না। দ্বিজত্বের একমাত্র কারণ, বৃত্ত, স্বভাব, লক্ষণ বা প্রকৃতি। স্বভাবক্রমেই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণের সংস্কার বিধান হইয়া থাকে। শূদ্র ও ব্রাহ্মণ বৃত্ত স্বভাব লক্ষণ বা প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ছান্দোগ্য মাধ্বভাষ্যধৃত সামসংহিতাবাক্য।

আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽনার্জ্জবলক্ষণঃ।
গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ॥

ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে সাক্ষাৎ কুটীলতা। গৌতম ইহা জানিয়াই সত্যকাম জাবালকে সাবিত্র উপনয়নসংস্কার দিয়া ব্রাহ্মণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সামবেদীয় বজ্রসূচিকোপনিষৎও লক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্মণ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তর্হি কো বা ব্রাহ্মণো নাম। যঃ কশ্চিৎ * * * কামরাগাদি দোষরহিতঃ শমদমাদিসম্পন্নো ভাবমাৎসর্য্যতৃষ্ণাশামোহাদিরহিতো দম্ভা-হঙ্কারাদিভিরসংস্পৃষ্টচেতা বর্ত্ততে। এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধির্নাস্ত্যেব। তাহা হইলে ব্রাহ্মণ কে? যিনি কামরাগাদি দোষবর্জ্জিত শমদমাদিগুণ-বিশিষ্ট ভাবমৎসরতাতৃষ্ণাআশামোহহীন দম্ভাহঙ্কারাদি ত্যক্ত হইয়া বর্ত্তমান থাকেন এতাদৃশ লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ, ইহাই শ্রুতিস্মৃতি পুরাণ ও ইতিহাসের অভিপ্রায়।

বৃত্তগত বর্ণবিচার শ্রীমহাভারতে অনেকস্থলেই প্রমাণিত আছে। বনপর্ব্ব ২১৫ অধ্যায়:—ব্রাহ্মণো ব্যাধায়

সাম্প্রতঞ্চ মতো মেঽসি ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু।
দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ।
যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ।
তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ।

ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধকে বলিলেন আমার বিনির্দ্দেশে তুমি সম্প্রতি ও ব্রাহ্মণ ইহাতে সংশয় নাই। কারণ যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক ও বহুল দুষ্কার্য্যপরায়ণ হইয়া পতনীয় অসৎকর্ম্মে লিপ্ত থাকে সে শূদ্রতুল্য। যে শূদ্র ইন্দ্রিয়নিগ্রহ

সত্য ও ধর্ম্মবিষয়ে সতত উদ্যমবিশিষ্ট তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিনির্দ্দেশ করি। কারণ বৃত্তবিচারই ব্রাহ্মণ নির্দ্দেশের একমাত্র কারণ।

বর্ণপর্ব্ব ১৮০ অধ্যায়েও বৃত্তবিচার লক্ষিত হয়।

যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥

যুধিষ্ঠির সর্পতনুধৃক্ নহুষকে বলিলেন হে সর্প যাঁহাতে ব্রাহ্মণ লক্ষণ সত্য দান অক্রোধ অহিংসা অনিষ্ঠুরতা পাপে ঘৃণা প্রভৃতি লক্ষিত হয় তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিতে উপনয়ন সংস্কারাদি চিহ্ন থাকিলেও তাহাকে বৃত্ত বিচারে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। না করিলে সত্যভ্রংশজনিত বিধি লঙ্ঘিত হইয়া প্রত্যবায় ঘটিবে।

অনুশাসন পর্ব্ব ১৬৩ অধ্যায়—

ত্রয়ো বর্ণাঃ প্রকৃত্যেহ কথং ব্রাহ্মণ্যমাপ্নুয়ুঃ।
স্থিতো ব্রাহ্মণধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ্যমুপজীবতি।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ।
স্বভাবঃ কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রেঽপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ সদ্বিজাতের্ব্বৈ বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ॥

উমা জিজ্ঞাসা করিলেন ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র কোন বৃত্তবিশিষ্ট হইলে এই জন্মেই স্বভাবক্রমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন তাহা বলুন। মহেশ্বর তদুত্তরে বলিলেন ব্রাহ্মণাচারে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মবৃত্তিতে জীবন যাপন করিলে শূদ্র, শূদ্রাচার ও বৃত্তিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারেন এবং বৈশ্য বৈশ্যবৃত্তি ছাড়িয়া ক্ষাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিলে ক্ষত্রিয় হইতে পারেন। যেখানে শূদ্রে শুভকর্ম্ম ও ব্রহ্মস্বভাব বর্ত্তমান তিনি দ্বিজজাতির মধ্যে বিশিষ্ট জানিতে হইবে ইহাই আমার ধারণা।

শ্রীনীলকণ্ঠ বৃত্তগত ব্রাহ্মণ বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছেন :—

শূদ্রলক্ষকামাদিকং ন ব্রাহ্মণেঽস্তি। নাপি ব্রাহ্মণলক্ষশমাদিকং শূদ্রেঽস্তি। শূদ্রোঽপি শমাদ্যপেতো ব্রাহ্মণ এব। ব্রাহ্মণোপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব। শূদ্রের বৃত্তগত চিহ্ন কামাদি ব্রাহ্মণে নাই, থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণের বৃত্তগত চিহ্ন শমাদি শূদ্রে নাই থাকিবার সম্ভাবনা নাই। শমাদি-গুণযুক্ত শূদ্রাভিহিত মানব নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ। কামাদিযুক্ত বিপ্রপরিচয়া-কাঙ্ক্ষী মানব নিশ্চয়ই শূদ্র।

শ্রীনীলকণ্ঠ ও বৃত্তগত ব্রাহ্মণ বিনির্দ্দেশে একটী শ্রুতিমন্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন।

ন চৈতদ্বিদ্মো ব্রাহ্মণাঃ স্মো বয়মব্রাহ্মণা বেতি।

আমরা জানিনা আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ। বৃত্তবিচারে বর্ণ নিরূপণে শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন :—

শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতিমাত্রাদিতি। যস্তেতি যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ ন তু জাতিনিমিত্তেন। শমাদি গুণদ্বারা বৃত্তগত প্রণালী হইতেই ব্রাহ্মণাদি স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। সাধারণতঃ শৌক্রবিচারে যে ব্রাহ্মণাদি নির্দ্দিষ্ট হয় তাহাই কেবল বর্ণনির্দ্দেশের হেতু নহে। যদি শৌক্র বিচার নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য অশৌক্র ব্রাহ্মণে শমাদি গুণ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাহাকে শৌক্র জাতিনিমিত্তে বাধ্য না করিয়া লক্ষণ-হেতুমূলে বর্ণ নিরূপণ করিবে। মনু দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বৃত্তগত বর্ণনির্দ্দেশ সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।

স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ।

উত্তমামুত্তমান্ গচ্ছন্ হীনাং হীনাংশ্চ বর্জ্জয়ন্।
ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠতামেতি প্রত্যবায়েন শূদ্রতাম্।
যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা সৎসু ভাষতে।
স পাপকৃত্তমো লোকে স্তেন আত্মাপহারকঃ।
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥

যিনি উপনীত হইয়া বেদাধ্যয়নে পরাঙ্মুখ হইয়া অন্যান্য বিষয়ে শ্রম করেন তিনি জীবদ্দশায় সবংশে সত্বর শূদ্রতা লাভ করেন। উত্তমোত্তম অধমাধম বর্জ্জন করিয়া অগ্রসর হইলে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন আবার তদ্বিপরীতে প্রত্যবায় দ্বারা শূদ্রতা লাভ হয়। যিনি একপ্রকার স্বভাব বিশিষ্ট হইয়া সাধু নিকটে অন্যপ্রকার প্রতিপন্ন হইবার কথা বলেন ইহ-লোকে তিনি পাপকারীর অগ্রগামী, আত্মবঞ্চক ও চোর। যেরূপ কাঠের হস্তী, মৃগচর্ম্মাচ্ছাদিত মৃগপুত্তলি, হস্তী ও মৃগ বলিয়া গৃহীত হয় না সেরূপ অপঠিত বেদ-ব্রাহ্মণ নামে ব্রাহ্মণ, হইলে কাযে লাগে না। শাস্ত্রে বৃত্তগত বর্ণ বিচার ও বর্ণ নির্দ্দিষ্ট থাকাসত্ত্বে শৌক্রপন্থাবলম্বনে বর্ণনির্ণয় প্রবলতা লাভ করিয়াছে।

বৃত্তগত বর্ণ নির্দ্দেশ প্রণালী আবহমানকাল প্রচলিত ছিল কিন্তু কলি-প্রাবল্য-হেতু ন্যায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় অন্যায় পূর্ব্বক স্বার্থপরতাই সমাজের মেরুদণ্ড বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। শৌক্রপন্থায় যোগ্যব্যক্তিরই অব্যভিচার বর্ণ সংজ্ঞা লাভ হইত। পুরাকালে যখনই পারম্পর্য্যপন্থায় বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দিত তখনই পাতিত্য বা উচ্চবর্ণাধিকার লাভ হইত। উদাহরণ স্বরূপ সামান্য কয়েকটী প্রসঙ্গ এস্থলে আলোচনা করিতেছি।

হরিবংশ ১০ অধ্যায় নাভাগারিষ্টপুত্রাশ্চ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যতাং গতাঃ। নাভাগ ও অরিষ্ট পুত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় হইয়া বৈশ্যবর্ণ হইয়াছিলেন। ভাগবত

৯ম স্ক ২য় অধ্যায় নাভাগো দিষ্টপুত্রোঽন্যঃ কর্ম্মণা বৈশ্যতাং গতঃ। কর্ম্ম-বশে নাভাগও দিষ্টপুত্র বৈশ্য হইয়াছিলেন। হরিবংশ ১১ অধ্যায়ে নাভাগাদিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ। আবার নাভাগাদিষ্টতনয় বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণতা লাভ করেন। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যবর্ণে অবনতি এবং বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণবর্ণে পরিণতি বর্ত্তমান শৌক্রবর্ণ বিচারে অভিনব মনে হইতে পারে কিন্তু পূর্ব্বকালে এরূপ বহু ঘটনা উল্লিখিত আছে। বিষ্ণুপুরাণ হরিবংশ মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত অলোচনা করিলে দেখা যায় যে বলিরাজের পাঁচটী ক্ষত্রিয় পুত্রব্যতীত বালেয় ব্রাহ্মণ পুত্র হইতে ব্রাহ্মণ বংশ উদ্ভূত হইয়াছে। গৃৎসমদের শৌনকাদি ব্রাহ্মণ পুত্রব্যতীত ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রপুত্র ছিল। ঋষভদেবের একশত সন্তানের মধ্যে ৮১ জন ব্রাহ্মণ, নয় জন ক্ষত্রিয় এবং নয় জন বৈষ্ণব পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষত্রিয় গর্গ হইতে শিনি তৎপুত্র গার্গ্যগণ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় দুরিত ক্ষয়ের পুত্র ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণী ব্রাহ্মণ হন। অজমীর রাজের বংশে প্রিয়মেধা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হন। মুদ্গলরাজ হইতে মৌদ্গল্য ব্রাহ্মণ বংশের সৃষ্টি। পুরুরাজবংশে বহু ব্রহ্মর্ষি ব্রাহ্মণ গণ জাত হইয়াছেন। চন্দ্র বংশীয় যযাতি পৌত্র কণ্ব বংশে মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন ব্রাহ্মণ বংশের উদয়। ক্ষত্রিয় দেবদত্তের পুত্র অগ্নি বেশ্যায়ন ব্রাহ্মণ বংশের উৎপত্তি কারক ক্ষত্রিয় ধার্ষ্টগণ ব্রাহ্মণ হন। ক্ষত্রিয় বীতিহব্য এবং বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। গৃৎসমদ হইতে বহু ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হন। পৃষধ্র ক্ষত্রিয় হইলেও অজ্ঞাত গোবধজন্য শূদ্র হইয়াছিলেন।

শৌক্রপারম্পর্য্যক্রমে ব্রাহ্মণতনয়গণ অনেক সময় উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতেন। আবার বৃত্তগত উপনয়নাদি দ্বারা দ্বিজ এবং দীক্ষা সংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণ হইবার ইতিহাস তাৎকালিক ব্রাহ্মণ সমাজ গঠনের সাহায্য করিয়াছে। শৌক্রসাবিত্র্য ও দৈক্ষ সাবিত্র্য উভয় প্রকারেই

বর্ণ নির্দ্দেশের কারণ ছিল এবং এক্ষণে ও তাহা ন্যূনাধিক বিলুপ্ত হইলে পুনঃ স্থাপিত হইবার বাধা নাই। বৈষ্ণবগণ স্বভাবগত বর্ণভেদ স্বীকার করেন তাহাতে জাতি সামান্যের দোষ স্পর্শ করে না।

শ্রীশিক্ষাষ্টক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিক্রমে ৬০ পৃষ্ঠার পর।)

নামাপরাধ দশবিধ যথাঃ—সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে

যতঃ খ্যাতিং জাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাং।

শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং।

ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ সখলু হরিনামাহিতকরঃ॥

গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনং।

নাম্নোবলাৎ যস্যহি পাপবুদ্ধি র্ন বিদ্যতেতস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥

ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদি কর্ম্ম শুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।

অশ্রদ্দধানে বিমুখেপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥

শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।

অহংমমাদিপরমো নাম্নি সোপ্যপরাধকৃৎ॥

প্রথম অপরাধঃ—সাধু নিন্দা।

যিনি কৃষ্ণৈকশরণ আপনাকে অতি দীন বুদ্ধি করেন এবং যাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম নৃত্য করিতেছেন তিনিই সাধু। কৃষ্ণৈকশরণ বৈষ্ণবই জগতে এক মাত্র সাধু। বৈষ্ণব অধিকারেরই নামান্তর পারম-

হইয়া নিরস্বভাবসুলভ দৈন্যবশে "স্বলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বাচরেদবিধিগোচরঃ ।" এই উচ্চতম অধিকারী সংজ্ঞাভুক্ত হইয়াও বিধিমার্গীয় চতুর্থ আশ্রম লিঙ্গ ত্রিদণ্ডাদি গ্রহণ দ্বারা কিম্বা ব্রাহ্মণাদি বর্ণোচিত সংস্কার গ্রহণ করিয়া বৈধ অধিকার স্বীকার পূর্ব্বক ভুবন মঙ্গল শ্রীনাম প্রচার করেন। বরং ভাগবত অধিকারের অতি উচ্চতম আসনে আরূঢ় হইয়াও, স্বেচ্ছায় কেবল মাত্র জগতের কল্যাণের জন্যই কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারী আচার্য্যের ও আসন গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার স্বরূপতঃ মহাভাগবত বা পরমহংস্য আচরণ সে কালেও প্রবল থাকে। মায়াকবলিত প্রাকৃতজনগণ তাঁহার অত্যুচ্চ অধিকারের সেই রূপ আচরণকে নিজ অনধিকার দোষে বুঝিতে না পারিয়া গর্হণ করেন ও অযথা তাঁহার নিন্দাবাদ করেন। এইরূপে সাধুনিন্দা রূপ মহাপরাধের উদয় হয়। সাধু কৃষ্ণৈকশরণ; তাঁহার মুখ কমল হইতেই শ্রীনাম প্রচারিত হইয়া থাকেন। অসাধু পঠিত নাম শ্রীনাম নহেন। শ্রীভাগবত ব্রহ্ম মোহনে "সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং শ্রুতিগতাং॥ উপদেশ দ্বারা সাধুমুখাব্জগলিত শ্রীনাম শ্রবণকেই কৃষ্ণ বশীকরণ ক্রিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব এরূপ কৃষ্ণৈকশরণ ও শ্রীনামৈক প্রচারক সাধুর নিন্দায় শরণাগত প্রিয় শ্রীনামরূপী কৃষ্ণ কুপিত হন। সুতরাং সাধুনিন্দা একটী মহাপরাধ, এই অপরাধ উপস্থিত হইলে যে সাধুর নিকট অপরাধ হইয়াছে তাঁহার চরণে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে স্বভাবতঃ দয়া-প্রবণ সাধু তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া কৃপা প্রসাদ করেন। তখন এই অপরাধ শান্তি হয় ও শ্রীনামস্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

২য় অপরাধ। কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য দেবতা বৃন্দকে (শিব প্রভৃতিকে) স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করা। অর্থাৎ তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ পরতন্ত্র অর্থাৎ কৃষ্ণ দাস বুদ্ধি না করিয়া তাঁহারা স্বয়ং ঈশ্বর এরূপ বুদ্ধি করা জীবতত্ত্বকে

ঈশ্বর বুদ্ধিই মায়াবাদ। মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী। অতএব মায়াবাদ একটী নামাপরাধ বা কৃষ্ণের নিকট অপরাধ।

কৃষ্ণই এক মাত্র পরমেশ্বর ও স্বরাট্, তদিতর সমূহই তৎ পরতন্ত্র বা অধীন। অবতার গণের বিষয় বলিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন :—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।"

উত্তর গীতায় :— "দেবাদীনাঞ্চ পূজ্যোঽহং বর্ণাদিনাং ধনঞ্জয়।
মৎপূজনেন সর্বার্চ্চাস্যাদ্ধ্রুবং নাত্র সংশয়ঃ ॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় :— "যেপ্যন্য দেবতাভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতা।
তেপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং॥
"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতা।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥

রুদ্রযামলে :— "ইতরেষাঞ্চ দেবানাং মনসা যদি পূজনং।
বিষ্ণুভক্তস্তু কুরুতেঽপরাধাৎ পতত্যধঃ॥"

পাদ্মে :— বৈষ্ণবো নান্যবিবুধান্ নার্চ্চয়েত্তাংশ্চ নো নমেৎ।
নপশ্যেন্নায় গায়েচ্চ ন নিন্দেৎ ন স্মরেত্তথা॥
তেষাং ন ভক্ষেদুচ্ছিষ্টমনন্য নৈষ্ঠিকো মুনিঃ।
নতজ্জনানাং দেবর্ষে সঙ্গং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ॥

অন্যত্র :—"বৈষ্ণবস্য ন সংকল্পো নো দানং নচ কামনা।"
"শুদ্ধপূতঃ সদা কার্য্যঃ কুশধারণবর্জ্জিতঃ।
কামসংকল্পরহিতশ্চান্তর্বাহ্য হরির্যতঃ" ॥

(উদ্ধৃত শ্লোকসমূহের সারার্থ :—)

শ্রীমদ্ভাগবত রাম নৃসিংহাদি অবতারগণের বিষয় পূর্ব্বে বলিয়া তাহার পর বলিতেছেন :— এই রাম নৃসিংহ আদি অবতারগণ শ্রীকৃষ্ণের

উত্তর গীতায় :—হে ধনঞ্জয় আমি বর্ণসমূহের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ের এবং সমূহ দেবতাদিগেরও পূজ্য। আমাকে (কৃষ্ণকে) পূজা করিলেই সকলের পূজা হইয়া যায়। ইহা নিশ্চিত। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় :—যে অন্য দেবতাকে পূজা করে সে আমাকেই পূজা করিয়া থাকে, তবে তাহার সেই পূজা অবৈধ। দেবপূজকগণ দেব লোক, ও পিতৃপূজকগণ পিতৃলোক প্রাপ্ত হন। কিন্তু আমার পূজকগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

রুদ্রযামলে :— বিষ্ণু ভক্ত যদি মনদ্বারা অন্য দেবতাকে পূজা করেন তবে অপরাধ প্রযুক্ত অধঃপতিত হন।

পাদ্মে :— বৈষ্ণব, অন্য দেবতাদিগকে অর্চ্চন করিবেন না, নমস্কার করিবেন না। দেখিবেন না, তাঁহাদের গাম করিবেম না। পরন্তু নিন্দাও করিবেন না, স্মরণ করিবেন না, তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট খাইবেন না এবং তাঁহাদের উপাসকগণের সহিত কায়িক মানসিক বাচিক কোন প্রকার সঙ্গ করিবেন না। বৈষ্ণবের কোন প্রকার সঙ্কল্প নাই, দান, নাই, কামনা নাই, তাঁহারা শ্রীনাম গ্রহণাদি দ্বারা সব্বদা শুদ্ধ পূতঃ তাঁহারা কখন কুশ ধারণ করিবেন না। কোন কামনার বশবর্ত্তী হইবেন না। তাঁহারা সর্ব্বদা অন্তর্বাহ্যে হরিপরায়ণ।

"যথা তরোর্মূল নিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎ স্কন্ধভুজোপশাখা
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা"।।

তরুর মূলে জল ঢালিলেই যেমন গুঁড়ি শাখা উপশাখা পত্র প্রভৃতি প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গই তৃপ্ত হয়, প্রাণের তুষ্টি বিধান করিলেই যেমন সকল ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়, সেইরূপ অচ্যুত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্চ্চিত হইলেই সকলে তৃপ্ত হইয়া থাকেন। উপরোক্ত শ্লোক সমূহে শাস্ত্রকৃদ্গণ প্রত্যেক

"কুর্য্যাদেব" বিধিলিঙ্ প্রয়োগ করিয়া অকরণে প্রত্যবায় আদেশ করিতেছেন। অবান্তর কামনা সম্পন্ন স্বার্থকোবিদ সম্প্রদায় সমূহ নিজ নিজ ক্ষুদ্র কামনার অনুরূপ ক্ষুদ্রফলপ্রার্থী হইয়া বুদ্ধির বিক্ষোভ বশতঃ বিভিন্ন অধিকার প্রাপ্ত বিভিন্ন দেবতার উপাসনা করেন। কিন্তু অনন্যশরণ হইয়া কৃষ্ণ ভজন করিতে হইলে সেরূপ বুদ্ধি প্রার্থনীয় হইতে পারে না। এক অদ্বিতীয় অখণ্ড ভগবত্তত্ত্ব ভিন্ন যে অন্য কোন (দ্বিতীয়) ভগবত্তত্ত্ব থাকিতে পারেন না, সুচতুর বৈষ্ণবগণের পক্ষে তাহা সাধন ভক্তি মার্গে প্রবেশের পূর্ব্বেই হৃদয়ঙ্গম করা অতীব আবশ্যক। কেন না তাহা না করিলে পরম উপাদেয় ভগবত্তত্ত্বকে ক্ষুণ্ণ করা জনিত অপরাধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে এবং ঐকান্তিকতার অভাবে ভজন সুষ্ঠু হয় না। অতএব কৃষ্ণের (শিবাদি) দেবতায় স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধি করা নিশ্চয়ই তত্ত্বাববোধের অন্তরায় স্বরূপ অপরাধ। বিষ্ণু একটী ঈশ্বর শিব একটী ঈশ্বর এরূপ বুদ্ধি করিলে ঈশ্বর তত্ত্ব বহু হইয়া পড়েন। কিন্তু ঈশ্বর বস্তুতঃ এক, বহু নহেন, তাহাতে ঐরূপ দ্বৈত বুদ্ধি করা নিশ্চয়ই অপরাধ। শিব ব্রহ্মাদি দেবতা কর্ম্মচারী বিশেষ। নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্বস্ব ভাব হইয়া তত্তৎ কার্য্য মায়া দ্বারা সম্পাদন করিয়া গৌণ ভাবে কৃষ্ণ সেবা করিতেন। ইহাই সাধু পরম্পরাগত সৎ ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত।

অন্য দেবতাকে স্বতন্ত্র স্বরাট ঈশ্বর বুদ্ধিরূপ অপরাধ দৈবাৎ উপস্থিত হইলে অন্তরের সহিত অনুতপ্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণু স্মরণরূপ প্রায়শ্চিত্ত সমাধান করতঃ বিষ্ণু ও বৈষ্ণব সেবায় দৃঢ় সঙ্কল্প পূর্ব্বক তত্তৎ সেবায় নিরত হইলে পরমকারুণিক কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীনাম তাঁহার (সাধকের) প্রতি, প্রসন্ন হইয়া পূর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করতঃ অপ্রাকৃত শ্রীনাম রস প্রদান করেন।

তৃতীয়াপরাধ :— গুর্ব্ববজ্ঞা নামতত্ত্ব প্রচারক শ্রীগুরুকে অবজ্ঞা করা নামাপরাধের অন্তর্গত। এক্ষণে গুরু কাহাকে কহে তাহা বিচার্য্য বিষয়।

গুরু শব্দের অর্থ শিক্ষক। যে বিষয়ে যাহার কৃতিত্ব আছে, প্রভূত জ্ঞান আছে, তিনি সেই বিষয়ের গুরু হইতে পারেন। আবার কেবল কৃতিত্ব বা জ্ঞান থাকিলেই চলিবে না;—তত্তৎ জ্ঞানাদি অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিবার শক্তি ও থাকা আবশ্যক কেবল মাত্র শস্য উৎপন্ন করিবার জ্ঞান ও নিয়মাদি জানা থাকিলেই তাহাকে কৃষক বলা যায় না; উষর ক্ষেত্রে শস্য উৎপন্ন করিবার শক্তি থাকিলেই প্রকৃত কৃষক পদ বাচ্য হয়। অতএব শিক্ষা দিবার জ্ঞান ও শিক্ষিত করিবার শক্তি এই উভয়ই গুরুত্ব বিষয়ে কার্য্যকারী। উপরিউক্ত গুণপরম্পরা যে কেবল শৌক্র বংশ পরম্পরাতেই আবদ্ধ হইতে হইবে তাহার অনুকূলে কোন যুক্তি নাই কিন্তু কালপ্রভাবে কলিমাহাত্ম্যে এই ভব পারের কর্ণধার পতিত পাবন শ্রীগুরুর কার্য্য, যোগ্যাযোগ্য নির্ব্বিশেষে শৌক্র জাতিপরম্পরাতেই আবদ্ধ বলিয়া প্রায়শঃ লোকের ধারণা। তাঁহার নিজের কৃষ্ণভক্তি থাকুক বা নাই থাকুক তাঁহার পতিতোদ্ধার ক্ষমতা থাকুক আর নাই থাকুক সূত্রধারী শৌক্র ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত হইলেই তিনি গুরু। আর শৌক্র ব্রাহ্মণ বংশে উৎপন্ন নহেন এরূপ সাঙ্গবেদবিৎ কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষ পরমার্থ বিদ্যাদানে পারঙ্গত হইলেও তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক অপ্রাকৃত ভগবদ্বিদ্যা লাভ করা অন্যায় ও অশাস্ত্রীয় বিবেচিত হইতেছে বলিয়া ধর্ম্মজগতে এত বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে ও হইতেছে। সন্তরণ পটুর বংশে উৎপন্ন জনৈক সন্তরণে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যদি তাঁহার সহিত অকূল স্রোতস্বিনী পারে যাইবার প্রয়াস করা যায় যশস্বী বৈদ্যবংশ জাত জনৈক স্থপতির হস্তে যদি নিজ উৎকট রোগের চিকিৎসার ভার অর্পিত হয়, জনৈক সূত্রধারকে বহুজন পূর্ণ ট্রেণের ইঞ্জিন চালাইতে দেওয়া যায় এবং কুম্ভকারকে লৌহাস্ত্র প্রস্তুত করিতে দেওয়া যায় তবে উদ্দিষ্ট কার্য্যাবলীর কতদূর সফলতা হয় তাহা চিন্তা করুন।

বর্ণ চতুষ্টয়ের শিরোভূষণ ব্রাহ্মণগণ যে গুরু বলিয়া সম্মানিত হইবার যোগ্য তাহা অবিসংবাদিত সত্য কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব বংশ পরম্পরায় আবদ্ধ নহে শাস্ত্র ব্রাহ্মণাদি বর্ণের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা :—

শ্রীভাগবতে (৭ম, ১১ শ) :—

"শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥" ইত্যাদি

বর্ণাদির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত করিতেছেন :—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥"

শম, দম, তপ, শৌচ, যথা লাভে সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, বৈদিক জ্ঞান, দয়া, কৃষ্ণৈকশরণতা এবং সত্যপরায়ণতা এই কয়টী গুণ ব্রাহ্মণের লক্ষণ। (ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।) বর্ণ নির্ণায়ক যে সকল লক্ষণ উক্ত হইল তাহা অন্যত্র অর্থাৎ অপর জাতিতেও দৃষ্ট হইলে তাহার সেই বর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অর্থাৎ শূদ্রকুলে উৎপন্ন কোন ব্যক্তিতে যদি শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণ লক্ষণ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। (বিধিলিঙ্ প্রয়োগ "বিনির্দ্দিশেৎ") এবং ব্রাহ্মণে শূদ্রের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে তাহাকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অন্যান্য নির্ণয়েরও এই নিয়ম।

শ্রীগীতায় শ্রীমুখবাক্য :—

"চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

কিন্তু শাস্ত্রোক্ত গুণ সমূহ বর্জ্জিত, কেবল মাত্র কার্পাস সূত্রে বৃথা গর্ব্বিত শৌক্র জাত্যভিমানী হইয়া মৎসর মূঢ় এবং দম্ভের পূর্ণাবতার শাস্ত্রীয় নিরপেক্ষ বিচারে গুরুত্বে অনধিকার সত্বেও আপনাদিগকে গুরু বলিয়া অভিমান ও প্রচার করিবার কি অধিকার আছে তাহা বিচার্য্য।

পরমার্থ অন্বেষীজনগণের উপরিউক্ত ব্যবহার নিপুণ ধূর্ত কেবল মাত্র ব্রহ্ম সূত্রে গবিত অতত্ত্বজ্ঞ গুরুর পরিবর্তে সত্য সত্য ভবকর্ণধার কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সৎগুরু গ্রহণ করা কর্তব্য। অসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সার গ্রহণ করিলে বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় হইবে, কদাচ তাহাতে অপরাধ হইবে না।

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥"

পদ্মপুরাণ (হরিভক্তিবিলাসধৃত)

অবৈষ্ণব গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্র দ্বারা নরক লাভ হয়। অতএব বুদ্ধিমান লোক পুনরায় বৈষ্ণব গুরুর চরণাশ্রয় করিবেন।

"মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥"

পদ্মপুরাণ (হরিভক্তিবিলাসধৃত)

বৈষ্ণবাচার্য্য প্রবর শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী প্রভু ভক্তি সন্দর্ভে বলিয়াছেন :—

"পরমার্থ গুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক গুর্ব্বাদি পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।"

শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য প্রবর পরমহংস প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অনুভাষ্যে বলিয়াছেন :—"ব্যবহারিক, লৌকিক কৌলিক, অযোগ্য গুরুর পরিবর্তে পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।"

অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই গুরু। শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ বলিয়াছেন :—

"দ্বিজ হোক ন্যাসী হোক শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়॥"

কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীনাম মন্ত্র দাতা এবং কৃষ্ণ সেবা শিক্ষা দাতা পরম দয়াল দীনতারণ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুর প্রতি অবজ্ঞা করিলে শ্রীনামমন্ত্রাভিন্ন

ভক্তাধীন ভগবান কিরূপে তাহার প্রতি প্রসন্ন হইতে পারেন? উপবিষ্ট শাখার মূল কর্ত্তনে পতনজনিত আঘাতপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

অসৎ শাস্ত্র ও অসৎ সঙ্গপ্রভাবই এই ঘোর নামাপরাধ কারণ। অতএব যে অসৎ শাস্ত্র ও অসৎসঙ্গ জন্য এই অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, তাহা একান্তভাবে দূরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই কোটী চন্দ্র সুশীতল শ্রীগুরুদেবের চরণ যুগলে নিপতিত হইয়া কাতরপ্রাণে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে জীবের একমাত্র মঙ্গলদাতা পরম কারুণিক শ্রীগুরুদেব নিজ স্বাভাবিক কারুণ্য-জনিত স্নেহবশে, অনুগত অনুতপ্ত শিষ্যের পূর্ব্বাপরাধ ক্ষমা পূর্ব্বক অপ্রাকৃত শ্রীনামরস প্রদান করেন।

চতুর্থ অপরাধ—শ্রুতিনিন্দা। অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্ব জড়েন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য নহেন। সীমাবদ্ধ মানবজ্ঞান, ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব এই দোষ চতুষ্টয়যুক্ত। এই দোষচতুষ্টয়যুক্ত মানব জ্ঞান নিত্য সিদ্ধ ভগবৎ স্বরূপ অববোধ করিতে অসমর্থ জানিয়া পরম করুণ পরমেশ্বর কৃষ্ণ অদৃশ দোষ যুক্ত জীবের উপর কৃপা পরবশ হইয়া সৎসম্প্রদায় প্রাপ্ত বেদ বাক্যরূপ আম্নায় জ্ঞান জগতে প্রদান করিয়াছেন। ভাগ্যবান জীব সেই অমলজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু হইলে শ্রুতিশাস্ত্রজ্ঞ নিরপেক্ষ সাধু সংসর্গ হইতে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন মূলক বৈদিক জ্ঞান বলে সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত জাতীয় হইয়া অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ প্রাপ্তি আদি ক্রমে তাঁহাতে প্রেম স্থাপন করিয়া কৃতার্থ হয়েন। শাস্ত্র শিরোমণি শ্রুতিশাস্ত্রই ঈশ্বরের চিৎবিগ্রহ ঘোষণা করিয়া শ্রীভগবন্মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন। শ্রুতি শাস্ত্রই কর্ম্ম ও জ্ঞানের অকিঞ্চিৎকরতা এবং ভক্তির উপাদেয়তা ও সারবত্তা প্রমাণ করেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীগৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ।

ভক্তি গ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান ;—

শ্রীভক্তিবিনোদ আসন, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

এবং শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর পোঃ, নদীয়া।

১। প্রেম বিবর্ত্ত। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত রচিত। মূল্য ।৵০

২। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়ঃ। সংস্কৃত মহাকাব্য। শ্রীল গোবিন্দদেব বিরচিত। ইহাতে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা বর্ণিত। মূল্য ৸০ বার আনা।

৩। তত্ত্বসূত্র মূল্য ।।০ আনা।

৪। কল্যাণ কল্পতরু। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের সারকথা মূলক গীতি গ্রন্থ। এক আনা মাত্র।

৫। শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা, সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন বিভাগে ভাগবতের প্রয়োজনীয় শ্লোক সমূহ সঙ্কলিত। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের অনুবাদ সহ কাপড়ে বাঁধা মূল্য ২,

৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ভাষ্য ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিস্তৃত অনুবাদ সহ মূল্য ১৷০ কাপড়ে বাঁধা ১৸০

৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল সংস্কৃত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী টীকা এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রসিকরঞ্জন বঙ্গানুবাদ সহিত। পরম সুলভ মূল্য ১,

৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীমাধ্ব ভাষ্য মূল্য ।।০ আনা।

৯। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক সরল বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ। দ্বিতীয় সংস্করণ কাপড়ে বাঁধা মূল্য ১।।০ মাত্র।

১০। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত সংস্কৃত মূল ও অর্থ উপক্রমণিকা উপসংহার সহ। তত্ত্ব ও রসাদিবিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার মূল্য ১,

১১। সৎক্রিয়াসারদীপিকা মূল ও অনুবাদ। গৃহস্থ বৈষ্ণবের দশ সংস্কার সংস্কার দীপিকা-বেষ পদ্ধতি। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি কৃত মূল্য ১।০।

১২। ভজনরহস্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত মূল্য ।।৵০

১৩। সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত মূল, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত সানুবাদ মূল্য ।০

১৪। পদ্মপুরাণ। শ্রীমদ্ বেদব্যাস প্রণীত, ৫৫০০০ হাজার শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ। সৃষ্টি, স্বর্গ, ব্রহ্ম, পাতাল, উত্তর, ক্রিয়াযোগ ও ভূমি, সপ্তখণ্ডাত্মক। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত। মূল্য ৬৲ হরিদ্রাবর্ণ কাগজে ৩৲

১৫। শরণাগতি মূল্য ।০ আনা।

হরিনাম চিন্তামণি

সকল শুদ্ধভক্তের একমাত্র সম্বল। বিশেষতঃ নামাশ্রিত ভজনকারী ভক্তের সর্ব্বদা পাঠ্য গ্রন্থ। শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইহাই অমূল্য দান। দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ৷৷০ বার আনা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

যদি শুদ্ধধর্ম্ম কি জানিবার ও হরিভজন করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে ইহাই পাঠ্য। শতগ্রন্থ, শতবক্তা, শত গুরু সজ্জায় সজ্জিত জন যে উপকার করিতে পারেন না তাহা এই গ্রন্থ পাঠে লভ্য হয়। মূল্য ১৷০ ভিপিতে ১৷৷০ ভাল গ্লেজ কাগজে ২৲ টাকা ভিপিতে ২।৹

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

২৩৬৮ পৃষ্ঠায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি লিখিত মূল গ্রন্থ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃত প্রবাহভাষ্য সং-সহ অনুভাষ্য ও বহু সূচী সম্বলিত। ষোলখণ্ডে সম্পূর্ণ মূল্য ৬৲ ছয় টাকা মাশুল ৷৷৵০

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জনতোষণী।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৩ শ্রীধর ও হৃষীকেশ।

দ্বাবিংশ খণ্ড, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা।

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া।

বিষয় বিবরণ।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতযন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার দ্বারা
৪৩৩ শ্রীচৈতন্যাব্দে মুদ্রিত।

বার্ষিক ভিক্ষা ১৲ নমুনা প্রেরিত হয়না।

গ্রাহকগণের প্রতি

পণ্ডিত ভাগবত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন কবিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ মহোদয় সম্প্রতি শ্রীপত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম সম্পাদক। এখন হইতে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট কোনও কথা জানাইতে হইলে তাঁহাকেই লিখিতে হইবে। যথা-কালে শ্রীপত্রিকা প্রকাশ বিষয়ে তিনি যত্ন করিতেছেন।

শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন

সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য।

ম্যানেজার শ্রীভাগবত প্রেস।

প্রতীপ প্রিয়নাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতি

শ্রীসজ্জন তোষণী

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

২২ বর্ষ } শ্রীধর ও হৃষীকেশ ৪৩৩ { ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

সজ্জন—গম্ভীর।

সজ্জন আত্মবিৎ বলিয়া দেহ ও মনের সম্বল অনিত্য ধর্ম্ম আশ্রয় করেন না। আত্মার বৃত্তি নিত্য, সুতরাং সজ্জনের বৃত্তি নিত্য। দেহ ও মনের বিক্রান্তিদ্বয় আচ্ছাদন করিলেও আত্মাকে বিচলিত করিতে অসমর্থ। আত্মার যে নিত্য বিচিত্রতা তাহা পরিবর্ত্তন করিতে দেহ ও মন সমর্থ নহে।

মনের সাহায্যে মায়াবাদী যে স্থৈর্য্য আত্মধর্ম্মে আরোপ করেন তাহাও তাঁহার মায়াবাদ শিক্ষার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল না। পূর্ব্বে এক অবস্থা ও পরে অবস্থান্তর এরূপ ভাবদ্বয় গাম্ভীর্য্যের ব্যাঘাতকারক। মায়াবাদী যদি নিত্য

স্থির আত্মধর্ম্মের সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিবার অবসর পাইতেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার খণ্ডজ্ঞান প্রসূত মানসধর্ম্মের সাহায্যে আত্মার নিত্যধর্ম্ম স্থাপনে চাঞ্চল্য দেখাইতেন না। মায়াবাদীর ভাবিগাম্ভীর্য্যের পূর্ব্বে তদ্বিপরীত ধর্ম্ম চাঞ্চল্যই তাঁহার অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব বা সজ্জন সর্ব্বদা নিত্য অবস্থানে অবস্থিত হইয়া নিত্য চিন্ময় বিগ্রহ হরিসেবায় নিযুক্ত সুতরাং মানসিক যুক্তি বিচার গাম্ভীর্য্যময় হরিসেবা হইতে তাঁহাকে বিচলিত করে না।

কর্ম্মিফলপ্রার্থীগণের অভাবজনিত ফলকামনা চঞ্চলতার পরিচায়ক। ফলপ্রাপক অনিত্য ফললালসায় অনিত্য কর্ম্মসমূহের আবাহন করিয়া অস্থায়ী ফললাভ করেন। সজ্জন নিত্য, তিনি অনিত্য ফললাভের উদ্দেশে কোন কার্য্যই করেন না। নিত্য হরি-সেবা ব্যতীত তাঁহার আর কোন নিত্য কার্য্য নাই। বৈষ্ণব নিজ অনুভূতিতে কোন অনিত্য উপাদানের সংযোগ করেন না। আত্মবৃত্তিতেই গাম্ভীর্য্য আবদ্ধ। দেহ ও মন পরিণামশীল, অনিত্য ও অনাত্মবস্তু। দেহ ও মনের সাহায্যে অসজ্জনগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ চেষ্টায় ব্যস্ত হন। অনাত্ম চেষ্টা থাকিলেই উহা তাঁহাদের গাম্ভীর্য্যের প্রতিকূল।

দেহ ও মন অনিত্য এবং বহিরঙ্গাশক্তিপ্রসূত, আত্মার অন্তরঙ্গাশক্তি হইতে পৃথক ও প্রতিকূল শক্তিসম্পন্ন। যে কালে আত্মা সজ্জন নামে পরিচিত তৎকালে মন ও তদনুগ স্থূলদেহ উভয়েই আত্মবৃত্তির অনুকূলভাবে অবস্থিত। যে কালে আত্মবৃত্তির প্রতিকূলে মনের ও দেহের চেষ্টা লক্ষিত হয়, সেইকালে অনাত্মবৃত্তি প্রবল হইয়া নশ্বর বাহ্যদর্শনে ব্যস্ত থাকায় আত্মার নিত্যবৃত্তি সুষুপ্তপ্রায়। সজ্জন বা বৈষ্ণব সর্ব্বদা আত্মস্থিত বলিয়া প্রাকৃত দেহ ও মন তাঁহার বক্ষের উপর উদ্দাম প্রচণ্ড নৃত্য করিতে অসমর্থ, সেই জন্য শ্রীঠাকুর বিল মঙ্গল লিখিয়াছেন,

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাৎ,
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ।"

অর্থাৎ হে ভগবন্; যদি তোমার পাদপদ্মে আমার অচলা সেবা প্রবৃত্তি প্রবল থাকে, তাহা হইলে ভাগ্যক্রমে অপ্রাকৃত কিশোর মূর্ত্তি আমাদিগের ভজনীয় তত্ত্বরূপে উদিত হইয়া সফলতা বিধান করিবে। তাহা হইলে স্বয়ং মুক্তি আমাদিগের বদ্ধযুগ্মকরে সেবা করিবে এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম আমাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিবে।

সজ্জন শ্রীহরিদাস ঠাকুরের গাম্ভীর্য্য রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত বারবনিতা অপসারিত করিতে সমর্থ হয় নাই, সজ্জন শ্রীদামোদর স্বরূপের গাম্ভীর্য্য মায়াবাদী বাঙ্গাল কবি এবং গোপাল আচার্য্য বিচলিত করিতে পারে নাই, তাঁহাদের গাম্ভীর্য্যে ফল্গু কর্ম্মজ্ঞান-চেষ্টা প্রতিহত হইয়াছিল মাত্র। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট বহুদিবসব্যাপি মায়াবাদ ব্যাখ্যা করিয়াও তাঁহার গাম্ভীর্য্যে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক স্থাপন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। রাবণ কর্ত্তৃক মায়াসীতা অপহৃত হইলেও রামদাসগণ সীতাপতি রামচন্দ্রের অপ্রাকৃত সেবা পরিহাররূপ চঞ্চলতা প্রদর্শন করেন নাই। এই সকল ঘটনা সজ্জনের গাম্ভীর্য্যের পরিচয়।

শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার কার্য্যসমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন।

বিগত ১৪ই আষাঢ়, ১৩২৬, ২৯শে জুন, ১৯১৯ সন্ধ্যাকালে শ্রীনবদ্বীপ গোদ্রুমে স্বানন্দসুখদকুঞ্জে কার্য্যসমিতির বর্ত্তমান বর্ষীয় দ্বিতীয় অধিবেশন

হইয়াছিল। সভাস্থলে সমিতির নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

পরমহংস শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস বি,এল, শ্রীযুক্ত হরিদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কাশীভূষণ সেন, B. A. শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বিদ্যাবাচস্পতি; শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত M. R. A. S. শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত কুমুদকান্ত ভৌমিক, শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত লোকনাথ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত অনন্তবাস ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ; শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত বিদ্যাভূষণ এম্, এ, শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায়, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস অধিকারী ভক্তিসিন্ধু, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন দাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ বসু, শ্রীযুক্ত জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ, বিদ্যাবিনোদ বি, এ, শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ।

শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত কাশীভূষণ সেন বি, এ, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ বি এ, মহোদয়ের অনুমোদনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ভক্ত মহোদয়গণ কার্য্যকরী সমিতির সদস্য রূপে গৃহীত হইলেন।

১। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত সাহা, নলদী, যশোহর।

২। শ্রীযুক্ত কেদার নাথ চন্দ্র, যশোহর বাজার।

৩। শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার চন্দ্র, যশোহর বাজার।

৪। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম মিত্র, কোটচাঁদপুর, যশোহর।

৫। শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ সাহা নলদী, যশোহর।

৬। শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষ কেঃ অঃ বার্কমায়ার ব্রাদার্শ লক্ষ্মীপাশা, যশোহর।

স্থির হইল যে গত বর্ষের হিসাব আলোচনা করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য একটী Sub Committee পাঁচ জন কর্ত্তৃক গঠিত হউক এবং নিম্ন-ব্যক্তিগণ তাহাতে থাকিবেন।

পরমহংস শ্রীমদ্ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী, শ্রীযুক্ত নৃসিংহ কুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নারায়ণ বসু, শ্রীযুক্ত যশোদা নন্দন দাস অধিকারী এবং শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত M. R. A. S.

আর ও স্থির হইল যে একটী Asst Accountant এবং Asst Treasurer এর নূতন পদ সৃষ্ট হইবার উপযোগিতা আছে কিনা তাহাও তাঁহারা জানাইবেন।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্র শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ দেবের শ্রীবিগ্রহের শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার বর্ত্তমান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত গৌর গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রভৃতি উক্ত শ্রীবিগ্রহের সেবা জন্য শ্রীধাম প্রচারিণী সভার ব্যয়ে পুষ্করিণী খননের নিমিত্ত দলিলাদিতে উক্ত শ্রীবিগ্রহের পক্ষে যে নাম দিয়াছেন এবং তাঁহাদের নামে যে সমস্ত দলিল হইয়াছে তাহা এই সভা মঞ্জুর করিলেন।

অনন্তর সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানের পর রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

যশোহর ও খুলনায় নাম হট্ট।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ১লা আষাঢ় পর্য্যন্ত নয় দিবস কা

াচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমৎস্বামি ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

ার শুদ্ধ ভক্তগণ সহ যশোহর ও খুলনা জেলার ভি

শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই অহোরাত্র সর্ব্বক্ষণ শ্রবণ, কীর্ত্তন পাঠ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

যশোহর—সর্ব্বপ্রথমে যশোহর সহরে স্থানীয় স্বনামধন্য উকীল পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রায় রাধিকাচরণ দত্ত বেদান্তভূষণ বাহাদুরের ভবনে ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ভক্তগণের ইষ্টগোষ্ঠী হয় ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অধিবেশনে পরম-হংস মহোদয় কর্ত্তৃক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও দীক্ষা তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে আলোচিত হয়। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বহু ব্যবহারজীবী, জেলা বোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান, গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার প্রভৃতি বহু বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি দৃষ্ট হন।

দৌলৎপুর—তৎপরদিবস শ্রীমৎ পরমহংসস্বামিপাদ সপরিকরে দৌলৎপুর প্রপন্নাশ্রমে শুভযাত্রা করেন ও তথায় একটী ইষ্টগোষ্ঠী হয়।

লোহাগড়া—পর দিবস (২৭শে জ্যৈষ্ঠ) সকলে লোহাগড়ার ভক্তানন্দ শ্রীযুত বনমালি দাস অধিকারী মহাশয়ের বাটিতে উপস্থিত হইলে দুইদিন গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইষ্টগোষ্ঠী ও শ্রীসভার অধিবেশন হয়। প্রথম দিন উক্ত ভক্তবরের স্থানেই সমস্ত দিন ব্যাপিয়া হরিকথা হয়। সায়াহ্নে সভায় পরমহংস মহারাজের অনুজ্ঞায় আচার্য্যাত্রিক শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারি বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন ও আচার্য্যাত্রিক শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয়দ্বয় ও সর্ব্বশেষে শ্রীমৎ স্বামিপাদ "জীবের নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম" অর্থাৎ "বৈষ্ণব ধর্ম্মই একমাত্র নিত্য ও উপাদেয় ধর্ম্ম এবং জগতের আর সব ধর্ম্ম নৈমিত্তিক এই বিষয়ে লোকশিক্ষানুকূল সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। দ্বিতীয় দিবস প্রাতে স্থানীয় সরকার বাটীতে শ্রীসভার অধিবেশনে পরমহংস মহারাজ "বেদান্ত দর্শন প্রতিপাদ্য বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাধান্য" সংস্থাপন করেন। শ্রোতৃ-মণ্ডলীর মধ্যে বঙ্গের সর্ব্ব প্রধান স্মার্ত্তপণ্ডিত নবদ্বীপ প্রবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ স্মৃতিভূষণ প্রমুখ পণ্ডিত মণ্ডলী দৃষ্ট হইয়াছিলেন। তৎপরে স্থানীয়

হাইস্কুলের শিক্ষক ব্রাহ্মণকুলপ্রদীপ শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক মহোদয়ের ভবনে একটী ইষ্টগোষ্ঠী হয়। অপরাহ্ণে স্থানীয় হাই স্কুলে শ্রীসভার একটী বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল। তথায় সংস্কৃত কলেজের দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ সরকার এম্ এ, যশোহর সম্মিলনী ও স্থানীয় হাইস্কুল দুইটীর প্রধান শিক্ষক দ্বয় ও অপরাপর বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌর গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ. আচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশ ভক্তি প্রদীপ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তভূষণ বি এ. ও শ্রীযুক্ত হরিপদ ভক্তিশাস্ত্রি বিদ্যারত্ন কবিভূষণ বি এ, "জীবের কল্যাণ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে পর শ্রীপাদ পরমহংস ঠাকুর মহাশয় ঐ বিষয়ে সুগভীর দার্শনিকতত্ত্ব পূর্ণ একটী বক্তৃতা করেন। ২৯ শে জ্যৈষ্ঠ দিবাকালে বিনোদ নগর গ্রামে শ্রীভাগবত প্রেসের ও শ্রীসজ্জন তোষণী পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ আচার্য্য শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ভবনে শ্রীনামহট্টানুষ্ঠানরূপ ইষ্টগোষ্ঠী ও শ্রীনাম কীর্ত্তন হয়।

নলদি—ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত হীরালাল গোস্বামি প্রভুর বাটীতে শ্রীসভার অধিবেশনে শ্রীগুরুদেবের আদেশে পণ্ডিত শ্রীল গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "গুরুতত্ত্ব" সম্বন্ধে আলোচনা করিলে শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ পরমহংস ঠাকুর "কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত ইহঁাদের পার্থক্য" সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ প্রদান করেন।

চাঁচরী পুরুলিয়া—পর দিবসদ্বয় (৩০ শে ও ৩১ শে জ্যৈষ্ঠ) যশোহর জেলার অন্তঃপাতি পুরুলিয়া গ্রামে ইষ্টগোষ্ঠী ও শ্রীসভার অধিবেশন হয়। শ্রীল গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম" বিষয়ে ও শ্রীল জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ মহোদয়ের "বৈষ্ণব মাহাত্ম্য" সম্বন্ধে আলোচনা শ্রবণ করিয়া ও শ্রীমৎস্বামিপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত উভয় বিষয়েই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া স্থানীয় জনমণ্ডলী বিশেষ আপ্যায়িত হয়েন।

খুলনা—৩২শে জ্যৈষ্ঠ খুলনা সহরে নগরকীর্ত্তন ও আর্য্য ধর্ম্ম রক্ষিণী সভা মণ্ডপে শ্রীসভার একটী বিরাট অধিবেশন হয়। উপস্থিত ভদ্রগণের মধ্যে রায় শ্রীযুত অমৃত লাল রাহা বাহাদুর, স্থানীয় ২য় মুন্সেফ মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান বহু ব্যবহারজীবী, শাঙ্কর সন্ন্যাসী শ্রীমৎ সত্যানন্দ স্বামি প্রমুখ বহু গণ্য মান্য শিক্ষিত ব্যক্তি দৃষ্ট হন। পরমহংস মহোদয় বেদান্তের জটিল বেদ্যবিষয় বিদ্বন্মণ্ডলীকে বিষদ ভাবে সার্দ্ধ দুই ঘণ্টাকাল বুঝাইয়া দেন ও প্রচলিত বিকৃত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে যে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে তাহা নিরাকৃত হইয়া প্রকৃত শাস্ত্রোদ্দিষ্ট বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা তাঁহার স্বাভাবিক ওজঃস্বিনী ও মর্ম্ম স্পৃক ভাষায় সকলের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেন।

পুনঃ দৌলৎপুর—পর দিবস ১লা আষাঢ় দৌলৎপুর প্রপন্নাশ্রমে ইষ্টগোষ্ঠী হয় ও তথাহইতে ভক্তগণ স্বস্ব স্থানে প্রত্যাগমন করেন। পরমহংস মহারাজ কয়েক জন ভক্ত সমভিব্যাহারে কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন।

গোদ্রুমে অপ্রকটমহোৎসব।
সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠা।

বিগত ১২ই আষাঢ় হইতে ১৫ই আষাঢ় পর্য্যন্ত দিবস চতুষ্টয় শ্রীধাম নবদ্বীপ গোদ্রুমস্থ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে বৈষ্ণবসমাজমুকুটমণি বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধ ভক্তি স্রোতোমূল নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চম বার্ষিক ও তদীয় প্রিয়তম সেবক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীমৎকৃষ্ণদাস বাবাজী মহাদয়ের চতুর্থ বার্ষিক অপ্রকট মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি তদীয় সমাধি মন্দিরে সংস্থাপিত হইলেন। শ্রীমৎ ...দাস বাবাজী মহাশয়ের তিরোভাব মহোৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার ভক্ত

বণি শ্রীযুত গয়ারাম অধিকারী ভক্তিসুহৃদ্ মহোদয় বহন করিয়া বৈষ্ণব-গণের চূড়ান্ত আদর্শ দেখাইয়াছেন। ভক্তপূজাতেই যে ভক্তবৎসল শ্রীহরি অধিকতর প্রীত হন, কৃষ্ণভক্ত স্বয়ং ঐশ্বর্য্যকামী না হইলেও তাঁহাতে যে যাবতীয় ঐশ্বর্য্যাদি মহাগুণরাজি নিত্য বর্ত্তমান, তিনি যে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ত্রাতা, তিনি স্বয়ং তৃণাদপি সুনীচ অভিমান করিলেও তিনি যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম তেজঃ সম্পন্ন, ব্রাহ্মণের নিত্য গুরু, অগ্নিসূর্য্য হইতেও সর্বাধিক তেজীয়ান, তিনি যে বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস এই সকল কথা ভুলিয়া যাওয়াতেই আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের নামে পিশাচগণের নারকীয় তাণ্ডব নৃত্য ও বিকট চিৎকার চলিতেছিল। জগতের সৌভাগ্যক্রমে শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রকট হইয়া শুদ্ধ ভক্তিস্রোত প্রবাহিত করাইয়া ছিলেন। এ হেন আচার্য্যের শ্রীমূর্ত্তি তদীয় ধামে তাঁহার সুবৃহৎ সমাধি মন্দিরে প্রকটিত হইলেন।

এই মহোৎসবের কয়েক দিবসই পরমহংস স্বামী অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া সর্ব্বক্ষণই হরিকথা ও অপৌরুষেয় শাস্ত্রানুকূল উক্তিসমূহ দ্বারা সমবেত জনগণের ও শুদ্ধ ভক্তগণের হরিসেবা প্রবৃত্তি বর্দ্ধন করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিতে বিন্দুমাত্র কৃপণতা করেন নাই।

উৎসবে নদীয়া রাজ এষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত বিদ্যাভূষণ এম্ এ, শ্রীযুক্ত কাশীভূষণ সেন বি এ (ভূতপূর্ব্ব এঃ স্কুল ইনস্পেক্টর), যশোহরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস বি এল, সিরাজগঞ্জ চৌবাড়িয়া প্রভৃতি হাই স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার বসু ভক্তিপ্রদীপ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তভূষণ বি এ, আচার্য্যত্রিক শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারি বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, শ্রীযুক্ত অনন্তবাস বিদ্যাভূষণ ব্রহ্মচারী বি এ, আচার্য্য শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মুখোপাধ্যায় বিদ্যার্ণব, শ্রীযুক্ত ললিতা প্রসাদ দত্ত এম্

আর এ এস্, শ্রীযুক্ত বরদা প্রসাদ ভক্তিভূষণ, আচার্য্যত্রিক শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ ভক্তগণ এবং নবদ্বীপান্তর্গত সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যা নাথ তর্কবাগীশ, কবিকুমুদকলানিধি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অজিত নাথন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কভূষণ প্রমুখ বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত মণ্ডলী পরিদৃষ্ট হইয়াছিলেন।

কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে
শ্রীভগবান্ ও শ্রীভাগবতের আবির্ভাব মহোৎসব।

জীব মায়ার ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিয়া ও ভগবদ্দাস্য বিমুখ হইয়া স্বয়ং ভোক্তা এই অভিমানে ক্লেশরাশি সহ্য করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার স্বরূপ যে একমাত্র কৃষ্ণদাস্য এই প্রতীতি তাঁহার হৃদয়ে পুনরুজ্জীবিত করণোদ্দেশে মঙ্গল বিধাতা পরম কারুণিক সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চে উদিত হইয়া শ্রীগোলোকবৃন্দাবনধামলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই সুদিন জীবের চিরস্মৃতির ও সম্পূজনের বস্তু। ইহা জানিয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব দিবস শ্রীজন্মাষ্টমী তিথি বিগত ১লা ভাদ্র হইতে তিন সপ্তাহকাল প্রত্যহ কলিকাতা মহানগরীর পল্লী সমূহে শ্রীশুদ্ধনাম প্রচার করিয়া ধন্য হইয়াছেন। আর তাঁহারা স্মৃতিপটে নারদ পঞ্চরাত্রোক্ত এই মহাবাক্য জাগরূক রাখিয়া সেবা কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থস্মন্য জ্ঞান করেন যে

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

অর্থাৎ সর্ব্বদেবারাধনা হইতে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেয়ঃ এবং তদপেক্ষাও ভক্তপূজা আরও প্রশস্ততর। তাঁহারা জানেন যে শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমী যেমন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সর্ব্বকারণ কারণ অনাদি সকলের আদি শ্রীগোবিন্দ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে আবির্ভাবকাল বলিয়া শাস্ত্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদ্রূপ ভাদ্রের শুক্লা দ্বাদশী পার্ষদবর শ্রীপাদ জীব গোস্বামি প্রভুর প্রকটকাল ও ভাদ্রের শুক্লা ত্রয়োদশী পার্ষদাবতার শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাব তিথি। এবৎসর যথাক্রমে ২১শে ভাদ্র ও ২২শে ভাদ্র তারিখে উক্ত ভক্তশ্রেষ্ঠদ্বয়ের জন্ম-তিথির বাৎসরিক স্মৃতি সম্মানাবসর হইয়াছিল। সুতরাং ১লা ভাদ্র হইতে ২২শে ভাদ্র পর্য্যন্ত কলিকাতা নগরে প্রত্যহ কলিহতজীবমঙ্গল-দায়িনী কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির প্রচার দ্বারা শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তের আবির্ভাব মহোৎসব সম্পাদিত করিয়া শ্রীসভার ভক্তবৃন্দ ধন্য হইয়াছেন এবং জীবের মঙ্গল বিধানের প্রযত্ন করিয়াছেন। এতৎকাল মধ্যে শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সৌর জন্মদিবস ১৮ই ভাদ্র তারিখে শ্রীভক্তিবিনোদ স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতির উদ্যোগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ পি আর এস মহোদয়ের সভাপতিত্বে দেশের বহু গণ্যমান্য ভদ্র ব্যক্তি লইয়া একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। বক্তৃমণ্ডলীর মধ্যে নবদ্বীপের অদ্বিতীয় কবি মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ দেবশর্ম্ম বেদান্ত বাচস্পতি ভাগবতভূষণ, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃন্দ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য, এবং মঞ্চোপরি মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ পি এচ্ ডি প্রমুখ বিদ্বন্মণ্ডলী পরিদৃষ্ট হইয়াছিলেন। তৎপরে ২০শে ভাদ্র শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা উদার হৃদয় ভদ্রমহোদয়গণের সহায়তায় ...

আহার্য্যসম্ভার সমেত প্রস্তুত হইয়া মহাপ্রসাদ দ্বারা সার্দ্ধ চতুঃসহস্রাধিক (৪৫০০) জনগণের সন্তোষ সাধন করিয়া কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে বৈষ্ণব মহামহোৎসব সম্পাদন করতঃ তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন।

এই সুবৃহৎ কার্য্যে প্রধান সহায় ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ডোমেসা নিবাসী কলিকাতা হাটখোলা প্রবাসী জমিদার বদান্যকুলললাম রাজর্ষি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার রায় মহোদয়ের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। অবশ্য বড়বাজার প্রবাসী শ্রীযুক্ত মদন মোহন বর্ম্মন্ ও টালা নিবাসী শ্রীযুক্ত বঙ্ক বিহারি পোদ্দার প্রমুখ উদার চেতা মহাত্মাগণের সাহায্যও বিশেষ উৎসাহ ...ক। শ্রীসভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদত্ত ...য়াছে। যিনি যতই অল্প সাহায্য করিয়া থাকুন না কেন সকলেই ...ন্যবাদার্হ। আর অনেক মহাত্মা স্বেচ্ছাসেবার ভার গ্রহণ করিয়া কার্য্য ...চারুরূপে সম্পন্ন করিতে সহায়তা করিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। ...ন সপ্তাহ ব্যাপী উৎসবকালে প্রত্যহ শ্রীহরিকথার আলোচনা কীর্ত্তন, ...ঠ এবং পরমহংস স্বামি শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহাশয় ...র্ত্তৃক বেদান্তাদি শাস্ত্র ব্যাখ্যা প্রভৃতি ভক্ত্যানুকূল কার্য্য সমূহ নিষ্পন্ন ...য়াছে। যাঁহারা উক্ত দিবস সকলে সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান ও শ্রীমৎ প্রভুপাদ সমীপে শ্রীহরিকথা জিজ্ঞাসা দ্বারা নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের ...মাধান করাইয়া লইয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর যথাশাস্ত্র উপদেশ প্রাপ্তির ...যোগ করিয়া দিয়াছেন তাহাদিগকেও ধন্যবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীশিক্ষাষ্টক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিক্রমে ১২০ পৃষ্ঠার পর।)

শ্রীহরিই শ্রেষ্ঠতম তত্ত্ব, তিনি সর্ব্বশক্তিমান, শ্যামসুন্দর শ্রী চৈতন্য রস বিগ্রহ, পরব্যোম তাঁহার নিত্যধাম, জীব অনন্ত চিৎ পরম কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ জীব নিত্য বদ্ধ ও নিত্যমুক্ত ভেদে দুই প্রকার, কৃ বহির্ম্মুখতাই জীবের মায়া বশ্যতার কারণ, শুদ্ধ ভক্তগণ মায়ামুক্ত জ ও জড়জগৎ অচিন্ত্য শক্তিপ্রসূত নিত্য ভেদাভেদ প্রকাশ, ইহা সং জ্ঞান। শ্রবণাদি নব প্রকার কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয় এবং কৃষ্ণ প্রে প্রয়োজন। এই নয়টী প্রমেয় শ্রুতি শাস্ত্র প্রমাণ করেন।

শ্রুতিতত্ত্ব পারঙ্গত পরম দয়াল শ্রীগুরুর নিকট ঐ পরম গূহ্য উপা তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীগুরুদেব শ্রুতিশাস্ত্র বিরুদ্ধ বাদ সমূহ অ জৈমিনীয় কর্ম্মবাদ, কপিলের অসিদ্ধবাদ, চার্ব্বাকের স্পষ্ট নিরীশ্বরব গৌতমের হেতুবাদ দত্তাত্রেয় অষ্টাবক্র শঙ্কর ও তদনুগত জরন্মীমাংসকগ মায়াবাদ এবং বৌদ্ধের শূন্যবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন ভক্তিবাধক মতবাদস অভিধাবৃত্তিমূলক সহজ ব্যাখ্যাদ্বারা খণ্ডিত করতঃ প্রণবরূপ শ্রীনা কৃপাপূর্ব্বক নিজ অনুগত অধিকারী শিষ্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত করেন। শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিভিন্ন মতবাদ খণ্ডন দ্বারা ব্যতিরেক ভাবে এবং অভিধা ও কৃপাদ্বারা অন্বয় ভাবে প্রণব অর্থাৎ শ্রীনামের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতা ও উপাদে শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক ভাগ্যবান শিষ্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।

সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন তত্ত্ব ত্রিতয় সমন্বিত শ্রীনামতত্ত্ব একমাত্র শ্র শাস্ত্রেই প্রকাশিত হইয়া জীবের নিখিল মঙ্গল সাধন করিতেছেন। এ পরম পূজ্য শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দারূপ মহাপরাধ প্রমাদ বশতঃ উপস্থিত হই

অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া শ্রুতিগণকে ও শ্রুতিসার কৃষ্ণাবতার শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকে তুলসী দ্বারা যত্নের সহিত পূজা করিলে এই অপরাধ নষ্ট হয়।

পঞ্চম অপরাধঃ—নামে অর্থবাদ। শাস্ত্র সমূহে নামের অপার অসামান্য ফল শ্রুত হয়। ভক্তি সুকৃতি নাথাকায় নামের সেই অলৌকিক ফল শ্রুতিতে বিশ্বাস হয় না। মনে হয় যে, শ্রীনামের মহিমা শাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার মূলে সত্য নাই। শাস্ত্রকৃৎ ঋষিবৃন্দ শ্রীনামে জীবের রুচি উৎপাদন করিবার জন্য, সুকৌশলে ঐ সকল অতিশয়োক্তি, শ্রীনাম মাহাত্ম্য রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এইরূপ মনে করাকে নামে অর্থবাদ কহে।

যথেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল মানববৃন্দকে সদাচারী ও সুশৃঙ্খল করিবার এবং শোধিত ও বিধির অধীনতা অভ্যস্ত করাইয়া ক্রমোন্নতির পথে চালিত করিবার জন্য কর্ম্মকাণ্ডীয় শাস্ত্রে কর্ম্মের কৈতবপূর্ণ লোভময় অপার ফলশ্রুতি ঘোষিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া শ্রীনাম মাহাত্ম্য বর্ণনেও সেই রূপ কৈতব, কৌশলও অতিশয়োক্তি অবলম্বিত হইয়াছে; এরূপ বিশ্বাস করা শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব বা এক দেশ দর্শনের ফল মাত্র। শ্রীনামের ফল যাহা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহা যথা সত্যই কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহাতে কোন প্রকার কৈতবের লেশ নাই। কারণ শ্রীনাম শ্রীনামী হইতে অভিন্ন অতএব সেই নাম রূপ কৃষ্ণে কোন প্রকার অসম্ভাবনা স্থান পাইতে পারে না।

শ্রীনামের যে সমূহ ফল শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা যে ধ্রুবসত্য ইহা ত পরের কথা। অবিশুদ্ধ বুদ্ধি মোক্ষকামিগণ বহু আয়াস ও কৃচ্ছ্রসাধ্য যে মুক্তির জন্য প্রভূত সাধন করিয়াও তাহা প্রাপ্ত হয় না, শ্রীনামের আভাসেই তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অশ্রদ্ধালু ব্যক্তি শ্রীনামের ফল শ্রুতিতে অবিশ্বাস করে বলিয়া তাহা সর্ব্বজন মান্য সত্য ও উদাহরণ হইতে পারে না।

অশ্রদ্ধালোরবিশ্বাসো নোদাহরণমর্হতি ।
শ্রদ্ধালুরেব সর্ব্বত্র বৈদিকস্যাধিকারতঃ ॥

অন্ধ দেখিতে পায় না ; তাই বলিয়া কি, সূর্য্য উদিত হয় না ? পাণ্ডু রোগী দৃশ্য বস্তু মাত্রই হরিদ্রাবর্ণ দেখে, তাই বলিয়া কি চন্দ্র হরিদ্রাবর্ণ ? শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত নাম মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করিতে পারে না বলিয়া শাস্ত্রোক্ত ও মহাভাগবত ঋষিকুল কীর্ত্তিত নাম মাহাত্ম্য অসত্য ও অবিশ্বাস্য নহে। মহাভাগবত পরমহংস শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণ নির্দ্দোষ। তাঁহারা সর্ব্বগুণান্বিত। শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্ক, ১৮ অ, ১২ শ্লোক যথা :—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা, মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥"

অতএব এরূপ সর্ব্বগুণান্বিত নির্দ্দোষ পরম শুদ্ধভক্ত ঋষিবাক্যে অবিশ্বাস করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীনামের শাস্ত্রোক্ত শক্তি নাই এরূপ বিশ্বাস করিয়া নামে অর্থবাদ করা অতীব অন্যায় ও মহাপরাধ।

শ্রীনামে অর্থবাদকারির সহিত বাক্যালাপ করিতে নাই। কোন কারণ বশতঃ দৈবাৎ বাক্যালাপ সংঘটিত হইলে সচেলে গঙ্গাস্নান বিধি। দুঃসঙ্গই এই অপরাধের জনক। দুঃসঙ্গক্রমে এই অপরাধ উপস্থিত হইলে শুদ্ধ বৈষ্ণব সভায় গিয়া সরলভাবে আপন অপরাধ জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলে স্বভাবদয়াল শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ তাহার হিতবাঞ্ছা করেন। তখন সেই অপরাধ নষ্ট হয়।

৬ষ্ঠ অপরাধ—নামবলে পাপপ্রবৃত্তি।

"নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকীজনাঃ ॥"

শ্রীকৃষ্ণ নামের পাপ হরণ করিবার শক্তি এত যে কোন পাপপরায়ণ জন তত পাপ করিতে পারে না। এইরূপ শাস্ত্রবাক্য শুনিয়া যদি মনে করা যায় "তবে মন্দ কি? পাপ করিলেই বা?" এখন এই পাপটা করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করা যাক্, সন্ধ্যাকালে সংখ্যা নির্ব্বন্ধের মালিকা এক ফের বেশী ঘুরাইয়া দিব, তাহা হইলেই কৃতপাপ ধ্বংশ হইবে। ঐরূপ মনে করিয়া নামের ভরসায় পাপে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে নামবলে পাপে প্রবৃত্তি অপরাধ কহে।

বিধি লঙ্ঘন করাই অপরাধ। তাহাতে আবার নামের পাপ সংহার শক্তি আছে এই ভরসায় পূর্ব্ব হইতে সংকল্প করিয়া পাপাচরণ করা মহা অপরাধ। দৈবাৎ পাপ সংঘটন এবং নামের ভরসায় পূর্ব্ব হইতে সংকল্প করিয়া পাপাচরণ এ উভয়ে বহু প্রভেদ নামাশ্রয়ির পাপাচরণ থাকিতে পারে না, তবে দৈবাৎ ঘটিলে নিজে মহাপরাধী বোধ করিয়া কৃতানুতাপ হইলে শ্রীনাম তাহা ক্ষমা করেন।

"প্রভু কহে তোমরা আর না করিহ পাপ।
জগাই মাধাই কহে আর না রে বাপ॥" শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

শ্রীনামাশ্রয়ির পাপে প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। তা নামের ভরসায় পাপ প্রবৃত্তি ত বহু দূরের কথা। তথাপি দৈবাৎ যদি এই অপরাধ সংঘটিত হয় তাহা হইলে অনুতাপের সহিত শুদ্ধ বৈষ্ণবসঙ্গে নিরন্তর নাম ভজন করিলে এই অপরাধ শান্ত হয়।

(ক্রমশঃ)

প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১০০ পৃষ্ঠার পর)

চৈতন্য মঙ্গলে লিখিয়াছেন :—

গঙ্গাস্নান করি প্রভু রাঢ়দেশ দিয়া।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিল নগর কুলিয়া ॥
পূর্ব্বাশ্রম দেখিবেন সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নবদ্বীপ আইলা প্রভু এই তার মর্ম্ম ॥
মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ।
বারকোণা ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ ॥

এই বর্ণনে আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে কুলিয়া গ্রাম, নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত। কেবল এক গঙ্গা পার এবং তথা হইতে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের মায়াপুরস্থ ঘর দেখা যায়। তাঁহার ঘর ও বারকোণা ঘাটের নিকট।

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে লিখিত আছে ;

"ততঃ কুমারহট্টে শ্রীবাসপণ্ডিতবাট্যামভ্যাযযৌ। ততো অদ্বৈতবাটী-মভ্যেত্য হরিদাসেনাভিবন্দিতস্তথৈব তরণীবর্ত্মনা নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়া নাম গ্রামে মাধবদাসবাট্যামুত্তীর্ণবান্। এবং সপ্তদিনানি তত্র স্থিত্বা পুনস্তট-বর্ত্মনৈব চলিতবান্।"

এই কথা গুলি পাঠে বোধ হয় যে নবদ্বীপ দুই পারে হইলে ও তৎকালে গঙ্গার পূর্ব্বপারে নবদ্বীপ নামক বিপুল গ্রাম বর্ত্তমান ছিল; এবং কুলিয়া গ্রাম তাহার সাক্ষাৎ পশ্চিমপারে ছিল।

শ্রীচৈতন্যচরিতকাব্যে বিংশতি সর্গে লিখিত আছে যে শ্রীরামের বাটী হইতে রাত্রযোগে কাঞ্চন পল্লীগ্রামে বাসুদেব দত্ত ও শিবানন্দ সেনের গৃহে একরাত্র থাকিয়া শান্তিপুর হইয়া নবদ্বীপের অপর পারে কোন গ্রামে গিয়া থাকিলেন যথা;—

অন্যেদ্যুঃ স শ্রীনবদ্বীপভূমেঃ পারে গঙ্গং পশ্চিমে কাপি দেশে।
শ্রীমান্ সর্ব্ব প্রাণীনাং তত্ত্বদর্শনে আনন্দং সম্যগাগত্য তেনে ॥

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বপারে এবং কুলিয়ানগর গঙ্গার পশ্চিম পারে। কেবল গঙ্গা মধ্যে থাকায় নবদ্বীপনগর হইতে কুলিয়া নগর একক্রোশের অধিক হইবে না।

এই সকল গ্রন্থকারের বর্ণন পাঠ করিলে নিশ্চয় বুঝাযায় যে কাঁচড়াপাড়ার তিন মাইল পূর্ব্বে যে কুলিয়া লক্ষিত হয় তাহা কোন ক্রমেই দেবানন্দাদির অপরাধ ভঞ্জনের পাট হইতে পারে না। সে কুলিয়া প্রাচীন নবদ্বীপের নিকট বাহিনী গঙ্গার পশ্চিমকূলে এক ক্রোশমধ্যে অবস্থিত ছিল। আবার সাত কুলিয়া বলিয়া যে গ্রামটী আছে তাহা প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে তিন চারি ক্রোশ দূরে গঙ্গার পূর্ব্বপারেই আছে। সে গ্রাম ও অপরাধ ভঞ্জনের পাট হইতে পারে না। কেন না সে স্থানে কখন কোন নগর ছিল এবং প্রধান প্রধান লোকের ঘর ছিল এরূপ কোন জনশ্রুতিমাত্র ও পাওয়া যায় না। এস্থলে আমাদের গঙ্গার পশ্চিম পারে প্রাচীন নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামকে কুলিয়া বলিয়া স্থির করিতে হইবে। অবশ্য গঙ্গার প্রবাহপরিবর্ত্তনে সেই কুলিয়া নগরের অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়া থাকিতে পারে। তথাপি তাহার কোন অংশ এবং জনশ্রুতি তাহার পরিচয় দিবে সন্দেহ নাই।

আমরা দেখিতেছি যে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ হইতে কুলিয়া গ্রাম অধিকদূর নহে; কেন না বাচস্পতি মহাপ্রভু কুলিয়া গ্রামে গিয়াছেন শুনিবামাত্র তিনি ক্ষণেকের মধ্যে কুলিয়ায় উপস্থিত হইলেন এবং কুলিয়ায় যাইতে তাঁহাকে পার হইতে হয় নাই। সুতরাং কুলিয়া ও বিদ্যানগর এক পারে এবং দুই এক মাইলের মধ্যে স্থিত এরূপ স্থির করিতে হইবে। এখন দেখুন বিদ্যাবাচস্পতির বাটী কোথায়?

চৈতন্যভাগবতে;—

সার্ব্বভৌমভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি নাম।

চৈতন্য ভাগবতে মধ্যখণ্ডে, ২১ অধ্যায়ে ;—

হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিহরে সংহতি নিত্যানন্দ গদাধর॥
একদিন প্রভু করে নগরভ্রমণ।
চারি দিকে যত আপ্ত ভাগবতগণ॥
সার্ব্বভৌম পিতা বিশারদ মহেশ্বর।
তাহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥
সেই খানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাষ॥

এই বর্ণনে আমরা জানিতেছি যে মহেশ্বর বিশারদ, সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতির পিতা ছিলেন। যে জাঙ্গালের উপর তাঁহার ঘর ও টোল বাড়ী ছিল সেই স্থানেই দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহ ও ভাগবতের টোল ছিল। সে কালে গঙ্গাদেবী মহৎপুর বা মাতাপুরের নিকট হইয়া মাউগাছি, জাননগর ইত্যাদি গ্রাম স্পর্শ করিয়া তথা হইতে বিশারদের জাঙ্গালকে পশ্চিম পারে ফেলিয়া পূর্ব্বাভিমুখে কিয়দ্দূর চলিয়া গঙ্গানগর হইয়া শ্রীমায়াপুরের নিকট হইতে আবার দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখ হইয়া কুলিয়ার তীরে তীরে [কূলে কূলে] কুলিয়ার গঞ্জদিয়া দক্ষিণে প্রবহমানা ছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনতিপূর্ব্বে কোন সময়ে গঙ্গার ধারা কুলিয়া গ্রামের পশ্চিম দিয়া দক্ষিণাভিমুখে বহমান ছিলেন, মহেশ্বর বিশারদের সময়ে ঐ ধারাটী শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, শুষ্ক হইলেও ঐ ভূমিটা আজ পর্য্যন্ত জোল, খাল, বিল, কুশ, কাঁটা, ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। বর্ষাকালে তথায় গৃহ করিয়া থাকিবার যোগ্য ছিল না বলিয়া তাৎকালিক নবদ্বীপের দেওয়ান বাজারের অপর পার হইতে একটী জাঙ্গাল বাঁধিয়া কয়েক জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদ্যানগর

গঙ্গা তীরে তীরে গঙ্গানগর ছাড়িয়া বেহুগর আতপপুরের মধ্যদিয়া দেওয়ানের বাজারের ঘাট পার হইয়া বিশারদের জাঙ্গালে যাইতে হইত। ঘাট পার হইয়াও জাঙ্গালে উঠিতে অনেক কাঁটা, খোঁচা, পার হইয়াও যাইতে হইত। বিদ্যা-বাচস্পতির বাটী যে বিদ্যানগর, ইহাতে আর ও অনেক প্রমাণ আছে। এই জন্যই নবদ্বীপ হইতে লোক সকল বিশারদের জাঙ্গাল যাইতে বন, ডাল, কণ্টক অরণ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কুলিয়া যাইতে সেরূপ হয় নাই। প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে কুলিয়া নগরে যাইতে কেবল এক গঙ্গা পার মাত্র হইয়া ছিল। বিদ্যানগর গ্রাম যদিও পূর্ব্বে বিশারদের জাঙ্গাল বলিয়া পরিচিত ছিল তথাপি বিদ্যাবাচস্পতির মাহাত্ম্য বলে ঐ গ্রাম পরে বিদ্যানগর বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল এইরূপ অনুমিত হয়। এখন ও গঙ্গার পশ্চিম পারে কুলিয়ার গঞ্জ বলিয়া একটী স্থান আছে। সেই স্থানটীকে কেহ কেহ কোলের গঞ্জ বলে গ্রামের অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং গঙ্গার প্রবাহ পরিবর্ত্তনে প্রাচীন নবদ্বীপের পশ্চিমাংশটা কুলিয়ার সহিত এক হইয়া যাওয়ায় কুলিয়ার অনেক অংশ নবদ্বীপের সহিত মিলিত হইয়া নবদ্বীপ হইয়া গিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা আছে তাহা পরে লিখিব। কুলিয়া ও পাহাড় পুর বলিয়া দুইটী গ্রাম লাগা লাগি ছিল। সেই কুলিয়া গ্রাম এখনকার নবদ্বীপ এবং এই নবদ্বীপকে কুলিয়ার পাট দেবানন্দের পাট, ও অপরাধ ভঞ্জনের পাট বলিতে কোন আশঙ্কা নাই। প্রধান নাম নবদ্বীপ কুলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় উক্ত নাম গুলির দ্বারা ঐ স্থানকে পরিচয় দিবার প্রয়োজন হয় না। আমাদের প্রবন্ধ বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া আমরা এইখানে অদ্য বিশ্রাম করিলাম। ভবিষ্যতে আর ও বিশেষ বিশেষ প্রমাণ দিয়া এবিষয় স্থাপন করিব।

যাহাকে সম্প্রতি নবদ্বীপ বলেন তাহাই অপরাধ ভঞ্জনের পাট কলিয়া।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে তাৎকালিক গঙ্গা প্রবাহের পূর্ব্বতীরে শ্রীধাম নবদ্বীপ ও পশ্চিম তীরে শ্রীপাট কুলিয়া। সেই কুলিয়ার কতকাংশ গঙ্গা দেবী ভাঙ্গিয়া লইয়াছেন, কতক অংশ নবদ্বীপ নামে প্রচারিত হইয়াছে এবং কিছু অংশ অদ্যাপিও কুলিয়ার গঞ্জ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুলিয়ার অনেক অংশই চর ভূমি। কেন না, তৎপশ্চিমে বহুকাল পূর্ব্বে যে গঙ্গা প্রবহমানা ছিলেন সেই ধারা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে গাদিগাছা ও মাজিদার নিকটবর্ত্তি হইলেন, সেই সময় কুলিয়ার চরটী পত্তন হয়। তন্মধ্যে যে যে স্থলে মহাপ্রভুর কিছু পূর্ব্বে দৃঢ়ঃও উচ্চ হইয়াছিল, তাহাতেই অনেক গুলি ব্রাহ্মণ ও অপর জাতি বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তেঘরী, বৈঁচি আড়া, বেদড়া পাড়া, চিনেডাঙ্গা, প্রভৃতি স্থান জনগণের বাসভূমি হইয়াছিল। বৈঁচিআড়ার কিয়দংশে প্রসিদ্ধ শ্রীধর চট্টোপাধ্যায়ের সন্তানগন বিল্ব গ্রাম ও পাটুলি হইতে আসিয়া বাস করেন। যুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তিন পুত্র, ছকড়ি, তিনকড়ি ও দোকড়ি। তাঁহাদিগের প্রকৃত নাম শ্রীমাধবদাস চট্ট, শ্রীহরিদাস চট্ট এবং শ্রীকৃষ্ণসম্পত্তি চট্ট, প্রাচীন শ্রীবংশীলীলামৃত সংস্কৃত গ্রন্থে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মধ্যে পরিগণিত। সেই মাধবদাস চট্টের বাটীতে সন্ন্যাসী শিরোমণি গৌরচন্দ্র আসিয়া সাতদিবস বাস করতঃ দেবানন্দ পণ্ডিত, গোপাল চাপাল ও কৃষ্ণানন্দের অপরাধ ভঞ্জন করিয়া ছিলেন বলিয়া কুলিয়ার নাম অপরাধ ভঞ্জনের পাট হইয়াছিল। শ্রীবংশীশিক্ষানামক গ্রন্থে এরূপ লিখিত আছে;—

ভাগীরথীতটে গৌড়ে নবদ্বীপে মনোহরে।
কুলিয়ায়াং শুভে শাকে রূপেন্দুবেদচন্দ্রমে॥
শ্রীবংশীবদনো যস্যাং প্রকটোঽভূদ্দ্বিজালয়ে।

চৌদ্দ শত ষোল শকে মধুপূর্ণিমায়।
বংশীর প্রকটোৎসব হয়ত সন্ধ্যায়॥

নদীয়ার মাঝ খানে, সকল লোকেতে জানে,
কুলিয়া পাহাড় নামে স্থান।
তথায় আনন্দধাম, শ্রীছকড়ি চট্টনাম,
মহাতেজা কুলীন সন্তান॥

এই গ্রন্থে নদীয়ার মাঝখানে বলিয়া কুলিয়া গ্রামের উল্লেখ হইয়াছে। এই উক্তির দ্বারা সাতকুলিয়া বা কাঞ্চনপল্লির নিকটস্থ কুলিয়া অবশ্যই নিরস্ত হইতেছে। প্রাচীন তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গেলে পক্ষপাতশূন্য হইতে হয়। বহুমানিত শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে তাহা এস্থলে বিচার করিয়া দেখুন। সেই গ্রন্থে লিখিত আছে যথা;—

অথবা শ্রীনবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম॥
গঙ্গা পূর্ব্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়।
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ, শ্রীসীমন্ত দ্বীপ হয়॥
গোদ্রুমদ্বীপ শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়॥
কোলদ্বীপ, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥
নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥

এই বর্ণনাক্রমে দেখা যাইতেছে নিজ নবদ্বীপ বলিয়া একটী ভূখণ্ড তখন শ্রীগঙ্গাদেবী দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন। তৎচতুষ্পার্শে অন্যান্য বহু গ্রাম নবদ্বীপের যোলক্রোশ পরিধি মধ্যে স্থাপিত ছিল। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থকার আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের যে সংস্থাপন চক্ষে দর্শন করিয়া বর্ণন করিয়াছেন,

তাহা আধুনিক লোকের অনুমান অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়। শ্রীনরহরি ঘনশ্যাম দাস একজন ত্যাগী বৈষ্ণব। তিনি কখন শ্রীবৃন্দাবনে ও কখন শ্রীনবদ্বীপে থাকিয়া ভজন করিতেন। সুতরাং তিনি পক্ষপাতশূন্য। তাঁহার বর্ণন হইতে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা বুদ্ধিমান লোকের গ্রহণ করা উচিত। আমাদের কোন মনোগত বিষয় সিদ্ধ হইতেছে না বলিয়া তাঁহার বর্ণনাকে অবহেলা করা কেবল দুর্ভাগ্যের কার্য্য। তাঁহার গ্রন্থে কোল-দ্বীপ বলিয়া স্থানকে উক্তি করিয়াছেন। তাহা গঙ্গা দেবীর পশ্চিম তটে আর চারিটী দ্বীপের সহিত সংস্থাপিত। নিজ নবদ্বীপ যে কোন স্থান এবং তন্মধ্যস্থিত মায়াপুর বা কোথায়, তাহা আমরা পরে প্রমাণ সমূহের সহিত দেখাইব। সম্প্রতি কুলিয়ার স্থানটী নির্দ্দেশ করা যাউক। শ্রীনরহরিদাস শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর ধাম পরিক্রমাবর্ণনে এইরূপ লিখিয়াছেন;—কুলিয়া পাহাড়পুর দেখ শ্রীনিবাস। পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য প্রচার॥

কোন স্থান হইতে আচার্য্য প্রভু কুলিয়া নগরে গেলেন তাহা বিচার করিয়া দেখুন। পরিক্রমাপদ্ধতিতে লিখিত আছে,

বামন পুকুর পুণ্যগ্রাম।
ব্রাহ্মণ পুষ্কর এবিদিত পূর্ব্ব নাম।
ব্রাহ্মণের জানি মনঃ কথা।
আইলেন আনন্দে পুষ্কর তীর্থ তথা॥
এ প্রসঙ্গ অতি সুমধুর।
পুষ্করের দ্বারে কৃপা হইল প্রভুর॥
কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রাম।
পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্যানন্দ ধাম॥
প্রভু প্রিয়ভক্তে কোলদ্বীপে।
পর্ব্বতের প্রায় দেখা দিলা কোলরূপে॥

বামনপুকুর নামক গ্রাম যে ব্রাহ্মণপুষ্কর তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেন না তথায় অদ্যাপি ও পুষ্কর তীর্থের চিহ্ন আছে এবং পরিক্রমা সময়ে বৈষ্ণবগণ ও তাহা দর্শন ও স্পর্শন করেন। ব্রাহ্মণপুষ্কর গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে এবং কুলিয়া পাহাড়পুর গঙ্গার পশ্চিম তীরে যেহেতু পরিক্রমা পদ্ধতিতে লেখা আছে ;

জাহ্নবীর পশ্চিম কুলেতে।
কোলদ্বীপাদিক পঞ্চ বিখ্যাত জগতে ॥

পরিক্রমা পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণপুরা হইতে কুলিয়া পাহাড়পুর যাইতে গঙ্গা পার হওয়ার কথা লেখা নাই তথাপি ব্রাহ্মণপুরা হইতে পর্ণশীলার ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু কোলদ্বীপ গিয়াছিলেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অদ্যাপি ও সেই ঘাট পার হইলে কুলিয়া গঞ্জে উঠা যায়। আচার্য্যপ্রভু কুলিয়া দর্শন করিয়া সমুদ্রগড় গেলেন। তাহাতেও গঙ্গাপারের উল্লেখ নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে গঙ্গা তখন কুলিয়া ও সমুদ্রগড়ের মধ্যে ছিলেন না। কেবল বর্ষাকালে নিম্নভূমিটা জলময় হইয়া যাইত ও এখন ও যায়। কোন ব্যক্তি পরিক্রমা পদ্ধতি পড়িয়া পর পর গ্রাম অবলম্বন পূর্ব্বক মায়াপুর হইতে কোলদ্বীপে যদি যান তবে তাঁহার সমস্ত ধান্দা মিটিয়া যায় বৈষ্ণবাচার দর্পণ গ্রন্থে ও এইরূপ বর্ণন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কিছুদিন পরে কবিকঙ্কন নিজকৃত চণ্ডীগ্রন্থে এই রূপ লিখিয়াছেন।

ত্বরা করি সদাগর রাত্রি দিন যায়।
পূর্ব্বস্থলী সদাগর বহিয়া এড়ায় ॥
কোথাও রন্ধন কোথা দধিখণ্ড কলা।
নবদ্বীপে উত্তরিল বেনিয়ার বালা ॥
চৈতন্য চরণে সাধু করিল বন্দন।
সেখানে বহিয়া কৈল রন্ধন ভোজন ॥

পাড়পুর সমুদ্রগড়ি বাহিল মেলান।
মীরজাপুরে করিল ডিঙ্গার চাপান॥

প্রথমে নদীয়ার ঘাটে ধনপতি সদাগর অন্নপাক করিয়া আহার করিল সেই স্থানটাকে তখন দেওয়ান গঞ্জ বলিত। দেওয়ান গঞ্জের অপর পারে বিশারদের জাঙ্গাল ও শ্রীরামপুর। তাহা ছাড়িয়া দক্ষিণে পাহাড়পুর পাইলেন। এই কুলিয়া পাহাড়পুরকে কবিকঙ্কনে পাহাড়পুর বলিয়া গিয়াছেন। পাড়পুর ছাড়াইয়া সমুদ্রগড়ে পৌছিলেন। এখন ও সেই পথ লক্ষিত হইবে।

কাশিমবাজার পেনিনসুলা মাপ দেখিলে এ সকল সন্দেহ মিটিয়া যায়। কুলিয়া গ্রাম যে বর্ত্তমান নবদ্বীপ ইহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তবে সেই সময়ে দেওয়ানগঞ্জ হইয়া গঙ্গা কুলিয়াকে দক্ষিণে রাখিয়া উত্তরাভিমুখে গঙ্গানগরের দিকে চলিয়াছিলেন। সে সময় বর্ত্তমান নবদ্বীপের নহলাপাড়া গঙ্গার গর্ভে ছিল কি উপরে তাহা স্থির করিতে পারা যায় না। প্রাচীন নিবাসিগণ বলেন যে, নহলা পাড়ার অনেকাংশ গঙ্গার গর্ভে ছিল। জল শুষ্ক হইলে দেওয়ানগঞ্জ পারের ভগ্ন নিবাসঃবহু প্রজাবর্গ সংলগ্ন ও কুলিয়ার চরে আসিয়া বাস করেন। গঙ্গা দেওয়ানগঞ্জ পারের যতজমী ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন ততই শ্রীনবদ্বীপের স্থলপরবস্তিতে বাবলাড়ি প্রভৃতি পুরাতন গঞ্জের অনেক স্থান বসিয়া ছিল। সেই সময়ে পুরাতন গঞ্জে একটী স্থানে শ্রীবাস-অঙ্গন কল্পিত হয়। তাহাই আবার এখন কুলিয়ার চরে আসিয়াছে। দেওয়ান গঞ্জের দিকের প্রজা সকল নিজ নদীয়া নগরের প্রজা। তাহারই সংলগ্ন চরে যত উঠিয়া গেল ততই নবদ্বীপ নামকে প্রশস্ত করিল। যেখানে বড় নাম উপস্থিত হয় সেই থানে ছোট নাম কাযে কাযেই লুপ্ত হয়। কুলিয়ার কয়েকটী পল্লীতে পূর্ব্ব প্রসিদ্ধ কুলিয়া নাম লুপ্ত হইয়া নবদ্বীপ নাম ব্যাপ্ত হইল। এই রূপ কুলিয়া সংস্থাপন করিতে হইলে নিজ নবদ্বীপের সংস্থাপন করা প্রয়োজন। আমরা পরে তাহা করিব।

বর্ত্তমান নবদ্বীপকে পূর্ব্বোক্ত কারণে শ্রীকুলিয়াপাট বলিয়া সংস্থাপন না করিলে সমস্ত নিরপেক্ষ অনুসন্ধানবিফল হয়। কুলিয়া গ্রামে ছকড়ি মাধব চট্ট মহাশয় ও তদীয় পুত্র প্রভু বংশীবদনানন্দ বাস করিতেন এবং বংশীবদনানন্দের বংশধরগণ কুলিয়া গ্রামে শ্রীমায়াপুর হইতে আনীত শ্রীমন্মহাপ্রভুর দারুমূর্ত্তি রাখিয়া শ্রীপাট বাঘনাপাড়া চলিয়া যান। তাহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমাংশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বহু পূর্ব্বে যে গঙ্গাধারা ছিলেন তৎপশ্চিমে ও কোন স্থানে অনুসন্ধান করিয়া কুলিয়া নগর পাওয়া যায় না। যদি সেখানে কোন কুলিয়া থাকিত সেরূপ প্রধান নগর লুপ্ত হইলে তাহার কিছু না কিছু চিহ্ন পাওয়া যাইত। আমরা কোন সময়ে সমুদ্রগড় নিবাসী কোন অতি বৃদ্ধ অধ্যাপকের নিকট শুনিয়াছিলাম যে তিনি শিশু কালে কুলিয়ার গঞ্জে বাজার করিতে আসিতেন এবং সে সময় কুলিয়াগ্রামের অনেক অংশ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

রামচন্দ্রপুর।

রামচন্দ্রপুর নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গঙ্গার পূর্ব্বভাগে উত্তরতীরে পত্তন হইয়া উহা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত ছিল। পরে গঙ্গা তাহাকে ধ্বংশ করায় তাহা সম্প্রতি নবদ্বীপের উত্তর পশ্চিমাংশে সরিয়া আসিয়া ক্ষুদ্র নগণ্য গ্রাম স্বরূপ বর্ত্তমান আছে। এক্ষণে উহা গঙ্গার দক্ষিণ ভাগে উঠিয়া আসিয়াছে। রামচন্দ্রপুরের ইতিহাস আলোচনায় জানা যায় যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে রামচন্দ্রপুরের স্থানটী জঙ্গলাকীর্ণ ছিল ও জনমানবের তথায় বসতি ছিল না। সে সময়ে বিদ্যানগর যাইতে হইলে সে বর্ণন শ্রীচৈতন্তভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ৩য় অধ্যায়ে পাওয়া যায় তাহা পাঠ করুন।

অনন্ত অর্ব্বুদ লোক বলি হরি হরি।
চলিলেন দেখিবারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

পথ নাহি পায় কেহো লোকের গহলে।
বন ডাল ভাঙ্গি লোক দশ দিগে চলে ॥
শুন শুন আরে ভাই! চৈতন্য আখ্যান।
যেরূপ করিলা সর্ব্ব লোক পরিত্রাণ ॥
বন ডাল কণ্টক ভাঙ্গিয়া লোক যায়।
তথাপি আনন্দে কেহো দুঃখ নাহি পায় ॥
লোকের গহলে যত অরণ্য আছিল।
ক্ষণেকে সকল দিব্য পথময় হৈল ॥

এই যে বর্ণনা ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে রামচন্দ্রপুর যে স্থানে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পত্তন হইয়াছিল সেই প্রকার স্থানের অবস্থা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরে যখন তাৎকালিক নবদ্বীপ নগর গঙ্গাদেবীর ঘন ঘন পরিবর্ত্তনে উৎসন্ন হইতে লাগিল, সেই সময়ে উক্ত নবদ্বীপবাসিগণ পশ্চিম দিকে উঠিয়া গিয়া গঙ্গাতীরে নূতন নূতন গ্রাম পত্তন করিতে লাগিলেন ও বর্ত্তমান নবদ্বীপের ঠিক উত্তরাংশে নবদ্বীপ নগর সরিয়া গেল। পুরাতন নগরটী তখন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর বেলপুকুর, তারণবাস, সীমুলিয়া, তাঁতিপাড়া, নাম প্রাপ্ত হইল। এই মধ্যবর্ত্তিকালের নবদ্বীপ ক্রমে জমকাইয়া উঠিল। ঐ নূতন স্থানে রাজা প্রজা, ধনী নির্ধনী প্রভৃতি সকল প্রকার লোকের বসবাস হইল। ধনিব্যক্তিগণের মধ্যে আমরা উল্লেখ যোগ্য দুইটী বংশকে ঐ স্থানে বাস করিতে ইতিহাসের চক্ষে দেখিতেছি। একটী শ্রীভবানন্দ মজুমদারের বংশ ও অপরটী শ্রীহরেকৃষ্ণ সিংহের বংশ। প্রথমে আমরা নবদ্বীপাধিপতি ব্রাহ্মণ কুলতিলক মহারাজের পূর্ব্বপুরুষদিগের নবদ্বীপ সম্পর্কীয় কীর্ত্তি কলাপ বর্ণন করিব। তাহাতে আমরা কবিকুল শেখর রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের বর্ণনা অবলম্বন করিতেছি। উহা ১৬৭৪ শকে অর্থাৎ ১৭৫২ খ্রীঃ পলাসীর যুদ্ধের ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে ভারতচন্দ্র রচনা করিয়াছিলেন।

ক্ষিতীশবংশচরিতাবলী নামক একখানি গ্রন্থ আধুনিক কালে উক্ত রাজপরিবারের কীর্ত্তি ও যশ ব্যক্ত করিয়াছে বটে, কিন্তু যখন আমরা ১৬৬ বৎসর পূর্ব্বের একটী বর্ণনা পাইতেছি তখন তাহাই অবলম্বনে তাৎকালিক অবস্থা এবং তাহার শতাবধিবর্ষ পূর্ব্বের ঘটনা গুলি যাহা তখন পর্য্যন্ত স্মরণের অতীত হয় নাই তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব।

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র শ্রীভবানন্দ মজুমদারের বংশাবলী যাহা অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

(বসুন্ধরায় মর্ত্ত্য লোকে জন্ম—হরি হোড়ের বৃত্তান্ত)

সপ্তদ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জম্বূদ্বীপ।
তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রদীপ॥
তাহা ধন্য গৌড় যাহে ধর্ম্মের বিধান।
সাদ করি যে দেশে গঙ্গার অধিষ্ঠান॥
বাঙ্গলায় ধন্য পরগণা বাগুয়ান।
তাহে বড়গাছি গ্রাম গ্রামের প্রধান॥
পশ্চিমে আপনি গঙ্গা পূর্ব্বেতে গাঙ্গিনী।
সেই গ্রামে উত্তরিলা অন্নদা তারিণী॥

(ভবানন্দের জন্ম বৃত্তান্ত)

ধন্য ধন্য পরগণা বাগুয়ান নাম।
গাঙ্গিনীর পূর্ব্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম॥
তাহার পশ্চিম পারে বড়গাছি গ্রাম।
যাহে অন্নদার দাস হরি হোড় নাম॥
রহিতে বাসনা নাই হরিহোড়ের ধামে।

তাহে রাম সমাদ্দার নাম এক জন।
শ্রোত্রিয় কেশরি গাঁই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ॥

* * *

ভূমিষ্ঠ হইল নলকুবর সচ্ছন্দে।
ভবানন্দ নাম হৈল ভবের আনন্দে॥

* * *

চন্দ্রমুখী প্রসবিল তিন পুত্র ক্রমে।
গোপাল গোবিন্দ আর শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে॥

(বৰ্দ্ধমান হইতে মান সিংহের প্রস্থান)

সাঙ্গ হৈল বিদ্যাসুন্দরের সমাচার।
মজুমদারে মান সিংহ কৈলা পুরস্কার॥
মজুমদারে কহিলা করিব গঙ্গাস্নান।
উত্তরিলা পূৰ্ব্বস্থলী নদে সন্নিধান॥
আনন্দে গঙ্গার জলে স্নান দান কৈলা।
কনক অঞ্জলী দিয়া গঙ্গা পার হৈলা॥
পরম আনন্দে উত্তরিলা নবদ্বীপ।
ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতলয়ে বিচার শুনিয়া।
তুষ্ট কৈলা সকলেরে নানাধন দিয়া॥
মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলা মজুমদারে।
কোথায় তোমার ঘর দেখাও আমারে॥
মজুমদার কহিলা সে দূর বাগোয়ান।
মানসিংহ কহে চল দেখিব সে স্থান॥
মজুমদার সঙ্গে রঙ্গে খড়ে পার হয়ে।

বাগোয়ানে মানসিংহ যান সৈন্য লয়ে॥

(রাজার অন্নদার সহিত কথা)

অন্নদা কহেন চল ব্যাজ নাহি আর।
প্রিয় পুত্র যেই তারে দেহ রাজ্য ভার॥
মজুমদার কন আমি কি জানি তাহার।
উপযুক্ত বুঝিয়া নিযুক্ত কর ভার॥
অন্নদা কহেন তবে ভবিষ্যৎ কই।
মোর প্রিয় গোপাল ভূপাল হবে অই॥
সমাদরে মোর ঝাঁপি রাখিবেক এই।
যার স্থানে ঝাঁপি রবে রাজা হবে সেই॥
গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধর।
রাঘব হইবে নাম রাঘব সোসর॥
দো-গাঁয়ে আছিল রাজা দেপাল কুমার।
পরশ পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার॥
আমার কপটে তার হয়েছে নিধন।
রাঘবেরে দিব আমি তার রাজ্যধন॥
গ্রাম দিখি নগর সে করিবে পত্তন।
দীঘি কাটি করিবেক শঙ্কর স্থাপন॥
তার পুত্র হইবেক রাজা রুদ্র রায়।
বাড়িবেক অধিকার আমার দয়ায়।
গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে শঙ্কর স্থাপিবে॥
পৃথিবীতে কীর্ত্তি রাখি কৈলাসে যাইবে॥
তিন পুত্র রুদ্রের হইবে নিরুপম।
রামচন্দ্র বড় রামজীবন মধ্যম।

রামকৃষ্ণ ছোট তার বড় ব্যবহার।
রামচন্দ্র নিধনে রাজাই হবে তার॥
জিনিবেক সভাসিংহ আদি রাজ রাজী।
সোমযাগ করি নাম হবে সোমযাজী॥
এই ঝাঁপী হেলন করিবে অহংকারে।
সেই অপরাধে আমি ছাড়িব তাহারে॥
নিধন করিব তারে দরবারে লয়ে।
রাজ্য দিব রামজীবনেরে তুষ্ট হয়ে॥
অবিরোধে তার ঘরে থাকিব স্বচ্ছন্দে।
রাজাই করিবে রামজীবন আনন্দে॥
তিনপুত্র হবে তার প্রথম ভার্য্যার।
রাজা রামকৃষ্ণ রায় রঘুরাম রায়॥
গোপাল গোবিন্দ হবে আবার ভার্য্যায়॥
তার মধ্যে রাজা হবে রঘুনাথ রায়।
ভূমিদান দয়াদর্প রাজ ধর্ম্ম বলে॥
রঘুবীর খ্যাত হবে ধরণী মণ্ডলে।
তার পুত্র হবে কৃষ্ণচন্দ্র মতিমান।
কাশীতে করিবে জ্ঞানবাপীর সোপান॥
বিগ্রহ ব্রহ্মণ্যদেব মূর্ত্তি প্রকাশিয়া।
নিবাস করিবে শিবনিবাস করিয়া॥

*　　*　　*

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

উপরিউক্ত পয়ারে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের কবিত্ব শক্তির পরিচয়ের সহিত শ্রীভবানন্দ মজুমদাদেরর বংশাবলী বর্ণনা পাঠ করিলে অনেক গুলি গুপ্ত কথা উহাতে নিহিত আছে স্পষ্টই বুঝা যায়। রায় গুণাকর যখন এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তখন তিনি ভাবিতে পারেন নাই যে তাহার রচিত বিষয় লইয়া পরে অনেক প্রকার কথার বিচার হইতে পারে। তাহা জানিলে তিনি অবশ্যই আরো উত্তম করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বংশাবলীর কীর্ত্তি কলাপ ও ভৌগলিক বৃত্তান্ত গুলি লিখিয়া রাখিয়া যাইতেন। এই গুলির প্রতি সাধারণ ব্যক্তিগণ তত মনোযোগ করেন না। তাঁহারা গ্রন্থের কাব্যরস আস্বাদনে ব্যস্ত থাকেন। বড়গাছি গ্রামের হরিহোড়ের বংশের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলে ভবানন্দ মজুমদার উন্নতি লাভ করেন। তিনি মানসিংহের সহায়তা করিয়া যশোহরের প্রতাপ-আদিত্যের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। ভবানন্দের বাটী বাগুয়ান পরগণায় ছিল। আরো দেখা যায় যে তাহার গ্রামের নাম আন্দুলিয়া। গভর্ণমেণ্টের থানা জুরিসডিক্‌সন্‌লিষ্ট ও ম্যাপ দৃষ্টে পাওয়া যায় যে খড়ে নদীর তীরে বড় আন্দুলিয়া ও ছোট আন্দুলিয়া যাহার অপর নাম রামচন্দ্রপুর দুইটী লাগোয়া স্থান আছে। ঐ বড় আন্দুলিয়া বর্ত্তমানকালে মহৎপুর পরগনার অন্তর্গত এবং ছোট আন্দুলিয়া অথবা রামচন্দ্রপুর মুনসীফপুর পরগণার অন্তর্গত। বোধ হয় উক্ত মৌজাগুলি আকবরের সময়ে বাগুয়ান পরগণা অন্তর্গত ছিল। কালক্রমে ভিন্ন হইয়া অন্য পরগণার সামীল হইয়াছে। বাগুয়ান পরগণার অন্তর্গত জমী এখন পর্য্যন্ত প্রাচীন নবদ্বীপের মাঠে পাওয়া যায় এবং কান্দি রাজবংশের জমীদারী কাছারী যাহা সম্প্রতি বেলপুকুর গ্রামে রহিয়াছে তাহা সাধারণতঃ বাগোয়ান পরগণার কাছারী লোকে বলে।

নদীয়া কাহিনীতে লেখা আছে :—এই রূপে নদীয়া সে সময়ে আদৌ মুসলমান শাসনাধীন থাকিলে ও উহা প্রত্যক্ষতঃ কৃষ্ণনগরাধিপতিগণের

শাসনাধীন হইল। মানসিংহকে বাঙ্গালা বিজয়ে সহায়তার পুরষ্কার স্বরূপ ভবানন্দ মজুমদার, সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে বহু সম্মান ও এক ফর্‌মান্ দ্বারা ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে নদীয়া, মহৎপুর, মারুপদহ, লেপা মুলতানপুর, কাশীমপুর, বয়েড়া, মসুণ্ডা প্রভৃতি চতুর্দ্দশ পরগণার স্বামিত্ব প্রাপ্ত হইয়া রাজ্য শাসনে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময় হইতে নদীয়া তদ্বংশীয়গণের দ্বারা স্বাধীন ভাবে শাসিত হইতে থাকে। ভবানন্দ বাগোয়ান হইতে মাটিয়ারিতে রাজধানী স্থাপনা করেন। তিনি তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্ত্তে মধ্যম পুত্র গোপালকে তাহার বিষয়ের অধিকারী করিয়া যান। গোপাল, বাদসাহের নিকট হইতে শান্তিপুর, সাহাপুর, ভালুকা রাজপুর প্রভৃতি পরগণার জমিদারী সত্ত্ব প্রাপ্ত হন। জ্যেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ নিজ বুদ্ধিবলে স্বতন্ত্রভাবে কুশদহ ও উখড়া পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি অল্প বয়সে প্রাণত্যাগ করায় তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা গোপাল অধিকার করেন। গোপালের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাঘব মাটীয়ারী হইতে রেউই নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। "ইহাতে দেখিতে পাইবেন যে ১৬০৬ খৃঃ হইতে নদীয়া প্রভৃতি পরগণা গুলি শ্রীভবানন্দ মজুমদারের অধীনে আসে এবং পরে আরো অন্যান্য কয়েকটী পরগণা তদীয় বংশধরগণ লাভ করেন। বর্ত্তমান কৃষ্ণনগর সহরটী উখড়া পরগণার অন্তর্গত এবং উহা ভবানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণ নিজ বুদ্ধি বলে স্বতন্ত্র ভাবে প্রাপ্ত হন। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে রেউইতে শ্রীকৃষ্ণের নিজ নামে কৃষ্ণনগরের পত্তন হয়। গোপালের পুত্র রাঘব পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হন। রাঘবের পুত্র রুদ্র রায়। কেহ কেহ তাঁহাকে উদয় রায় বলেন। হেজেস ডায়রীতে ১৬৮২ খৃঃ অক্টোবর মাসে উক্ত রুদ্র রায় বর্ত্তমান ছিলেন লেখা আছে। ("Early in the morning we passed by a village called Sreenagar and by 5 o' clock this afternoon (October 1683) we got as far as Rewee a small village belonging to

রায় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের দ্বারা ১৭৯২ খৃঃ উজ্জ্বলতা লাভ করে। এই ২০ বৎসরকাল ঐ রামচন্দ্রপুরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। রামসীতার মন্দির গঙ্গাগর্ভে পতিত হওয়ায় ও রামসীতা ঠাকুর স্থানান্তরিত হওয়ায় ও পুরাতনগঞ্জে নবদ্বীপনিবাসীগণ নড়িয়া বসায় এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। এস্থলে আমরা নবদ্বীপাধিপতির বংশের বর্ণনা হইতে বিরত হইয়া এক্ষণে আমরা কান্দি রাজবংশের নবদ্বীপ সংক্রান্ত কয়েকটী কথা বলিব। ইহাও রামচন্দ্রপুর সম্পর্কীয়।

কান্দিরাজবংশের বিবরণ সম্বন্ধে আমরা কলিকাতা রিভিউর ১৮৭৪ খৃঃ একটী প্রবন্ধ দেখিতে পাই। উক্ত প্রবন্ধ লেখক উহার অনেক স্থলে অনেক ভুল করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার ভুল সংবাদ ও ভুল বিচার বাদ দিয়া সূক্ষ্ম বিচার গ্রহণ করিলে এ সকল কথা বেশ সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়। সেই জন্য আমরা উক্ত প্রবন্ধে প্রথম হইতে কয়েক ছত্র এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"*Little is known of the early history of this family ; the traditional accounts are so obscure that it will not be worth while to mention them here.* It is, however, beyond dispute that Hara Krishna Singh was the first who settled at Kandi, and may thus be called founder of the family. He began his career as a money lender, and afterwards opened an extensive business in silk. During the Marhatta incursions he migrated to Boalia on the east-side of the river Bhagirathi. Possessed of much wealth, he obtained the village along with others by presenting *Nazarana* to the Nawab of Murshidabad. Boalia still

froms a part of the vast estate of the Kandi family. *Harakrishna Singh was not only a firm believer in Vaishnavism, but became a convert to it* with his own family, a fact which Rani Katyayani, whom we shall speak of in the course of this narrative, used to relate often with pride.

Murlidhar was the son of Hara Krishna Singh. He was a banker and the father of three sons, namely Narayan Singha, Gauranga Singh and Bihari Singh. We are told that Gauranga Singh Mazumdar, being expert in business became a servant of the Kanungo Mahasay or Bangadhicary ; and amassed wealth, acquiring mehals taluks and lakhiraj lands. In the twelfth year of the reign of Shah Alam 1178, he is said to have obtained a sanad of perpetuity at Kandi from the Emperor of Delhi for the purpose of endowing the Shrine of Thakur Radhaballabh Ji, but the chronology is evidently incorrect.

উপরি উদ্ধৃত অংশ হইতে দেখা যায় যে কান্দিবংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীহরেকৃষ্ণ সিংহের বিষয় যে তিনি সপরিবারে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মে একনিষ্ঠ ছিলেন। তাহার কান্দি পরিত্যাগ, তৎপরে আলসে বোয়ালিয়াই হউক অথবা (রামপুর) বোয়ালিয়া হউক ঐ নামে কোন একস্থানে কয়েকদিন বাস করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার সংবাদ বড় একটা কলিকাতা রিভিউতে প্রবন্ধ লেখক দিতে পারেন না। আমরা শুনিয়াছি যে হরেকৃষ্ণ সিংহের মহাপ্রভুর ধর্ম্মে মতি গতি হইলে তিনি নবদ্বীপ বাসের বাসনা করিয়া গঙ্গাতীরে রুদ্ররায়ের স্থাপিত তাৎকালিক নবদ্বীপনগরের

তাঁহার ভ্রাতা জগন্নাথের সহ রামচন্দ্রপুর পল্লীতে বাস করিয়াছিলেন এবং সেই স্থানে গৌরাঙ্গ সিংহের জন্ম হয়। নবদ্বীপে সন্তানটী জন্মগ্রহণ করিলে তাহার নাম মহাপ্রভুর নামের অনুকরণে হরেকৃষ্ণ সিংহ, গৌরাঙ্গ রাখিয়াছিলেন। পরে গৌরাঙ্গ সিংহ বঙ্গাধিকারী কানুনগো মহাশয়ের অধীনে মজুমদারের কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে সম্মান লাভ করেন এবং ক্রমে রামচন্দ্রপুরের বসবাস পরিত্যক্ত হয়। উহার ৫০।৬০ বৎসর পরে ১৭৯২ খৃঃ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নবদ্বীপ বাসের কল্পনা করিলে তাহাদিগের রামচন্দ্রপুরে পূর্ব্ব পৈতৃক সম্পত্তির পতিত ভূমিতে গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন এবং তাহার পার্শ্বে স্বোপার্জ্জিত অর্থে কিছু ভূমি ক্রয় করিয়া তথায় রামচন্দ্রপুরে দেবতা রামসীতা যাহা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাহার ৩০ বৎসর পূর্ব্বে শিবনিবাসে লইয়া গিয়াছিলেন, প্রতিষ্ঠা করেন এবং তজ্জন্য ৬০ ফুট উচ্চ একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ১৭৯৯ সালের বৃহৎ বন্যায় গঙ্গা গর্ভে এ মন্দির পতিত হইলে উক্ত রামসীতা ঠাকুর কান্দি রাজবাটীতে স্থানান্তরিত করা হয়। সেই ঠাকুরের অদ্যাপিও পূজা হইতেছে তাহা কান্দি জমীদারদিগের সেরেস্তার কোন নায়েব আমাদিগকে বলিয়াছেন। রামচন্দ্রপুরে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নির্ম্মিত মন্দিরটী ধ্বংশ হইলে দেওয়ানজীও কান্দিতে প্রত্যাগমন করেন ও তথায় ১২০৬ সালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি যে সময় রামচন্দ্রপুরে আসিয়া বাস করেন তখন তাহার সঙ্গে ৩০০ বৈরাগী নবদ্বীপ বাসের জন্য আসিয়াছিলেন। তাহাদিগের জন্য বল্লালদিঘীর দক্ষিণপার্শ্বের উচ্চ খোলভাঙ্গার ডেঙ্গার সংলগ্ন ভূমিতে বৈরাগী ডাঙ্গা বসাইয়া তাহাদিগকে শ্রীমায়াপুরে বাস করাইয়াছিলেন এবং শ্রীমায়াপুরের যোগপীঠ ভূমি পাঁচথুপীর ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র করিয়া দিয়াছিলেন একথা নদীয়া কালেক্টরীতে রক্ষিত ছন্দাবন্দী কাগজে দেখিতে পাইবেন এবং যোগপীঠ ভূমিকে "শ্রীমায়াপুর" ... লিখিত আছে। স্বয়ং গঙ্গাতীরে রামচন্দ্রপুরস্থিত

পৈতৃক ভিটায় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বাস করিয়াছিলেন এবং কয়েকজন বৈষ্ণবকে রামচন্দ্রপুরের তাৎকালিক অপর পারে যাহা বর্ত্তমান কুলিয়া নবদ্বীপ যে স্থানেও গঙ্গা হইতে লব্ধ চরভূমিতে বাস করাইয়াছিলেন। ১৯ উনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে যখন দেওয়ানজীর গঠিত রামচন্দ্রপুর নষ্ট হইল তখন ক্রমে বর্ত্তমান নবদ্বীপে উত্তর পশ্চিম কোণে উক্ত গ্রাম খানি উঠাইয়া আনিয়া পত্তন হইল। তাহারই সংলগ্নে ঐরূপ বাবলা-আড়ি গ্রামখানি পূর্ব্ব স্থান হইতে স্থানান্তরিত হইয়া বসিল। ইহাই রামচন্দ্রপুরের সৃষ্টি হইতে বর্ত্তমান অবস্থার বিবরণ। উহা কোনদিনই প্রাচীন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপের সামিল নহে। উহা চিরদিনই বাহির দ্বীপের মাঠ বলিয়া খ্যাত আছে। দ্বীপের মাঠ অর্থাৎ অন্তর্দ্বীপ বা ভিতর দ্বীপের মাঠ মধ্যে উহাকে আকবরের সময়ে জরীপ কাল হইতে অদ্যা-বধি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। উহা রাজা রুদ্ররায় দ্বারা পত্তন হয়, পরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে পরিত্যক্ত হইলে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ উহাকে পুনরায় জাগাইয়া তুলেন কিন্তু কালের গতিকে উহা অল্পদিনের মধ্যে অস্তিত্ব শূন্য হইয়া গঙ্গাগর্ভে পতিত হইলে একটী স্বতন্ত্র স্থানে ঐ নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম পত্তন হইয়াছিল। তাহাই আজ কালকার রামচন্দ্রপুর। ঐ স্থানকে যাঁহারা অনর্থক নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা বলিয়া প্রচার করিতেছেন তাঁহারা তাহাদিগের অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পবিত্র জন্মভূমি যোগপীঠ শ্রীমায়াপুরের প্রতি বিশেষ অপরাধ করিতেছেন। ইহা সকলেই জানেন যে গঙ্গার ধারা চিরদিনই পূর্ব্বস্থলী হইয়া রুদ্রপাড়ার পশ্চিম দিয়া ক্রমে বিদ্যানগর, জাহ্নগর হইয়া গঙ্গা-নগরে আসিয়াছিল। মেজর রেনেলের সময়ের কিছুকাল পূর্ব্বে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর প্রাচীন নবদ্বীপের মধ্য দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইয়া গঙ্গানগর ধ্বংশ করিয়া দক্ষিণ বাহিনী হইয়া বর্ত্তমান কুলিয়ার পশ্চিমের

খাদ দিয়া সমুদ্রগড়ি হইয়া দক্ষিণাভিমুখে নামিয়া আসিয়াছিল। ঐ ধারার বৃত্তান্ত হণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন। তাহা হইলে পরিক্রমা রামচন্দ্রপুর হইতে বাহির হইলে গঙ্গার তীর দিয়া প্রথমে মাতাপুর, একডালা, মাউগাছি, ব্রহ্মাণীতলা, পূর্ব্বস্থলী প্রভৃতির দিকে গঙ্গার পূর্ব্বতীর দিয়া কোথায় পড়িবে। ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া পরিক্রমার পথ মিলাইয়া দিলে পরিশেষে গোলোযোগে পড়িতে হয়। রামচন্দ্রপুর সপ্তদশ শেষ হইতে উনবিংশ শতাব্দি পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে ও বর্ত্তমান সময়ে উহার অস্তিত্ব ছিল না ও নাই।

শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস যখন ভ্রান্ত পথ অবলম্বনে লোকচক্ষে রামচন্দ্রপুরে মহাপ্রভুর জন্মভূমি বলিয়া প্রচার করিলেন তখন শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা হইতে সম্পাদক প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তি-ভূষণ মহাশয় A few notes on finding the birth place of Sri Gauranga নাম দিয়া কয়েকটী কথা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

A FEW NOTES ON FINDING THE BIRTH-PLACE OF

SRI-GAURANGA.

1. The present location of the Municipal town of Nadia traces its present existance not before the early part of the 19th century.

2. Prior to the 19th century the town is traced to have heen situated on a land two or three miles in nhe north and north-west part of the present one.

3. The old bed of the Ganges now known as "Jalakar Damdama" marks the division of the old town in the latter part of the 17th century by a flow of the Ganges which is found to silt up during the 19th century, thereby uniting the divided lands again of the old town.

4. The flow of the water in Jalakar Damdama gave the southern bank the name of Mayapur or old Nadia and its northern bank retained the name of Nadia as before. (Nadia was philologically transformed into Nidaya and Nedaya ; Mayapur into Myapur hence Mayapur came.)

5. The later writers have given much stress on the name of the particular vicinity of Nadia viz. Mayapur in targetting the birth-place of Sri Gauranga instead of vaguely designating Navadwipa when Nadia became isolated in the estimation of the common people by the natural division of the water in the 18th century.

6. The people of the near vicinity of Mayapur such as Sonedanga and other places are often found saying that they heard from their ancestors to have daily marketted in the Nadia bazar a century ago.

7. The tradition of the respectable Mahomedan Zemindar family of the Mollas who were then connected with the then Fouzdars of Navadwipa, runs that their ancestor one Molla Hadi came from Dacca and built his residence in Nabadwip early in the eighteenth century or late in the seventeenth century when his residence was washed away by the flow of the Ganges now known as the Jalakar Damdama and since then they were obliged to shift from the north to the south side of the site of Ballal Sen's palace.

8. The most elaborate and reliable book that has dealt with the geographical position of old Nadia and birth place of Sri Gauranga is "Bhakti Ratnakar" a comprehensive Bengali work said to have been written by a renowned writer Narahari Chakravarti alias Ghanashyam Das or Rasuya Narahari who flourished about 250 years ago.

9. Erudite scholars like late Brajanath Vidyaratna and late Mahendranath Bhattacharya Vidyaranya M.A. B.L. of Navadwip, ascetic savants like Jaganath Das and Chaitanya Das, illustrious

editor like Shisir Kumar Ghosh of the Amrita Bazar Patrika, late P. Shyam Lal Goswami, Pandit Nagendra Nath Basu Prachya Vidya Maharnava, late P. Radhikanath Goswami, Rashbehari Sankhyatirtha, Pandit Madhusudan Goswami Sarvabhauma and others—all of them had pinned the location of the birth-place of Sri Gauranga in Mayapur and not in Ramchandrapur.

10. Ramchandrapur lies on a char land of Kulia Daha, Kulia being on the other side of Nadia and the Ganges dividing the two important places.

11. The old bed of the Bhagirathi which still lies on the west of the present town of Nabadwip could not have so lain in the time of Sri Gauranga, because the Bhagirathi lay between Navadwipa and Kulia, which fact is gathered from the writings of old Vaisnav authors.

12. The trigonometrical survey map published by Government in 1866 will bear testimony to the location of Kulia in Kolairgunj now forming Tegharipara etc of the present town.

13. The attribution of fixing Kulia in a village now known as Satkulia which is 8 miles off from old Nadia and intervened by seven other villages between them is wrong as on the opposite bank we find no Nadia.

14. The Geographical positions of Nadia and Kulia have been fixed in the Chaitanya Bhagabat, Chaitanya Chandrodaya, Chaitanya Charitamrita Mahakavya of Kavi Karnapur in a village just on the opposite side of Nadia.

15. The attribution of the name of Sat Kulia in connection with the visit of Sri Gauranga for 7 days is utterly a product of halucination and is quite contrary to the existence of the 7 villages that were also intervening in those days.

16. It is mentioned in "Bansi Siksha" that Kulia was situated in the heart of Nadia. So question of identifying Satkulia with Kulia is ridiculous.

17. It is mentioned in the Navadwipa Parikrama, Bhakti Ratnakar and other works that Sri Gauranga's birth-place was in

Antardwipa or Atopur, a village extinct long before the advent of Sri Gauranga in Nadia, other eight isles formed the environs of Antardwipa or Navadwipa proper. The lands adjoining Mayapur are known to the present day as Dwiper Math whereas lands of Kulia, Bechappar Ramchandrapur, Dewangunj, Puratanganj are still called Bahir Dwiper Math or lands outside Navadwip proper.

18, Some of these lands are still referred to in the Government papers as belonging to Nadia Perganna.

19. Some of the owners of temples at the Municipal town at Kulia have misled men to take up their wrong cause converting Kulia into Nadia and to assert some place other than Mayapur as birth place of Gouranga to serve their purpose as well as to get Government support.

20 One late Kanti Chandra Rarhi, a weaver by caste, of Kulia used to practise as a Muktear in Hugli. He was somehow in connection with the religious traders then to establish this wrong theory with the help of false arguments, which show clear departures from the existing genuine evidences. The present movement to fix a wrong place as the birth place of Sri Gauranga by various Kulia people trying to connect the Government's name with it, is by no means based on facts or researches of any antiquarian.

21. The present movers of this agitation who hold that Ramchandrapur is the birth place of Sri Chaitanya have suppressed all authentic views on finding out the birth place of Sri Gauranga and have taken recourse to designing accounts and fabricated traditions. Late Dewan Ganga govinda commemorated his father's name by dedicating a temple to Ramchandra and not to Radhaballav as they say at Ramchandrapur which was long swept away by the Ganges and is now known as Kuliar Daha or Keledaha. The ruins of that temple have long been found in the river bed and fragments of materials have many a time been picked up by fishermen, boatsmen, leaving nothing to be bored out at present.

22. The assertion of the existence of a temple underneath the sand below 35 feet cannot be taken as true on the authority of the

vulgar people like Fatik Ghosh Goala, Keshub Goala, supported by a new comer Brajamohan Dass.

23. Attempts are now not uncommon in Kulia to set up many houses in the municipal town to pass by the name of Mahaprabhu's Bari or Gaur Griha.

24. It is mentioned in the Bhaktiratnakar that from the birth-place of Sri Gauranga, Subarna-bihar, a village near Maheshgunj on the Nadia Road, is visible. The position of Mayapur can only satisfy the condition but not of Ramchandrapur.

25. Dr. Sir William Hunter has written in his Statistical statement that he was told that near Burdwan boundary at Mayapur town there existed the tomb of the teacher of Hosain Sha, King of Bengal, who was identified to be the same man as the Kazi whom Gauranga met in his Sankirtan. This place is now called Bamanpukur where the tomb still exists and his descendants still living there on the border of the Burdwan district.

26. "Kayastha-Kaustav" published in 1846 A. D. says that Ballal Sen's capital was at Mayapur Navadwip, where as the present location of the site of his palace is at Bamanpukur which was evidently a part of old Mayapur of Sri Gauranga, though an adjacent palace called Ballaldighi, so named owing to its situation on the banks of a spacious pond which goes by that name, has intervened between Mayapur and the present Bamanpukur, where the old ruins stand together with the tomb of the teacher of Hosain Shah, Said- I - Mecca.

27. According to the Mahomedan writer Mozammel Huq of Santipur, Mayapur was a big village in the time of Bukhtiar Khiliji, with 360 families.

Late Pandit Nabadwip Chandra Goswami Nayaratna of Beniatola in his work Vaishnabachar Darpan (First edition) had firmly pointed out Mayapur to his readers as the birth place of Sri Gauranga but his writings went against him when he owned later on a piece of land in Kulia known as **Naya Sribas angan** of Kulia. Late Kanti [illegible] a Rarhi also admitted and circulated

Mayapur to be the birth place of Sri Gauranga when his views were changed in connection with a spot of land known as Radhi Kaluni's dhibi or Purana Sribas angan of northern part of Kulia. Mahamahopadhyay Ajit Nath Nayaratna of Kulia was also a promoter of establishing a temple at Gauranga's birth place Mayapur in Antardwip and not in Bahirdwip Ramchandrapur and firmly believed Mayapur to be the true birth place of Sri Gauranga taking a prominent part in connexion with the Nabadwip Dham Pracharini Sabha since last 21 years when his neighbours of Kulia told him now to believe that (Ramchandra) Radha ballav's temple will go to signify the birth place (?) of Gauranga at (Bahirdwip) mausa Bechhappar Ramchandrapur by Dewan Gangagovinda. Agitator Brajamohan Das was also found to calculate distances from the Naya Sribas Angan at Kulia in his recent adventures.

Naffar Chandra Palchaudhury Bhaktibhusan
Secretary Nabadwip Dham Pracharini Sabha.

কর্ম্মীর কাণাকড়ি।

মানবের অধিষ্ঠানে ত্রিবিধ সত্তার অবস্থান। মানবের স্থূলদেহ, তাঁহার মন, ও তিনি স্বয়ং দেহী। এই দেহীটী অবিমিশ্র চেতন। তাঁহার মন স্বয়ং চেতন হইলেও অচিৎএর ধারণায় সর্ব্বদা ব্যস্ত এবং তাঁহার স্থূল দেহটী বিশুদ্ধ অচিৎ।

চিন্ময় দেহীর বা জীবাত্মার আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দুইটী মত দেখিতে পাই। একটী নির্ব্বিশেষপর জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদত্ব মূলক অপরটী আত্মার নিত্য সবিশেষ ধর্ম্মে সেব্য-সেবক ভাবে অন্যোন্যাশ্রিত। দেহ ও মনের কবল হইতে যে সময় আত্মা মুক্ত হন, তখন তিনি নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর অথবা নিত্য হরিসেবাময়। যে কালে মানবের দেহ ও মনের অধিষ্ঠান সুপ্রবল হইয়া অনাত্মবিচারে প্রমত্ত, সেকালে তিনি জ্ঞান

ও ভক্তি মার্গের কোন কথায় আদর করিতে পারেন না। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি তাঁহাকে অশান্তিময় রাজ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। আত্মা বা দেহী অনিত্য ফল কামনা করেন না বা করিতে অসমর্থ। অনাত্ম প্রতীতি প্রবল হইয়া আত্মধর্ম্মের বিপর্য্যয়ে নশ্বর দেহ ও মনকে 'আত্মা' বলিয়া সনাক্ত করে ইহাই জীবের বিবর্ত্ত বা ভ্রান্তি। শক্তির পরিণামফলে নশ্বর ধর্ম্ম দেহ ও মনে পরিদৃষ্ট হয় ইহাই আত্মার বিবর্ত্ত ভাব।

অনাত্ম দেহ বা মন ফলভোগ করে। নিত্য হরি সেবার ক্রিয়া গুলিকেও কর্ম্মফলের অন্যতম জ্ঞান করে। বাস্তবিক হরিসেবা কখনও দেহ ও মনের কর্ম্ম জাতীয় চেষ্টা নহে। বাহ্যদর্শনে সমত্বের উপলব্ধি হইলেও একত্বের নিদর্শন নহে। দেহ ও মন লইয়া যাহারা বিব্রত, তাঁহাদের কর্ম্মপথ ব্যতীত অন্য গতি নাই। তাঁহারা আত্মাকে ও দেহ ও মনের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করেন সুতরাং হরিসেবাকে ও একটী কর্ম্ম বিশেষ জ্ঞান করেন। জড় কর্ম্মের সহিত হরিসেবার পার্থক্য এই যে জড় কর্ম্ম নশ্বর এবং কর্ত্তার উদ্দেশে ফল প্রসব করে কিন্তু হরিসেবা নিত্য ও হরিপ্রেম আনয়ন করে। কর্ম্মের ফল সুখ দুঃখ মিশ্রিত, হরিসেবনের ফল সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হরির নিত্য আনন্দ। হরির আনন্দ অনন্ত, জীবের কর্ম্মফল অনন্ত বাধাময় দুঃখরাহিত্য ধর্ম্মযুক্ত।

কর্ম্মী দুই শ্রেণীর কুকর্ম্মী ও সৎকর্ম্মী। সত্ত্বগুণে জীব সৎকর্ম্মপর হ'ন, রজস্তম গুণে তিনিই অসৎ বা কুকর্ম্মপর হ'ন। সৎকর্ম্মপর দেহ ও মন দয়া বিশিষ্ট, অসৎ কার্য্যতৎপর প্রবৃত্ত অহঙ্কারী জীব পরহিংসাপর। স্বীয় স্বার্থসাধনে প্রমত্ত হইয়া নিজ রজস্তমগুণ দ্বারা নানা কদর্য্য কার্য্যে আমরা দেহ ও মনকে নিযুক্ত হইতে দেখি। তাদৃশ কুকার্য্য পোষণের জন্য তাঁহাদের অসংখ্য যুক্তি অবতারিত হয়, পরিশেষে তাণ্ডব নৃত্য করিয়া কুকর্ম্ম হইতে সংযত হন ও পুণ্যময় সাত্ত্বিক কর্ম্মীদিগের দ্বারা লাঞ্ছিত ও দণ্ডিত হন। যে কাল পর্য্যন্ত জীব দেহ ও মনের দ্বারা চালিত হইয়া কুকার্য্য নিরত হন

তদবধি তাঁহার যথেচ্ছাচারিতা সুপ্রবল থাকে। যথেচ্ছাচার প্রশমনের জন্য সত্ত্বগুণের আবাহন কর্ম্মবীরের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহার কুপ্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে তিনি রজস্তম গুণকে পরিত্যাগ করিবার পরিবর্ত্তে গোপনে তাদৃশ গুণদ্বয়ের সাবধানে সেবা করিয়া থাকেন। এরূপ ঘৃণিত কার্য্য সদ্‌গুণের নামে প্রচলিত থাকিলে ও উহা যে সত্ত্বগুণের ক্রিয়া নহে তাহা জানিতে আর কাহার ও বাকী থাকে না।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনাফলে আমরা জানিতে পারি যে প্রবৃত্তি ও অহঙ্কার-বশে জীব সত্ত্বগুণ হইতে পরিভ্রষ্ট হন কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সত্ত্বগুণেই অধিষ্ঠিত। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুইটীই সত্তার নিত্য ধর্ম্মের প্রতিযোগী, কিন্তু তাহারা স্ব স্ব নিত্যত্ব সংরক্ষণে অসমর্থ। অনিত্য গ্রহণ বা অনিত্য সত্তার বিলোপ সাধন উভয়েই নশ্বর ধর্ম্ম বিশিষ্ট। তাহাদের দ্বারা নিত্য বৈকুণ্ঠ বস্তু পরিপুষ্ট হইতে পারে না। রজস্তম পরিহার করাই সৎকর্ম্মপর ব্যক্তির ধর্ম্ম। যেখানে তাহার বিপত্তি ও প্রতিকূল যুক্তি দ্বারা অনিত্য গ্রহণ প্রবৃত্তি, সেই থানেই অসৎ কুকর্ম্মীগণের রঙ্গক্ষেত্র। কুকর্ম্মবীর দিগের মুখে আমরা শুনিয়া থাকি যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের চতুর্থাশ্রমের উপযোগিতা নাই। চতুর্থাশ্রমী বলিতে গেলে নিবৃত্তজীবন বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করা হয়। তাঁহারা তিন ভাগে বিভক্ত কর্ম্ম সন্ন্যাসী, জ্ঞানী ও ভক্ত। উভয়েই ত্যক্তকর্ম্ম কেননা দেহ বা মনের চাঞ্চল্যে উভয়েই ব্যস্ত নহেন। কর্ম্ম সন্ন্যাসী বিরক্ত হইয়া ফলভোগ হইতে সুদূরে বাস করেন, তাঁহার বাসনায় কর্ম্মের কোন প্রকার অশান্তি নাই, সুতরাং শান্তিময় জীবনই তাঁহার লক্ষ্য। জ্ঞানী বলেন, কর্ম্ম সন্ন্যাসের অবস্থা নশ্বর ধর্ম্মে আবদ্ধ, সুতরাং নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানই জ্ঞানীর লক্ষ্য। ভগবদ্ ভক্ত বলেন, ভেদ জ্ঞানময় জ্ঞানী নির্ভিন্ন হইবার বাসনায় অশান্ত মাত্র। তাঁহার বৃত্তিমাত্রই তাঁহার উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করিতেছে। নিত্য হরিসেবাপরায়ণতাই সন্ন্যাসের চরম লক্ষ্য।

তাদৃশ হরিসেবককেই ভক্ত বলে। তিনি জড়ের সকল আশা ভরসা ছাড়িয়াছেন, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানের ফল্গুতা উপলব্ধি করিয়াছেন, সুতরাং বদ্ধাবস্থায় ভোগ বা বদ্ধ হইতে মুক্ত হইবার প্রয়াস উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপন্ন ভক্তই প্রকৃত সম্যক্ ও নিঃসংশয়রূপে বিষয় ত্যাগ করিতে সমর্থ।

সন্ন্যাসী বলিলে ইহাই বুঝায় যে যিনি বিষয় সেবায় ক্লান্ত হইয়া তাহার ফল্গুতা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং জগতের জন্য তাঁহার বিবেচনায় প্রচুর কার্য্য করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার সঞ্চিত বিষয়ের ফল লাভ করিয়া যে অবস্থায় অবস্থিত তাহা কুকর্ম্মী শিশুর গর্হণের বিষয় নহে। কোন কুকর্ম্মী কর্ম্মবীর নামে পরিচিত হইয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তন্তুবায়গণের শ্রমলভ্য ফল সকল অন্যায়রূপে উপভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে তন্তুবায়গণের শ্রমসিদ্ধ ফল হইতে বঞ্চিত করা কর্ম্মবীরগণের কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই শিশু কুকর্ম্মবীর জানেন না যে কর্ম্মালানে কর্ম্মক্লান্ত মহাবীরগণই তাঁহাদের নিজ শ্রমসিদ্ধ ফল স্বরূপে পেনসন্ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের সঞ্চিত সমাজ-ক্রোড়ে রক্ষিত বিত্ত হইতে তন্তুবায়গণ অন্নজলাদি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের জন্যই জীর্ণবাস সমূহ প্রস্তুত করিয়া দেয়, সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তন্ত্রীদিগের কেবল সেব্য হইয়া তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া সমাজের স্কন্ধে চাপিয়া থাকেন না। যদি অপবাদকারী কুকর্ম্মী সম্প্রদায় বলেন যে, উপার্জ্জিত বিত্ত উপার্জ্জনকারীর কার্য্যে না লাগিয়া দুর্ব্বৃত্ত সমাজে বাটওয়ারা হউক, এবং উপার্জ্জনকারী পুনরায় সন্ন্যাস ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তন্তুবায়ের টানা পড়েন লইয়া ব্যস্ত হউন, তাহা হইলে নির্ব্বুদ্ধিতার চরম সীমা আর কি হইতে পারে।

নৈতিকহিসাবে ধরিতে গেলেও ত্যাগীসম্প্রদায়ের দ্বারা গৌণভাবে সমাজ

করা সমাজের অধিক ব্যয় সাধ্য বলিয়া সন্তপ্ত হইতে হইবে না। শাস্ত্রে বলিয়াছেন।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসংজ্ঞিনাম্।

দেহ ও মনের উদ্দাম চেষ্টায় যাহাদের বুদ্ধি প্রতিহত হইয়াছে, সেই জ্ঞানহীন কর্ম্মবীর সম্প্রদায়ের মূর্খতা অপনোদন করিবার জন্য কোন চেষ্টাই করিওনা।

তন্তুবায়ের মোক্তারগণকে আমরা বলি, যে তাহারা তন্তুবায় সম্প্রদায়ের নির্ব্বুদ্ধিতা বিবর্দ্ধনের জন্য স্বীয় নিঘৃণ্য কাম চেষ্টায় মত্ত না হন, সেই মোক্তারগণ চতুর্থাশ্রমের প্রতিকূলে যে থাজা বোকার যুক্তি লইয়া মূর্খতা করিবেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে কেহই বুদ্ধিমান মনে করিবে না। যদি সভ্য সমাজে কর্ম্মের প্রচণ্ডতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইত তাহা হইলে জ্ঞান ও ভক্তিপথ পৃথিবীর চিত্রপট হইতে এতদিন মুছিয়া যাইত। কর্ম্মবীরের প্রাপ্যফলই সন্ন্যাস, অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগ। জড় জগতের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে মৃত্যু এবং নিস্ফল বলিয়া অবস্থাদ্বয়ের অধিষ্ঠান আছে উহাই কি ত্যাগের বা সংন্যাসের উৎকৃষ্ট আদর্শ নহে? বিষয় ভোগের সঙ্কোচকেই সংন্যাস বলে। যে বিষয় নিত্যকাল ভোগ করিতে পারা যায় না যে বিষয়টী অমৃত নহে, তাহাকে বিষ বলিয়া নির্ব্বিষয়ী সম্প্রদায় আখ্যা দিয়াছেন।

নির্ব্বিষয়ী বা সন্ন্যাসীকে বিষয় যুক্ত বলিলেই সমাজ সেবক বলা হয়। সমাজ সেবক মাত্রেই সমাজের ন্যূনাধিক ফললাভের যোগ্য। সুতরাং কুকর্ম্ম-বীরের ভণ্ড সন্ন্যাসীদিগের জীর্ণ বাস বঞ্চিত করিবার প্রয়াস নিজ যুক্তি দ্বারাই খণ্ডিত হইল আর প্রকৃত ত্যাগীর আবর্ত্তিত যজ্ঞিকাবুর্ণনে বাধা দেওয়া তন্তুবায় মোক্তারগণের নির্ব্বুদ্ধিতার চরমসীমা। এইরূপ চিন্তা স্রোত কোন ও কর্ম্মবীরের বুদ্ধিতে স্থান পাওয়া উচিত নহে। ইহা পাশব বলের ক্রীড়া

মাত্র। বিনিময়ে দ্রব্যাদি বিক্রয় বা পরিশ্রমের জন্য শ্রমজীবির প্রাপ্য দিবার পদ্ধতি যে কাল পর্য্যন্ত সভ্য মানব সমাজে আদরে গৃহীত হইবে তৎকালাবধি চতুর্থাশ্রমীর ব্যয়ভারপীড়িত সমাজ তাহাদিগের প্রয়োজনীয়তা ও সম্মান দিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

বিরক্ত হরিপরায়ণগণ সমাজের কিরূপ মঙ্গলকারী তাহা আসক্ত বিষয়ী তাঁহার সঙ্কীর্ণ বিচারেও বুঝিয়া লইতে পারেন। তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা বা হিংসাকরা বিরক্তের ধর্ম্ম নহে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের গীতটী এবিষয়ে তাঁহাদিগের দুষ্প্রবৃত্তি দমনের ঔষধি স্বরূপ কার্য্য করিতে পারে।

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু। প্রেম রতন ধনে হেলায় হারাইনু।
অধনে যতন করি ধন ত্যাগ কৈনু। আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়িয়া কৈনু অসতে বিলাস। তে কারণে লাগল মোর কর্ম্মবন্ধফাঁস।
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু। গৌর কীর্ত্তন রসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয় প্রাণ কি সুখ লাগিয়া। নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া॥

সঙ্গ বিচার।

লৌকিকনীতিশাস্ত্রে উক্ত আছে "সংসর্গজাদোষগুণা ভবন্তি," "ত্যজ দুর্জ্জন-সংসর্গং ভজ সাধুসমাগমং" ইত্যাদি। যে ব্যক্তি যেরূপ সংসর্গপরিবৃত থাকে, তাহার চরিত্র তদনুকরণে গঠিত হয়। প্রাকৃতিক জগৎ হইতেও ইহার অনেক দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করা যাইতে পারে। অতি শীতল জলের সংযোগে

হয়, অগ্নির সাহচর্য্যে সলিলাদি অনুষ্ণবস্তুর তাপ বৃদ্ধি হয়, তড়িৎ সংযুক্ত বস্তুর সংস্পর্শে ধাতব পদার্থে সমজাতীয় তড়িৎ সংশ্লিষ্ট হয় ইত্যাদি। জৈব-জগতেও উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে গৃহপালিত সারমেয়ের স্বাভাবিক হিংসা প্রবৃত্তির কথঞ্চিৎ হ্রাস সংঘটিত হয়, শৃগাল গহ্বরে প্রতিপালিত সিংহ শাবক জম্বুকোচিত ভীরুতা প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি। মানব সংসারে পরিদৃষ্ট হয় হীন চরিত্র ব্যক্তির সাধুসঙ্গী বিরল, সজ্জন সভাতে সাধারণতঃ সাধু প্রকৃতি শান্ত চিত্ত ব্যক্তিই লক্ষীকৃত হয়। জীব মাত্রই, বিশেষতঃ মানব, অনুকরণ প্রিয়। চতুর্দ্দিকে যেরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় স্বীয় জীবনেও সেইগুলিই প্রতিফলিত হইতে থাকে এবং কালক্রমে তাহা নিজ চরিত্রের অপরিহার্য্য উপাদানে পরিণত হয়। 'যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ।" (হরিভক্তি সুধোদয়) ৮।৫১। অর্থাৎ স্ফটিকমণি যে বর্ণের নিকটে থাকে, তাহাতেও সেই বর্ণ প্রতিভাত হয়। তদ্রূপ যে পুরুষ যে পুরুষের সঙ্গ করে তাহাতে সেই সেই গুণগণ প্রতিভাত হয়। এতৎ প্রসঙ্গে মহাভারতোক্ত সহমাতৃপিতৃক সহজাত শুকদ্বয়ের ইতিবৃত্ত পাঠকমাত্রেরই স্মরণ পথারূঢ় বলিয়া আশা করা যায়। একটী ঋষিগণের নিকট পালিত ও অপরটী দুর্ভাগ্যবশতঃ নৃহন্তৃ চণ্ডাল দস্যু পুষ্ট হইতেছিল। অরণ্যমধ্যে পথভ্রান্ত ক্ষুৎপিপাসাক্লিষ্ট পথিক উক্ত চণ্ডাল কুটীরে আশ্রয় পাইবার আশায় যেমন অগ্রসর হইতেছিল, অমনি তদ্দ্বারস্থ পক্ষীটী "ধর্, ধর. মার্, মার্, শিকার পালায়" ইত্যাদি বিধায় চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল। পথিক প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। পরে বহুদূরে আর একটী কুটীর দেখিয়া আশ্বস্তচিত্তে অগ্রসর হইতে যেমন পূর্ব্বদৃষ্ট শুকের ন্যায় একটী শুককে দ্বারস্থ দেখিলেন অমনি অপর দস্যুর স্থানভ্রমে প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, এমন সময়ে শুকটী সাধুভাষায় পথিকের সম্বর্দ্ধনা করিয়া গৃহস্বামীকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিল "প্রভো, দ্বারে সম্মানভাজন অতিথি উপস্থিত, আপনি

শীঘ্র আসিয়া ইঁহার যথাবিহিত সৎকার করুন।" পথিক শুনিয়াই ত অবাক্ ও নিস্পন্দ। ইত্যবসরে গৃহমধ্য হইতে সৌম্যমূর্ত্তি এক ঋষি বহির্গত হইয়া পান্থকে সুমিষ্ট বচন ও পাদ্যার্ঘাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া যথাসময়ে আহৃত বন্যফলমূল ও সুপরিষ্কৃত পেয় দ্বারা তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিলেন। পথিক বিগতক্লম হইয়া ঋষিবরকে তাঁহার সেই দিবসের অভিজ্ঞতা আদ্যোপান্ত জ্ঞাপন করিয়া পক্ষিদ্বয়ের এরূপ আচরণ ভেদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষি-প্রবর প্রত্যুত্তরে সঙ্গের অসীম শক্তি তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন। সঙ্গের এতদূর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। এরূপ অবস্থায় সুধীব্যক্তি মাত্রই সাধুসঙ্গের পক্ষপাতী এবং স্বীয় আত্মীয়জনকে, বিশেষতঃ পাল্য বা শাসনার্হ স্নেহভাজন-জনকে সাধুসঙ্গে রক্ষা করিতেই প্রযত্ন করেন। সাধুসঙ্গের সুফল গ্রহণে কাহারও অমত দৃষ্ট হয় না। তবে সাধুত্বের নির্ণায়ক গুণবিচারে বিভিন্ন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা।

মানব সম্প্রদায় প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রত্যেক শ্রেণীর সাধুত্ব বিষয়ে আদর্শ স্বতন্ত্র। চার্ব্বাকমতাবলম্বিগণ বা গ্রীসদেশীয় দার্শনিক এপিকিউরসের শিষ্যগণের অনুবর্ত্তিগণ ইহজীবনে স্বীয়ভোগতৎপরতাকেই চরমফল বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে অন্যাভিলাষী বলে। অন্যাভিলাষী বলিলেই উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিকে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। অন্যাভিলাষীকেও নৈতিক জীবন অতিবাহিত করিতে দেখা যায়। সমাজের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে আপনাকে তাহার মন্দফলভাগী হইতে হইবে, সুতরাং সে সমাজ নিয়ম প্রতিপালন করে। দৈহিক নিয়ম অতিক্রম করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গজনিত কষ্ট পাইতে হইবে, তন্নিমিত্ত সে মাদকত্যাগ, যথেচ্ছাচারাদি বর্জ্জন করিয়া চলে। তাহার দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি এই সকল দিক দেখিয়া সংযতভাবে জীবন যাত্রা অতিবাহিত করে সেই সাধু। আবার দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত মানবের স্বতন্ত্র চিন্তাস্রোত। তিনি নিজ সুখভোগকে ইহজীবনের পরেও বর্দ্ধিত করিতে

প্রয়াসী, তাঁহার স্বর্গসুখভোগের স্পৃহা বলবতী। সুতরাং তিনি অন্যাভিলাষী-গণের শাসনজন্য বিধিবদ্ধ পরোপকারনির্দ্দেশক শাস্ত্রবাক্য পালন করিয়া পুণ্যার্জ্জন করিতে যত্ন করেন। সেই বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়া কেহ গোব্রাহ্মণের হিতসাধন করিতেছেন, কেহ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষাদি রোপণ, দরিদ্রকে অন্ন বস্ত্র ভৈষজ্য দানরূপ পুণ্যময় ব্রত পালন করিতেছেন। ইঁহারা যাঁহাকে সাধু নামে অভিহিত করেন, তিনি অবশ্য অন্যাভিলাষীগণের লক্ষীভূত সাধু হইতে পৃথক ইহা বুদ্ধিমান্‌জনকে বলিয়া দিতে হইবে না। আবার তৃতীয় শ্রেণী নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানলিপ্সু মানব দ্বারা সংগঠিত। ইঁহারা জ্ঞানিসম্প্রদায় ভুক্ত। ইঁহারা সাধনাবস্থায় "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" এই চিন্তাস্রোতের অনুগামী হইয়া পঞ্চোপাসনা করেন ও পরিশেষে এ সকল ত্যাগ করিয়া সিদ্ধাবস্থায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বে বিলীন হইবার আশা পোষণ করেন। ইঁহাদের মতে ত্যাগী কর্ম্মসন্ন্যাসী ভোগবিহীন নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুই সাধু পদবাচ্য। এরূপ "কৌপীনবন্তঃ খলুভাগ্যবন্তঃ বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ" সাধুগণ অন্যাভিলাষী ও কর্ম্মীর সাধুর ধারণা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। চতুর্থ শ্রেণীতে নিজ ভোগতাৎপর্য্য বিহীন সবিশেষ বা চিদ্বিচিত্রতাবাদী ভক্তগণ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারা চিদ্বিলাসময় ভগবদ্বিগ্রহ (Personal God-head) স্বীকার করেন ও তাঁহারই নিজ সেবায় আপনাদিগকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করিয়া বিশ্বস্থ যাবতীয় জীবও পদার্থকে ঈশ্বরের ভোগ্য বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারা নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় "আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তি" সংজ্ঞিত মুক্তির জন্য লালায়িত নহেন এবং জানেন ঐকান্তিক কৃষ্ণসেবাপর-বুদ্ধি হইলে মুক্তি ক্রীতদাসীর ন্যায় তাঁহাদের অনুগমন করে, কেননা তাঁহারা বিশেষ অনুধাবন করিয়া বুঝিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ কেবল "মুক্তকুলৈরুপাস্যমান" এরূপ ভগবদ্ ভজনতৎপরজনের নিকট শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিক রতিবিশিষ্ট ব্যক্তি

ভিন্ন আর কেহ সাধুনামধেয় হইতে পারেন না। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি অধ্যয়ন করিয়াছেন—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥" (৫।১৮।১২)

যাঁহার কৃষ্ণে অকিঞ্চনা (কৃষ্ণেতর সকল বস্তুতেই রতিশূন্যা) ভক্তি হয়, সকল সদ্গুণই ও দেববর্গ তাঁহাতে সমাবিষ্ট হয়েন। মনোরথ দ্বারা যাহারা বহির্বিষয়ে ধাবমান তাহাদের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সদ্গুণসমূহ কিরূপে সম্ভবপর হইবে? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মঃ সত্যাদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন চ সম্যক্ পুনাতি হি॥"

আমাতে ভক্তিহীন ব্যক্তির আত্মাকে ধর্ম্ম, সত্যাদি বা তপস্যান্বিতা বিদ্যা সম্যক্ পবিত্র করিতে পারে না। কৃষ্ণৈকশরণত্বই সাধুর একমাত্র স্বরূপ লক্ষণ। এমন কি ভগবৎ প্রপন্ন ব্যক্তিতে যদিও অন্যান্য তটস্থ গুণ সমূহের অসদ্ভাবও পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলেও তিনিই সাধু। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন—

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ॥" (গীতা, ৯।৩০)

এস্থলে "অনন্যভাক্" ও "সম্যগ্ব্যবসিতঃ" এই দুইটী বাক্যাংশের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহাতেই স্বরূপ লক্ষণ পরিব্যক্ত হইতেছে। ইহার অসদ্ভাব হইলে সাধুত্ব থাকিতে পারে না। তবে সাধারণ লোকের মধ্যে সদাচার ও অসদাচার পরীক্ষণীয়।

এক্ষণে বিচার করা যাউক কোন প্রকার সাধুর সঙ্গ নিত্য মঙ্গলেচ্ছু মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে সনাতন শিক্ষায় উল্লিখিত

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥" (চৈঃ চঃ, মধ্য ২০।১০৮)

অন্যত্র "জীব নিত্য কৃষ্ণদাস ইহা ভুলি গেল।
তেকারণে মায়া ফাঁস গলায় বান্ধিল॥"

স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণদাস, চিদণু। বিভু চৈতন্যের সহিত অনুচিৎ স্বরূপতঃ এক হইলেও বস্তুতত্ত্বে অণুত্ব-প্রযুক্ত ভেদময়। জীবের স্বরূপে এই ভেদাভেদ তত্ত্ব যুগপৎ বর্ত্তমান। জীব বেদান্তসূত্রের শারীরক ভাষ্য স্থাপি মায়া বিকৃত ব্রহ্মবস্তু নহে। শ্রীরামানুজাচার্য্যমধ্বমুনি প্রভৃতি বহু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীশঙ্করানুবর্ত্তকগণের এই বিবর্ত্তবাদ সমূলে খণ্ডন করিয়াছেন। বিদ্যারণ্যভারতী প্রভৃতি শাঙ্কর পণ্ডিতগণ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের উদ্দেশ্য সম্যক্ উপলব্ধি না করিয়া যে মত জগতে প্রচলিত করিয়াছেন তাহা দ্বারা জগতে বিপুল অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে। এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে আমরা অহংগ্রহোপাসকদলের বিরুদ্ধে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি না। প্রয়োজন বোধ করিলে প্রবন্ধান্তরে তাহা আলোচিত হইবে। তবে অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণকে আমরা শ্রীমদ্ বেদব্যাস গ্রথিত বেদান্তব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য, মধ্বভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আবশ্যক হইলে দুর্জ্জনমুখচপেটিকা প্রমুখ বাদপ্রতিবাদময় গ্রন্থের তালিকাও প্রদত্ত হইবে। এক্ষণে স্বরূপতঃ জীব হইলেন চিদ্বস্তু, কিন্তু অণুচিৎ। বেদের শ্বেতাশ্বতরমন্ত্র যথা—

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥" (মধ্য ১৯।১৪১)

কেশাগ্রের শত ভাগকে বহু শতবার বিভাগ করিলে যে সূক্ষ্ম ভাগ হয়, সেইরূপ জীব সূক্ষ্ম, এবং সেই জীব অনন্ত দেবের সেবার যোগ্য হয়। সুতরাং; জীব চিদণু। জড়জগতে যেরূপ বৃহদ্বস্তু (যথা সূর্য্য) ক্ষুদ্র বস্তুকে আকর্ষণ করিতেছে; সেইরূপ চিজ্জগতেও বৃহচ্চিৎ অণুচিৎকে সর্ব্বদা

আকর্ষণ করিতেছেন, বিভুচিৎ কৃষ্ণ ও জীব কৃষ্ট। সুতরাং জীবের কৃষ্ণানুগত্য স্বাভাবিক, জীব "কৃষ্ণের নিত্যদাস"। তটস্থা শক্তি প্রভাবে ও অণুত্ব প্রযুক্ত জীবে মায়াবশ যোগ্যতা থাকাতে যে সকল জীব নিত্যমুক্ত নহেন তাহারা অনাদি বহির্মুখ"।

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারের দুঃখ॥ (চৈঃ চঃ, মধ্য ২০।১১৭)

জীব জড় জগতে নিজেকে ভোক্তাবুদ্ধি করিয়া কৃষ্ণের পরিবর্ত্তে মায়ার দাসত্ব করিতেছে। জীবের স্বরূপ বিভ্রম ঘটিয়াছে, তাহার মহানর্থ সাধিত হইয়াছে। এক্ষণে জীবের নিত্য মঙ্গল বলিলে বুঝিতে হইবে তাহার এই স্বরূপ বিভ্রম নাশ ও স্ব স্বরূপ কৃষ্ণদাস্য প্রাপ্তি। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ আবার বলিয়াছেন।

"সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়ায়"।

সাধুর কৃপায় ও শাস্ত্রানুগ্রহে কর্ম্ম ফলভোগ বাসনা ও অহংগ্রহোপাসনা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণ সেবায় উন্মুখ হইলে ভোগবাসনা বা মুক্তি কামনা হইতে নিস্তার লাভ করেন। অতএব নিত্য মঙ্গলেচ্ছু জীবের কৃষ্ণভক্ত বা বৈষ্ণব সাধুসঙ্গ করাই কর্ত্তব্য। তাঁহার পক্ষে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানীর সম্মানিত অনিত্য সাধু আদরের পাত্র ও সঙ্গ যোগ্য নহেন।

বেদ শাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই ত্রিবিধ বিষয় আখ্যাত হয়।

"বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ ভক্তি প্রাপ্যের সাধন॥
অভিধেয় নাম ভক্তি প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন॥" চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৩৫।

শুদ্ধজীবের প্রাপ্য কৃষ্ণই সম্বন্ধ, প্রাপ্য কৃষ্ণের সেবা সাধনই অভিধেয়, ভোগপর ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ কাম ও ভোগরহিত অপবর্গ বা মোক্ষ এই চারি পুরুষার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহাধন কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন। এই পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমের উদয়, নয়টী ক্রমপর্য্যায়ে পরিলক্ষিত। ভগবদ্দাস্যই জীবের নিত্যবৃত্তি এই বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে।

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্ব্ব ধর্ম্ম কৃত হয়॥ চৈঃ চ; ম ১২

জীবের শ্রদ্ধা নানা রূপে সঞ্জাত হয়। শ্রদ্ধা উদয়ের কোন বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভক্তিলতার বীজস্বরূপে এই শ্রদ্ধা ভাগ্যবান জীবেরই উদিত হয়।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥ চৈঃ চঃ, মধ্য ১০

কর্ম্মাধিকার সমাপ্ত হইলেই শ্রদ্ধার উদয় ঘটিয়া থাকে।

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।"

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২০।১০।

প্রেমপ্রাপ্তির প্রথম সোপান এই শ্রদ্ধা, তৎপরে নিসর্গজ অনর্থ নিবৃত্তির জন্য বিগতানর্থসাধুর সঙ্গলাভার্থ ব্যাকুল হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে কৃষ্ণকৃপায় তল্লাভ ও সঙ্গে সঙ্গে হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন, শ্রীনামাদি-ভজনক্রিয়া সমূহে প্রবৃত্তি

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥ চৈ,চ, ম, ১৩।
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।

আবার সময়ে সময়ে এই সাধুসঙ্গের গুণেই শ্রদ্ধার উদয় হয়—গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে, গুরুই সাধু। অনর্থনিবৃত্তির পরে তবে ভগবন্নিষ্ঠা, নামকৃষ্ণে রুচি, আসক্তি এইগুলি সাধনের ক্রম। সাধন সম্পূর্ণ হইলে ভাব, বা প্রেমাঙ্কুর হয়। ভাবগাঢ় হইলে প্রেমে পরিণত হয়।

অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে প্রীতির অঙ্কুর ॥
সেই রতি গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম ॥ চৈঃ চ মধ্য ২৩

শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে প্রেমোদয়ের ক্রম এই রূপ বর্ণিত আছে।

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥"

এই সকল অনুধাবন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে জীবমাত্রের অবশ্য অবশ্য শুদ্ধ ভক্ত সঙ্গই কার্য্য।

"সাধুসঙ্গ নামকীর্ত্তন ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥"

সাধুসঙ্গে সর্ব্বদা কৃষ্ণকথালোচনা, গ্রাম্যবার্ত্তাত্যাগ ও ভজন প্রকর্ষ

"রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপনাদ্ গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোভিষেকং॥
যত্রোত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ।
নিষেব্যমাণোহনুদিনং মুমুক্ষোর্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে॥

(শ্রীমদ্ভাগবত, ৫।১২।১২-৩)।

অর্থাৎ, হে রহূগণ! তপস্যা দ্বারা গার্হস্থ্য ধর্ম্মদ্বারা, পূজন দ্বারা সন্ন্যাস দ্বারা এবং জলাগ্নিসূর্য্য দ্বারা সংসারের ধ্বংস হয় না। কেবল ভক্তপদরজোভিষেক দ্বারা তাহা ঘটে। যে স্থলে গ্রাম্যকথা হয় না, কেবল কৃষ্ণকথা হয়, সে স্থলে নিরন্তর সেই কথা শুনিতে শুনিতে মায়াধীনতা ত্যজনেচ্ছু ব্যক্তির কৃষ্ণে শুদ্ধামতি অর্পিত হয়॥ প্রহ্লাদ মহারাজ পিতা হিরণ্যকশিপুকে বলিতেছেন,

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত, ৭।৫।২৫)।

"যে পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের পাদরজে অভিষিক্ত না হয় সে পর্য্যন্ত গৃহব্রত মানবদিগের মতি কখনই কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না। কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবাই জীবের সমস্ত অনর্থ নাশের একমাত্র হেতু॥"

শুদ্ধভক্তচরণ-রেণুভিক্ষু শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন
(এম্ এ কবিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী)
কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসন।

জন্মোৎসবে বাচস্পতি।

বিগত ভক্তিবিনোদ জন্মদিন সভায় পণ্ডিত শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বেদান্তবাচস্পতি ভাগবতভূষণের বক্তৃতা।

দেশমান্য,, ভক্তজনবরেণ্য, বিদ্বদ্গণাগ্রগণ্য, বৈষ্ণব জগতের পরম সম্মানার্হ আদর্শ কৃতীপুরুষ গোলোকগত মহাত্মা ভক্তিবিনোদ মহোদয়ের জন্মদিনোৎসবে যোগ দিতে পারিয়া আজ আমি ধন্য হইয়াছি। তাঁহার অপ্রকটের পর তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব দিবসের প্রত্যেক মহোৎসবে আমি সাদরে নিমন্ত্রিত ও সাগ্রহে আহূত হইয়াও নিজ দুর্ভাগ্যের ফল স্বরূপ নানা প্রতিবন্ধকে এপর্য্যন্ত একটী উৎসব সভাতেও যোগ দিতে পারি নাই।

অনেকে মনে করিতে পারেন, "মানুষের জন্মমৃত্যু দিবসে সভা ও বক্তৃতা করিয়া কি লাভ? নিরন্তর ভগবদ্গুণের স্মরণ মননাদি কিংবা জ্ঞান ও যোগানুষ্ঠানাদি করিয়াই ত মানুষ কৃতার্থ হইতে পারে। অন্য এক জন মানুষের চরিত্র অনুশীলনে প্রয়োজন কি?"

ইহার উত্তরে আমি একটী শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছি,—

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ ভবজ্জনকথা-শ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিম্বন্তকাসি লুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥

৪র্থ স্কন্ধ, ৯ম অধ্যায়, ১০ম শ্লোক।

শ্রীধ্রুব, ভগবানকে স্তব করিয়া বলিতেছেন, "হে নাথ, তোমার পাদ-

ভক্তজনের) কথা (তাঁহার মুখের কথা, বা তাঁহার জীবন কাহিনী) শ্রবণ করিলে, যে আনন্দ হয়, তাহা স্বমহিমা ব্রহ্মানুভবেও হয় না। কালের করবালে প্রতিনিয়ত খণ্ডিত বিমান হইতে যে সকল পুণ্যবান্ স্বর্গরাজ্য হইতে পতিত হইতেছেন, তাঁহাদের আনন্দ (অর্থাৎ স্বর্গসুখ ভোগ) যে অতিতুচ্ছ, তোমার ধ্যানানন্দ ও ভক্তজন কথার আনন্দের সঙ্গে যে তাহার (স্বর্গসুখের) তুলনাই হয় না, ইহা আর কি বলিতে হইবে ?

এখন দেখুন, ভগবানের ধ্যান ও ভক্তজনের কথা সমান হইল। ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান, ইহার যে কোনও একটীর অনুশীলন করিলেই অন্য দুইটীর কথা আপনা হইতে আসিয়া পড়িবেই। ইহা স্বতঃসিদ্ধ। ঐ তিনটী অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ।

ভক্তজনের আলোচনায় লাভ আছে, একথা কেবল ভক্তিশাস্ত্রেই আছে এমন নহে। জ্ঞান ও যোগশাস্ত্রেও আছে। পাতঞ্জল দর্শনে সমাধির উপায় সকল নির্দ্দেশের মধ্যে জ্ঞানী, বীতরাগ, ভগবদ্ভক্তজনের প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট করিলে, সমাধি সুলভ হয়, একথা আছে। সে সূত্রটী এই, "বীতরাগ বিষয়ং বা চিত্তম্"। তবেই দেখা যাইতেছে জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত, যিনিই হউন তাঁহার মহাপুরুষের জীবনী আলোচনায় অশেষ কল্যাণ আছে পরমলাভ আছে। সময়ের সার্থকতা আছে। এ জীবনী আলোচনাই তাঁহার ভজনের মধ্যে গণ্য হইয়া যায়, ভক্তমাল গ্রন্থ এই জন্যই এত আদরের। পুরাণাদিতে ও এই জন্যই অত আখ্যায়িকা আছে। আখ্যায়িকা দ্বারা চরিত্র গঠন করা, আদর্শ দেখাইয়া লোককে ঐ পথে আনয়ন করা শাস্ত্রকারগণের উদ্দেশ্য। বেদেও আখ্যায়িকার অভাব নাই। অনেক আখ্যান আছে। সুতরাং কল্যাণ কামী ব্যক্তির সর্ব্বান্তঃকরণে ভজনের সহায় ও ভজনের

স্বরূপ ভক্তগণের জীবন চরিত আলোচনা করা প্রতিদিন কর্ত্তব্য। বৎসরে একদিন ঐ কার্য্য হইলেও ইহার প্রভাবে জীবন ধন্য হইয়া যায়।

শ্রীভগবান উপাসনা ভেদে উপাসকের নিকট ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান রূপে প্রতিভাত হয়েন। তত্ত্ব এক, জীবের প্রতীতি তিন। শ্রীভগবান মূল। পরমাত্মা তাঁর অংশ। ব্রহ্ম তাঁর অঙ্গকান্তি। সূর্য্য, প্রতিবিম্ব ও কিরণ যেমন যুগপৎ পরস্পর ভিন্ন ও অভিন্ন, কিন্তু সূর্য্যই মূল আশ্রয়, তদ্রূপ ভগবান, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম, পরস্পর ভিন্ন ও অভিন্ন, এবং শ্রীভগবানই মূল আশ্রয়। জ্ঞানী ব্রহ্মরূপে, যোগী পরমাত্মরূপে এবং ভক্ত ভগবদ্রূপে এক তত্ত্বকেই উপলব্ধি করেন। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বরস নিধি স্বয়ং ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় তাহা শাস্ত্রে তারস্বরে বিঘোষিত আছে। সর্ব্বজন পরিচিত গীতার একটী শ্লোক বলি,

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ ॥
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।

কৃষ্ণ বলিতেছেন, অর্জ্জুন আমিই ঐকান্তিকসুখের শাশ্বত ধর্ম্মের মুক্তির ও ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়ঃ—

অন্য দেবতার উপাসকও প্রকারান্তরে কৃষ্ণেরই উপাসনা করেন। একথাও গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন।

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥

যে সকল ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক অন্য দেবতার অর্চ্চন করেন, হে, অর্জ্জুন তাঁহারা মনে করেন "আমরা কৃষ্ণ উপাসনা করি না, অন্য দেবতার উপাসনা করি" কিন্তু তাহা নহে, তাহারা আমারই উপাসনা করেন। তবে বিধি পূর্ব্বক নহে। অবিধি পূর্ব্বক। আমার তত্ত্ব না জানিয়া

উপাসনা করায়, তাঁহারা আমার সাক্ষাৎ উপাসনার ফললাভে বঞ্চিত হন। তত্তৎ দেবতার নিকট কাম্য তুচ্ছ ফল প্রাপ্ত হন। ঐ সকল ফল ও আমিই তত্তদ্ দেবতার ভিতরে থাকিয়া দিই। শাস্ত্র সকলের এই রূপ সামঞ্জস্য, মীমাংসা এবং অধিকার ভেদে ব্যবস্থা বিদ্বৎসমাজে চিরদিন আদৃত। ভক্তিবিনোদীয় অভ্যুদয় বলিবার পূর্ব্বে আমি চৈতন্যদেবের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিব। ইহা অপ্রাসঙ্গিক নহে।

মহাপ্রভুর প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের ধর্ম্মজীবনের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। সে সময়ের লোক সকলকে ৪ ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১। বিশুদ্ধ চরিত্র ধর্ম্মপ্রাণ, উপাসক (জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত).

২। শাস্ত্রজ্ঞ, অল্পজ্ঞ ও গুরু পুরোহিত শ্রেণী।

৩। ঐ দ্বিতীয় (গুরু) শ্রেণীর সহায়।

৪। অজ্ঞ, ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু, সরল প্রাণপনে ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত।

ঐ শ্রেণীবিভাগ ক্রমে আমরা এখন ও লোকচরিত্র আলোচনা করিলে সার্থকতা দেখিতে পাই। প্রথম শ্রেণীর সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। অদ্বৈত আচার্য্য, হরিদাসাদির মত লোক অধিক ছিলেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভাল লোক খুব কম ছিলেন। অধিক লোকই ভণ্ড কামিনী-কাঞ্চন লোলুপ, বিষয়াসক্ত, বঞ্চক, নাস্তিক, পরপ্রতারণপটু ছিল। তৃতীয় শ্রেণী, নাস্তিক বঞ্চক ও বঞ্চকবন্ধু ছিল। ইহারাই সরল বিশ্বাসীগণকে নানাপ্রলোভনে ফেলিয়া বঞ্চক ভণ্ড গুরুদের নিকট আনিয়া ফেলিত। নানা উপায়ে স্বার্থ সিদ্ধি করিত। স্বার্থের অংশ পাইত। চতুর্থ দল সরল, নির্বোধ, বিচার শক্তিশূন্য, সুতরাং বঞ্চিত। এই দলে যাঁহারা ভাল লোক থাকিতেন, তাঁহারা ধর্ম্ম কার্য্যে অনেক গোলযোগ দেখিয়া সাধারণ সাংসারিক জীবন যাপন করিতেন। ভণ্ডদের আশ্রয়

সে সময়ের সমাজ চিত্র দেখিতে হইলে চৈতন্য ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ করা উচিত।

শ্রীভগবানের রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত। চিদ্‌রাজ্য ও জড় রাজ্য। বৈকণ্ঠ দ্বারকা মথুরা ও গোলোক এই সকল ধাম (যাহা ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে আছে তাহা) চিদ্‌রাজ্য। চিদ্ রাজ্যে মায়ার অধিকার নাই। সুতরাং সেখানে ত্রিগুণের সম্পর্ক নাই সকলই চিন্ময় ও আনন্দ ময়। চিৎ শব্দের অর্থ জ্ঞান। মায়ার বিকারে জাত ব্রহ্মাণ্ড সকল জড় রাজ্য। জড় রাজ্যে মায়ার প্রাধান্য। এই ব্রহ্মাণ্ড সমূহের মধ্যে যেখানে যখন অধর্ম্ম প্রবল হয় অধার্ম্মিকগণ, ধার্ম্মিকগণকে কষ্ট দিয়া জগতের অমঙ্গল করে, সেইখানে তখন শ্রীভগবান ধর্ম্ম স্থাপন ও অধর্ম্ম প্রশমন করেন। “যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত” ইত্যাদি গীতার শ্লোক দ্রষ্টব্য। ঐ অধর্ম্ম প্রশমন ও ধর্ম্ম সংস্থাপন কার্য্য, ভগবান, কখনও জীবে শক্তি সঞ্চার করিয়া কখনও পার্ষদবিশেষকে প্রেরণ করিয়া, কখন ও নিজে অংশাবতার রূপে, কদাচিৎ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া সম্পাদন করেন।

আমি যে সময়ের কথা কহিতেছি, তখন শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং অবতীর্ণ হইবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই প্রয়োজন দুই প্রকার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ হেতু এখানে আলোচ্য নহে। বহিরঙ্গ হেতু হইল নাম প্রেম প্রচার যুগধর্ম্ম প্রচার। নামপ্রেমপ্রচার করিতে হইলেই কুতর্ক নিরাস, বিরুদ্ধ মতবাদ খণ্ডন প্রভৃতি করিতে হয়। কোনওখানে ঐ পথে প্রচার করিলেন, কোনও খানে শক্তি সঞ্চার করিয়া কার্য্য করিলেন। নিজে শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা করিয়া পার্ষদ (রূপ, সনাতন, জীব প্রভৃতি) মহাজন দ্বারা শাস্ত্রার্থ প্রকাশ করাইয়া, গ্রন্থ লেখাইয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিয়া করাইয়া, জগতে বৈদিক নির্ম্মল সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিলেন।

নিজে আচার ও প্রচার করিয়া অনুগত জনগণকে আচার ও প্রচার করাইয়া, অধর্ম্ম দলন, সদ্ধর্ম্ম স্থাপন, বৈষ্ণবতা খ্যাপন ও জগজ্জীবের পরম মঙ্গল সম্পাদন করিলেন। সে আজ ৪৩২ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

তাঁহার অপ্রকট হইবার পর, কিছুদিন ঐ প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্ম উজ্জ্বল ছিল। কালধর্ম্মে ক্রমে বৈষ্ণব ধর্ম্মের পরিচয়ে নানা আবর্জনা আসিয়া জুটিতে লাগিল। তাহা দূর করিতে শ্রীভগবান, ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্যামানন্দকে পাঠাইলেন। তাঁহারা শাস্ত্র প্রচার ও অলৌকিক শক্তিতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার করিলেন। আবার মহাপ্রভুর ধর্ম্মের জয় জয়কার হইল। ঐ তিন মহাপুরুষের অন্তর্ধানের পর কিছু কাল মধ্যেই আবার কলির প্রাবল্য ও দুরাত্মদিগের পাপানুষ্ঠান ধর্ম্মের আবরণে আবৃত হইয়া, সরল বিশ্বাসী গণের সর্ব্বনাশ করিতে লাগিল। ধর্ম্মের বিশেষত বৈষ্ণব ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইল। এখন আবার ধর্ম্ম-সংস্কারকের আসা প্রয়োজনীয় হইল।

ঐ সময় হইতে ভক্তিবিনোদ মহোদয়ের শাস্ত্রপ্রচারের পূর্ব্ব কাল পর্য্যন্ত বাংলার ধর্ম্মজগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন, বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম অতি অল্প লোকের নিকট আদৃত হইয়া কুণ্ঠিত ভাবে কালক্ষেপ করিতেছিলেন। যেন কাহার ও আগমনী প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নেড়ানেড়ীর দল বৈষ্ণবভূষায় ভূষিত হইয়া পাপাচারকেই কৃষ্ণ ভজন খ্যাপন করিতেছিল। আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা নেড়া সাই দরবেশ, প্রভৃতি কত উপসম্প্রদায়, অশাস্ত্রীয় অতি ঘৃণিত যুক্তি বিরুদ্ধ আচরণকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ ও আদর করিতে ছিল। অন্য দিকে স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ তুচ্ছ কর্ম্মকাণ্ডকেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহা দ্বারা

শাস্ত্রব্যবসায়ীরা, অজ্ঞ কুলগুরুগণ ও আচার্য্য স্থানীয়গণ, নিজ নিজ কপোল কল্পিত ব্যাখ্যা করিয়া শাস্ত্রের গূঢ় অভিপ্রায় আচ্ছাদন পূর্ব্বক নিজ নিজ স্বার্থ সাধন করিতেছিলেন।

শ্রীভগবান ঠিক ঐ সময়ে ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে পাঠাইলেন। তিনি নিজে কিরূপে সমাজের ঐ সকল দোষ দূর করিবেন ভাবিয়া ব্যাকুল হইলেন। যিনি তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, তিনিই সমস্ত সুযোগের ও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ভক্তিবিনোদের জীবন চরিত আলোচনার সময় আমাদের নাই। সংক্ষেপে তাঁহার কৃতকার্য্যের কয়েকটী মাত্র উল্লেখ করাই আমার উদ্দেশ্য।

কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ভক্তিবিনোদ মহোদয়, অতি জটিল রাজকার্য্যের গুরুভার বহন করিতে করিতেই ভক্তির ও ভক্তিশাস্ত্রের সুন্দর সম্পূর্ণ অনুশীলন করিয়া আসিয়াছেন।

তিনি গড্ডলিকা প্রবাহের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাক্রান্ত যোগ্যব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করা কর্ত্তব্য। কুলগুরু প্রথা সর্ব্বথা প্রশংসনীয় নহে। কুলগুরুবংশেই অযোগ্য ব্যক্তির কাঁছেই মন্ত্র লইতে হইবে এমন শাস্ত্র নাই কিন্তু ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। সে ব্যবহার ও পূর্ব্বোক্ত স্বার্থপর বঞ্চকদের তুচ্ছ কৌশলে প্রতিষ্ঠিত, পরিপুষ্ট ও প্রচলিত। ভক্তিবিনোদ মহাশয়, সে প্রথার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। কেবল বাক্যে নহে কার্য্যে। তিনি কুলগুরুর পাঠ পরিত্যাগ

---

*শৈবালজলেই জন্ম গ্রহণ জল দ্বারা পুষ্ট, জলেই অবস্থিত হইয়া সেই জলকে মলিন, দূষিত, অন্যের অব্যবহার্য্য ও সাধারণ দৃষ্টির বহির্ভূত করে।

করিয়া যোগ্য গুরু না পাইয়া বৈষ্ণব প্রায় ব্যক্তিকেও গুরু সম্মান দিয়া তাঁহা হইতে শুদ্ধ ভক্তির শ্রেষ্ঠ আদর্শ দেখাইয়াছিলেন; কুলগুরুর বংশীয়গণকে পুরোহিত পদে বরণ করিয়া প্রচুর সাহায্য করিতেন। কুলপুরোহিতগণকে ও প্রচুর সাহায্য করিতেন। কাহাকেও অসন্তুষ্ট না করিয়া নিজ কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান ও আদর্শ চরিত্র প্রদর্শন করা তাঁহার স্বাভাবিক কার্য্য ছিল।

এখন পাশ্চত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেককেই বৈষ্ণব ও বহু জনকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের আলোচনা পরায়ণ ও আদরকারী দেখিতে পাই। তাহার কারণ কি? ঐ ভক্তিবিনোদ। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষিত লোক মালা তিলক ও বৈষ্ণব দেখিলে নাসাকুঞ্চন ও ঘৃণা করিতেন। কারণ ছিল তখন পাষণ্ড মূর্খেরা নীচ জাতীয়েরা বৈষ্ণব ভূষায় ভূষিত হইয়া কেবল ভিক্ষা ও নিতান্ত ঘৃণিত আচার করিত। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সজ্জন তোষণী মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক নানা যুক্তি ও শাস্ত্র বাক্য সহ প্রবন্ধ লিখিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে নেড়ানেড়ীর ধর্ম্ম নহে বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে জগতে সকল ধর্ম্মের সার শ্রেষ্ঠতম নির্দ্দোষ একমাত্র ধর্ম্ম, তাহা দেখাইলেন। লোকের কল্যাণ হইল। ভক্তিবিনোদের অমৃতস্রাবি লেখনী, অজস্র প্রবন্ধমালা ও গ্রন্থরাজি প্রকাশে ধর্ম্মানুরাগীর সন্দেহ দূর করিতে লাগিল।

অনেক ভাষায় ভক্তিবিনোদের অধিকার ছিল। বাংলা ও সংস্কৃতেই অধিক লিখিয়াছেন। ইংরাজীতেও অনেক লিখিয়াছেন। তিনি বাংলা পদ্যে সুললিত ছন্দে সহজ বোধ্য ভাষায় সুন্দর রচনা করিতে পারিতেন। হরিনাম চিন্তামণি, ভজন রহস্য, কল্যাণ কল্পতরু, শরণাগতি প্রভৃতি, বাংলা পদ্যের উপাদেয় ভক্তিগ্রন্থ। অনেক শাস্ত্রবাক্যের সার উহাতে স্বল্পাক্ষরে আছে। শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা সংস্কৃত রচনা করেন। তার ব্যাখ্যাও নিজেই করেন। এই গ্রন্থে পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণ বিশেষ আকৃষ্ট হন। তাঁহাদের প্রচুর

উপন্যাসের আকারে লেখা। নভেলের মত। পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠিতে কষ্ট হয়। পাঠে এতই আগ্রহ ও উত্তেজনা হয়। গ্রন্থে মানব মনের স্বাভাবিক সন্দেহরাজি প্রশ্নরূপে উত্থাপিত করিয়া, শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছে। ইহা সজ্জন তোষণীতে প্রথমে ক্রমে ক্রমে বাহির হইয়াছিল। এখন পৃথক গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। এ গ্রন্থ-খানিতে সংস্কৃত শ্লোক অধিক না দিয়া সাধারণ পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু মনে করিলেন, পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ বলিবেন "চৈতন্য দেবের শিক্ষা কপোল কল্পিত। শাস্ত্রীয় প্রমাণ কৈ? জৈবধর্ম্ম কাল্পনিক বাক্য।" তাঁহাদের জন্য "শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত" নামে আর একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইহাও বাংলা ভাষায় তবে ইহার বিশেষত্ব এই যে দ্বিতীয় সংস্করণে প্রত্যেক সিদ্ধান্ত বাক্যের প্রমাণ স্বরূপ শাস্ত্রীয় আর্ষ বাক্য, নীচে নীচে দিয়াছেন। শ্লোকের স্থান পরিচয়াদি আছে, অনায়াসে আকর গ্রন্থের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে পারা যায়। চৈতন্য চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর মতই, সর্ব্বত্র নিজ বাক্যকে শাস্ত্র বচন দিয়া সুদৃঢ় ও অখণ্ডনীয় করিয়াছেন। গ্রন্থটী অতুলনীয় হইয়াছে।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি, তাহা বুঝিতে হইলে সংস্কৃত অনেক গ্রন্থ পড়িতে হয়, শ্রীভাগবত, গীতা, ষট্‌সন্দর্ভ, বেদান্তের গোবিন্দ ভাষ্য, ভাগবতামৃত, রসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, অলংকার কৌস্তুভ ইত্যাদি।

সংস্কৃত ভাষায় ও অন্য শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিরও প্রাগুক্ত গ্রন্থগুলি আয়ত্ত করা বিশেষ আয়াসসাধ্য। বিশেষত গুরু করিয়া না পড়িলে এ সকল শাস্ত্র, কেবল ভাষা জ্ঞান ও অন্য শাস্ত্রের জ্ঞান দ্বারা সম্যক্, সম্পূর্ণ বুঝা যায় না। সাধারণ পাঠকের ত কথাই নাই। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ যে সকলের সার সংগ্রহ বটে, কিন্তু অতি সংক্ষিপ্ত, প্রাচীন পদ্যে লিখিত। তাহাও তখন দুষ্প্রাপ্য ও অমুদ্রিত ছিল। (ক্রমশঃ)

১৪। পদ্মপুরাণ। শ্রীমদ্ বেদব্যাস প্রণীত, ৫৫০০০ হাজার শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ। সৃষ্টি, স্বর্গ, ব্রহ্ম, পাতাল, উত্তর, ক্রিয়াযোগ ও ভূমি, সপ্তখণ্ডাত্মক। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত। মূল্য ৭৲ হরিদ্রাবর্ণ কাগজে ৩৲

১৫। শরণাগতি মূল্য ।০ আনা।

হরিনাম চিন্তামণি

সকল শুদ্ধভক্তের একমাত্র সম্বল। বিশেষত নামাশ্রিত ভজনকারী ভক্তের সর্ব্বদা পাঠ্য গ্রন্থ। শ্রীপা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইহাই অমূল্য দান। দ্বিতীয় সংস্কর মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

যদি শুদ্ধধর্ম্ম কি জানিবার ও হরিভজন করিবার ইচ্ছ থাকে তাহা হইলে ইহাই পাঠ্য। শতগ্রন্থ, শতবক্ত শত গুরুসজ্জায় সজ্জিত জন যে উপকার করিতে পারে না তাহা এই গ্রন্থ পাঠে লভ্য হয়। মূল্য ১।০ ভিপিতে ১॥০ ভাল গ্লেজ কাগজে ২৲ টাকা ভিপিতে ২।০

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

২৩৬৮ পৃষ্ঠায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি লিখিত মূ গ্রন্থ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃত প্রবাহভাষ্য তৎ সহ অনুভাষ্য ও বহু সূচী সম্বলিত। ষোলখণ্ডে সম্পূর্ণ মূ ৬৲ছয় টাকা মাশুল ॥৵০

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৩ পদ্মনাভ ও দামোদর

দ্বাবিংশ খণ্ড, সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যা।

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া।

বিষয় বিবরণ।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতযন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার দ্বারা

৪৩৩ শ্রীচৈতন্যাব্দে মুদ্রিত।

বার্ষিক ভিক্ষা ১৲ নমুনা প্রেরিত [illegible]।

গ্রাহকগণের প্রতি

পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন, কবিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ মহোদয় সম্প্রতি শ্রীপত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম সম্পাদক। এখন হইতে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট কোনও কথা জানাইতে হইলে তাঁহাকেই লিখিতে হইবে। যথা-কালে শ্রীপত্রিকা প্রকাশ বিষয়ে তিনি যত্ন করিতেছেন।

শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন

সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য।

ম্যানেজার শ্রীভাগবত প্রেস।

প্রতীপ প্রিয়নাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর

এই পুস্তকে নিত্যসিদ্ধ বৈষ্ণবের পার্ষদত্ব, জীবের বৈষ্ণবোপলব্ধির পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণত্ব ও আশ্রমিত্ব, মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য, বৈষ্ণবগুরুর অষ্টবিধ অর্চ্চার পূজা কর্ত্তব্যতা, বৈদিক ও লৌকিক সকল ক্রিয়াকে হরিসেবানুকূল করার আবশ্যকতা, গোস্বামী মাত্রের পরমহংসত্ব, গুরুর নিত্যত্ব, বৈষ্ণবশ্রাদ্ধের কর্ত্তব্যতা, কর্ম্মজ্ঞানের হেয়ত্ব এবং সম্প্রদায় সেবনের আবশ্যকতা বর্ণিত আছে।

শ্রদ্ধামূল্যে প্রাপ্তব্য। ডাকমাশুল ৵০।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন কবিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ

ম্যানেজার শ্রীসজ্জন তোষণী।

কলিকাতা শ্রীপত্রিকা কার্য্যালয়।

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্ শ্রীভক্তিবিনোদ আসন।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

২২ বর্ষ	পদ্মনাভ ও দামোদর ৪৩৩	৭ম, ৮ম সংখ্যা

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

সজ্জন—করুণ।

পরদুঃখ ধ্বংশ করিবার ইচ্ছাকে করুণা বলে। করুণা বিশিষ্ট ব্যক্তিই করুণ। বৈষ্ণবের ছাব্বিশটী গুণের মধ্যে করুণা একটী গুণ। বৈষ্ণব সজ্জন ব্যতীত এই গুণগুলি অন্য স্থানে পরিদৃষ্ট হইলেও তাহাতে পূর্ণতা নাই ও নিত্যতায় অভাব। সজ্জনে এই গুণটী সর্ব্বদা বিরাজমান ও পূর্ণভাবে অবস্থিত।

"পর" বলিতে সজ্জন হইতে অন্য ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে। সজ্জন নিত্য বলিয়া এবং আনন্দময় বলিয়া তাঁহাতে কোন দুঃখের সম্ভাবনা নাই।

যাঁহারা সজ্জন নহেন তাঁহারাই দুঃখভারক্লিষ্ট। সুতরাং সজ্জনের করুণা অসজ্জনের প্রতিই সর্ব্বদা নিযুক্ত। আনন্দ বা প্রেমরাহিত্য নিত্যবস্তুতে কখনই সম্ভবপর হয় না। বৈকুণ্ঠ বস্তু কোন কালেই দুঃখ পীড়িত না হওয়ায় তাহার দুঃখাপনোদন প্রবৃত্তি সজ্জনের নাই। আনন্দাভাব ধর্ম্ম, বিষ্ণুভক্তি হীন অসজ্জনের নিত্য সহচর। এই দুঃখভার নামাইবার জন্য তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য আলোড়ন করেন। তথাপি তাঁহার দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। সজ্জনই কেবল তাঁহার দুঃখ বিনাশ করিতে সমর্থ।

অসজ্জন বলিতে মনোধর্ম্মজীবি নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরত মায়াবাদিকে বুঝায়। এতদ্ব্যতীত দেহারামী জড়চিন্তাকুশল স্বার্থপর কর্ম্মফলানুসন্ধিৎসুকেও অসজ্জন বলা হয়। পূর্ব্বকথিত উভয় দলই অনিত্য অনুষ্ঠানে ব্যস্ত। সুতরাং নিত্য বা সৎ শব্দবাচ্য নহে। কর্ম্ম বা জ্ঞানের আবরণ ত্যক্ত হইলেই যে বিষ্ণুভক্তি হইবে এরূপ নহে। অন্যাভিলাষী বা মিছা ভক্ত আপনাদিগকে বিষ্ণুভক্ত বলিবার জন্য ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু তিনি সজ্জন শব্দ বাচ্য নহেন। সজ্জনগণ সর্ব্বদাই বিষ্ণুভক্তিরহিত মায়াবাদী কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষির দুঃখ বিনাশ করিতে ইচ্ছাবিশিষ্ট। বিষ্ণুভক্তি রাহিত্যই দুঃখের আকর। বিষ্ণুসেবা পরিত্যাগ করিয়া জীব মায়াবদ্ধ হন এবং মায়ায় বদ্ধ হইয়াই বৈকুণ্ঠবিমুখ হইয়া দুঃখ সমুদ্র, মায়াবাদ, কর্ম্মফলবাদ ও যথেচ্ছাচারিতার আবাহন করিয়া বসেন। সজ্জনগণ, করুণ, সুতরাং তাঁহার মিত্রবর্গের প্রতি দয়া করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন। অসজ্জন সজ্জনের করুণা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না হইলেও সজ্জনগণ কীর্ত্তনমুখে তাঁহাদিগকে করুণা করিতে সর্ব্বদা রত। সন্তঃ এবাস্ত ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ শ্লোক দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে সজ্জনগণ অসতের হৃদয়গহ্বর পুষ্ট অপরের অজ্ঞাত, বিষ্ণু ব্যতীত অন্য বস্তুর আসক্তিরূপ দুঃখ হরিকীর্ত্তনদ্বারাই ছেদন করিয়া থাকেন

এবং তাদৃশ হনন কার্য্য তাঁহার ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক করুণার পরিচয়। বৈষ্ণবের নিকট করুণাপ্রার্থী হইলেই তাহা তিনি অবশ্যই পাইবেন। করুণাপ্রার্থনাই তাহার মঙ্গলের হেতু। জীব সজ্জনপ্রায় না হইলে সজ্জনের নিকট করুণাপ্রার্থী হন না। অসজ্জন যে সকল করুণা প্রদর্শন করেন ঐ গুলি প্রকৃত করুণা নহে পরন্তু ছলনার প্রচ্ছন্ন তাণ্ডব নৃত্য। যে কাল পর্য্যন্ত সজ্জন হইবার প্রবৃত্তি জীবহৃদয়ে প্রবৃত্ত না হয় তৎকালাবধি নিষ্কপটতার সহিত ছলনায় সমত্ব বোধ হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গপিপাসাই দুঃখের আকর স্থান। দেহ ও মনকে অস্মিতার আধারদ্বয়জ্ঞানে ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিকল্পে কৃপণগণ, বিষ্ণুভক্তিরহিত হইয়া স্ব স্ব ভ্রম প্রমাদ করণাপাটব বিপ্রলিপ্সা দোষচতুষ্টয় সম্বল করিয়া আপনাদিগকে অধার্ম্মিক অনর্থময় অসিদ্ধকাম ও বদ্ধজ্ঞানে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের ভিক্ষু হন। প্রয়োজন বিচারে পারঙ্গত হইলে অসজ্জন বুঝিতে পারেন যে সজ্জনের করুণাই তাহার প্রয়োজন বিচারের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছে। বিষ্ণুর সেবাই দেহ ও মনের দুঃখ নিবৃত্তির মহৌষধ। উহাই সজ্জনের করুণা, দিব্যজ্ঞানদানই সজ্জনের করুণার প্রারম্ভ ও হরি-সেবনপ্রাপ্তিই তাহার করুণার পূর্ণ বিকাশ।

জন্মদিন সভায় বাচস্পতি।

(পূর্ব্ব বৃত্তানুক্রমে ১৮৮ পৃষ্ঠার পর)

ভক্তিবিনোদ জৈবধর্ম্ম ও শিক্ষামৃত প্রকাশে এ অভাব মোচন করিলেন। এই দুই গ্রন্থে অবতার, ভক্তি, রস, প্রেম, ভগবান্, জ্ঞান, যোগ ইত্যাদি বিষয়ের সুন্দর জ্ঞান লাভ করা যায়। আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি, ঐ

জৈবধর্ম্ম, চৈতন্য শিক্ষামৃত ও হরিনাম চিন্তামণি, আদরের সহিত পাঠ, শ্রবণ এবং অনুকূলভাবে অনুশীলন করুন্। ধন্য হইবেন। সুখী হইবেন।

অষ্টকালীয় শ্রীগৌরাঙ্গ ও রাধাগোবিন্দ লীলা স্মরণ পরায়ণদের জন্য ভক্তি-বিনোদ, ভজন রহস্য, সংকল্প কল্পদ্রুম প্রভৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সমস্ত লীলা অতিসংক্ষেপে সরল সুললিত সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা স্মরণ মঙ্গল স্তোত্রনামে প্রচার করিয়াছেন। তাহার টীকা ও বাংলা অনুবাদ আছে। ইংরাজী ভূমিকা, অতি সংক্ষেপে পাণ্ডিত্য প্রতিভা সহ গ্রন্থের সার প্রকাশ করিয়াছেন।

ভক্তিবিনোদীয় গ্রন্থের কত পরিচয় দিব ? আম্নায় সূত্র, ও তত্ত্বসূত্র, তাঁহার সংস্কৃত দর্শন পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেছে। ন্যায় বেদান্তাদির ন্যায়, সূত্রাকারে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমস্ত সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন ইহা অনুপম।

শ্রীপাদ বিষ্ণুপুরী যেমন শ্রীভাগবতের সার সংকলন পূর্ব্বক শ্রবণাদি ভক্তির অঙ্গ ক্রম অনুসারে শ্লোক সংগ্রহ করিয়া ভক্তিরত্নাবলী নামে প্রচার করিয়াছিলেন, ভক্তিবিনোদ ও তদ্রূপ শ্রীভাগবতের সার সংকলন পূর্ব্বক ভাগবতার্ক-মরীচিমালা নাম দিয়া এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে অবশ্য জ্ঞাতব্য শ্রীভাগবতোক্ত সমস্ত কথা আছে। অথচ উপাখ্যানাদি বিস্তৃত অংশ নাই। জটিল কঠিন অংশ বেশী নাই। সুমীমাংসা আছে। শ্লোক সমূহের স্থান পরিচয় ও বক্তৃ নির্দ্দেশ আছে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের উৎকৃষ্ট সংস্করণ তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন। গীতার বৈষ্ণবপক্ষীয় ব্যাখ্যা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্য ও নিজের অনুবাদ সহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব জগতের অশেষ উপকার করিয়াছেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর

শরণাগতি (বংলাপদ্য) প্রকাশ করিয়া তিনি স্বল্প কথায় সুগম বঙ্গ ভাষায় বহু শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। উহা গান করা চলে।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মত লোককে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অনুষ্ঠান ও অনুশীলন করিতে দেখিয়া পাশ্চত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত সুধী সম্প্রদায়, বৈষ্ণব ধর্ম্মের আলোচনায় অনুসন্ধিৎসু হইলেন। ভক্তিবিনোদের সজ্জন তোষণী ও অন্যান্য গ্রন্থ পড়িতে লাগিলেন। অনেকেই বৈষ্ণব হইলেন। যাহারা প্রকাশ্য বৈষ্ণবতা দেখাইতে কোন ও কারণে অক্ষম হইলেন তাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করিলেন, বৈষ্ণব নিন্দা ও বিদ্বেষ বর্জ্জন করিলেন এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে বেদাদি শাস্ত্র সম্মত ও যুক্তিসঙ্গত, জগতের উচ্চতম ও একমাত্র ধর্ম্ম, তাহা স্বীকার করিলেন। ইহা কম লাভের কথা নহে। বাংলা দেশ, বাঙ্গালী জাতি, হিন্দুধর্ম্ম ও বৈষ্ণব জগৎ ভক্তিবিনোদের প্রতিভা, প্রয়াস ও ভক্তিবলে সাধারণের নিকট সম্মানিত হইলেন, গৌরবান্বিত হইলেন। শিক্ষিত জগতের বৈষ্ণব ধর্ম্মানুরাগ, ভক্তিবিনোদের প্রভাবে। তিনি কেবল লেখায় ও কথায় (বক্তৃতায়) বৈষ্ণব ছিলেন না। হরিভক্তি বিলাসের বিধানমত সকল আচরণই তাঁহাকে যাহারা মানিতেন তাঁহাদিগকে পালন করাইতেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থাবলীর পরিচয় সংক্ষেপে দিলেও একটী পৃথক্ প্রকাণ্ড গ্রন্থ হয়। সুতরাং ওবিষয়ে নিরস্ত হইয়া তাঁহার আর একটী সুমহৎ কার্য্যের উল্লেখ করিতেছি। সেটী লুপ্ত গৌরতীর্থ উদ্ধার। রূপসনাতনের ব্রজস্থ কৃষ্ণতীর্থ উদ্ধারের ন্যায় ইহা আশ্চর্য্য। অপূর্ব্ব, শ্রীমায়াপুর আবিষ্কারের পূর্ব্বে সকলেই জানিতেন ও মানিতেন যে বর্ত্তমান নবদ্বীপ নগরই শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান। তত্রত্য মূর্ত্তি ব্যবসায়ীরা (যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট প্রণামী বা দর্শনী না লইয়া শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে, ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিগণকে

সেই ব্যক্তিগণ, যা তা বলিয়া যেখানে সেখানে গৌরাঙ্গের জন্মস্থান, শ্রীবাস অঙ্গন ইত্যাদি দেখাইয়া লোকের নিকট কেবল অর্থ লইতেন এখন ও লইতে চেষ্টা করেন। ভক্তিবিনোদ, ভগবৎপ্রেরিত হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহারই স্বপ্নাদেশে, শাস্ত্র যুক্তি, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বহু কাল পূর্ব্বের ম্যাপ, কিম্বদন্তী, অতি বৃদ্ধজনের উক্তি, সিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মাগণের অনুভব ও নিজের অসাধারণ উপলব্ধিবলে ভক্তিবিনোদ স্থির করিলেন, যোগপীঠ মায়াপুরই শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান। তখন উহা অমর তুলসীকাননে পূর্ণ ছিল। চারিদিকে অদূরে মুসলমান অধিবাসী থাকিলেও তাঁহারা ঐ স্থানে কোনও অপবিত্র কার্য্য করিতে এমনকি হলচালনা করিয়া শস্য উৎপাদন করিতেও বহুকাল চেষ্টা করিয়া ও সমর্থ হন নাই। ভক্তিবিনোদ কতিপয় মহানুভবের সাহায্যে, সাধারণের অর্থানুকূল্যে ঐ স্থানে শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। ক্রমে শ্রীমন্দির, ভোগের ঘর, আগন্তুক জনের বিশ্রাম স্থান ইত্যাদি হইল। স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর ঐ ভোগ নির্ব্বাহের ব্যয় চিরদিন বহন করিবেন এই অঙ্গীকার করিয়া ভোগ সম্পাদন ব্যয় দান করিয়া আসিতেছেন। এখন মায়াপুরে প্রতিবৎসর দোলপূর্ণিমায় ৩ দিন ব্যাপী মহামহোৎসব হয়। বহুদূর হইতে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ ঐ স্থানে সমাগত ও সম্মিলিত হইয়া নৃত্য, গীত প্রসাদ ভোজন, প্রসাদ বিতরণ ও নানা ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া আনন্দ স্রোত প্রবাহিত করেন। নয়নরঞ্জন শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধামাধব বিগ্রহ দর্শনে দর্শকগণ সংসারের জ্বালা জনিত সকল দুঃখ ভুলিয়া নব জীবন লাভ করেন। ভক্তিবিনোদ দ্বারা বাঙ্গালীজাতি, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বৈষ্ণব সম্প্রদায়, হিন্দুসমাজ, বঙ্গভাষা, বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষ ধন্য হইয়াছে। ভক্তিবিনোদ কে ছিলেন, কী ছিলেন, কি করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইলে অনেক শ্রম করিয়া, সময়-ক্ষেপ করিয়া, তাঁহার অভ্যুদয়কালের সকল বিষয়ের ঐতিহাসিক জ্ঞান

অর্জন করিতে হইবে। তারপর তদীয় গ্রন্থসমূহ ও প্রবন্ধমালা পাঠ করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কৃত কার্য্য ও জীবনের ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান অনুশীলন করিতে হইবে। জীবের প্রতি করুণা করিয়া তিনি কী অমৃত অশোকবাণীতে, কী বিশ্বাকর্ষক মোহন সঙ্গীতে, কী অপার্থিব আনন্দের মঙ্গলগীতি গাহিয়া, সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের, সার্ব্বভৌমিক প্রীতির, সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের উচ্চ উদার রীতির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাঁহারই মত একনিষ্ঠ, অটল বিশ্বাসী, অটল অধ্যবসায়ী, অসাম্প্রদায়িক হৃদয় ও ধৈর্য্যশীল হইয়া সাধনা করিতে হইবে।

মহোদয়গণ, এই সভাতে আসিয়া যদি ঐরূপ হইতে চেষ্টা করা যায়, অন্তত ইচ্ছা করা যায়, তবেই সভায় আসা সার্থক। এইরূপ স্মৃতিসভার আয়োজনের উদ্দেশ্যও তাহাই। নচেৎ সেই বিশ্ব-গৌরব, জগন্মান্য বরেণ্য মহোদয়ের অতীত কাহিনী স্মরণ করিয়া তাঁহার কী উপকার করিব আমরা? সেই গোলোকগত নিত্য লীলাপ্রবিষ্ট চিদানন্দ রাজ্যের অধিবাসীর আমাদের তুচ্ছ পুষ্পমাল্য, বায়ুরাশিতে বিলীন ২।৪টী বক্তৃতা কিম্বা গান, কী কার্য্যে আসিতে পারে? আমরা যাহা করিতেছি, তাঁহার স্মৃতি বিজড়িত করিয়া রাখিতে, যাহা বলিতেছি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে, নিজেরা ধন্য হইতে, প্রতিবেশীকে, প্রিয়জনকে স্বদেশী বিদেশী বিশ্ববাসীকে, বিভিন্ন ধর্ম্মীকে বিপুল বিমল বিচিত্র আনন্দময় বৈষ্ণবধর্ম্মের সুমধুর মহিমা গান শুনাইতে, কৃতজ্ঞতা দেখাইতে, সম্মানার্হের সম্মান করিতে, পূজাস্পদের পূজা করিতে, মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে। আমরা যাহা করিতেছি তাহা যথেষ্ট না হইয়াও, মহাপুরুষের অর্চ্চনার স্বস্তি-বাচন বটে। ইহা যদি আমরা না করি, আমাদের নিজের গৌরব হানি হয়। মাননীয়ের সম্মান না দিলে নিজেদের নীচতা

বিষয়, আজকাল আমরা মহাপুরুষদের প্রতি সম্মান দেখাইতে শিখিতেছি। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই মনস্বী-গণের প্রতি সম্মান দেখান, একান্ত আবশ্যক, ইহা বুঝিতেছি। ইহা জাতীয়তার দিকেও বিশেষ প্রয়োজনীয়। সম্মুখে বড় আদর্শ না থাকিলে, কাহার পদাঙ্ক অনুসরণে আমরা বড় হইব? সংসারে যে সকল বিষয় আবশ্যক, সেই সকল বিষয় লাভ করিতে হইলে সেই সেই বিষয়ে যাঁহারা অনেক গবেষণা, যত্ন, সাধনা, প্রচারাদি করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্তর বাহির আলোচনা ও তদুপদিষ্ট বিষয়ের অনুশীলন, অনুধ্যান ও অনুষ্ঠান আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। জগতে যত বিষয় আমাদের প্রয়োজনীয়, সে সকলের মধ্যে 'ধর্ম্মই প্রধান, শ্রেষ্ঠতম। কেন না ধর্ম্মই মৃত্যুর পর সঙ্গে যাইবে। আর সকলই পড়িয়া থাকিবে। রাজ্য, অর্থ, স্বজন, সুখ-সাধন বস্তু সকল, কিছুই মৃত্যুর পর পাওয়া যায় না। পরলোকে এসব সঙ্গেও যায় না। ধর্ম্ম যায়। তাই শাস্ত্র বচন—

"এক এব সুহৃদ্ ধর্ম্মো মরণেঽপ্যনুযাতি যঃ।"

সুতরাং ধর্ম্মবিষয়ে যাঁহারা নিজ জীবন নিয়োজিত করিয়া তাহার সংস্কার সংস্থাপন, প্রচার ও আচার করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন চরিত আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক ও সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলপ্রদ। আমরা তাই আজ এই স্থানে সমবেত হইয়াছি। আজ এই সভায় এত অধিক লোকের সমাবেশে বুঝিতেছি, আমাদের জাতীয় জীবনের ও আমাদের অন্তর রাজ্যে ধর্ম্মের অরুণোদয়ের আভাস, এবং আত্ম মর্য্যাদা জ্ঞানের উন্মেষ হইতেছে।

ধর্ম্মকে আমরা বহু ও বিভিন্ন রূপে দেখি। অনেক সময় অল্পজ্ঞ ও অজ্ঞ সংকীর্ণ চিত্ত বিভিন্ন ধর্ম্মীদের বিবাদ ও অনেক অনর্থ দেখা যায়, শুনা যায়, পড়া যায়। ইহা অতি নিন্দনীয়, বিজ্ঞের সুগোচর আছে

যাহা সকলকে ধরিয়া আছে, বা সকলেই যাহাকে ধরিয়া আছে তাহাই ধর্ম্ম। অগ্নির দাহিকা শক্তির মত, জলের শৈত্য তারল্যের মত আত্মার নিত্য জ্ঞান সুখই ধর্ম্ম। প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ীই জ্ঞান ও সুখের (মুক্তির) জন্য সমস্ত আয়োজন অনুষ্ঠান করেন। সত্য, সাধুতা, পরোপকার প্রভৃতি মূল বিষয় গুলি সকল ধর্ম্মেই সমানভাবে আছে। দেশ, কাল ও পাত্রের অবস্থা ভেদে বাহ্য প্রয়োজনে কিছু কিছু বাহ্য আচার অনুষ্ঠানে ভেদ হইয়াছে। রুচি ও আত্মগত রসাস্বাদ ভেদে উপাসনার অন্তর ভেদ কিঞ্চিৎ হইয়াছে। মূলে ধর্ম্ম একই।

নদী সকল বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন, বিভিন্ন নামে খ্যাত, বিভিন্ন গতিতে বিভিন্ন দেশদিয়া প্রবাহিত হইলেও সকলের শেষ পতন স্থান মহাসাগর। আকাশের মেঘ হইতে বর্ষিত নির্ম্মল জল বিভিন্ন স্থানে পতিত হইলেও, নানা বর্ণ, নানা উপাদানে মিশ্রিত হইলেও স্রোতস্বতী মহাবেগে শেষে সমুদ্রেই পতিত হয়। শ্রীভগবান মহাসাগর, বিভিন্ন ধর্ম্মগুলি নদী। সুতরাং ধর্ম্মের নানাত্ব লইয়া বিরোধী মত লইয়া তর্ক করা অনুচিত। মহানুভব সাধক সকল ধর্ম্মেই আছেন। সাধকের অবস্থা ভেদে আবরণ ভেদ, জাতি ভেদ, সম্প্রদায় ভেদ থাকা স্বাভাবিক। থাকা উচিত, থাকা প্রয়োজন। চারাগাছের বেড়া উঠাইয়া দিলে গোমহিষ ছাগলে তাহাকে খাইয়া ফেলিবে। সুতরাং রক্ষার জন্য বেড়া কিছু কাল চাই। গাছ বড় হইলে বেড়া দিতে হয় না। যে বেড়া থাকে আপনি ভাঁগিয়া পড়ে। তখন ঐ গাছে গোমহিষ এমনকি হাতী ঘোড়া বাঁধা চলে।

তদ্রূপ যে পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞান পরিচয় না হয়, বিশ্বের সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি ও ব্রহ্ম দর্শন না হয় সে পর্য্যন্ত ও জাতি সম্প্রদায়াদি মানিয়া চলা নিজ হিতকামীর প্রথাও আবশ্যক। সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন করিলে, সমাজ হইতে তিনি বাহির হইয়া পড়েন। তিনি সর্ব্বত্র বিষ্ণুকে (সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, পর

মাত্মা ও ভগবানকে) দর্শন করেন। বৈষ্ণব হইয়া যান। এই বৈষ্ণব ধর্ম্মই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম।

বিশ্বপ্রেম এই বৈষ্ণব ধর্ম্মেই পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত। সুতরাং যিনি যে ধর্ম্মে যে জাতিতেই থাকুন না কেন, মহাপুরুষের জীবন কথা আলোচনায়, তাঁহাদের স্মরণে, তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে নিজেদের লাভ ব্যতীত ক্ষতি কিছুই নাই।

যিনি যে উপাসনাই করুন্ না, তাঁহার কর্ত্তব্য হইবে, অন্য উপাসনাকে নিজ উপাসনার রূপান্তর ভাবা। অন্য উপাস্যকে নিজ উপাস্যের অন্য রূপ ভাবা। অন্য উপাসককে সহোদরের মত চিন্তা করা। এই রূপ ভাবিতে অভ্যাস করিলে কাহাকে ও ঘৃণা করা, অবজ্ঞা করা বিদ্বেষ হিংসা করা হইবে না। সে প্রবৃত্তিই আসিবে না, ইহা যিনি করিতে না পারিবেন তিনি যত বড়ই নিজেকে মনে করুন্। যত অনুষ্ঠানই করুন্, তিনি তৈলযন্ত্র নিবদ্ধ বলীবর্দ্দের [কলুর বলদের] ন্যায় এই মায়া রাজ্যেই বারংবার জন্ম মৃত্যু লাভ করিতে থাকিবেন সর্ব্বত্র সমদর্শনই ধর্ম্মের মূল। বিশ্ব প্রেমই তার ফল। বিশ্বপতিকে পাইতে হইলে বিশ্ববাসীকে ভাল বাসিতে হইবে। হৃদয়কে বিশাল করিতে হইবে, সংকীর্ণতা দূর করিতে হইবে।

ভগবানকে পাইতে হইলে ভক্তকে আদর করিতে হইবে। ভক্তের সেবা পরিচর্য্যা করিতে হইবে। ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

যারা শুধু মোর ভক্ত তারা ভক্ত নয়।
আমার ভক্তের ভক্ত ভক্ততম হয়॥

ভক্তের স্মরণে কত মঙ্গল হয় তাহা শাস্ত্রে আছে,

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসঃ সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।

কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ? শ্রীমদ্ভাগবত

ভক্তকে স্মরণ করিলে কি হয় তাহা কি বলিব? যে গৃহে থাকিয়া ভক্ত স্মরণ করা যায়, সেই গৃহে ও গৃহস্থিত দ্রব্য সকল শুদ্ধ হইয়া যায়। স্মরণকারী শুদ্ধ হইলেন, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। যার স্মরণে এত আশ্চর্য্য, পবিত্রতালাভ সেই ভক্তের দর্শনে স্পর্শনে, পাদপ্রক্ষালনে, আসনপ্রদানে, তাঁহার ভোজনাদি সম্পাদনে' তাঁহার প্রীতি অনুষ্ঠানে কত ফল হয় তাহা ভাষার অতীত অচিন্ত্য।

ভক্তের প্রতি সমাদর দেখাইতে আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যেমন জানিতেন, যেমন পারিতেন, তেমনটী বুঝি আর দেখি নাই।

ভক্তের আদর ও সঙ্গ যেমন প্রয়োজন, ভক্ত ভক্তি প্রতিকূল সঙ্গ ও তেমনি উপেক্ষণীয়। কিন্তু ভক্তিবিনোদের জীবনে ভক্তি প্রতিকূল সঙ্গ বর্জনটী যেমন সরস মধুর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি তেমন আর কাহারও জীবনে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার এই সুন্দর সর্ব্ব সুখাবহ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া কত লোক যে জ্ঞান যোগ ও বহির্ম্মুখতা পরিহার করিয়া ভক্তিপথের পথিক হইয়াছেন, এমনকি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা তিনিই সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন। যিনি তাঁহার জীবনের সকল কার্য্য অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন, আমার বহু সৌভাগ্য ফলে তাঁহার নিকট দীর্ঘ সময় একত্র বাস ঘটিয়াছিল। তাই তাঁহার অনেক বিষয় জানিবার উত্তম সুযোগ পাইয়াছিলাম। তিনি দৈন্য ও সরলপ্রাণে জগৎকে সম্মান দিয়াছিলেন বলিয়া গর্ব্ব আভিজাত্য ও অনভিজ্ঞতা, প্রকৃত বৈষ্ণবকেও নিজাপেক্ষা হীন মনে করিতেছে।

তাঁহার আর একটী অসাধারণ মহত্বছিল তাহা বলিয়াই বক্তব্য শেষ করিব।

উপযুক্ত ব্যক্তি প্রার্থী হইলে তিনি তাঁহাকে শিষ্য করিতেন। কিন্তু সাধারণত গুরুগণ শিষ্যদের নিকট যেরূপ অর্থ সম্মানাদি প্রত্যাশা ও প্রার্থনা করেন, অমুক আমার শিষ্য ইত্যাদি অপ্রাসঙ্গিক রূপে প্রকাশ করিয়া শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়াস পাইয়া থাকেন, ও নিজেকে গুরু অভিমানে গুরুতর স্তরে দেখেন, ভক্তিবিনোদে আমি তাহার লেশ ও দেখি নাই। কিন্তু তাহার বিপরীতই দেখিয়াছি। তিনি যখন শিষ্যদের সঙ্গে বসিয়া আলাপ করিতেন, ব্যবহার করিতেন, তখন উভয় পক্ষকে (গুরু শিষ্যকে) দেখিয়া, যিনি ঐ সম্বন্ধ জানিতেন না তিনি কখনই বুঝিতে পারিতেন না যে উহারা গুরু শিষ্য। এত নিরভিমান ও উচ্চ মনা ছিলেন। তাই বলিয়া তাঁহাকে জগদ্‌গুরুর আসন হইতে নাবাইয়া কাহার ও নিম্নাপেক্ষা নিম্নস্তরে স্থান দেওয়া উচিত নহে।

ভক্তিবিনোদ মহোদয়ের একটী সম্পূর্ণ জীবন চরিত প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ও বৈষ্ণব জগতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। আশা করি তাঁহার যোগ্য পুত্র ও কৃতী শিষ্য প্রশিষ্যগণ এবং সজ্জন গুণ গরিমা প্রকাশপ্রিয় বিজ্ঞ শিক্ষিত ধনী মহোদয়গণ সে বিষয়ে চেষ্টা করিবেন। উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চলিলে ক্ষুদ্র হৃদয়ও বিশাল হয়। মহাপুরুষের জীবন চরিত ও তৎকৃতকার্য্য ও তৎ প্রণীত গ্রন্থাবলী সাধন-রাজ্যে কত শীঘ্র কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে নিম্নাধিকারীকেও অগ্রসর করিয়া দেয়, তাহা যাহারা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা সম্যক্‌ বুঝিবেন।

যত দিন বঙ্গভাষা, আর্য্যশাস্ত্র, হিন্দুধর্ম্ম, গোস্বামী গ্রন্থ, বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বিদ্যা ধর্ম্মানুরাগী মনুষ্য জাতি থাকিবে, ততদিন প্রথিতনামা বিশ্ব বিশ্রুত কীর্ত্তি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তীধারী মহাত্মা ভক্তিবিনোদ

ঠাকুর এই নাম ও তদীয় কীর্ত্তি কলাপ অক্ষুণ্ণ, অপ্রতিহত ও অতুলনীয় রূপে জগতে দেদীপ্যমান থাকিবে। কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমার বাক্যমধ্যস্থ দোষ ও বিরুদ্ধ উক্তি থাকিলে উহা ত্যাগ ও মার্জ্জনা করিয়া স্ব স্ব উপাস্যের নিকট আমার এই মঙ্গল কামনা করিবেন যেন ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান এই তিনের আলোচনাতেই আমার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অতিবাহিত হয়।

গুরুর বিশ্রম্ভ সেবা।

বিশ্বাস সহকারে শ্রীশ্রীগুরু সেবা চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের তৃতীয়াঙ্গ। প্রথমতঃ শ্রীগুরুদেব কে? এবং বিশ্বাস শব্দের অর্থ বিচার আবশ্যক।

আমরা লৌকিকদৃষ্টিতে শ্রীগুরুদেবকে আমাদেরই ন্যায় মায়াবদ্ধ জীব মনে করি কিন্তু শ্রীগুরুদেব সেরূপ বস্তু নন কারণ লৌকিক দৃষ্টি ও জ্ঞান সর্ব্বদাই ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দোষচতুষ্টয়ে দুষ্ট। পক্ষান্তরে অলৌকিক দৃষ্টি বলিয়া আর একটি বাক্য আছে যাহা লৌকিক দৃষ্টির বিপরীত এবং সেই দৃষ্টির দ্বারাই লোকাতীত শ্রীশ্রীগুরুদেবের স্বরূপ প্রকৃতভাবে লক্ষিত হয়। শ্রীশ্রীগুরুদেব যে কি বস্তু তাহা শ্রীশ্রীভগবানই শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন :—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

অর্থাৎ শ্রীশ্রীগুরুদেব কৃষ্ণাভিন্ন জড়াতীত ও সর্ব্বদেবময়। শ্রীশ্রীভগবান ও শ্রীশ্রীগুরুদেবে তত্ত্বতঃ ভেদ না থাকিলেও লীলাগত ভেদ এই যে শ্রীশ্রীগুরুদেব আশ্রয় জাতীয় ভগবান। শ্রীশ্রীগুরুদেব নিত্য ভগবদ্ পার্ষদ-রূপে নিত্য শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামবাসী।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্দাস গোস্বামী শ্রীশ্রীগুরুদেবকে "মুকুন্দ প্রেষ্ঠ" বলিয়াছেন। সুতরাং শ্রীশ্রীমদ্রূপানুগ বৈষ্ণব মাত্রেই স্বীয় গুরুদেবকে "মুকুন্দ প্রেষ্ঠ" বলিয়া জানেন। সুতরাং শ্রীগুরুদেব লৌকিক ও জড়বস্তু নহেন, অলৌকিক ও জড়াতীত।

নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের, নিত্যধর্ম্মই কৃষ্ণ সেবা। জীব নিত্যকাল স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ভগবদ্রাজ্য শ্রীবৃন্দাবনধামে থাকিয়া নিজ নিত্য প্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সেবা সুখে রত থাকেন। স্বীয় প্রভুদত্ত স্বতন্ত্র শক্তির অপব্যবহারে জীবের সংসার গতি হয়। স্বতন্ত্র শক্তির সুব্যবহারে তিনি নিত্য প্রভুসেবাসুখান্বেষী ও নিত্যধামবাসী আর স্বতন্ত্র শক্তির অপব্যবহারে জড়ধামবাসী হইয়া কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃতি ক্রমে ত্রিতাপদগ্ধ, ভোক্তাভিমানে জড়ীয় সুখান্বেষী প্রাকৃতকামী। কৃষ্ণবিস্মৃতিতে স্বস্বরূপের অপ্রাপ্তি, অসত্তৃষ্ণা, হৃদয় দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ নামক চতুর্ব্বিধ অনর্থ যুক্ত। জীব শ্রীভগবানকে ভুলিয়া মায়ার আবাহন করিল দেখিয়া বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান তাহার প্রার্থনা পূরণ করিলেন বটে কিন্তু পরম দয়াময়, সর্ব্বজ্ঞ, জীবের প্রাণের প্রভু সর্ব্বকারণকারণ জীবের দুর্গতি দেখিয়া তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য, শ্রীশ্রীগুরু ও শাস্ত্ররূপে অবতীর্ণ হইলেন।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরুচৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে ॥
কৃষ্ণ গুরুরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥

জীবের নিত্যপ্রভুই শ্রীগুরুদেবরূপে আসিয়া জীবকে কৃপা করিয়া অপ্রাকৃত জ্ঞানদানে তাহার হৃদয়ের কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ অজ্ঞানান্ধকার দুর করিয়া দেন। প্রাকৃত জগতে প্রাকৃত ধনে ধনী, প্রাকৃত দরিদ্রকে প্রাকৃত অর্থদানে তাহার দরিদ্রতা ক্ষণকালের জন্য দূর করেন কিন্তু অপ্রাকৃত ধনে ধনী

শ্রীশ্রীগুরুদেব জীবের স্বরূপজ্ঞানাভাবরূপ দরিদ্রতা "দীক্ষা" দানে চিরদিনের মত দূর করিয়া দেন।

দীক্ষা শব্দে দিব্য জ্ঞানোদয় ও পাপের সম্যক নিরসন বুঝায় যথা দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্ তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ। সুতরাং শ্রীশ্রীগুরুদেবই সাক্ষাৎ আশ্রয় জাতীয় ভগবান্ ও সংসার সমুদ্র পরপারে লইয়া যাইবার উত্তরণতরীর একমাত্র কর্ণধার। কর্ণধারবিহীন তরণী যেমন গন্তব্যস্থানে যাইতে অসমর্থ শ্রীশ্রীগুরু-চরণাশ্রয় ব্যতীত জীবও ভগবৎসমীপে যাইতে অসমর্থ। ইহাই শাস্ত্র ও ভগবানের কথা।

বৈষ্ণব কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিলেন—

এমন দুর্ম্মতি, সংসার ভিতরে, পড়িয়াছিলাম আমি।
তব নিজজন, কোন মহাজনে, পাঠাইয়া দিলে তুমি॥

ভাগ্যবান্ জীব এই গান গাইয়া বুঝিবেন শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত জীব শ্রীগৌর ভগবানের সেবা পাইবেন না। দুর্ভাগা জীব ইহা না বুঝিয়া আশ্রয় বিহীনে কতই না কষ্টে পতিত!

বিশ্বাস শব্দে দৃঢ় শ্রদ্ধা সহকারে ঐকান্তিকতা বুঝায়। শ্রীশ্রীগুরুদেবকে মুখে অপ্রাকৃত বলিলে হয় না, হৃদয়ে হৃদয়ে সেই ধারণা থাকাই বিশ্বাস শব্দ-বাচ্য। শ্রীশ্রীগুরু সেবা কি না প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা।

আমি নগণ্য, ক্ষুদ্র ও নিরাশ্রিত, শ্রীশ্রীগুরুদেবই এই মায়িক জগতে মায়াতীত বস্তু ও আমার একমাত্র আশ্রয় জানিয়া তদধীনতা স্বীকারকে প্রণিপাত বলে।

"আমি কে" এ জ্ঞানলাভের জন্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ শ্রীগুরুদেবের নিকট পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করাকে পরিপ্রশ্ন বুঝায় পক্ষান্তরে শ্রীগুরুদেব সর্ব্ব-শাস্ত্রদর্শী নহেন, আমাপেক্ষা কম জ্ঞানবান্, তাঁহাকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রশ্ন

করাকে দাম্ভিকতা বুঝায়। অনুগত পরিপ্রশ্নে পতিতপাবনঃ শ্রীগুরুদেব তদধীন দাসকে দুর্ল্লভ ভগবজ্‌জ্ঞান নাম সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনতত্ত্ব জ্ঞানদানে চিরকৃতার্থ করেন।

সেবা শব্দে শ্রীশ্রীগুরুদেব চরণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে তৎ পরিচর্য্যাকে লক্ষ্য করে।

সুতরাং স্বস্বরূপ জ্ঞানোদয়ে, অনর্থহস্ত মুক্ত হইয়া নিত্য প্রভুসেবা লাভ করিতে হইলে শ্রীশ্রীগুরুপাদাশ্রয় পূর্ব্বক তৎসমীপে কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষা পূর্ব্বক অপ্রাকৃত বিশ্বাসের সহিত শ্রীশ্রীগুরুসেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

(প্রভু) সংসার সাগরে মোহ ভ্রান্ত হই, পড়িয়াছিলাম আমি।
কোথা হ'তে আসি, অধম পতিতে করুণা করিলে তুমি॥
নিজ সেবাদানে কৃতার্থ করহ আর কিছু নাহি চাই।
তুমি মোর প্রভু, আমিত সেবক এই ভাব সদা চাই॥

শ্রীশ্রীগুরুচরণ সেবাপ্রার্থী
শ্রীনয়নাভিরাম দাসাধিকারী
(ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায় বৈভব ভক্তিশাস্ত্র পঞ্চরাত্রাচার্য্য।)
নারায়ণপুর, যশোহর।

গোরা স্তুতি।

(১)

কোটী কনক ভানু জিনি অঙ্গরূপ
নব পুরুষ প্রকৃতি ভাব ভূপ॥
কলি কলুষ তমঃহর প্রেমপূত।
ভজ গুণনিধি গোরা শচীসুত॥

(২)

প্রেম সজল চল আঁখি রাগযুত।
দ্রুত শ্রীপদগতি ক্ষণে মন্দীভূত॥
স্বস স্ফুরিত ধৃত তনু পুলকিত।
ভজ গুণনিধি গোরা শচীসুত॥

(৩)

শত শাস্ত্র বিশারদ দর্পহর।
রসরাজ মহাভাব ভক্তিপর॥
জয়েশ্বরপুরী রাজ-শিষ্যবর।
ভজ গুণনিধি গোরা শচীসুত॥

(৪)

সব মন্ত্র মহৎ কলৌ নাম মনোহর।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম গীতিপর॥
দীন পাতকী দুর্জ্জন ক্ষমাপর।
ভজ গুণনিধি গোরা শচীসুত॥

(৫)

ভাব আবেশ আকুল বেশবর।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ষড়্ভুজ॥
রসসাগর শাশ্বত লীলাপর।
ভজ গুণনিধি গোরা শচীসুত॥

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর উদ্দেশে।

দয়াল প্রেমের দেব গোরা গুণমণি
কলির কলুষ তমঃ নাশিবার তরে,

গোলোকে লুকানো, "হরিনাম চিন্তামণি"
আনি বিতরিলা ভবে পুলকের ভরে।
উথলিল প্রেমসিন্ধু, ভকতির ধারা,
শ্রীরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রেম উৎস যত,
মিলিয়া মিশিয়া চলে উতলার মত।
পূতঃপ্রেম পরশনে বিশ্ব আত্মহারা
কিন্তু যবে কালধর্ম্মে রুদ্ধ উৎস মুখ
শুদ্ধ ভক্তগণ চিতে ঘটে বড় দুখ,
আত্ম সুখরত যত ভক্তনামধারী
পঙ্কিল করিছে দেখি ভক্তিনদীবারি
শুদ্ধ পথে ছুটাইলে রুদ্ধ প্রস্রবণ
হে ভক্তিবিনোদ, তুমি শুদ্ধভক্তধন।

দীন শ্রীযতীন্দ্র নাথ সামন্ত (কবিশেখর)
সাং পুটশুরী (বর্দ্ধমান)

উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে নামহট্ট।

১৭ই আশ্বিন, ১৩২৬, শনিবার, ২৪শে পদ্মনাভ, ৪৩৩ শ্রীচৈতন্যাব্দ ক্ষীরোদশায়িবার, ইং ১৯১৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার বিভিন্ন স্থানীয় ভক্তপাত্রবর্গ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তর শত শ্রীশ্রীমৎস্বামি ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহাশয়ের নেতৃত্বে কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসন হইতে নদীয়া, পাবনা ও পূর্ব্ব বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শ্রীনাম প্রচারোদ্দেশে যাত্রা করেন। ইহাদিগের মধ্যে আচার্য্য

শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস ভক্তিসিন্ধু, আচার্য্যত্রিক শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন ও আচার্য্যত্রিক শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ, আচার্য্যদ্বিক শ্রীযুক্ত জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ বিদ্যাবিনোদ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তভূষণ বি এ, আচার্য্য শ্রীযুক্ত আচার্য্যদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবত ভূষণ, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ শর্ম্মাবিদ্যাবাচস্পতি, শ্রীযুক্ত অনন্তবাস ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি এ, শ্রীযুক্ত হরিপদ ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, বিদ্যারত্ন কবিভূষণ প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ প্রচারাভিযানে যোগদান করেন।

দামুরহুদা—নদীয়া জেলার অন্তবর্ত্তী দামুরহুদা (চুয়াডাঙ্গা মহকুমা) ও কুষ্টিয়া উভয় স্থানেই ১৮ই আশ্বিন রবিবার শ্রীসভার অধিবেশনের ব্যবস্থা হওয়ায় প্রথম স্থানে পরমহংস গোস্বামী মহারাজ কয়েকজন ভক্ত লইয়া সসঙ্কীর্ত্তন গ্রাম পরিক্রমা করেন ও সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলী, গোস্বামিসন্তান ও শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ মজুমদার প্রমুখ স্থানীয় ভক্তবৃন্দ লইয়া ইষ্টগোষ্ঠীতে সমস্ত দিবাভাগে সম্বন্ধ তত্ত্ব উপদেশ করেন। অপরাহ্ণে স্থানীয় শ্রীহরিসভা মণ্ডপে শ্রীসভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে প্রায় অষ্টশত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রারম্ভেই "প্রাকৃতরসশত দূষণী" পুস্তিকা গীত ও বিতরিত হয়। শ্রীমৎস্বামিপাদ সম্বন্ধতত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে বুঝাইয়া দিয়া অভিধেয় রূপে কীর্ত্তনাখ্যাভক্তিকে স্থাপন করেন। পরে তাঁহার আদেশে যথাক্রমে আচার্য্যদ্বিক শ্রীযুক্ত জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ বি এ, শ্রীযুক্ত হরিপদ ভক্তিশাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবত ভূষণ শ্রীযুক্ত অনন্তবাস বিদ্যাভূষণ বি এ, এবং শ্রীযুক্ত আচার্য্য দাস পঞ্চরাত্রাচার্য্য মহোদয় জীবের কল্যাণ, জীবেদয়া, নামে রুচি বৈষ্ণবতত্ত্ব, প্রসাদ মাহাত্ম্য ও পঞ্চরাত্র বিধি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে কীর্ত্তনানন্তর রাত্রিকালে সভাভঙ্গ হয় ও সঙ্গে সঙ্গে এই নাম প্রচারক সম্প্রদায় কুষ্টিয়া যাত্রা করেন।

কুষ্টিয়া—অপর দিকে ঐ রবিবারেই আচার্য্যত্রিক শ্রীযুক্ত গৌর-গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ বাচস্পতি প্রমুখ কয়েক জন ভক্ত কুষ্টিয়ার নগর পরিক্রমা ও সন্ধ্যাকালে স্থানীয় শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর শ্রীমন্দিরের নাট্যশালায় শ্রীসভার অধিবেশন করেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীনাম তত্ত্ব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরদিবস সোমবার পরমহংস ঠাকুর পরিচালিত ভক্তবৃন্দ কুষ্টিয়া আসিলে উক্ত মন্দিরে শ্রীসভার অধিবেশন হয়। সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিপদ শাস্ত্রী এম এ, শ্রীসভার পরিচয় প্রদান করিলে পরমহংস মহারাজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেন ও বর্ণাশ্রমাতীত পারমহংস্যই প্রকৃত বৈষ্ণবত্ব ইহা বুঝাইয়া দেন এবং পরে এক ব্রাহ্ম ভদ্রলোককে অবতারতত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার অবতার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করেন। উক্ত মন্দির সম্পৃক্ত শ্রীহরিসভার সদস্য মণ্ডলী সংস্কৃত হইয়া হরিভক্তি সমন্বিত হওয়া আবশ্যক। স্থানীয় ভক্তগণের মধ্যে মোক্তার শ্রীযুক্ত রসিক লাল নাগের নামই সমধিক উল্লেখ যোগ্য। অবশ্য সভাস্থলে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান, আসিষ্টেণ্টসার্জ্জন, উকীল সম্প্রদায় বহু গণ্যমান্য ভদ্রব্যক্তি দৃষ্ট হইয়া ছিলেন। সভাভঙ্গের পর রাত্রিকালেই প্রচারকগণ পাবনা যাত্রা করেন।

পাবনা—পাবনায় পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বিহারী লাল সাহা মহাশয়ের শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরে ২০শে আশ্বিন মঙ্গলবার প্রাতঃকাল হইতে কীর্ত্তনাদি ও হরিকথালোচনা দ্বারা ইষ্টগোষ্ঠী হইতে থাকে। অপরাহ্ণ পাঁচঘটিকা কালে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার বিরাট অধিবেশন হয়। সভাস্থলে পঞ্চশতাধিক গণ্যমান্য লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীগুরুনির্দেশে সম্পাদকরূপে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম এ শ্রীজীব-গোস্বামী পাদ হইতে শ্রীসভার ইতিহাস বিবৃত করিলে আচার্য্যত্রিক শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন করেন। পরে পরমহংস

গোস্বামিঠাকুর স্বয়ং কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসম্বন্ধে ও শ্রীরূপানুগমনে বিরিক্তি যড়বেগ হইবার জন্য ভক্তি প্রয়াসিজনগণকে উপদেশ করেন। পর দিবস প্রাতঃ কালে সঙ্কীর্ত্তন-মুখে নগর পরিক্রমা। দিবাভাগে পূর্ব্বদিবসের মত ইষ্টগোষ্ঠী। অপরাহ্ণে শ্রীসভার অধিবেশনারম্ভ হয়। ঐ দিবসে পূর্ব্বদিন অপেক্ষাও অধিক লোক সমাগম হইয়াছিল। স্থানীয় এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের অনুরোধে শ্রীমৎ স্বামিপাদ সার্দ্ধতিন ঘণ্টাকাল বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

সাতবেড়িয়া—তৎপর দিবস বৃহস্পতিবার পদ্মানদীর উপর দিয়া নৌকাযোগে গমনপূর্ব্বক শ্রীরূপানুগশুদ্ধ ভক্ত বৃন্দ পাবনা জেলায় সাতবেড়িয়া গ্রামে সন্ধ্যাকালে শ্রীনামহট্টের অধিবেশন করেন। সেখানে রাত্রিকালে গোস্বামী সন্তান শ্রীযুক্ত অনাথ বন্ধু অধিকারী মহাশয়ের প্রাঙ্গণে শ্রীসভার অধিবেশন হয়। পরমহংস প্রভুপাদ শ্রীনাম ও শিক্ষাষ্টক সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ করেন। তৎপরে আচার্য্যত্রিক শ্রীগৌর গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত হরিপদ শাস্ত্রী এম এ অনর্থ যুক্ত অবস্থায় রসালোচনায় সর্ব্বনাশ ঘটে প্রতিপন্ন করিয়া সমবেত জনগণকে শ্রীরূপ গোস্বামী পাদ প্রবর্ত্তিত ক্রম অবলম্বন করতঃ জড়বুদ্ধিতে লীলাগানাদি বর্জ্জন পূর্ব্বক নামে রুচি প্রাপ্ত করিতে অনুরোধ করেন।

সাগরকাঁদি—পুনরায় নৌকাযোগে ভক্তবৃন্দ পবানা জেলার অন্তঃপাতী সাগরকান্দি গ্রামে শুক্রবার মধ্যাহ্নেই উপনীত হয়েন। সসংকীর্ত্তন গ্রামপরিক্রমান্তে ভক্তচূড়ামণি শ্রীযুক্ত দীননাথ পোদ্দার মহাশয়ের মণ্ডপে ইষ্টগোষ্ঠী হয়। সায়াহ্নে সভার অধিবেশনে সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিপদ কবিভূষণ এম এ সভার আনুপূর্ব্বিক ইতিবৃত্ত যথাপূর্ব্ব আবৃত্তি করিলে পরমহংস মহারাজের নির্দ্দেশে যথাক্রমে আচার্য্যত্রিক ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ

নাম, রস, নামাভাস ও নামাপরাধ এবং বৈষ্ণবাপরাধ সম্বন্ধে, আচার্য্যত্রিক শ্রীযুক্ত জগদীশ ভক্তি প্রদীপ ভক্তিশাস্ত্রী বি এ সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে, আচার্য্যত্রিক শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী গুরুতত্ত্ব ও দীক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে, এবং শ্রীযুক্ত অনন্তবাস ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি এ জীবেদয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভাস্থলে ভক্তবর শ্রীযুক্ত অনাদি কৃষ্ণ দত্ত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন পোদ্দার প্রমুখ ভক্তগণ এবং অনেক ব্রাহ্মণ ও বিশিষ্ট ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছিলেন। পরদিবস (২৪শে আশ্বিন) সমস্ত দিবাভাগে ইষ্টগোষ্ঠী হয় ও সায়াহ্নে উক্ত মণ্ডপে শ্রীসভার অধিবেশনে পরমহংস গোস্বামী মহোদয় ঐকান্তিক বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও পঞ্চোপাসনার পার্থক্য বুঝাইয়া কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণ করতঃ ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তিই যে জীবের নিত্য স্বরূপে অবস্থানের একমাত্র অভিধেয় তাহা সম্যক ব্যাখ্যাত করেন। এতৎ সূত্রে বিবর্ত্তবাদ ও শক্তিপরিণামবাদ সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা ও তাঁহার অভিভাষণের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল।

পর দিবস রবিবার উক্ত গ্রামেই অন্যত্র বিস্তৃত সভামণ্ডপে শ্রীসভার অধিবেশন হয়। শ্রীমৎ স্বামিপাদ শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভরসতাৎপর্য্য এবং বিভাব, অনুভাব আলম্বন উদ্দীপন প্রভৃতি তত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়া দেখান যে অধুনাতন বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিগণ নিত্য সেবকত্ব ভুলিয়া সেব্য বুদ্ধিতে ভোক্তা অভিমান করিতেছেন ও জড়ীয় লীলাস্বাদের জন্য লালায়িত হইয়া ব্যভিচার রত থাকিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কলঙ্কলেপন করিতেছেন। আর প্রমাণ করেন যে বিষ্ণুপূজায় পরম সাত্ত্বিক গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিরই যোগ্যতা আছে, অন্যের নাই এবং তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। বিষ্ণু পূজাধিকারে, শৌক্রজন্ম ব্রাহ্মণের নির্দ্দেশক হইতে পারে না। অথচ অব্রাহ্মণেরও বিষ্ণুপূজার অধিকার নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণোচিত সত্ত্বাশ্রয় ও অন্তর্বহিঃ তত্তল্লক্ষণ বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। পরিশেষে গ্রামবাসিগণের পক্ষ হইতে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত অনাদিকৃষ্ণ দত্ত মহোদয় বলেন পরমহংসপাদ ও তৎসহ ভক্তমণ্ডলীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবান্তর উদ্দেশ্য রহিত শুদ্ধ নাম প্রচারে পরিভ্রমণ দেখিয়া তিনি আশা করেন যে আবার বুঝি শ্রীগৌরসুন্দরের কাল পুনরায় বঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, যে যুগে দ্বারে দ্বারে পার্ষদবর্গ বিনা বেতনে নাম বিলাইয়া কৃষ্ণ প্রেমে দেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন। সাগরকাঁদি গ্রামে শুদ্ধভক্তি ধর্ম্মের সূত্রপাত দেখিয়া তিনি গ্রামের ও সন্নিহিত স্থান সমূহে শুদ্ধভক্তি স্রোত প্রবাহিত হইবে এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সম্প্রদায়স্থ সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। প্রত্যুত্তরে শ্রীযুক্ত হরিপদ ভক্তিশাস্ত্রী এম এ মহোদয় তাঁহাদের হরিকথা শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশের জন্য ও শ্রীনামহট্টের উদ্দেশ্য সম্যগ উপলব্ধি করণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভা ভঙ্গ হয়। পরদিবস প্রত্যূষে উক্ত প্রচারকসঙ্ঘ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বেলগাছি গ্রামে গমন করেন।

বেলগাছি—২৬শে আশ্বিন সোমবার শ্রীযুক্ত শশধর সাহা মহাশয়ের বাটীতে ইষ্টগোষ্ঠী ও সায়াহ্নে শ্রীযুক্ত প্রভাস চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রাঙ্গণে শ্রীসভার অধিবেশন হয়। যথারীতি সম্পাদক বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীসভায় আনুপূর্ব্বিক পরিচয় প্রদান করিলে আচার্য্যত্রিক শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয় নামতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অবশেষে পরমহংস গোস্বামী মহারাজ নিষ্কিঞ্চন ভক্তিধর্ম্মই যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ তাহা প্রমাণ করেন ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মূলসূত্র নির্দ্দেশ করেন।

রাজবাড়ী—পরদিন মঙ্গলবারে ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ী সহরে শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ সরকারের বাটীতে ইষ্টগোষ্ঠী হয়। পরে ঐ রাত্রিতেই গোয়ালন্দ হইয়া লৌহজঙ্গ যাত্রা করা হয়।

বিক্রমপুর—বুধবারে বিক্রমপুরের অন্তঃপাতী লোহজঙ্গ সহরে পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ মহোদয়ের নিবাস স্থলে ইষ্টগোষ্ঠি হয় এবং অপরাহ্ণে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া রাত্রিকালে ডোমসারে শ্রীযুক্ত রায় বাবুদের বাটীতে ভক্তগণ উপস্থিত হয়েন।

ডোমসা—২৯শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার রাজর্ষি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার রায় মহোদয়ের ঠাকুরবাটীতে ইষ্টগোষ্ঠী ও অপরাহ্ণে শ্রীসভার অধিবেশন হয়। সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম এ শ্রীসভার বিবরণী আবৃত্তি করিলে শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের উপযোগিতা ও দেশের স্থানে স্থানে শ্রীচৈতন্যমঠ স্থাপনের আবশ্যকতার উল্লেখ করেন। পরিশেষে শ্রীমৎ প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন।

তৎপর দিবসদ্বয় কীর্ত্তনাদি হয় ও সন্ধ্যাকালে ইষ্টগোষ্ঠিতে প্রশ্নোত্তর বিধায় জীবের স্বরূপ, কর্ম্মবাদ প্রভৃতি বিষয়ের বিশ্লেষণ হয়। রাজর্ষি মহোদয়ের উপযুক্ত কনিষ্ঠ সহোদর হরেন্দ্র বাবু তৃতীয় দিবসে তাঁহার ঠাকুর বাটিতে শ্রীহরিকথার অবসর দিয়াছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ—পরদিন ২রা কার্ত্তিক রবিবার শুদ্ধভক্তবৃন্দ নারায়ণগঞ্জে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসু মহাশয়ের চাঁষারার বাটীতে উপস্থিত হইয়া ইষ্টগোষ্ঠি করেন। তৎপর দিন সন্ধ্যাকালে স্থানীয় শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর মন্দিরে শ্রীসভার অধিবেশন হয়। অনুমান পঞ্চশত গণ্যমান্য ভদ্রব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া শ্রীযুক্ত হরিপদ শাস্ত্রী এম এর ভূমিকামুখে সভারম্ভ হইয়া শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণের শ্রীনাম সম্বন্ধে আলোচনা এবং পরমহংস মহারাজের সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী প্রীত হইয়াছিলেন। এই অধিবেশনের উদ্যোগে

স্থানীয় পরম ভাগবত কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনী কুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের উৎসাহ বিশেষ প্রশংসনীয়।

ঢাকা—তৎপর দিবস ৪ঠা কার্ত্তিক মঙ্গলবার হইতে ত্রিবসত্র ঢাকা সহরে ফরিদাবাদ অঞ্চলের পর লোকগত মহাত্মা রাসবিহারী সাহা ভক্ত মহাশয়ের উদ্যানস্থ ঠাকুর বাড়ীতে ইষ্টগোষ্ঠী হয়। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র সরকার এম এ, ভূম্যধিকারী শ্রীযুত রাখাল চন্দ্র বসাক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সাহা পোষ্টমাষ্টার ভক্তচূড়ামণি শ্রীযুক্ত রায় অক্ষয় ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর, অবসরলব্ধ সবজজ পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন প্রমুখ বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বর্গের সমাবেশ হইয়াছিল। এ বিষয়ে উক্ত ভক্ত মহাশয়ের ভ্রাতা রাধাবল্লভ বাবু ইষ্টগোষ্ঠির উদ্যোগে অগ্রণী হইয়া শুদ্ধ ভক্তিতত্ত্ব শুশ্রূষু ব্যক্তিগণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। এখানে পরমহংস মহারাজ কর্ত্তৃক নির্বিশেষবাদ নিরসন এবং সাম্প্রদায়িক ও ঐকান্তিক শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মস্থাপন কার্য্য সম্পাদিত হয়।

সিরাজ দিঘা—পরবর্ত্তী শুক্রবার ও শনিবারে বিক্রমপুরান্তর্গত সিরাজ দিঘা সন্নিহিত আবীরপাড়া গ্রামে ভাগ্যকুলের রাজকর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন মণ্ডল মহাশয়ের বাটীতে ইষ্টগোষ্ঠী ও শ্রীসভার অধিবেশন হইয়াছিল।

৯ই কার্ত্তিক রবিবারে ভক্তবৃন্দ যাত্রা করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রয়াণ করেন এবং পরমহংস স্বামিপাদ ও তদনুবর্ত্তিগণ সোমবারে কলিকাতা শ্রীভক্তি-বিনোদ আসনে উপনীত হয়েন।

যশোহরে শ্রীনামহট্ট।

বিগত ১৫ই পৌষ রবিবার কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসন হইতে পরমহংস স্বামিপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহাশয় শ্রীআসনস্থ ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে কোটচাঁদপুরে সমাগত হন। সন্ধ্যায় ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম মিত্র মহাশয়ের ভবনে ইষ্টগোষ্ঠী করেন। খুলনা জজকোর্টের সেরিস্তাদার শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ, যশোহরের বিখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস বি, এল, প্রমুখ শুদ্ধভক্ত ও পণ্ডিতগণ যোগদান করেন। সোমবার সায়াহ্নে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার একটী অধিবেশন হয়। বহু ভদ্রব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন। পরমহংস ঠাকুরের নিদেশে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্, এ. কবিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী) শ্রীসভার পরিচয় প্রদান ও কেবলাদ্বৈতবাদনিরসন করিলে শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ বৈষ্ণব স্মৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অবশেষে শ্রীমৎ স্বামিপাদ সনাতন ধর্ম্মই বৈষ্ণব ধর্ম্ম এই সম্বন্ধে উপদেশ দেন। মঙ্গলবার অপরাহ্ণে শ্রীপাট মহেশপুরে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজিউর মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীসভার অধিবেশনে প্রভুনিদেশে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন শ্রীসভার ইতিহাস বর্ণন ও জীব মাত্রেই বৈষ্ণব এই তত্ত্বালোচনা করিলে পরমহংস ঠাকুর শুদ্ধভক্তি ও উজ্জ্বলরস সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ দিলে এবং তদাজ্ঞায় আচার্য্যদ্বিক শ্রীযুক্ত জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ বিদ্যাবিনোদ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তভূষণ বি, এ. মহোদয় শ্রীনামতত্ত্ব সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহিণী আলোচনা করেন। পরদিন বুধবার ভক্তবৃন্দ পুনরায় কোটচাঁদপুর হইয়া তৎ সন্নিহিত মামুনসিয়া গ্রামে শ্রীসভার অন্যতম সম্পাদক পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের বাটীতে শ্রীনাম কীর্ত্তন করেন। বৃহস্পতিবার যশোহরে ভক্তবন্ধু শ্রীযুক্ত রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর বেদান্তভূষণ বি, এল,

মহোদয়ের ভবনে ইষ্টগোষ্ঠী হয়। স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এল, এম, এস, মহাশয়ের ভবনেও নামকীর্ত্তন ও হরিকথা হয়। ঐ দিবস সন্ধ্যায় ভক্তগণ স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সম্পাদক, বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরবিজয়োৎসব।

সম্প্রতি শ্রীবৃন্দাবনে পরম ভাগবত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনহরি দাস মহাশয়ের মহতী চেষ্টায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে শুভবিজয় স্মরণ মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব্রজবাসীগণকে এই বিজয় মহোৎসবের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিয়া ইহার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ এই মহোৎসবে যাবতীয় শুদ্ধ ভক্ত যোগদান করিয়া হরিসেবানুষ্ঠানের সমৃদ্ধি সাধন করিতেছেন।

শ্রীনবদ্বীপ কুলিয়ায় বিরহোৎসব।

বৈষ্ণব জগদ্বন্দ্য শ্রীশ্রীমদ্বিষ্ণুপাদ শ্রীগৌর কিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের চতুর্থ বার্ষিক বিরহ মহোৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীউত্থান একাদশীর পূর্ব্ব দিবসদ্বয় হইতে বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশস্থ যাবতীয় শুদ্ধভক্তগণ কুলিয়া নূতন চড়ায় শ্রীসমাধিকুঞ্জে উপস্থিত হন। শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন ও প্রত্যহ একবার মাধ্যাহ্নিক শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান প্রভৃতি যাবতীয় ভক্ত্যনুষ্ঠানের গৌরব সমুজ্জ্বলিত হইতে দেখিয়া শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ পরমানন্দিত হইয়াছেন। নগর সঙ্কীর্ত্তন ও সর্ব্বক্ষণ হরিকথামোদে ভক্তগোষ্ঠীর অপার আনন্দ হইয়াছে। সমাধিকুঞ্জের সন্নিহিত প্রদেশে কতিপয় নবনির্ম্মিত

গৃহ উৎসবকালে বৈষ্ণবগণের সেবা কার্য্যে লাগিয়াছে। বৈষ্ণব সেবাই যাবতীয় অনুষ্ঠানের শেষ তাৎপর্য্য। গৃহ বৈষ্ণবপদচারণে ধন্য হয় তাহাই এস্থলে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে ভজনানন্দী ভক্তগণের সেবা করিবার অধিকার লাভ করিলেই গৃহের উদ্দেশ্য সফল হয়।

ভক্তিভূষণের স্বধাম গমন।

ঢাকা নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রাধারমণ ঘোষ ভক্তিভূষণ বি এ মহাশয় বিগত জ্যৈষ্ঠমাসে স্বধাম গিয়াছেন। বহরমপুরের ভক্তিগ্রন্থ প্রচার কার্য্যে তিনি অকৃত্রিম সুহৃৎ ছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যে ভক্তিস্রোত প্রবাহকল্পে এই মহাত্মা যে সকল ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন তাহা বৈষ্ণবজগৎ অনেক দিন ভুলিতে পারিবেন না। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অলৌকিক গুণগ্রহণে তাঁহার সমধিক পারদর্শিতা ছিল।

ব্রজ পরিক্রমার মহান্ত।

পরম ভাগবত শ্রীনিত্যানন্দ সম্প্রদায়ভুক্ত হাইকোর্টের উকীল শ্রীহট্ট নিবাসী শোত্রিয় বিপ্রকুলাগ্রণী শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী এম এ বি এল মহোদয় কিছু দিন পূর্ব্বে বিষয় কার্য্য পরিহার পূর্ব্বক বৈষ্ণব বেষ গ্রহণ করিয়া শ্রীব্রজধামে বাস করিয়া সন্তদাস বাবাজী নামে আখ্যাত হন। সম্প্রতি তিনি একবিংশযোজন শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার মহান্ত পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইঁহার সম্পাদিত বৈষ্ণব বেদান্তের প্রচার বঙ্গদেশে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। বিগত বর্ষে শ্রীশ্রীমদাচার্য্য প্রভু সন্তান জনৈক গোস্বামি মহাশয় চতুরশীতি ক্রোশ গোষ্ঠ মণ্ডল পরিক্রমার মহান্ত পদে অভিষিক্ত হইতে স্বীকৃত হন কিন্তু ঘটনা ক্রমে

(পরা) বিদ্যাভূষণের হরিসেবা।

পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম এ মহাশয় সম্প্রতি শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় নবদ্বীপের প্রধান ভূম্যধিকারি মহাশয়গণের বিষয় ধুরন্ধরসূত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা যোগপীঠ শ্রীমায়াপুরের অতি সন্নিহিত প্রদেশে বাস করিতেছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে নদীয়া মহারাজের বিষয় ধুরন্ধর পদে ব্রতী ছিলেন এক্ষণে শ্রীমায়াপুরচন্দ্র তাঁহাকে নিজ দাস স্থানে তাঁহার নিকট হইতে সাক্ষাৎ সেবা স্নাত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কৃতিত্ব কার্য্যপারদর্শিতা ও শুদ্ধাভক্তি নদীয়া বাসী কাহারও অবিদিত নাই। তিনি শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার একজন সেবাতৎপর সদস্য সুতরাং শ্রীমন্দিরের গৃহসংস্কার ও পুষ্করিণীর সকল কার্য্য ভার তাঁহার ন্যায় পরম সুযোগ্য ভক্তবরের উপর ন্যস্ত হওয়ায় সকলেই সুখী হইয়াছেন।

বিরহ সংবাদ।

। শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি নাবু মহারাজ গিরিজানাথ রায় ভক্তিসিন্ধু বাহাদুর সম্প্রতি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মহারাজ বাহাদুর স্বধর্ম্ম পরায়ণ ও সদাচার নিষ্ঠ ছিলেন। ধনিগণের মধ্যে অল্পব্যক্তিই তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক জীবন যাপন করিতে সমর্থ। এরূপ ধর্ম্মপ্রাণ কার্য্যসমিতির সভাপতি হারাইয়া শ্রীসভার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি তাঁহার নির্ম্মল আত্মা বৈকুণ্ঠধামে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়া নিত্য হরিসেবারত হইয়াছেন। আশাকরি তাঁহার সুযোগ্য কুমার শ্রীমজ্জগদীশ নাথ রায় পিত্রাদর্শে শ্রীসভার

২। শ্রীসভার কার্য্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী বাবু কিশোরীলাল সরকার এম, এ, বি, এল, মহোদয় কিঞ্চিদধিক একমাস পূর্ব্বে স্বধাম গমন করিয়াছেন। তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণবমতাবলম্বীগণের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র খুলনার সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম, এ, এল, এম, এস, মহাশয়ের পিতৃপ্রদর্শিত হরিসেবাপথে অগ্রসর হইয়া শ্রীসভায় সদস্যরূপে যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া জন্মোৎসব।

এবৎসর শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে বসন্ত পঞ্চমী দিবসে ভূশক্তি প্রেমভক্তি স্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতার উৎসব সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অনেকগুলি শুদ্ধভক্ত উৎসবে যোগদান করেন।

শ্রীমন্দির সংস্কার।

শ্রীযোগপীঠস্থ শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীমন্দির সংস্কার কার্য্য অনেক অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীগৌরজন্মোৎসবের পূর্ব্বেই সুসংস্কৃত মন্দিরে ভগবান্ গৌরহরি প্রবেশ করিতে পারিবেন।

শ্রীচৈতন্য মঠ।

শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের সিংহদ্বারে দুইটী স্তম্ভ নির্ম্মিত হওয়ায় শ্রীমঠের শোভা সংবর্দ্ধিত হইয়াছে।

সমাধিমন্দিরে আলেখ্য।

শ্রীনবদ্বীপান্তর্গত শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে শ্রীস্বানন্দ সুখদকুঞ্জাখ্য সমাধিকুঞ্জে শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজীর একটী মনোরম সমাধিমন্দির পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এক্ষণে তথায় গোলোকগত বাবাজী মহাশয়ের মনোজ্ঞ চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

রামচন্দ্রপুর কল্পনা।

কয়েকটী হুজুগপ্রিয় ব্যক্তি নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড দ্বারা কুলিয়া হইতে রামচন্দ্রপুরে যাইবার একটী রাস্তা করাইতেছেন। রাস্তার জমি বিনামূল্যে পাইবার জন্য মহারাজ নন্দী বাহাদুর, ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল চৌধুরী মহাশয়ের নিকট আবেদন করেন। তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হইয়াছেন এবং ঐরূপ কার্য্যে সাধারণের কোনও উপকার হইবে না, জানাইয়াছেন।

সংগ্রহ।

পূর্ব্ব প্রকাশিত ১০ পৃষ্ঠার পর।

(২)

পরাবরেশের পরা প্রসাদের প্রতি।
তুচ্ছ অন্ন বুদ্ধি যার—সেই মূঢ়মতি॥
অপ্রাকৃত নিত্য বস্তু বৈষ্ণব ঠাকুরে,
যে জন,—মনুষ্য কিম্বা জাতিবুদ্ধি করে,
সেই বড় পাপী হয় গর্ব্বে মত্ত সদা।
জীবনান্তে দণ্ডে যম,—রুদ্র মারে গদা॥
শৌক্রবর্ণ যদ্যপি সুনীচ কারো হয়।
বিষ্ণুভক্ত হইলে তারে দেবোত্তম কয়॥
শৌক্রবর্ণ কারো যদি হয় সমুত্তম।
বিষ্ণুভক্তিশূন্য হলে সে হয় অধম॥
ঈশ্বরের ধামে,—হয় গ্রাম বুদ্ধি যার।

পণ্ডিত হ'লেও সেই মূর্খাধম হয়॥
বিপ্র, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র,—এই বর্ণ চারি।
স্বতন্ত্র পরমহংস বিশ্বে অবতারি॥
বৈষ্ণবাখ্যা কয় তার,—বেদবিস্তকয়।
বর্ণের পরিধি তারে নাহি আবেষ্টয়॥
যাদৃশ লক্ষণ যার,—সে জন তাহাই।
জাতি বর্ণ বিচারের "প্রয়োজন" নাই॥
ভক্ত যদি শুদ্ধ হ'য়ে লহে কৃষ্ণ নাম।
সেই সর্ব্ব দ্বিজোত্তম,—সর্ব্বগুণধাম।
বিপ্র যদি অহঙ্কারে নাহি জপে কৃষ্ণ
শূদ্রাধম কহি তারে,—সে অধম দুষ্ট॥
তরু আলবালে যৈছে সলিল সেচিলে,—
তৃপ্ত হয়, ভুজ, স্কন্ধ,—শাখাদি সকলে॥
অন্নের গ্রহণে যেন তৃপ্ত সর্ব্বেন্দ্রিয়।
তৈছে অচ্যুতের তৃপ্তে তৃপ্ত দেবাদিও॥
"তস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টং" দ্যোতক ইহার
কৃষ্ণ তুষ্টে সর্ব্ব তুষ্ট এই মর্ম্মসার॥

(ক্রমশঃ)

নিবেদক

শ্রীনারায়ণ দাস শর্ম্মবিদ্যাভূষণ

আবুরি, নদীয়া।

সঙ্গবিচার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিক্রমে ১৭৯ পৃষ্ঠার পর)

বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্রকার শ্রীমদ্ ব্যাসদেব স্বীয় রচিত সূত্রভাষ্য অমল পারমহংস্যধর্ম্মগাথী শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ শিরোমণিতে বহু স্থলে প্রদর্শন করিয়াছেন যে নিষ্কিঞ্চন মহাজন সাধুর পদাশ্রয় ব্যতিরেকে জীব পঞ্চম পুরুষার্থ লব্ধব্যসার প্রেমধন প্রাপ্ত হইতে পারেন না। এই পারমহংস্য সংহিতায় গাহিতেছেন।

"ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাং॥" (শ্রীভা ১১।১২ ১-২)

অর্থাৎ, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যযোগ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, স্বাধ্যায়, তপ, ত্যাগ, ইষ্টাপূর্ত্ত (পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাদি), দক্ষিণা, ব্রত, বেদাধ্যয়ন, তীর্থ ভ্রমণ, নিয়ম পালন ও সংযমাদিদ্বারা ভগবান আবদ্ধ হন না, কিন্তু সর্ব্বাসক্তি-নাশী সাধুসঙ্গদ্বারাই জীব ভগবৎপ্রেমলাভ করিবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হন। প্রহ্লাদ, বলি, বানরগণ ইত্যাদি তত্তজ্জন্যে বেদপাঠ, ব্রতাচরণ, তপস্যা কিছুই করেন নাই, অথচ কেবল সঙ্গগুণে শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাই বলিয়া বেদপাঠাদির সহিত যে হরিভজন হয় তাহা নিষেধক রূপে সঙ্গের বিচার কর্ত্তব্য নয়। অতি অল্পকালব্যাপী সাধুসঙ্গের ফলও অন্য কোন উপায়ে প্রাপ্তব্য নহে "সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাং"। সঙ্গ অজ্ঞাতসারেও ফল প্রসব করে। অজ্ঞ 'শিশু

অগ্নিতে হস্তক্ষেপ করিলে যেরূপ শিশুর অজ্ঞতাপ্রযুক্ত অগ্নির দাহিকা শক্তির ব্যত্যয় ঘটে না, সেই রূপ সঙ্গের ফল ও নিশ্চিত। যথা তৃতীয়ে

"সঙ্গো যঃ সংসৃতেহের্তুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষুকৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥" (৩।২৩।৫১)
প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতং॥ (৩।২৫।১৯)

দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ অসৎসঙ্গ করিলে সংসার বন্ধন ঘটে, সাধুর সঙ্গ করিলে দুঃসঙ্গফল যে সংসার তাহা ঘটে না, মুক্ত হইয়া শ্রীহরি প্রীতি সঞ্জাত হয়। শ্রীহরিকে পাইতে হইলে আর উপায়ান্তর নাই ভাগবত একথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। যথা একাদশে

"প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্" ॥

ভক্তিসহকারে সাধুসঙ্গ ব্যতিরেকে সাধুগণের একমাত্র আশ্রয় ভগবানকে প্রাপ্ত হইবার দ্বিতীয় পন্থা নাই। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি-মাত্রেরই সাধুসঙ্গে অবস্থান একান্ত কর্ত্তব্য। হীনচেতা ব্যক্তিগণই সৎসঙ্গ বঞ্চিত হইয়া অসৎসঙ্গে রত সুতরাং সংসার চক্রে পরিঘুর্ণায়মান হইয়া নিরন্তর ক্লেশদিগ্ধ হইতে থাকে ও ক্ষণভঙ্গুর দুর্ল্লভ মনুষ্য জীবনকে বৃথা ব্যয়িত করিয়া নিত্যানন্দ প্রাপ্তিমার্গ পরিত্যাগ করে ও বিড়ভোজিবরাহের ন্যায় মায়িক বস্তু বিশেষের মধ্যে আনন্দ দেখিতে পায়। আবার তাহার অনিত্যত্ব উপলব্ধি করিয়া তদ্রূপ দ্রব্যান্তরে অভিনিবিষ্ট হয়। এইরূপ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পরিভ্রাম্যমাণ হইয়া আনন্দ ভ্রমে মৃগতৃষ্ণিকায় অনুসরণ পূর্ব্বক জগতে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতঃ মায়া নিষ্পেষিত হইতে থাকে। তথাপি তাহার জ্ঞান চক্ষুর উন্মীলন হয় না, যে পর্য্যন্ত না "সাধুভক্ত

প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ"। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সাধুসঙ্গে কিরূপে সুফলোৎপত্তি হয়, তন্নিমিত্ত মহামুনি বলিয়াছেন।

"সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্য সংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষনাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

(শ্রীভা ৩।২৫।২২)

প্রকৃষ্টরূপে সাধুসঙ্গক্রমে ভগবদ্বিষয়ক কথার উদয় হয়। তাহা দ্বারা হৃদয় ও কর্ণ ভগবৎপ্রেমরস সিক্ত হইতে থাকে ও উহা শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্রই অপবর্গ প্রাপ্তির সুষ্ঠু উপায় স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে প্রথমে শ্রদ্ধা তাহার ক্রমোন্নতিতে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ক্রমে রতি। তৎক্রমে চরম ফল প্রেম ভক্তির উদয় হয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ও এই ক্রম দেখাইয়াছেন ইহা এই প্রবন্ধেই প্রদর্শিত হইয়াছে (১৭৮পৃঃ) সাধুগণ কেবল হরিকথালোচনাই করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে কৃষ্ণেতর বিষয়ের সঙ্গ নাই ও তাঁহারা বিষয় সঙ্গ-দোষ দূর করেন। ভগবান বাদরায়ণ ভগবান কপিলোক্তির আবৃত্তি করিয়াছেন।

"মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাংস্তাপান্ নৈতান্মদ্গতচেতসঃ॥
তত্র তে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষ হরাহি তে॥" (৩।২৫।২১-২২)

ভগবচ্চিত্ত ভক্তগণ আয়াসসাধ্য তপস্যাদির ক্লেশ ভোগ না করিয়া শান্তিতমনে সদা হরিকথা বলেন ও শ্রবণ করেন। তাঁহারা সঙ্গদোষ নিরাকরণ করেন। সাধুগণ সাধুসঙ্গই করিয়া থাকেন। কেননা পরস্পরের সঙ্গ উভয়েরই মঙ্গল জনক। সনৎকুমার এই কথাই পৃথুকে

"সঙ্গমঃ খলু সাধূনামুভয়েষাঞ্চ সম্মতঃ।
যৎসম্ভাষণসম্প্রশ্নঃ সর্ব্বেষাং বিতনোতি শম্" ॥

সাধুগণ সকলকেই কৃপা করেন। তাঁহারা আপাত মনোরঞ্জনের নিমিত্ত কাহাকেও অহিতকর পথ্য স্বরূপ কেবল মাত্র হৃদ্য আলাপ করেন না। আবশ্যক হইলে শ্রুতি কঠোর উপদেশ দিতেও পশ্চাৎপদ নহেন।

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্যচ্ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥" (ভাঃ ১১।২৬।২৬)

উক্তি দ্বারা সাধুগণ মনস্থ বিষয়াসক্তি ছেদন করেন। দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বুদ্ধিমান্ সৎসঙ্গে বাস করেন। সাধুগণ তীর্থসদৃশ পাবক; তীর্থের মাহাত্ম্যও সাধুসহবাসে। তাই যুধিষ্ঠির ভক্তরাজ বিদুরকে কহিতেছেন—

"ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা ॥" (ভা ১।১৩।৮)

দয়ার্দ্রচিত্ত সাধুগণ দুর্গতজীবের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া তীর্থ দর্শন ব্যপদেশে তীর্থযাত্রিগণের হৃদয় মল ধৌত করিয়া তাহাদের তীর্থাগমনের ফল প্রদান করেন, নচেৎ তাঁহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণ বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহাদের তীর্থভ্রমণের আবশ্যকতা কি ?

এস্থলে সাধুসঙ্গের সঙ্ক্ষিপ্ত প্রণালী বিচার প্রাসঙ্গিক মনে হয়। ইহা যেন মনে না হয় যে কোন স্থলে, রেলে, নৌকায়, ষ্টীমার প্রভৃতিতে কিয়ৎকাল একত্র থাকিলে অথবা এক ঘাটে স্নান, এক হাটে দ্রব্য বিনিময়াদি দ্বারা সঙ্গ হয়। সঙ্গদ্বারা পরস্পরপ্রীতিভাবাপন্ন হইলে তবে সম্যক্ সঙ্গ হয়। শ্রীউপদেশামৃতে শ্রীরূপগোস্বামি প্রভু এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষণ দিয়াছেন—

"দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুংক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধং প্রীতিলক্ষণং ॥"

পরস্পর দান গ্রহণ, রহস্য জ্ঞাপন, ভোজনাদি প্রীতির চিহ্ন। সাধু-সঙ্গদ্বারা উপকৃত হইতে হইলে গীতোক্ত শ্রীমুখবাক্য স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করা উচিত।

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।"

সাধু সকাশে সেবা-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক তত্ত্বজিজ্ঞাসা দ্বারা সাধুসঙ্গের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। নচেৎ নহে।

এক্ষণে সুধী হৃদয়ে একটী প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে যেহেতু সাধু-সঙ্গই কর্ত্তব্য ও অসৎসঙ্গ বর্জ্জনীয়, সাধুরই বা লক্ষণ কি ও অসাধুরই বা বিশেষ লক্ষণ কিরূপ? সাধু সম্বন্ধে ইহার উত্তর প্রবন্ধের প্রারম্ভেই প্রদত্ত হইয়াছে যে কৃষ্ণৈকশরণ ব্যক্তিই সাধু, তদ্ভিন্ন সকলই অসাধু (১৭৪ পৃঃ)। এস্থলে কয়েকটী বিশেষ চিহ্ন প্রদত্ত হইতেছে। বেদের প্রপক্ক ফল শ্রীমদ্ভাগবতেই দেখিতে পাইবেন শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিতেছেন—

"ক�ৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাং।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ॥
কামৈরহতধীর্দ্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥" (১১।১১।২৯-৩১)

অন্যত্র "সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ॥" (১১।২৬।২৭)

সাধু, কৃপালু, কাহার প্রতিদ্রোহ করেন না, তিতিক্ষু, সত্যশীল, অনিন্দ্য-স্বভাব, সকলে সমদৃক্, সর্ব্বোপকারী, কামের দ্বারা হতবুদ্ধি হন না, জিতেন্দ্রিয়, সরল, অন্তরবাহিরে শুদ্ধ, অকিঞ্চন, জড়োন্নতিতে চেষ্টা

বাক্, প্রমাদরহিত, গম্ভীর, ধৈর্য্যসম্পন্ন, ষড়্গুণজয়ী, অমানী, সম্মানদাতা, বিচার নিপুণ, মৈত্রভাবাপন্ন, কারুণিক, কবি, নিরপেক্ষ, মমতাশূন্য, জড়সত্তায় অহঙ্কাররহিত, অলোভী ইত্যাদি গুণ সম্পন্ন। ইহার মধ্যে শরণাপত্তিই স্বরূপ লক্ষণ ও অন্যগুলি তটস্থলক্ষণ। বুদ্ধিমান্‌জন এই সকল বুঝিয়া সাধুনির্ণয় করিয়া গুরুপাদাশ্রয় করেন। তিনি সংসারাভিনিবিষ্ট-চিত্ত, স্ত্রীপুত্রের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান ও ভূষণ সংগ্রহ জন্য লোলুপ নহেন, তিনি গুরু সাজিয়া শিষ্যের নিকট স্বার্থোদ্দেশে অর্থ গ্রহণ করেন না, তিনি ধর্ম্মধ্বজী ধর্ম্ম ব্যবসায়ী নহেন, ভৃতক পাঠক নহেন, তিনি গোদাস অর্থাৎ ইন্দ্রিয় পরবশ নহেন, পরন্তু গোস্বামী ("গোস্বামী" শৌক্র বংশগত উপাধি নহে, ইহা ব্যক্তি বিশেষের জিতেন্দ্রিয়ত্বখ্যাপক নিত্যোপাধি।) মূল কথা তিনি স্বীয় কৃষ্ণেতর ভোগতাৎপর্য্যবিহীন ও সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ সেবাপরায়ণ। তাঁহার সমস্ত ক্রিয়া কৃষ্ণসেবানুকূলা। তদ্ব্যতিরিক্ত তাঁহার চেষ্টা নাই। তবেই তিনি সাধু। বৈষ্ণব বা বিষ্ণুবংশে জন্ম গ্রহণ করিলেও যাহারা স্ত্রীপুত্র পরিবার প্রতিপালন, অর্থসংগ্রহ, প্রতিষ্ঠাশা ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যস্ত তাঁহারা সাধুপদবাচ্য নহেন, তাঁহারা গুরুর আসন গ্রহণ করিতে অযোগ্য। তাঁহাদিগের সঙ্গ বা আশ্রয় গ্রহণ করিলে "অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাঃ" হইয়া গুরু সহ শিষ্যের বিষয়গর্ত্তে পতিত হইতে হয়।

"সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ।
অস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ ॥" ভা ১১।২৬।৩।

এক্ষণে সঙ্গের অযোগ্য অসাধুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। কবিরাজ গোস্বামী বলেন স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর।

"তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ভা ১১।২৬।২৪।

ভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন।

"সঙ্গং নকুর্য্যাচ্ছোচোষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষুচ।" ভা ৩।৩১।৩৪।

যেহেতু তিনি পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন স্ত্রীতে আসক্তচিত্তব্যক্তির সংসর্গে সত্য শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম, সমস্তই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আবার কিঞ্চিৎ পরেই বলিয়াছেন,—

"সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ প্রমদাসু জাতু যোগস্য পারং পরমারুরুক্ষুঃ।
মৎসেবয়া প্রতিলব্ধাত্মলাভো বদন্তি যা নিরয়দ্বারমস্য।।" ৩।৩১।৩৯।

ভক্তি যোগপ্রাপ্সু যেন প্রমদাজনে আসক্ত না হন, যেহেতু প্রমদাসঙ্গ নিরয়দ্বার বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এইরূপ স্ত্রীভক্তগণের পক্ষেও বহির্ম্মুখ পতির সঙ্গ পাতিত্য জনক (৩।৩১।৪১)। অবৈষ্ণবের সহিত আদান প্রদানাদি সামাজিক ব্যবহার এজন্যই নিষিদ্ধ, এক্ষণে একটি বিষয় আলোচ্য; স্ত্রীসঙ্গী বলিতে কি বুঝা যায়?

শাস্ত্রত নির্দ্দেশ করিলেন।

"ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ।।"

যোষিৎসঙ্গে ও যোষিৎসঙ্গিসঙ্গে যেরূপ মোহজন্মে এরূপ আর কিছুতে নহে। যোষিৎসঙ্গী বলিতে স্ত্রৈন ও অবৈধ রমণী সংসর্গকারীকে বুঝায়। বিজিতেন্দ্রিয় গৃহস্থ ভক্তকে বুঝায় না। আর যোষিৎ অর্থে সেবন ধর্ম্ম বিশিষ্ট পদার্থ মাত্রকেই বুঝাইতে পারে। সুতরাং যে কোন বস্তুতে ব্যক্তি বিশেষের ভোগ্য বুদ্ধি হইবে তাহাতে আসক্তি করিলেই যোষিৎ সঙ্গ ঘটিয়া যায়। স্ত্রী না হইলেও ভোক্তৃ পুরুষাভিমানে যাহাতেই রতি জন্মিবে তাহাই যোষিৎ। সুতরাং বিষয়ী মাত্রেই যোষিৎ সঙ্গী আর যিনি যতটুকু বিষয়ী, তিনি ততটুকু কৃষ্ণবহির্মুখ। সুতরাং স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত সমার্থ বোধক বলিলেও বিশেষ দোষ নাই। কৃষ্ণাভক্ত স্ত্রীসঙ্গী সুতরাং তাহার সঙ্গ স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গ।

ভক্ত সাজে সাজা অধিকাংশ ব্যক্তিই আজকাল যোষিৎসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত। প্রাকৃত সহজিয়া, সাঁই দরবেশ, বাউল প্রভৃতি দূর হইতে বর্জ্জনীয়। আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত যিনি সর্ব্বান্তঃকরণে কৃষ্ণৈক-শরণ তাহার সঙ্গ লাভ করিতে হইবে ও অন্যান্য সঙ্গ বর্জ্জন করিতে হইবে।

কৃষ্ণৈকশরণ-সাধুসেবা প্রার্থী—
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম এ কবিভূষণ, ভক্তি শাস্ত্রী)
কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসন।

গুরুপাদাশ্রয়।

পরমহংসসেব্য, শ্রীমদ্ বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ বেদশাস্ত্রের পরম পরিণত ফল শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ। তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎতং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা।" শ্লোকটী ধীরভাবে প্রপন্নবুদ্ধিতে সমালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে মায়াপ্রবণতাক্রমে দ্বিতীয়াভিনিবেশ হয়। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ এই "ছান্দোগ্য" উপনিষৎ বাক্যে আমরা দেখিতে পাই যে জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ভেদরহিত জগৎ কারণরূপ একমাত্র অদ্বিতীয় সদ্বস্তু শ্রীভগবান্ ছিলেন। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ, স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতে ঐতরেয়োপনিষৎ" ইত্যাদি অসংখ্য শ্রুতিবাক্য

এবং "অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥

ইত্যাদি সাত্বত পুরাণ বাক্যে আমরা জানিতে পারি শ্রীভগবানই এক মাত্র নিত্য, পূর্ণ, অনাদি, আদি। ভগবান ব্যতীত অন্য বস্তুর নিত্য

অধিষ্ঠান নাই। চিদানন্দ স্বরূপ জীব তাঁহার বিভিন্নাংশ। পরতত্ত্ব এক অখণ্ড নিত্য, শুদ্ধ হইলেও তাহার অনন্ত শক্তি আছে। "যথাগ্নের্ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ইতি শ্রুতেঃ। তথাচ কঠোপনিষদি "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥" জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও পরব্রহ্ম পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন লক্ষণ যুক্ত। জীবের স্বরূপ অনুচিদানন্দ এবং ভগবানের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ বিভু।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

এই মুণ্ডকোপনিষদ্ বাক্য আলোচনা করিলে ইহাই সিদ্ধান্তিত হয় যে বদ্ধজীব কর্ম্ম ফলভোগ করেন এবং ভগবান কর্ম্ম ফলদাতা। উভয়ই চিদানন্দস্বরূপ হইলেও নিত্য ভেদ বিশিষ্ট। জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও পূর্ণ ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্ম নির্ব্বিকার, অপরিণত, শুদ্ধ, মায়াধীশ, ও অখণ্ড; বদ্ধজীব স্থূলাভিমানে বিকারী মন ও দেহ বিশিষ্ট, পরিণত, অশুদ্ধ, মায়াবশ ও খণ্ড।

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশং তস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥

জীব যেকাল পর্য্যন্ত স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করে সেকাল পর্য্যন্ত সে শোকাদির বশীভূত যেহেতু স্বয়ং দুর্ব্বল ও অপূর্ণ। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে তাহার আর শোক থাকে না। জীবের সত্তা পরমেশ্বরের ইচ্ছাধীন। জীব খণ্ড চৈতন্য, পরমেশ্বর অখণ্ড চৈতন্য।

"মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥

ইত্যাদি উপনিষৎ বাক্য সম্যক্ আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে অনন্তশক্তিবিশিষ্ট ভগবানের অন্যতম শক্তি জীব। ভগবান্ বিভু চৈতন্য, জীব অণু চৈতন্য। অপক্ক, খণ্ড বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিদ্বৎ প্রতীতির অভাবে মনকে জীব ভ্রম করিয়া জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ দেখেন না। ব্রহ্মব্যতীত তদিতর মায়াশক্তিতে অভিনিবেশ বশতঃ অণুচিৎ, শ্রীভগবান হইতে স্খলিত হইয়া আত্মভিন্ন দেহে বদ্ধ জীবের আত্মরূপ বিপর্য্যয় ও স্বরূপ বিস্মৃতি হয়। কৃষ্ণদাস্যই যে তাহার স্বরূপগত ধর্ম্ম তাহা আর উপলব্ধি করিতে পারে না। মায়াবদ্ধ জীব মন ও দেহাবলম্বনে ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হইয়া মুহুর্মুহু সংসারের প্রবল ঘাতপ্রতিঘাতে ব্যথিত হন। কর্ম্মফলের ক্ষয়াক্ষয়ত্ব বিষয়ক বিভিন্ন বেদ বাক্যার্থ চিন্তা করিয়া কর্ম্মফলের ক্ষয়াক্ষয়ত্ব বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে ধর্ম্মের স্বরূপ জানিবার জন্য জীব ব্যস্ত হন। এবম্প্রকারে ত্রৈবর্গিক ফলে অনাদর বিশিষ্ট হইলে ভক্তিযোগাশ্রয়ে প্রীতিপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে আত্মবিক্রীত জীব স্বভাবতঃ অনন্ত অচিন্ত্য, সর্ব্ববিধ বিভূতির আশ্রয় শ্রীভগবানের ভজন করিয়া থাকেন। এ স্থলে ভক্তি শব্দের অর্থ, কর্ম্ম জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা অনাবৃতত্বই লক্ষিত হইয়াছে। পরমেশ্বরে অনুরাগ জীবের স্বভাব সিদ্ধ। জীবের স্বরূপাবস্থায় ঐ বৃত্তি নির্ম্মল ও পূর্ণ রূপে থাকে। বদ্ধাবস্থায় ঐ অনুরাগ কৃষ্ণেতর নানা বিষয়ে আবিষ্ট হয়। জ্ঞানই জীবের স্বরূপ ও বৃত্তিই ভক্তি। এবম্বিধ আত্মানুশীলনে শ্রীগুরুদেবের সুশীতল পাদপদ্মচ্ছায়াই মূল।

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ। শ্রুতৌ।

শ্রীভগবৎ অভিজ্ঞান বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে নিখিল বেদাদি শাস্ত্রে পারঙ্গত, নিরন্তর ভগবৎ প্রেমে অবস্থিত, গুরুপাদপদ্ম আনুগত্য সহকারে শিষ্যের আশ্রয় গ্রহণাবশ্যক। গুরুপাদ পদ্মাশ্রিত ব্যক্তিই শ্রীভগবানকে জানিতে পারেন। তথা—তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং।

শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং অর্থাৎ শ্রেয়ঃ অভিলাষী সৌভাগ্যবান জীব শাস্ত্রনিপুণ ও ব্রহ্মজ্ঞ গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিবেন।

শ্রীগীতায়াং আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "গুরুকে ভগবদ্‌বুদ্ধি করিবে, শ্রীগুরুদেবকে সাধারণ জীবের ন্যায় মর্ত্ত্য বুদ্ধি করিবে না। গুরুদেব স্বরূপতঃ শ্রীভগবানসহ নিত্য সেব্য সেবক সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইলেও শিষ্য অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে তাঁহাকে শ্রীভগবানের প্রকাশ বলিয়া জানেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ শ্রীভগবানে স্বগত সজাতীয় বিজাতীয় বিশেষত্ব না বুঝিতে পারিয়া শ্রীভগবানে ও গুরুদেবে কোন প্রকার ভেদ দৃষ্টি করেন না। পরন্তু বেদাদি শাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্তবিৎ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বই উপদেশ করেন। ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীপাদ জীব প্রভু "যে গুরোশ্চরণং সমবহায় ভগবদন্তম্ স্বীকর্ত্তুং প্রযতন্তে তে তেষু তেষু উপায়েষু খিদ্যন্তে অতো বাসনশতান্বিতা ভবন্তি অতএব ইহ সংসারে তিষ্ঠন্ত্যেব। অরত কর্ণধরা জলধৌ যথা তদ্বৎ। গুরুভক্ত্যা স মিলতি স্মরণাৎ সেব্যতে বুধৈঃ। মিলিতোঽপি ন লভ্যেত জীবৈরহমিকাপরৈঃ। অর্থাৎ যাহারা শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিয়া ভগবানের সান্নিধ্য প্রার্থনা করেন তাহারা সেই সেই উপায়ে বিমুখ হন এবং শত শত বাসনা আসিয়া গুরুভক্তিরহিত জীবকে সংসার ভোগ করায়। গুরুসেবা দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। জীব কৃষ্ণবিমুখ হইলে প্রকৃতির গুণ সমূহে আবদ্ধ হইয়া অপরাধ বশতঃ আমি অধিক বুঝি অর্থাৎ অহমিকা ক্রমে গুরুদেবের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারে না। দ্বৈতাদ্বৈত বাদের আচার্য্য শ্রীমৎ নিম্বার্ক তদীয় বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যে বলিয়াছেন "কর্ম্ম ব্রহ্মফল সান্তত্ব সাতিশয়ত্ব নিরতিশয়ত্ব বিষয়ক ব্যবসায় জাত-

নির্ব্বেদেন ভগবৎপ্রসাদেপ্সুনা তদ্দর্শনেচ্ছালম্পটেনাচার্য্যৈকদেবেন শ্রীগুরুভক্ত্যেকহার্দ্দেন মুমুক্ষুণাঽনন্তাচিন্ত্যস্বাভাবিকস্বরূপগুণ শক্ত্যাদিভির্বৃহত্তমো যো রমাকান্ত পুরুষোত্তমো ব্রহ্মশব্দাভিধেয়স্তদ্বিষয়িকা জিজ্ঞাসা সততং সম্পাদনীয়েত্যুপক্রমবাক্যার্থঃ। অর্থাৎ কর্ম্মফলের সান্তত্ব সাতিশয়ত্ব ও নিরতিশয়ত্ব বিষয়কবিচার দ্বারা ইহার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান উপজাত হইলে তৎপ্রতি অনাদর উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে কর্ম্মফলে অনাদর বিশিষ্ট মুমুক্ষু পুরুষ শ্রীভগবানের গুণগ্রামশ্রবণে তৎপ্রতি আকৃষ্ট চিত্ত হইয়া ভগবৎ প্রসন্নতা ও ভগবদ্দর্শনেচ্ছাক্রমে প্রীতির সহিত গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার স্বভাবতঃ অনন্ত অচিন্ত্য স্বরূপ গুণ ও শক্তি প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্ববিধ বিভূতির আশ্রয় পুরুষোত্তমের বিষয় অবগত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্নতত্ত্ব প্রকাশস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ, তিনিই গুরু। তাঁহার কৃপাব্যতীত জীবের সংসার মুক্তি এবং ভগবৎ সেবা লাভ হয় না।

আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে। সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥ বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥

নিত্যানন্দতত্ত্ব শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইলে জীবের বিষয় বাসনা দূর হয় এবং বিষয় বাসনা নির্ম্মুক্তচিত্ত বৈষ্ণব শ্রীবৃন্দাবন প্রবেশাধিকার পান।

জয় নিত্যানন্দ জয় নিত্যানন্দ রাম।
যাঁহার কৃপায় পাব বৃন্দাবন ধাম॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাহা হৈতে পাইনু রূপ সনাতনাশ্রয়॥

গুরু তিন প্রকার যথা (১) বর্ত্ম প্রদর্শক গুরু, (২) দীক্ষাগুরু (৩) শিক্ষাগুরু। যাঁহার কৃপায় শাস্ত্র জ্ঞান ও মহান্ত গুরুপাদপদ্ম

লাভ হয় তিনি বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু, যাঁহার নিকট হইতে দিব্য জ্ঞান বিশিষ্ট দীক্ষারূপ অনুগ্রহ লাভ হয় তিনি দীক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরুর অনুগ্রহে অপ্রাকৃত জ্ঞানের উন্মেষ হইয়া অপ্রাকৃত অনুভূতি দ্বারা হরি-সেবা লাভ হয়। যাহার নিকট হইতে ভজন শিক্ষা লাভ হয় তিনি শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরুও শিক্ষাগুরু হইতে পারেন। তবে দীক্ষাগুরু এক শিক্ষাগুরু বহু। দীক্ষাগুরুর কৃপায় সংসার হইতে মুক্তি লাভ হয় এবং মুক্তাবস্থায় শিক্ষাগুরুর কৃপায় শ্রীনামের ভজনাধিকার লাভ হয়। বদ্ধাবস্থায় দীক্ষা-গুরু ও মুক্তাবস্থায় শিক্ষাগুরু। ত্রিবিধ গুরুই প্রায় এক প্রকার সম্বন্ধ বিশিষ্ট। ভক্তি সন্দর্ভে শ্রীজীব পাদ :—মন্ত্রগুরুস্ত্বেক এব নিষেৎস্যমান-ত্বাদ্বহুনাম্। শিক্ষাগুরোর্ব্বহুত্বমপি জ্ঞেয়ম্।

গুরু ও শিষ্যের মধ্যে পরস্পর অপ্রাকৃত সম্বন্ধ। অপ্রাকৃত হরি ভজন-পর, অকিঞ্চন, বর্ণাশ্রমাতীত, পরমহংস মহাপুরুষ গুরুই শত শত বাসনা-যুত হরিবিমুখজীবের অন্তঃস্থলে নিহিত হৃদয়গ্রন্থিচ্ছেদনে সমর্থ। যাহার নিগ্রহের সামর্থ নাই, যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুষট্‌কের অনুগত ভৃত্য, যিনি সত্যবস্তুর মর্য্যাদা সংরক্ষণে লোকাপেক্ষা করেন কিম্বা ভীত ত্রস্ত, যিনি শিষ্যদ্বারা হরিসেবা করিয়া লইবার পরিবর্ত্তে নিজের সংসার প্রতিপালনের যন্ত্রস্বরূপ শিষ্যকে প্রবঞ্চনা করেন, যিনি দীক্ষার পর শিষ্যকে অব্রাহ্মণ মনে করেন, তিনি পতিত পাবন গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন না। শিষ্যও তাহাকে প্রকৃতিজাত বস্তুর অন্যতম লঘুজ্ঞানে প্রাকৃতদ্রব্য দ্বারা তাহাকে তৃপ্ত করিয়াই হরি সেবা হইল মনে করেন। বর্ত্তমান প্রচলিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে গোস্বামীবংশ বলিয়া একটী শব্দ প্রচলিত আছে। গোস্বামী শব্দ শৌক্রবংশপরম্পরায় আবদ্ধ থাকিতে পারে না। শ্রীমহাপ্রভু বলেন কিবা শূদ্র কিবা বিপ্র, ন্যাসী কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়। চৈ চ

শ্রীপাদ রূপ বলেন, বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্। এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ।

কৃষ্ণতত্ত্বে যিনি পারঙ্গত, বাক্য, মনের ক্রোধ, জিহ্বা, উদর, উপস্থ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বেগ যিনি জয় করিয়াছেন, তিনি গোস্বামী, তিনি মায়া হত জীবের আশ্রয়, তিনি পরমহংস, জগদ্মান্য, তিনি বৈষ্ণব। যিনি পরমার্থের কোন অনুসন্ধান করেন না, যাহার নিজের কোন সম্পত্তি নাই, যিনি নিজে দৃষ্টিশক্তিরহিত তিনি কি প্রকারে অপরকে অপ্রাকৃত পরতত্ত্বের অনুশীলনে পথ প্রদর্শন করিবেন? হরি-সেবা করাই যদি কাহারও একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, ইন্দ্রিয়তর্পণই যদি জীবনের কর্ত্তব্য স্থির না হইয়া থাকে, গৃহমেধধর্ম্মকে হরিসেবা বলিয়া প্রচার করিয়া লোক প্রবঞ্চনা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ ব্যতীত আত্ম-অনুশীলনই জীবের স্বরূপ ধর্ম স্থির হইয়া থাকে তবে ব্যবহারিক কৌলিক গুরুর পাদপদ্মাশ্রয় গ্রহণ না করিয়া পরমার্থবিৎ, অপ্রাকৃত অনুভূতি বিশিষ্ট মহাপুরুষের পাদপদ্মাশ্রয় গ্রহণই কর্ত্তব্য।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

অজ্ঞানবশতঃ এইরূপ অতত্ত্বজ্ঞ ব্যবহারিক অথবা কর্ম্মী বা নির্ব্বিশেষ বাদীকে গুরু করিয়া বরণ করা হইয়া থাকিলে তদ্রূপ অবাস্তব বস্তুর উপাসককে ত্যাগ করিয়া সদ্গুরুর চরণ আশ্রয়ই সরলতার পরিচায়ক। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে।

যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ং॥

অন্যত্র— গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

পুনশ্চ— অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥

সদ্‌গুরু চরণাশ্রয় হইলে জীব অচিরে জীবন্মুক্ত হইয়া হরিসেবায় সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই।

শুদ্ধবৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন)
ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য, ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য,
পঞ্চরাত্রাচার্য্য। পুরুলিয়া (যশোহর)

অনর্থ—অসত্তৃষ্ণা।

সৎ শব্দে স্থিতিশীল নিত্য পদার্থ বুঝায়; অসৎ শব্দে তদ্বিপরীত অর্থাৎ অনিত্য বস্তুকে লক্ষ্য করে। প্রাকৃত জগতে দৃষ্টপদার্থসমূহের অস্তিত্ব ক্ষণকালের জন্য সত্য বলিয়া প্রতীত হইলেও সময়ান্তরে তৎসমূহের অস্তিত্ব অনিত্য বুঝা যায়। "মীয়তে অনয়া ইতি মায়া" বাক্য হইতে আমরা স্পষ্টরূপে জানিতে পারি যে মায়িক চতুর্দ্দশ ভুবনের যাবতীয় বস্তুই ক্ষণ স্থায়ী ও পরিণামশীল। অতএব নিরপেক্ষভাবে সদসৎ বিচারে এ জগতের যাবতীয় বস্তুই অসৎ বলিয়া বিচারিত হয়। তবে সৎ বস্তু কে? এবং কোথায়? প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের চতুঃশ্লোকের ১ম শ্লোকে দেখা যায়ঃ—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরং।
পশ্চদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং॥

অর্থাৎ যিনি জগৎসৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে আছেন সমস্ত সদসৎ বস্তুর শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, জগৎ প্রলয়ে যিনিই একমাত্র অবশিষ্ট থাকিবেন তিনিই সেই সৎ বস্তু শ্রীভগবান্। যথা ব্রহ্ম সংহিতায়াং :—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং॥

সেই সচ্চিদানন্দ কলেবর, সমস্ত বস্তুর অনাদি ও আদি এবং সর্ব্ব-কারণকারণ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই পরম ঈশ্বর এবং জীবাদির নিত্য প্রভু।

মায়া পরতন্ত্র জীব সেই কৃষ্ণের নিত্যদাস। এবং সেই ভগবৎ সেবাই তাহার নিত্য ধর্ম্ম। নিত্য ধর্ম্মে অবস্থান কালে জীবের কৃষ্ণ স্মৃতিই প্রবল। কৃষ্ণ বিস্মৃতিরূপ অবিদ্যাবশে বশীভূত হইয়া সেই পরতন্ত্র জীবের সংসার গতি হয়। আমি কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার, আমি নিত্য কৃষ্ণদাস এই শুদ্ধ জ্ঞানাভাবে জড় ক্ষিত্যপতেজমরুদ্ব্যোম নির্ম্মিত জড় দেহই আমি ও পার্থিব সমস্ত বস্তুই আমার বুদ্ধিতে ভ্রান্ত। এই অবস্থাকেই জীবের বদ্ধাবস্থা বলে, এই অবস্থায় জীব সদসৎ বিচার শূন্য হইয়া প্রাকৃত অসৎ বস্তুকে নিত্য জানিয়া তৎসংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া তল্লাভে ক্ষণসুখী এবং তল্লাভে অসমর্থ ও লব্ধবস্তুর অভাবে দুঃখী। এইরূপ সুখ দুঃখের আবাহনে তাহার কতকল্প জনম কাটিয়া যাইতেছে। মরুভূমিতে মরীচিকা দর্শনে তৃষিত পথিক জলাশয় বুদ্ধিতে জল পান করিতে গিয়া যেমন প্রাণনাশক উত্তপ্ত বালুভূমির মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে সেইরূপ ভোগাশয়ে লুব্ধ জীব মায়া-মরীচিকারূপ জাগতিক বস্তু সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া ত্রিতাপতপ্ত সংসার মরু মধ্যেই নিজের অস্তিত্ব হারাইতে বসিয়াছে। হায়! হায়! জীবের দুর্গতির কথা মনে হইলে দুঃখের সীমা থাকে না ও মনঃকম্পিত হয়, এ সম্বন্ধে স্বয়ং ব্রহ্মার বাক্য :—

দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃপ্রসঙ্গাৎ সর্ব্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া যে।
কুর্ব্বন্তি কামসুখলেশলবায় দীনা লোভাভিভূতমনসোঽকুশলানি শশ্বৎ॥
ক্ষুত্তৃট্ ত্রিধাতুভিরিমা মুহুরর্দ্দ্যমানা শীতোষ্ণ বাতবর্ষৈরিতরেতরাচ্চ।
কামাগ্নিনাচ্যুত রুষাচ সুদুর্ভরেণ সংপশ্যতে মনোরুক্রম সীদতে মে॥

অর্থাৎ ক্ষুদ্র কামসুখলাভার্থে জীব ভ্রান্ত বুদ্ধিতে সর্ব্বাশুভনাশক শ্রীভগবানের সেবা হইতে বিচ্যুত হইয়া লোভবশে সমস্ত অকুশল অর্থাৎ দুঃখের রাশি বরণ করিল। এই অবস্থায় জীব ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, বর্ষা, অভাব ইত্যাদির দ্বারা অভিভূত ও কাম, ক্রোধ, লোভাদির বশীভূত হইয়া কতই না দুর্দ্দশাগ্রস্ত। জীবের এ দুর্দ্দশা দেখিলে মন অবসন্ন হয়।

জীবের স্বরূপ জ্ঞানাভাবে অর্থাৎ "আমি কে" তজ্জ্ঞানাভাবে এরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। তাই আজ পরতত্ত্ব জীব সদ্বস্তুর সেবা ত্যাগ করিয়া অসৎ বস্তুলাভে ধাবিত হইয়াছে। "তাবদ্ভয়ং দ্রবিণ দেহসুহৃন্নিমিত্তং শোকস্পৃহাপরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ। তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং যাবন্নতেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥ তবে কি জীবের সংসার সাগর পার হইবার গত্যন্তর নাই? তবে কি জীব চিরদিনই অসৎ বস্তুর ভোগাশায় তাহার প্রভুর সেবা হারাইবে? না। জীব যদি পুনরায় সজ্জ্ঞানলাভে অসৎবস্তুর তৃষ্ণায় ধাবিত না হইয়া একমাত্র সৎবস্তু শ্রীশ্রীভগবানের শ্রীপাদ-পদ্মসেবা তৃষ্ণায় ধাবিত হয় তবে সে তাহার নিত্য প্রভুসেবালাভে সমর্থ হইবে। কিন্তু সেই শুদ্ধ জ্ঞানলাভের ও ভগবৎ সেবা প্রাপ্তির একমাত্র দ্বার শ্রীভাগবত অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্ত সেবা।

"সাধুসঙ্গো বিমুক্তেদ্বারমাহুঃ"

চিৎকণ জীব, কৃষ্ণ চিন্ময় ভাস্কর। নিত্য কৃষ্ণ দেখি, কৃষ্ণে করেন আদর॥
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হইয়া ভোগ বাঞ্ছা করে। নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়। মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে। মায়ার নফর হৈঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র। কভু সুখী, কভু দুঃখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্তে, নরকে বা কভু। কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥
এইরূপ সংসার ভ্রমিতে কোনজন। সাধুসঙ্গে নিজ তত্ত্ব অবগত হন॥

নিজতত্ত্ব জানি আর সংসার না চায়। কেনবা ভজিনু মায়া করে হায় হায়॥

কেঁদে বলে ওহে কৃষ্ণ! আমি তব দাস। তোমার চরণ ছাড়ি মোর সর্ব্বনাশ॥
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে ডাকে একবার। কৃপা করি কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার॥
মায়াকে পিছনে ফেলি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ পাদপদ্ম পায়॥
কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

অতএব অসত্তৃষ্ণারূপ জীবের স্বরূপ ভ্রান্তির দ্বিতীয় অনর্থহস্ত হইতে মুক্ত হইয়া একমাত্র সৎবস্তু শ্রীশ্রীভগবদ্‌সেবা প্রাপ্তির একমাত্র উপায়—কৃষ্ণৈকশরণ শ্রীশ্রীভগবদ্‌ভক্তের অমল পাদপদ্মে আত্ম বিক্রয়॥

বৈষ্ণব কৃপাভিক্ষু—
শ্রীনয়নাভিরাম ভক্তিশাস্ত্রী আচার্য্যত্রিক।
নারায়ণপুর, যশোহর।

শ্রীসীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ লিখিত।

প্রার্থনা।

কৃষ্ণ! নিবেদি তোমার পায়।
মো মত পতিত দুরিত দূষিত
(এত) ঘৃণিত চরিত নাহি হে ধরায়॥ (১)

মোহিনী মায়ার কুহকে পড়িয়া
তব পদাম্বুজ দাস্য পাশরিয়া
ভব কারাগারে সদা কদাচারে
(মহা) মায়ার দাসত্বে প্রাণ বাহিরায়॥ (২)

শুধু দাস্য ভুল নহে, তব সনে—
সম্বন্ধ পর্য্যন্ত নাহি পড়ে মনে
মায়িক এ দেহে ধন জন গেহে
(সদা) আমিও আমার মানিতেছি হায়! (৩)

(এই) ভব কারা কাজে সাজি মায়া সাজে
ঘুরিতেছি সদা নানা যোনি মাঝে
সুরাসুর নর জঙ্গম স্থাবর
(বিশ্বে) ধরি হে অনিত্য কত লক্ষ কায়॥ (৪)

কামাদি প্রসিদ্ধ রিপু ছয় জন
প্রভু বলি আমি মানিয়া এক্ষণে
(তাদের) দুর্নিদেশ যত পালি অবিরত
(তারা) তবু লাথি মারে অতৃপ্ত হিয়ায়॥ (৫)

রিপুরে তোষিয়া নিজ সুখ মানি
"কে আমি" তাহার সন্ধান না জানি
উন্মত মত আচরি নিয়ত
(তব) নিত্য দাস আমি ভুলিয়া মায়ায়॥ (৬)

ভুলিলেও আমি তোমারে হে প্রভু
ভুল নাই তুমি এ দাসেরে কভু
চিরদিন ধ'রে মোর হিততরে
(তুমি) করিছ সতত সহস্র উপায়॥ (৭)

ধন, কুল, বিদ্যা আদি পাশ দিয়া
বাঁধে মহামায়া জীবেরে বলিয়া।
কৃপা বিকাশিয়া সে সবে নাশিয়া
(ক্রমে) মায়াবন্ধ মুক্ত করিছ আমায়॥ (৮)

জড় সুখ দুঃখ অনর্থ উভয়
বরং দুঃখ হ'তে সুখ বিষময়

দুঃখে কভু মতি যায় তুয়া প্রতি
(জড়) সুখে সদা তোহে বৈমুখ্য ঘটায়॥ (৯)

তাই জড়সুখ মোরে নাহি দিয়া
সাধিছ কুশল করুণা করিয়া
তাহা না বুঝিয়া মূর্খ মোর হিয়া
(হেয়) সুখের লাগিয়া শত দিকে ধায়॥ (১০)

কায়, মন, বাক্য কৃতকর্ম্মফলে
ভুগিতেছি ক্লেশ এই ভূমণ্ডলে
সে ক্লেশ নাশিতে পুনঃ কায়াদিতে
(জড়) কর্ম্ম কৈলে তাহা আরো বৃদ্ধি পায়॥ (১১)

কৃপা করি নাথ দাও এই বল
জড় ক্লেশে রহি অচল অটল
তাহা নিবারণ উপায় কারণ
(যেন) না নিযোজি মন বাক্য কিবা কায়॥ (১২)

আর এই ভিক্ষা তোমার চরণে
দিবা বিভাবরী বপু বাক্য মনে
রিপু সেবা ত্যজি (তব) সেবা সুখে মজি
(এই) অধম যেমন জীবন কাটায়॥ (১৩)

কাম ক্লেশ ক্ষয় সেবা সুখোদয়
তব কৃপা বিনা কিছুতেই নয়
সে লাগি হে হরি সব পরিহরি
(তব) নির্হেতু করুণা পানে তীর্থ চায়॥ (১৪)

ভক্তি গ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান ;—

শ্রীভক্তিবিনোদ আসন, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

এবং শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর পোঃ, নদীয়া।

১। প্রেম বিবর্ত্ত। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত রচিত। মূল্য ।৵৹

২। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়ঃ। সংস্কৃত মহাকাব্য। শ্রীল গোবিন্দদেব বিরচিত। ইহাতে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা বর্ণিত। মূল্য ৷৹ বার আনা।

৩। তত্ত্বসূত্র মূল্য ॥৹ আনা।

৪। কল্যাণ কল্পতরু। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের সারকথা মূলক গীতি গ্রন্থ। এক আনা মাত্র।

৫। শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা, সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন বিভাগে ভাগবতের প্রয়োজনীয় শ্লোক সমূহ সম্বলিত। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের অনুবাদ সহ কাপড়ে বাঁধা মূল্য ২৲

৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ ভাষ্য ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিদ্বদ্ অনুবাদ সহ মূল্য ১।৹ কাপড়ে বাঁধা ১৷৹

৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল সংস্কৃত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী টীকা এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রসিকরঞ্জন বঙ্গানুবাদ সহিত। পরম সুলভ মূল্য ১৲

৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীমাধ্ব ভাষ্য মূল্য ॥৹ আনা।

৯। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক সরল বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ। দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে।

১০। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত সংস্কৃত মূল ও অর্থ উপক্রমণিকা উপসংহার সহ। তত্ত্ব ও রসাদিবিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার মূল্য ১৲

১১। সৎক্রিয়াসারদীপিকা মূল ও অনুবাদ। গৃহস্থ বৈষ্ণবের দশ সংস্কার সংস্কার দীপিকা-বেষ পদ্ধতি। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি কৃত মূল্য ১।৹

১২। ভজনরহস্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত মূল্য ॥৵৹

১৩। সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত মূল, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর

১৪। পদ্মপুরাণ। শ্রীমদ্ বেদব্যাস প্রণীত, ৫৫০০০ হাজার শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ। সৃষ্টি, স্বর্গ, ব্রহ্ম, পাতাল, উত্তর, ক্রিয়াযোগ ও ভূমি, সপ্তখণ্ডাত্মক। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত। মূল্য ৭৲ হরিদ্রাবর্ণ কাগজে ৩৲

১৫। শরণাগতি মূল্য ।০ আনা।

হরিনাম চিন্তামণি।

সকল শুদ্ধভক্তের একমাত্র সম্বল। বিশেষতঃ নামাশ্রিত ভজনকারী ভক্তের সর্ব্বদা পাঠ্য গ্রন্থ। শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইহাই অমূল্য দান। দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম।

যদি শুদ্ধধর্ম্ম কি জানিবার ও হরিভজন করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে ইহাই পাঠ্য। শতগ্রন্থ, শতবক্তা শত গুরুসজ্জায় সজ্জিত জন যে উপকার করিতে পারেন না তাহা এই গ্রন্থ পাঠে লভ্য হয়। মূল্য ১।০ ভিপিতে ১॥০ ভাল গ্লেজ কাগজে ২৲ টাকা ভিপিতে ২।০

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

২৩৬৮ পৃষ্ঠায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি লিখিত মূল গ্রন্থ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃত প্রবাহভাষ্য তৎসহ অনুভাষ্য ও বহু সূচী সম্বলিত। ষোলখণ্ডে সম্পূর্ণ মূল্য ৬৲ছয় টাকা মাশুল ॥৵০

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জনতোষণী।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৩ কেশব ও নারায়ণ

দ্বাবিংশ খণ্ড, নবম ও দশম সংখ্যা।

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া।

বিষয় বিবরণ।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতযন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার দ্বারা
৪৩৩ শ্রীচৈতন্যাব্দে মুদ্রিত।

বার্ষিক ভিক্ষা ১৲ নমুনা প্রেরিত হয়না।

গ্রাহকগণের প্রতি

পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন কবিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ মহোদয় সম্প্রতি শ্রীপত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম সম্পাদক। এখন হইতে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট কোনও কথা জানাইতে হইলে তাঁহাকেই লিখিতে হইবে। যথা-কালে শ্রীপত্রিকা প্রকাশ বিষয়ে তিনি যত্ন করিতেছেন।

শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন

সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য।

ম্যানেজার শ্রীভাগবত প্রেস।

প্রতীপ প্রিয়নাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর।

এই পুস্তকে নিত্যসিদ্ধ বৈষ্ণবের পার্ষদত্ব, জীবের বৈষ্ণবোপলব্ধির পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণত্ব ও আশ্রমিত্ব, মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য, বৈষ্ণবগুরুর অষ্টবিধ অর্চ্চার পূজা কর্ত্তব্যতা, বৈদিক ও লৌকিক সকল ক্রিয়াকে হরিসেবানুকূল করার আবশ্যকতা, গোস্বামী মাত্রের পরমহংসত্ব, গুরুর মিতার্ত্ত, বৈষ্ণবশ্রাদ্ধের কর্ত্তব্যতা, কর্ম্মজ্ঞানের হেয়ত্ব এবং সম্প্রদায় সেবনের আবশ্যকতা বর্ণিত আছে।

শ্রদ্ধামূল্যে প্রাপ্তব্য। ডাকমাশুল ৵০।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন কবিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ

ম্যানেজার শ্রীসজ্জন তোষণী।

কলিকাতা শ্রীপত্রিকা কার্য্যালয়।

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্ শ্রীভক্তিবিনোদ আসন।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

পরমার্থিগণের নিমিত্ত

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা।

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৩৪।

বিষ্ণু ৪৩৪ ফাল্গুন ১৩২৬ মার্চ্চ ১৯২০।

১ বিষ্ণু ২২ ফাল্গুন ৫ মার্চ্চ শুক্রবার গর্ভোদশায়ী বা নিধিবার উদয় ৬।২৩ অস্ত ৬।০ কৃষ্ণা প্রতিপৎ ব্রহ্মতিথি রা ২।৪০ পূর্ব্ব ফল্গুনী নক্ষত্র ভূতাত্মা ১২।৪০।

২ বিষ্ণু ২৩ ফাল্গুন ৬ মার্চ্চ শনি ক্ষীরোদশায়ী বা অব্যয়বার উদয় ৬।২২ ভূতভাবন অ ৬।০ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া শ্রীপতিতিথি রা ২।৪১ উত্তর ফল্গুনী ১।৩।

৩ বিষ্ণু ২৪ ফাল্গুন ৭ মার্চ্চ রবি বাসুদেব বা সর্ব্ববার উ ৬.২১ অ ৬।০ কৃষ্ণ তৃতীয়া বিষ্ণু তিথিরা ৩।১৩ হস্তা অব্যক্তনক্ষত্র ১।৫৪।

৪ বিষ্ণু ২৫ ফাল্গুন ৮ মার্চ্চ সোম সঙ্কর্ষণ বা সর্ব্বশিব বার উ ৬।২০ অ ৬।১ কৃষ্ণ চতুর্থী কপিল তিথিরা ৪।১৭ চিত্রা পুণ্ডরীক নক্ষত্র ৩।১৪।

৫ বিষ্ণু ২৬ ফাল্গুন ৯ মার্চ্চ মঙ্গল প্রদ্যুম্ন বা স্থাণু বার উ ৬।২০ অ ৬।১ কৃষ্ণ পঞ্চমী শ্রীধর তিথি রা ৫।৪৫ স্বাতী বিশ্বকর্ম্মা নক্ষত্র ৫,৩।

৬ বিষ্ণু ২৭ ফাল্গুন ১০ মার্চ্চ বুধ অনিরুদ্ধ বা ভূতবার উ ৬।১৯ অ ৬।২ কৃষ্ণ ষষ্ঠী প্রভু তিথি দিবারাত্র বিশাখা সুবিশ্রবা নক্ষত্র ৭।১৫।

৭ বিষ্ণু ২৮ ফাল্গুন ১১ মার্চ্চ বৃহস্পতি কারণোদশায়ী বা আদি বার উ ৬।১৮ অ ৬।৩ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ৭ ৩৪ অনুরাধা সম্ভাবন নক্ষত্র রা ৯।৪৩।

৮ বিষ্ণু ২৯ ফাল্গুন ১২ মার্চ্চ শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।১৭ অ ৬।৩ কৃষ্ণ সপ্তমী দামোদর তিথি ৯।৩৮ জ্যেষ্ঠা ভাবন নক্ষত্র রা ১২।২০।

৯ বিষ্ণু ৩০ ফাল্গুন ১৩ মার্চ্চ শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।১৭ অ ৬।৩ কৃষ্ণ অষ্টমী হৃষীকেশ তিথি ১১।৪৫ মূলা ভর্ত্তা নক্ষত্র রা ২।৫৩।

চৈত্র ১৩২৬।

১০ বিষ্ণু ১ চৈত্র ১৪ মার্চ্চ রবি বাসুদেব উ ৬।১৫ অ ৬।৪ কৃষ্ণ নবমী গোবিন্দ তিথি ১।৪৫ পূর্ব্বাষাঢ়া প্রভব নক্ষত্র রা ৫।১৬।

১১ বিষ্ণু ২ চৈত্র ১৫ মার্চ্চ সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।১৪ অ ৬।৫ কৃষ্ণ দশমী মধুসূদন তিথি ৩।২৯ উত্তরাষাঢ়া প্রভু নক্ষত্র দিবারাত্র।

১২ বিষ্ণু ৩ চৈত্র ১৬ মার্চ্চ মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।১৩ অ ৬।৫ কৃষ্ণ একাদশী ভূধর তিথি ৪।৪৯ উত্তরাষাঢ়া (অভিজিৎ নক্ষত্র ঈশ্বর উত্তরাষাঢ়ার শেষ পঞ্চদশদণ্ড ও শ্রবণার প্রথম ৪ দণ্ড) ৭।১৮ একাদশীর উপবাস।

১৩ বিষ্ণু ৪ চৈত্র ১৭ মার্চ্চ বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।১২ অ ৬।৬ কৃষ্ণ দ্বাদশী গদাধর তিথি ৫।৪২ শ্রবণা অপ্রমেয় নক্ষত্র ৮।৫১ শ্রীমহাপ্রভুর বরাহনগরে আগমনোৎসব। ঠাকুর শ্রীল গোবিন্দ ঘোষের তিরোভাব।

১৪ বিষ্ণু ৫ চৈত্র ১৮ মার্চ্চ বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।১২ অ ৬।৬ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী শঙ্খধর তিথি ৬।৩ ধনিষ্ঠা হৃষীকেশ নক্ষত্র ৯।৫৯ বারুণীর বন্ধ।

১৫ বিষ্ণু ৬ চৈত্র ১৯ মার্চ্চ শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।১১ অ ৬।৭ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী পদ্মধর তিথি ৫।৫৪ শতভিষা পদ্মনাভ নক্ষত্র ১০।৩৬।

১৬ বিষ্ণু ৭ চৈত্র ২০ মার্চ্চ শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।১০ অ ৬।৭ অমাবস্যা চক্রধর তিথি ৫।১৪ পূর্ব্বভাদ্রপদ অমর প্রভু নক্ষত্র ১০।৪৫।

১৭ বিষ্ণু ৮ চৈত্র ২১ মার্চ্চ রবি বাসুদেব উ ৬।৯ অ ৬।৮ গৌর প্রতিপদ ৪।৭ উত্তর ভাদ্রপদ অগ্রাহ্য নক্ষত্র ১০।৪১।

১৮ বিষ্ণু ৯ চৈত্র ২২ মার্চ্চ সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৮ অ ৬।৮ গৌর দ্বিতীয়া

১৯ বিষ্ণু ১০ চৈত্র ২৩ মার্চ্চ মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৭ অ ৬।৮ গৌর তৃতীয়া ১২।৪৬ অশ্বিনী ধাতা নক্ষত্র ৮।৩৮।

২০ বিষ্ণু ১১ চৈত্র ২৪ মার্চ্চ বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৬ অ ৬।৯ গৌর চতুর্দ্দশী ১০।৪০ ভরণী কৃষ্ণ নক্ষত্র ৭।২০ পরে কৃত্তিকা বিশ্ব নক্ষত্র রাত্রি শেষে ৫।৫০। শ্রীরামানুজাচার্য্যের আবির্ভাব।

২১ বিষ্ণু ১২ চৈত্র ২৫ মার্চ্চ বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৫ অ ৬।৯ গৌর পঞ্চমী ৮।২৪ পরে ষষ্ঠী রাত্রি শেষ ৬।০ রোহিণী বিষ্ণু নক্ষত্র রাত্রি ৪।১২।

২২ বিষ্ণু ১৩ চৈত্র ২৬ মার্চ্চ শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪ অ ৬।৯ গৌর সপ্তমী রা ৩।৩৬ মৃগশিরা বষটকার নক্ষত্র রা ২।৩২।

২৩ বিষ্ণু ১৪ চৈত্র ২৭ মার্চ্চ শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৩ অ ৬।১০ গৌর অষ্টমী রা ১।১৪ আর্দ্রা ভূতভব্য নক্ষত্র রা ১২।৫৬।

২৪ বিষ্ণু ১৫ চৈত্র ২৮ মার্চ্চ রবি বাসুদেব উ ৬।২ অ ৬।১০ গৌর নবমী রা ১১।১ পুনর্ব্বসু ভবৎ প্রভু নক্ষত্র রা ১১।২৭। শ্রীশ্রীরামনবমী।

২৫ বিষ্ণু ১৬ চৈত্র ২৯ মার্চ্চ সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।১ অ ৬।১০ গৌর দশমী রা ৯।১ পুষ্যা ভূতভৃৎ নক্ষত্র রা ১০।১২।

২৬ বিষ্ণু ১৭ চৈত্র ৩০ মার্চ্চ মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৫৯ অ ৬।১০ গৌর একাদশী রা ৭।১৭ অশ্লেষা ভূতকৃৎ নক্ষত্র রা ৯।১১। একাদশীর উপবাস

২৭ বিষ্ণু ১৮ চৈত্র ৩১ মার্চ্চ বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৫৮ অ ৬।১১ গৌর দ্বাদশী ৫।৫৪ মঘা ভাব নক্ষত্র রা ৮।৩৩।

এপ্রিল ১৯২০।

২৮ বিষ্ণু ১৯ চৈত্র ১ এপ্রিল বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৫৭ অ ৬।১১

২৯ বিষ্ণু ২০ চৈত্র ২ এপ্রিল শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৫৬ অ ৬।১২ গৌর চতুর্দ্দশী ৪।২৭ উত্তর ফল্গুনী রা ৮।৩৪। গুডফ্রাইডে।

৩০ বিষ্ণু ২১ চৈত্র ৩ এপ্রিল শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৫৫ অ ৬।১২ পূর্ণিমা চক্রধর তিথি ৪।২৮ হস্তা ৯।১৮ শ্রীবংশীবদনের আবির্ভাব।

মধুসূদন ৪৩৪।

১ মধুসূদন ২২ চৈত্র ৪ এপ্রিল রবি বাসুদেব উ ৫।৫৪ অ ৬।১২ কৃষ্ণ প্রতিপদ ৪।৫৯ চিত্রা ১০।৩৩।

২ মধুসূদন ২৩ চৈত্র ৫ এপ্রিল সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৫৪ অ ৬।১৩ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৬০ স্বাতী রা ১২।৫। ইষ্টার মণ্ডে।

৩ মধুসূদন ২৪ চৈত্র ৬ এপ্রিল মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৫৩ অ ৬।১৩ কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ৭।২৮ বিশাখা রা ২।২২।

৪ মধুসূদন ২৫ চৈত্র ৭ এপ্রিল বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৫১ অ ৬।১৩ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ৯।১৬ অনুরাধা রা ৪।৪৭।

৫ মধুসূদন ২৬ চৈত্র ৮ এপ্রিল বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৫০ অ ৬।১৪ কৃষ্ণ পঞ্চমী রা ১১।১৭ জ্যেষ্ঠা দিবারাত্র।

৬ মধুসূদন ২৭ চৈত্র ৯ এপ্রিল শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৫০ অ ৬।১৪ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রা ১।২৩ জ্যেষ্ঠা ৭।২১।

৭ মধুসূদন ২৮ চৈত্র ১০ এপ্রিল শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪৯ অ ৬।১৫ কৃষ্ণ সপ্তমী রা ৩ ২০ মূলা ৯।৫৭। শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের তিরোভাব।

৮ মধুসূদন ২৯ চৈত্র ১১ এপ্রিল রবি বাসুদেব উ ৫।৪৮ অ ৬।১৫ কৃষ্ণ অষ্টমী রা ৫।২ পূর্ব্বাষাঢ়া ১২।১২।

৯ মধুসূদন ৩০ চৈত্র ১২ এপ্রিল সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৪৭ অ ৬।১৬ কৃষ্ণ নবমী দিবারাত্র উত্তরাষাঢ়া ২।৩০।

১০ মধুসূদন ৩১ চৈত্র ১৩ এপ্রিল মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৪৬ অ ৬।১৬ কৃষ্ণ নবমী ৬।১৯ শ্রবণা ৪।১২। চড়কের বন্ধ।

বৈশাখ ১৩২৭।

১১ মধুসূদন ১ বৈশাখ ১৪ এপ্রিল বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৪৫ অ ৬।১৬ কৃষ্ণ দশমী ৭।৮ ধনিষ্ঠা ৫।২৫।

১২ মধুসূদন ২ বৈশাখ ১৫ এপ্রিল বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৪৪ অ ৬।১৭ কৃষ্ণ একাদশী ৭।২৭ শতভিষা ৬।১০ একাদশীর উপবাস

১৩ মধুসূদন ৩ বৈশাখ ১৬ এপ্রিল শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪৩ অ ৬।১৭ কৃষ্ণ দ্বাদশী ৭।১৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ সন্ধ্যা ৬।২৬।

১৪ মধুসূদন ৪ বৈশাখ ১৭ এপ্রিল শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪২ অ ৬।১৮ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ৬।৩৩ পরে চতুর্দ্দশী রাত্রিশেষ ৫।২৫ উত্তর ভাদ্রপদ সন্ধ্যা ৬।১২।

১৫ মধুসূদন ৫ বৈশাখ ১৮ এপ্রিল রবি বাসুদেব উ ৫।৪১ অ ৬।১৮ অমাবস্যা রা ৩।৫৩ রেবতী ৫।৩৪।

১৬ মধুসূদন ৬ বৈশাখ ১৯ এপ্রিল সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৪০ অ ৬।১৯ গৌর প্রতিপৎ রা ২।১ অশ্বিনী ৪।৩৩।

১৭ মধুসূদন ৭ বৈশাখ ২০ এপ্রিল মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৩৯ অ ৬।১৯ গৌর দ্বিতীয়া রা ১১।৫৩ ভরণী ৩।১৯।

১৮ মধুসূদন ৮ বৈশাখ ২১ এপ্রিল বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৩৮ অ ৬।১৯ গৌর তৃতীয়া রা ৯।৩৫ কৃত্তিকা ১।৫০। শ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা। শ্রীবদরি নারায়ণের দ্বারোদ্ঘাটন।

১৯ মধুসূদন ৯ বৈশাখ ২২ এপ্রিল বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৩৭ অ ৬।২০ গৌর চতুর্থী রা ৭।১০ রোহিণী ১২।১৩।

২০ মধুসূদন ১০ বৈশাখ ২৩ এপ্রিল শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৩৭ অ ৬।২০ গৌর পঞ্চমী ৪।৪৪ মৃগশিরা ১০।৪৩।

২১ মধুসূদন ১১ বৈশাখ ২৪ এপ্রিল শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৩৬ অ ৬।২০ গৌর ষষ্ঠী ২।২০ আর্দ্রা ৮।৫৬।

২২ মধুসূদন ১২ বৈশাখ ২৫ এপ্রিল রবি বাসুদেব উ ৫।৩৫ অ ৬।২১ গৌর সপ্তমী ১২।৬ পুনর্ব্বসু ৭ ২৬।

২৩ মধুসূদন ১৩ বৈশাখ ২৬ এপ্রিল সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৩৫ অ ৬।২১ গৌর অষ্টমী ১০।৪ পুষ্যা ৬।৮ পরে অশ্লেষা রাত্রি শেষ ৫।৪।

২৪ মধুসূদন ১৪ বৈশাখ ২৭ এপ্রিল মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৩৪ অ ৬।২২ গৌর নবমী ৮।১৯ মঘা রা ৪।২১। শ্রীসীতানবমী ব্রত। শ্রীজাহ্নবা মাতার আবির্ভাব।

২৫ মধুসূদন ১৫ বৈশাখ ২৮ এপ্রিল বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৩৩ অ ৬।২২ গৌর দশমী ৬।৫৪ পূর্ব্বফল্গুনী রা ৪।২।

২৬ মধুসূদন ১৬ বৈশাখ ২৯ এপ্রিল বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৩২ অ ৬।২২ গৌর একাদশী প্রাতঃ ৫।৫৩ পরে গৌর দ্বাদশী রাত্রি শেষ ৫।২২ উত্তর ফল্গুনী রা ৪।১১। ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশীর উপবাস।

২৭ মধুসূদন ১৭ বৈশাখ ৩০ এপ্রিল শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৩২ অ ৬।২৩ গৌর ত্রয়োদশী রাত্রি শেষ ৫।২১ হস্তা রা ৪।৪৯

মে ১৯২০।

২৮ মধুসূদন ১৮ বৈশাখ ১ মে শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫ ৩১ অ ৬।২৩ গৌর চতুর্দ্দশী দিবা রাত্র চিত্রা দিবা রাত্র।

২৯ মধুসূদন ১৯ বৈশাখ ২মে রবি বাসুদেব উ ৫।৩০ অ ৬।২৩ গৌর

৩০ মধুসূদন ২০ বৈশাখ ৩ মে সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৩০ অ ৬।২৪ পূর্ণিমা ৬।৪৮ স্বাতী ৭।৩০। ঠাকুর শ্রীপরমেশ্বরী দাসের তিরোভাব। শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল।

ত্রিবিক্রম ৪৩৪।

১ ত্রিবিক্রম ২১ বৈশাখ ৪ মে মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।২৯ অ ৬।২৪ কৃষ্ণ প্রতিপৎ ৮।১৩ বিশাখা ৯।৩৩। শবেবরৎ বন্ধ।

২ ত্রিবিক্রম ২২ বৈশাখ ৫ মে বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২৯ অ ৬।২৫ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৯।৫৯ অনুরাধা ১১।৫৫।

৩ ত্রিবিক্রম ২৩ বৈশাখ ৬ মে বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।২৮ অ ৬।২৫ কৃষ্ণ তৃতীয়া ১১।৫৯ জ্যেষ্ঠা ২।২৯।

৪ ত্রিবিক্রম ২৪ বৈশাখ ৭ মে শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।২৭ অ ৬।২৬ কৃষ্ণ চতুর্থী ২।২ মূলা ৫।৬।

৫ ত্রিবিক্রম ২৫ বৈশাখ ৮ মে শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২৭ অ ৬।২৬ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৩।৫৮ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ৭।৩৫। শ্রীরায় রামানন্দের তিরোভাব।

৬ ত্রিবিক্রম ২৬ বৈশাখ ৯ মে রবি বাসুদেব উ ৫।২৬ অ ৬।২৭ কৃষ্ণ ষষ্ঠী অপরাহ্ণ ৫।৩৯ উত্তরাষাঢ়া রা ৯।৪৭।

৭ ত্রিবিক্রম ২৭ বৈশাখ ১০ মে সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২৬ অ ৬।২৮ কৃষ্ণ সপ্তমী রা ৬।৫৫ শ্রবণা রা ১১।৩৭।

৮ ত্রিবিক্রম ২৮ বৈশাখ ১১ মে মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।২৫ অ ৬।২৮ কৃষ্ণ অষ্টমী রা ৭।৪৫ ধনিষ্ঠা রা ১২।৫৭।

৯ ত্রিবিক্রম ২৯ বৈশাখ ১২ মে বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২৪ অ ৬।২৮ কৃষ্ণ নবমী রা ৮।৪ শতভিষা রা ১।৪৯।

১০ ত্রিবিক্রম ৩০ বৈশাখ ১৩ মে বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।২৪ অ ৬।২৯ কৃষ্ণ দশমী রা ৭।৫১ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ২।১৩।

১১ ত্রিবিক্রম ৩১ বৈশাখ ১৪ মে শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।২৩ অ ৬।২৯ কৃষ্ণ একাদশী রা ৭।৯ উত্তরভাদ্র পদ রা ২।৬ ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের তিরোভাব। একাদশীর উপবাস।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭।

১২ ত্রিবিক্রম ১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ মে শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২৩ অ ৬।৩০ কৃষ্ণ দ্বাদশী অপরাহ্ণ ৫।৫৯ রেবতী রা ১।৩৩।

১৩ ত্রিবিক্রম ২ জ্যৈষ্ঠ ১৬ মে রবি বাসুদেব উ ৫।২২ অ ৬।৩০ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ৪।২৬ অশ্বিনী রা ১২।৩৮।

১৪ ত্রিবিক্রম ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৭ মে সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২২ অ ৬।৩১ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ২।৩২ ভরণী ১১।২৫।

১৫ ত্রিবিক্রম ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৮ মে মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।২১ অ ৬।৩২ অমাবস্যা ১২।২৫ কৃত্তিকা রা ৯।৫৯। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আবির্ভাব।

১৬ ত্রিবিক্রম ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৯ মে বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২১ অ ৬।৩২ গৌর প্রতিপৎ ১০।৫ রোহিণী রা ৮।২৩।

১৭ ত্রিবিক্রম ৬ জ্যৈষ্ঠ ২০ মে বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।২০ অ ৬।৩২ গৌর দ্বিতীয়া ৭।৩৯ পরে তৃতীয়া রাত্রি শেষ ৫।১১ মৃগশিরা রা ৬।৪৪।

১৮ ত্রিবিক্রম ৭ জ্যৈষ্ঠ ২১ মে শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।২০ অ ৬।৩২ গৌর চতুর্থী রা ২।৪৭ আর্দ্রা ৫।৫।

১৯ ত্রিবিক্রম ৮ জ্যৈষ্ঠ ২২ মে শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।১৯ অ ৬।৩৪ গৌর পঞ্চমী রা ১২।৩০ পুনর্ব্বসু ৩।৩৩ শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব।

২০ ত্রিবিক্রম ৯ জ্যৈষ্ঠ ২৩ মে রবি বাসুদেব উ ৫।১৯ অ ৬।৩৪ গৌর ষষ্ঠী রা ১০।২৭ পুষ্যা ২।১২

২১ ত্রিবিক্রম ১০ জ্যৈষ্ঠ ২৪ মে সোম সঙ্কর্ষণ ৫।১৯ অ ৬।৩৪ গৌর সপ্তমী রা ৮।৩৯ অশ্লেষা ১।৪।

২২ ত্রিবিক্রম ১১ জ্যৈষ্ঠ ২৫ মে মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।১৯ অ ৬।৩৫ গৌর অষ্টমী রা ৭।১৩ মঘা ১২।১৭।

২৩ ত্রিবিক্রম ১২ জ্যৈষ্ঠ ২৬ মে বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।১৯ অ ৬।৩৫ গৌর নবমী রা ৬।১১ পূর্ব্বফল্গুনী ১১।৫৩। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের তিরোভাব।

২৪ ত্রিবিক্রম ১৩ জ্যৈষ্ঠ ২৭ মে বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।১৯ অ ৬।৩৫ গৌর দশমী অপরাহ্ণ ৫।৩৭ উত্তরফল্গুনী ১১।৫৫। শ্রীগঙ্গাদেবীর আবির্ভাব। দশহারা বন্ধ।

২৫ ত্রিবিক্রম ১৪ জ্যৈষ্ঠ ২৮ মে শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।১৯ অ ৬।৩৬ গৌর একাদশী অপরাহ্ণ ৫।৩২ হস্তা ১২।২৭। একাদশীর উপবাস।

২৬ ত্রিবিক্রম ১৫ জ্যৈষ্ঠ ২৯ মে শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৩৬ গৌর দ্বাদশী অপরাহ্ণ ৫।৫৮ চিত্রা ১।২৮।

২৭ ত্রিবিক্রম ১৬ জ্যৈষ্ঠ ৩০ মে রবি বাসুদেব উ ৫।১৮ অ ৬।৩৬ গৌর ত্রয়োদশী রা ৬।৫৫ স্বাতী ২।৫৬ শ্রীদাস গোস্বামীর দণ্ড মহোৎসব।

২৮ ত্রিবিক্রম ১৭ জ্যৈষ্ঠ ৩১ মে সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।১৮ অ ৬।৩৭ গৌর চতুর্দ্দশী রা ৮।১৭ বিশাখা ৪।৫৩।

জুন ১৯২০।

২৯ ত্রিবিক্রম ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১ জুন মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।১৮ অ ৬।৩৭ পূর্ণিমা রা ১০।২ অনুরাধা রা ৭।১৩ শ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা। শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও শ্রীধর পণ্ডিতের তিরোভাব।

বামন ৪৩৪।

১ বামন ১৯ জ্যৈষ্ঠ ২ জুন বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।১৮ অ ৬।৩৭ কৃষ্ণ প্রতিপৎ রা ১১।৫৯ জ্যেষ্ঠা রা ৯.৪৫ শ্রীশ্যামদাস আচার্য্যের তিরোভাব।

২ বামন ২০ জ্যৈষ্ঠ ৩ জুন বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৩৮ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রা ২।১ মূলা রা ১২।২২।

৩ বামন ২১ জ্যৈষ্ঠ ৪ জুন শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৩৮ কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ৩।৫৬ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ২।৫৪।

৪ বামন ২২ জ্যৈষ্ঠ ৫ জুন শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৩৮ কৃষ্ণ চতুর্থী দিবারাত্র উত্তরাষাঢ়া রা ৫।১১। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব।

৫ বামন ২৩ জ্যৈষ্ঠ ৬ জুন রবি বাসুদেব উ ৫।১৮ অ ৬।৩৯ কৃষ্ণ চতুর্থী প্রাতঃ ৫।৩৬ শ্রবণা দিবারাত্র।

৬ বামন ২৪ জ্যৈষ্ঠ ৭ জুন সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।১৮ অ ৬।৩৯ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৬।৫২ শ্রবণা ৭।৭।

৭ বামন ২৫ জ্যৈষ্ঠ ৮ জুন মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।১৮ অ ৬।৪০ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ৭।৪৩ ধনিষ্ঠা ৮।৩১

৮ বামন ২৬ জ্যৈষ্ঠ ৯ জুন বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।১৮ অ ৬।৪০ কৃষ্ণ সপ্তমী ৮।২ শতভিষা ৯.৩২।

৯ বামন ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১০ জুন বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৪০ কৃষ্ণ অষ্টমী ৭।৫০ পূর্ব্বভাদ্র পদ ১০।২।

১০ বামন ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১১ জুন শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৪১ কৃষ্ণ নবমী ৭।৯ উত্তরভাদ্রপদ ১১।৫১।

১১ বামন ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১২ জুন শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৪১ কৃষ্ণ দশমী প্রাতঃ ৬।০ পরে একাদশী রা ৪।২৮ রেবতী ৯।৩৬। শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব।

১২ বামন ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩ জুন রবি বাসুদেব উ ৫।১৮ অ ৬।৪২ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ২।৩৪ অশ্বিনী ৮।৪৭। একাদশীর উপবাস।

১৩ বামন ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪ জুন সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।১৮ অ ৬।৪২ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ১২।২৭ ভরণী ৭।৩৭।

আষাঢ় ১৩২৭।

১৪ বামন ১ আষাঢ় ১৫ জুন মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।১৮ অ ৬।৪২ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ১০।৭ কৃত্তিকা প্রাতঃ ৬।১৬ পরে রোহিণী রা ৪।৪৩।

১৫ বামন ২ আষাঢ় ১৬ জুন বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।১৮ অ ৬।৪৩ অমাবস্যা রা ৭।৪০ মৃগশিরা রা ৩।৩ কালিকাপুরে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অপ্রকট উৎসব। শ্রীনবদ্বীপ গোদ্রুমে শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।

১৬ বামন ৩ আষাঢ় ১৭ জুন বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৪৩ গৌর প্রতিপৎ ৫।১১ আর্দ্রা রা ১।২৪।

১৭ বামন ৪ আষাঢ় ১৮ জুন শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৪৪ গৌর দ্বিতীয়া ২।৪৬ পুনর্ব্বসু রা ১১।৪৯। শ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা। শ্রীল দামোদর স্বরূপ গোস্বামীর তিরোভাব।

১৮ বামন ৫ আষাঢ় ১৯ জুন শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৪৪ গৌর তৃতীয়া ১২।২৮ পুষ্যা রা ১০।২৪ ইদলফেতর বন্ধ।

১৯ বামন ৬ আষাঢ় ২০ জুন রবি বাসুদেব উ ৫।১৮ অ ৬।৪৪ গৌর চতুর্থী ১০।২২ অশ্লেষা রা ৯।১৩।

২০ বামন ৭ আষাঢ় ২১ জুন সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।১৬ অ ৬।৪৫ গৌর পঞ্চমী ৮।৩২ মঘা রা ৮।২০। লক্ষ্মী বিজয় হোরা পঞ্চমী।

২১ বামন ৮ আষাঢ় ২২ জুন মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।১৮ অ ৬।৪৫ গৌর ষষ্ঠী ৭।৩ পূর্ব্বফল্গুনী রা ৭।৫০।

২২ বামন ৯ আষাঢ় ২৩ জুন বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।১৮ অ ৬।৪৬ গৌর সপ্তমী প্রাতঃ ৫।৫৯ উত্তরফল্গুনী রা ৭।৪৫।

২৩ বামন ১০ আষাঢ় ২৪ জুন বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৪৬ গৌর অষ্টমী প্রাতঃ ৫।২২ পরে নবমী রা শেষ ৫।১৬।

২৪ বামন ১১ আষাঢ় ২৫ জুন শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৪৬ গৌর দশমী দিবারাত্র চিত্রা রা ৯।৬।

২৫ বামন ১২ আষাঢ় ২৬ জুন শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।১৯ অ ৬।৪৬ গৌর দশমী প্রাতঃ ৫।৩৯ স্বাতী রা ১০।২৮

২৬ বামন ১৩ আষাঢ় ২৭ জুন রবি বাসুদেব উ ৫।১৯ অ ৬।৪৬ গৌর একাদশী প্রাতঃ ৬।৩৪ বিশাখা রা ১২।২১। একাদশীর উপবাস

২৭ বামন ১৪ আষাঢ় ২৮ জুন সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২০ অ ৬।৪৬ গৌর দ্বাদশী ৭।৫৪ অনুরাধা রা ২।৩৫। হরি শয়ন মতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ।

২৮ বামন ১৫ আষাঢ় ২৯ জুন মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।২০ অ ৬।৪৬ গৌর ত্রয়োদশী ৯।৩৬ জ্যেষ্ঠা রা শে ৫।৫।

২৯ বামন ১৬ আষাঢ় ৩০ জুন বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২০ অ ৬।৪৬ গৌর চতুর্দ্দশী ১১।৩২ মূলা দিবা রাত্র।

জুলাই ১৯২০।

৩০ বামন ১৭ আষাঢ় ১ জুলাই বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।২১ অ ৬।৪৬ পূর্ণিমা ১।৩৪ মূলা ৭।৪৩। শ্রীসনাতন গোস্বামীর তিরোভাব। শ্রীকৃষ্ণের নব মেঘোৎসব।

শ্রীধর ৪৩৪ (প্রথমার্দ্ধ)

১ শ্রীধর ১৮ আষাঢ় ২ জুলাই শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।২১ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ প্রতিপৎ ৩।২৯ পূর্ব্বাষাঢ়া ১০।১৭। চান্দ্রমতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ।

২ শ্রীধর ১৯ আষাঢ় ৩ জুলাই শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২২ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৫।১০ উত্তরাষাঢ়া ১২।৩৯।

৩ শ্রীধর ২০ আষাঢ় ৪ জুলাই রবি বাসুদেব উ ৫।২২ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ তৃতীয়া অপরাহ্ণ ৬।২৭ শ্রবণা ২।৪০।

৪ শ্রীধর ২১ আষাঢ় ৫ জুলাই সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২৩ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণা চতুর্থী রা ৭।১৯ ধনিষ্ঠা ৪।১২।

৫ শ্রীধর ২২ আষাঢ় ৬ জুলাই মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।২৩ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ পঞ্চমী রা ৭।৪০ শতভিষা ৫।১৮। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব।

৬ শ্রীধর ২৩ আষাঢ় ৭ জুলাই বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২৩ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রা ৭।৩০ পূর্ব্বভাদ্রপদ অপরাহ্ণ ৫।৫৪।

৭ শ্রীধর ২৪ আষাঢ় ৮ জুলাই বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।২৪ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ সপ্তমী সন্ধ্যা ৬।৫১ উত্তর ভাদ্রপদ অপরাহ্ণ ৬।১।

৮ শ্রীধর ২৫ আষাঢ় ৯ জুলাই শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।২৪ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ অষ্টমী অপরাহ্ণ ৫।৪৪ রেবতী অপরাহ্ণ ৫।৪০। শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব।

৯ শ্রীধর ২৬ আষাঢ় ১০ জুলাই শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২৫ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ নবমী ৪।১০ অশ্বিনী ৪।৫৭।

১০ শ্রীধর ২৭ আষাঢ় ১১ জুলাই রবি বাসুদেব উ ৫।২৫ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ দশমী ২।২২ ভরণী ৩।৫১।

১১ শ্রীধর ২৮ আষাঢ় ১২ জুলাই সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২৫ অ ৬।৩৫ কৃষ্ণ একাদশী ১২।১৪ কৃত্তিকা ২।৩৩। একাদশীর উপবাস

১২ শ্রীধর ২৯ আষাঢ় ১৩ জুলাই মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।২৬ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ দ্বাদশী ৯।৫৬ রোহিণী ১।২।

১৩ শ্রীধর ৩০ আষাঢ় ১৪ জুলাই বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২৬ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ৭।২৯ পরে চতুর্দ্দশী রা ৫।০ মৃগশিরা ১১।২৪।

১৪ শ্রীধর ৩১ আষাঢ় ১৫ জুলাই বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।২৭ অমাবস্যা রা ২।৩৩ আর্দ্রা ৯।৪৫।

পুরুষোত্তম।

১ পুরুষোত্তম ৩২ আষাঢ় ১৬ জুলাই শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।২৭ অ ৬।৪৫ গৌর প্রতিপৎ রা ১২।১৫ পুনর্ব্বসু ৮।৯।

শ্রাবণ ১৩২৭।

২ পুরুষোত্তম ১শ্রাবণ ১৭ জুলাই শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২৭ অ ৬।৪৫ গৌর দ্বিতীয়া রা ১০।৯ পুষ্যা প্রাতঃ ৬।৪২।

৩ পুরুষোত্তম ২ শ্রাবণ ১৮ জুলাই রবি বাসুদেব উ ৫।২৭ অ ৬।৪৫ গৌর তৃতীয়া রা ৮।১৬ অশ্লেষা প্রাতঃ ৫।২৮ পরে মঘা রা ৪।২৯।

৪ পুরুষোত্তম ৩ শ্রাবণ ১৯ জুলাই সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২৮ অ ৬।৪৪ গৌর চতুর্থী সন্ধ্যা ৬।৪৫ পূর্ব্বফল্গুনী রা ৩।৫৪।

৫ পুরুষোত্তম ৪ শ্রাবণ ২০ জুলাই মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।২৮ অ ৬।৪৪ গৌর পঞ্চমী অপরাহ্ণ ৫।৩৯ উত্তর ফল্গুনী রা ৩।৪২।

৬ পুরুষোত্তম ৫ শ্রাবণ ২১ জুলাই বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২৮ অ ৬।৪৪ গৌর ষষ্ঠী ৫।০ হস্তা রা ৪।০।

৭ পুরুষোত্তম ৬ শ্রাবণ ২২ জুলাই বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।২৯ অ ৬।৪৪ গৌর সপ্তমী ৪।৫০ চিত্রা রা ৪।৪৭।

৮ পুরুষোত্তম ৭ শ্রাবণ ২৩ জুলাই শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।২৯ অ ৬।৪৪ গৌর অষ্টমী ৫।১১ স্বাতী দিবারাত্র।

৯ পুরুষোত্তম ৮ শ্রাবণ ২৪ জুলাই শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২৯ অ ৬।৪৩ গৌর নবমী অপরাহ্ণ ৬।৩ স্বাতী প্রাতঃ ৬।৫।

১০ পুরুষোত্তম ৯ শ্রাবণ ২৫ জুলাই বাসুদেব উ ৫।৩০ অ ৬।৪৩ গৌর দশমী রা ৭।২২ বিশাখা ৭।৫০।

১১ পুরুষোত্তম ১০ শ্রাবণ ২৬ জুলাই সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৩০ অ ৬।৪২ গৌর একাদশী রা ৯।৩ অনুরাধা ১০।০। একাদশীর উপবাস

১২ পুরুষোত্তম ১১ শ্রাবণ ২৭ জুলাই মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৩১ অ ৬।৪২ গৌর দ্বাদশী রা ১১।০ জ্যেষ্ঠা ১২।২৭।

১৩ পুরুষোত্তম ১২ শ্রাবণ ২৮ জুলাই বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৩১ অ ৬।৪১ গৌর ত্রয়োদশী রা ১।১ মূলা ৩।৩।

১৪ পুরুষোত্তম ১৩ শ্রাবণ ২৯ জুলাই বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৩২ অ ৬।৪১ গৌর চতুর্দ্দশী রা ২।৫৮ পূর্ব্বাষাঢ়া অপরাহ্ন ৫।৩৯।

১৫ পুরুষোত্তম ১৪ শ্রাবণ ৩০ জুলাই শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৩২ অ ৬।৪০ পূর্ণিমা রা ৪।৪০ উত্তরাষাঢ়া রা ৮।৪।

১৬ পুরুষোত্তম ১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৩৩ অ ৬।৪০ কৃষ্ণ প্রতিপৎ দিবা রাত্রশ্রবণা রা ১০।১০।

আগষ্ট ১৯২০।

১৭ পুরুষোত্তম ১৬ শ্রাবণ ১ আগষ্ট রবি বাসুদেব উ ৫।৩৩ অ ৬।৩৯ কৃষ্ণ প্রতিপৎ প্রাতঃ ৬।০ ধনিষ্ঠা রা ১১।৪৯।

১৮ পুরুষোত্তম ১৭ শ্রাবণ ২ আগষ্ট সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৩৪ অ ৬।৩৯ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৬।৫৪ শতভিষা রা ১।১।

১৯ পুরুষোত্তম ১৮ শ্রাবণ ৩ আগষ্ট মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৩৪ অ ৬।৩৭ কৃষ্ণ তৃতীয়া ৭।১৮ পূর্ব্বভাদ্রপদ ১।৪৪।

২০ পুরুষোত্তম ১৯ শ্রাবণ ৪ আগষ্ট বুধ অনিরুদ্ধ ৫।৩৪ অ ৬।৩৭ কৃষ্ণ চতুর্থী ৭।১১ উত্তর ভাদ্রপদ রা ১।৫৭।

২১ পুরুষোত্তম ২০ শ্রাবণ ৫ আগষ্ট বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৩৫ অ ৬।৩৭ কৃষ্ণ পঞ্চমী প্রাতঃ ৬।৩৩ পরে ষষ্ঠী রা শে ৫।২৮ রেবতী রা ১।৪১

২২ পুরুষোত্তম ২১ শ্রাবণ ৬ আগষ্ট শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৩৫ অ ৬।৩৬ কৃষ্ণ সপ্তমী রা ৩।৫৯ অশ্বিনী রা ১।২।

২৩ পুরুষোত্তম ২২ শ্রাবণ ৭ আগষ্ট শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৩৬ অ ৬।৩৬ কৃষ্ণ অষ্টমী রা ২।৯ ভরণী ১২।০।

২৪ পুরুষোত্তম ২৩ শ্রাবণ ৮ আগষ্ট রবি বাসুদেব উ ৫।৩৬ অ ৬।৩৫ কৃষ্ণ নবমী রা ১২।৩ কৃত্তিকা রা ১০।৪৫।

২৫ পুরুষোত্তম ২৪ শ্রাবণ ৯ আগষ্ট সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৩৬ অ ৬।৩৪ কৃষ্ণ দশমী রা ৯।৪৬ রোহিণী রা ৯।১৬।

২৬ পুরুষোত্তম ২৫ শ্রাবণ ১০ আগষ্ট মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৩৭ অ ৬।৩৪ কৃষ্ণ একাদশী রা ৭।২০ মৃগশিরা রা ৭।৩৯। একাদশীর উপবাস

২৭ পুরুষোত্তম ২৬ শ্রাবণ ১১ আগষ্ট বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৩৭ অ ৬।৩৩ কৃষ্ণ দ্বাদশী ৪।৫৩ আর্দ্রা অপরাহ্ণ ৬।০।

২৮ পুরুষোত্তম ২৭ শ্রাবণ ১২ আগষ্ট বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৩৮ অ ৬।৩২ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ২।২৭ পুনর্ব্বসু ৪।২৩।

২৯ পুরুষোত্তম ২৮ শ্রাবণ ১৩ আগষ্ট শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৩৮ অ ৬।৩২ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ১২।৮ পুষ্যা ২।৫৩।

৩০ পুরুষোত্তম ২৯ শ্রাবণ ১৪ আগষ্ট শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৩৮ অ ৬।৩১ অমাবস্যা ১০।১ অশ্লেষা ১।৩৭।

শ্রীধর ৪৩৪।

১৫ শ্রীধর ৩০ শ্রাবণ ১৫ আগষ্ট রবি বাসুদেব উ ৫।৩৯ অ ৬।৩০ গৌর প্রতিপৎ ৮।৯ মঘা ১২।৩৪।

১৬ শ্রীধর ৩১ শ্রাবণ ১৬ আগষ্ট সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৩৯ অ ৬।৩০ গৌর দ্বিতীয়া ৬।৩৭ পরে তৃতীয়া রা শে ৫।৩১ পূর্ব্বফল্গুনী ১১।৫৩।

ভাদ্র ১৩২৭।

১৭ শ্রীধর ১ ভাদ্র ১৭ আগষ্ট মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৩৯ অ ৬।২৯ গৌর চতুর্থী রা ৪।৫১ উত্তর ফল্গুনী ১১।৩৫।

১৮ শ্রীধর ২ ভাদ্র ১৮ আগষ্ট বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৪০ অ ৬।২৮ গৌর পঞ্চমী রা ৪।৪০ হস্তা ১১।৪৭।

১৯ শ্রীধর ৩ ভাদ্র ১৯ আগষ্ট বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৪০ অ ৬।২৭ গৌর ষষ্ঠী রা শে ৫।০ চিত্রা ১২।২৭।

২০ শ্রীধর ৪ ভাদ্র ২০ আগষ্ট শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪০ অ ৬।২৭ গৌর সপ্তমী দিবারাত্র স্বাতী ১।৩৭।

২১ শ্রীধর ৫ ভাদ্র ২১ আগষ্ট শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪০ অ ৬।২৬ গৌর সপ্তমী প্রাতঃ ৫।৫৬ বিশাখা ৩।১৩।

২২ শ্রীধর ৬ ভাদ্র ২২ আগষ্ট রবি বাসুদেব উ ৫।৪১ অ ৬।২৫ গৌর অষ্টমী ৭।১০ অনুরাধা ৫।১৮।

২৩ শ্রীধর ৭ ভাদ্র ২৩ আগষ্ট সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৪১ অ ৬।২৪ গৌর নবমী ৮।৫১ জ্যেষ্ঠা রা ৭।৪২।

২৪ শ্রীধর ৮ ভাদ্র ২৪ আগষ্ট মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৪১ অ ৬।২৪ গৌর দশমী ১০।৪৭ মূলা রা ১০।১৬।

২৫ শ্রীধর ৯ ভাদ্র ২৫ আগষ্ট বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৪১ অ ৬।২৩ গৌর একাদশী ১২।৫১ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ১২।৫২ একাদশীর উপবাস। শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রারম্ভ।

২৬ শ্রীধর ১০ ভাদ্র ২৬ আগষ্ট বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৪২ অ ৬।২২ গৌর দ্বাদশী ২।৪৯ উত্তরাষাঢ়া রা ৩।২০ শ্রীরূপ গোস্বামীর তিরোভাব শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের ও শ্রীল গোবিন্দদাসের তিরোভাব। ইন্দ্রজোহার বন্ধ

২৭ শ্রীধর ১১ ভাদ্র ২৭ আগষ্ট শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪২ অ ৬।২১ গৌর ত্রয়োদশী ৪।৩৪ শ্রবণা রা শে ৫।৩০।

২৮ শ্রীধর ১২ ভাদ্র ২৮ আগষ্ট শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪৩ অ ৬।২০ গৌরচতুর্দ্দশী সন্ধ্যা ৫।৫৬ ধনিষ্ঠা দিবারাত্র।

২৯ শ্রীধর ১৩ ভাদ্র ২৯ আগষ্ট রবি বাসুদেব উ ৫।৪৩ অ ৬।১৯ পুর্ণিমা রা ৬।৫৩ ধনিষ্ঠা ৭।১৮। শ্রীবলদেবের আবির্ভাব হিন্দোল যাত্রা ঝুলন শেষ।

হৃষীকেশ ৪৩৪।

১ হৃষীকেশ ১৪ ভাদ্র ৩০ আগষ্ট সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৪৩ অ ৬।১৮ কৃষ্ণ প্রতিপৎ রা ৭।২০ শতভিষা ৮।৩৬।

২ হৃষীকেশ ১৫ ভাদ্র ৩১ আগষ্ট মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৪৪ অ ৬।১৭ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রা ৭।১৫ পুর্ব্বভাদ্রপদ ৯।২৫।

সেপ্টেম্বর ১৯২০।

৩ হৃষীকেশ ১৬ ভাদ্র ১ সেপ্টেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৪৪ অ ৬।১৬ কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ৬।৪০ উত্তরভাদ্রপদ ৯।৪৫।

৪ হৃষীকেশ ১৭ ভাদ্র ২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৪৪ অ ৬।১৫ কৃষ্ণ চতুর্থী ৫।৩৮ রেবতী ৯।৩৪।

৫ হৃষীকেশ ১৮ ভাদ্র ৩ সেপ্টেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪৫ অ ৬।১৪ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৪।১১ অশ্বিনী ৯।০।

৬ হৃষীকেশ ১৯ ভাদ্র ৪ সেপ্টেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪৫ অ ৬।১৩ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ২।২৩ ভরণী ৮।৩১। সৌরমতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জন্মদিন।

৭ হৃষীকেশ ২০ ভাদ্র ৫ সেপ্টেম্বর রবি বাসুদেব উ ৫।৪৫ অ ৬।১২ কৃষ্ণ সপ্তমী ১২।১৯ কৃত্তিকা ৬।৪৯ পরে রোহিণী রা শে ৫।২১ লৌকিক মতে শ্রীজন্মাষ্টমী। জন্মাষ্টমীর বন্ধ।

৮ হৃষীকেশ ২১ ভাদ্র ৬ সেপ্টেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৪৬ অ ৬।১১ কৃষ্ণ অষ্টমী ১০।২ মৃগশিরা রা ৩।৪৫। পরমার্থী মতে শ্রীজন্মাষ্টমীর উপবাস।

৯ হৃষীকেশ ২২ ভাদ্র ৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৪৬ অ ৬।১০ কৃষ্ণ নবমী ৭।৩৮ পরে দশমী রা শে ৫।১১ আর্দ্রা রা ২।৬।

১০ হৃষীকেশ ২৩ ভাদ্র ৮ সেপ্টেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৪৬ অ ৬।৯ কৃষ্ণ একাদশী রা ২।৪৬ পুনর্ব্বসু রা ১২।২৭। অরুণোদয় বিদ্ধা।

১১ হৃষীকেশ ২৪ ভাদ্র ৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৪৭ অ ৬।৮ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ১২।২৯ পুষ্যা রা ১০।৫৫। একাদশীর উপবাস।

১২ হৃষীকেশ ২৫ ভাদ্র ১০ সেপ্টেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪৭ অ ৬।৭ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ১০।২৩ অশ্লেষা রা ৯।৩৬।

১৩ হৃষীকেশ ২৬ ভাদ্র ১১ সেপ্টেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪৭ অ ৬।৬ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ৮।৩২ মঘা রা ৮।২৯।

১৪ হৃষীকেশ ২৭ ভাদ্র ১২ সেপ্টেম্বর রবি বাসুদেব উ ৫।৪৮ অ ৬।৫ অমাবস্যা রা ৭।১ পূর্ব্ব ফল্গুনী রা ৭।৪৩।

১৫ হৃষীকেশ ২৮ ভাদ্র ১৩ সেপ্টেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৪৮ অ ৬।৪ গৌরপ্রতিপৎ অপরাহ্ণ ৫।৫৫ উত্তর ফল্গুনী রা ৭।১৯।

১৬ হৃষীকেশ ২৯ ভাদ্র ১৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৪৮ অ ৬।৩ গৌর দ্বিতীয়া ৫।১৫ হস্তা রা ৭।২৪।

১৭ হৃষীকেশ ৩০ ভাদ্র ১৫ সেপ্টেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৪৯ অ ৬।১ গৌর তৃতীয়া ৫।৬ চিত্রা রা ৭।৫৭।

১৮ হৃষীকেশ ৩১ ভাদ্র ১৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৪৯ অ ৬।১ গৌর চতুর্থী ৫।২৭ স্বাতী রা ৯।১।

আশ্বিন ১৩২৭।

১৯ হৃষীকেশ ১ আশ্বিন ১৭ সেপ্টেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪৯ অ ৬।০ গৌর পঞ্চমী সন্ধ্যা ৬।১৯ বিশাখা রা ১০।৩০ শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।

২০ হৃষীকেশ ২ আশ্বিন ১৮ সেপ্টেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৫০ অ ৫।৫৯ গৌর ষষ্ঠী রা ৭।৩৮ অনুরাধা রা ১২।২৯।

২১ হৃষীকেশ ৩ আশ্বিন ১৯ সেপ্টেম্বর রবি বাসুদেব উ ৫।৫০ অ ৫।৫৮ গৌর সপ্তমী রা ৯।২০ জ্যেষ্ঠা রা ২।৪৯।

২২ হৃষীকেশ ৪ আশ্বিন ২০ সেপ্টেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৫০ অ ৫।৫৭ গৌর অষ্টমী রা ১১।১৭ মূলা রা ৫।২১।

২৩ হৃষীকেশ ৫ আশ্বিন ২১ সেপ্টেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৫১ অ ৫।৫৬ গৌর নবমী রা ১।২১ পূর্ব্বাষাঢ়া দিবারাত্র।

২৪ হৃষীকেশ ৬ আশ্বিন ২২ সেপ্টেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৫১ অ ৫।৫৫ গৌর দশমী রা ৩।২২ পূর্ব্বাষাঢ়া ৭।৫৮।

২৫ হৃষীকেশ ৭ আশ্বিন ২৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৫১ অ ৫।৫৪ গৌর একাদশী রা শে ৫।৯ উত্তরাষাঢ়া ১০।২৮।

২৬ হৃষীকেশ ৮ আশ্বিন ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৫১ অ ৫।৫৩ গৌর দ্বাদশী দিবারাত্র শ্রবণা ১২।৪৩ ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশীর উপবাস। মহরমের বন্ধ।

২৭ হৃষীকেশ ৯ আশ্বিন ২৫ সেপ্টেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৫২ অ ৫।৫২ গৌর দ্বাদশী ৬।৩৫ ধনিষ্ঠা ২।৩৬। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব।

২৮ হৃষীকেশ ১০ আশ্বিন ২৬ সেপ্টেম্বর রবি বাসুদেব উ ৫।৫২ অ ৫।৫১ গৌর ত্রয়োদশী ৭।৩৪ শতভিষা ৩।৫৮। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব।

২৯ হৃষীকেশ ১১ আশ্বিন ২৭ সেপ্টেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৫২ অ ৫।৫০ গৌর চতুর্দ্দশী ৮।৩ পূর্ব্বভাদ্রপদ ৪।৫৪। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব অনন্ত চতুর্দ্দশী।

৩০ হৃষীকেশ ১২ আশ্বিন ২৮ সেপ্টেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৫৩ অ ৫।৪৯ পূর্ণিমা ৮।১ উত্তরভাদ্রপদ ৫।২১।

পদ্মনাভ ৪৩৪ ।

১ পদ্মনাভ ১৩ আশ্বিন ২৯ সেপ্টেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৫৩ অ ৫।৪৮ কৃষ্ণ প্রতিপৎ ৭।২৯ রেবতী ৫।১৭ ।

২ পদ্মনাভ ১৪ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি কারোণদশায়ী উ ৫।৫৪ অ ৫।৪৭ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৬।২৮ পরে তৃতীয়া রা শে ৫।৪ অশ্বিনী ৪।৪৯ ।

অক্টোবর ১৯২০ ।

৩ পদ্মনাভ ১৫ আশ্বিন ১ অক্টোবর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৫৪ অ ৫।৪৬ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ৩।১৭ ভরণী ৩।৫৭ ।

৪ পদ্মনাভ ১৬ আশ্বিন ২ অক্টোবর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৫৪ অ ৫।৪৫ কৃষ্ণ পঞ্চমী রা ১।১৫ কৃত্তিকা ২।৪৫ ।

৫ পদ্মনাভ ১৭ আশ্বিন ৩ অক্টোবর রবি বাসুদেব উ ৫।৫৫ অ ৫।৪৪ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রা ১১।১ রোহিণী ১।২১ ।

৬ পদ্মনাভ ১৮ আশ্বিন ৪ অক্টোবর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৫৫ অ ৫।৪৩ কৃং সপ্তমী রা ৮।৩৮ মৃগশিরা ১১।৪৮ ।

৭ পদ্মনাভ ১৯ আশ্বিন ৫ অক্টোবর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৫৫ অ ৫।৪২ কৃষ্ণ অষ্টমী রা ৬।১২ আর্দ্রা ১০।৮ ।

৮ পদ্মনাভ ২০ আশ্বিন ৬ অক্টোবর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৫৬ অ ৫।৪১ কৃষ্ণ নবমী ৩।৪৯ পুনর্ব্বসু ৮।২৭ ।

৯ পদ্মনাভ ২১ আশ্বিন ৭ অক্টোবর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৫৬ অ ৫।৪০ কৃষ্ণ দশমী ১।৩৩ পুষ্যা ৬।৫৪ পরে অশ্লেষা রা শে ৫।৩১ ।

১০ পদ্মনাভ ২২ আশ্বিন ৮ অক্টোবর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৫৭ অ ৫।৩৯ কৃষ্ণ একাদশী ১১।২৯ মঘা রা ৪।১৯ । একাদশীর উপবাস ।

১১ পদ্মনাভ ২৩ আশ্বিন ৯ অক্টোবর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৫৭ অ ৫।৩৮ কৃষ্ণ দ্বাদশী ৯।৪০ পূর্ব্বফল্গুনী রা ৩।২৭।

১২ পদ্মনাভ ২৪ আশ্বিন ১০ অক্টোবর রবি বাসুদেব উ ৫।৫৭ অ ৫।৩৭ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ৮।১২ উত্তর ফল্গুনী রা ৩।০।

১৩ পদ্মনাভ ২৫ আশ্বিন ১১ অক্টোবর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৫৮ অ ৫।৩৬ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ৭।৭ হস্তা রা ২।৫৭। মহালয়ার বন্ধ।

১৪ পদ্মনাভ ২৬ আশ্বিন ১২ অক্টোবর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৫৮ অ ৫।৩৫ অমাবস্যা ৬।৩০ চিত্রা রা ৩।২৫।

১৫ পদ্মনাভ ২৭ আশ্বিন ১৩ অক্টোবর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৫৯ অ ৫।৩৪ গৌর প্রতিপৎ ৬।২৩ স্বাতী রা ৪।২১।

১৬ পদ্মনাভ ২৮ আশ্বিন ১৪ অক্টোবর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৫৯ অ ৫।৩৩ গৌর দ্বিতীয়া ৬।৪৬ বিশাখা রা শে ৫।৪৪।

১৭ পদ্মনাভ ২৯ আশ্বিন ১৫ অক্টোবর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।০ অ ৫।৩২ গৌর তৃতীয়া ৭।৪১ অনুরাধা দিবারাত্র।

১৮ পদ্মনাভ ৩০ আশ্বিন ১৬ অক্টোবর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।০ অ ৫।৩১ গৌর চতুর্থী ৯।৩ অনুরাধা ৭।৩৮।

১৯ পদ্মনাভ ৩১ আশ্বিন ১৭ অক্টোবর রবি বাসুদেব উ ৬।১ অ ৫।৩০ গৌর পঞ্চমী ১০।৪৭ জ্যেষ্ঠা ৯।৫৪।

কার্ত্তিক ১৩২৭।

২০ পদ্মনাভ ১ কার্ত্তিক ১৮ অক্টোবর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।১ অ ৫।২৯ গৌর ষষ্ঠী ১২।৪৭ মূলা ১২।২৪।

২১ পদ্মনাভ ২ কার্ত্তিক ১৯ অক্টোবর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।২ অ ৫।২৯ গৌর সপ্তমী ২।৫৪ পূর্ব্বাষাঢ়া ৩।১। দুর্গা পূজাবকাশ।

২২ পদ্মনাভ ৩ কার্ত্তিক ২০ অক্টোবর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।২ অ ৫।২৮ গৌর অষ্টমী ৪।৫৬ উত্তরাষাঢ়া সন্ধ্যা ৫।৩৩। দুর্গাপূজাবকাশ।

২৩পদ্মনাভ ৪ কার্ত্তিক ২১ অক্টোবর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৩ অ ৫।২৭গৌর নবমী রা ৬।৪৪ শ্রবণা রা ৭।৫৩। দুর্গাপূজাবকাশ।

২৪ পদ্মনাভ ৫ কার্ত্তিক ২২ অক্টোবর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৩ অ ৫।২৬ গৌর দশমী রা ৮।১১ ধনিষ্ঠা রা ৯।৫২ শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব। দুর্গাপূজা-বকাশ।

২৫ পদ্মনাভ ৬কার্ত্তিক ২৩ অক্টোবর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪ অ ৫।২৫ গৌর একাদশী রা ৯।১৩ শতভিষা রা ১১।২০। একাদশীর উপবাস।

২৬ পদ্মনাভ ৭ কার্ত্তিক ২৪ অক্টোবর রবি বাসুদেব উ ৬।৪ অ ৫।২৪ গৌর দ্বাদশী রা ৯।৪৩ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ১২।২৩। উর্জ্জাব্রতারম্ভ। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর, ভট্ট গোস্বামীর, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব। পার্শ্বপরিবর্ত্তন।

২৭ পদ্মনাভ ৮ কার্ত্তিক ২৫ অক্টোবর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৫ অ ৫।২৪ গৌর ত্রয়োদশী রা ৯।৪২ উত্তরভাদ্রপদ রা ১২।৫৬।

২৮ পদ্মনাভ ৯ কার্ত্তিক ২৬ অক্টোবর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৫ অ ৫।২৩ গৌর চতুর্দ্দশী রা ৯।১২ রেবতী রা ১।০

২৯ পদ্মনাভ ১০ কার্ত্তিক ২৭ অক্টোবর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৬ অ ৫।২২ পূর্ণিমা রা ৮।১৩ অশ্বিনী রা ১২।৩৬। শ্রীমুরারি গুপ্তের তিরোভাব। লক্ষ্মীপূজার বন্ধ। চন্দ্রগ্রহণ।

দামোদর ৪৩৪।

১ দামোদর ১১ কার্ত্তিক ২৮ অক্টোবর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৬ অ ৫।২২ কৃষ্ণ প্রতিপৎ রা ৬।৫০ ভরণী রা ১১।৫০।

২ দামোদর ১২ কার্ত্তিক ২৯ অক্টোবর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৭ অ ৫।২১ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া স ৫।৫ কৃত্তিকা রা ১০।৪২।

৩ দামোদর ১৩ কার্ত্তিক ৩০ অক্টোবর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৭ অ ৫।২১ কৃষ্ণ তৃতীয়া ৩।৫ রোহিণী রা ৯।২২।

৪ দামোদর ১৪ কার্ত্তিক ৩১ অক্টোবর রবি বাসুদেব উ ৬।৮ অ ৫।২০ কৃষ্ণ চতুর্থী ১২।৫২ মৃগশিরা রা ৭।৫১।

নবেম্বর ১৯২০।

৫ দামোদর ১৫ কার্ত্তিক ১ নবেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৮ অ ৫।১৯ কৃষ্ণ পঞ্চমী ১০।৩১ আর্দ্রা রা ৬।১১ শ্রীলনরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব।

৬ দামোদর ১৬ কার্ত্তিক ২ নবেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৯ অ ৫।১৯ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ৮।৭ পরে সপ্তমী রা শে ৫।৪৫ পুনর্ব্বসু ৪।৩২।

৭ দামোদর ১৭ কার্ত্তিক ৩ নবেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৯ অ ৫।১৮ কৃষ্ণ অষ্টমী রা ৩।৩১ পুষ্যা ২।৫৬।

৮ দামোদর ১৮ কার্ত্তিক ৪ নবেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।১০ অ ৫।১৭ কৃষ্ণ নবমী রা ১।২৮ অশ্লেষা ১।২৯।

৯ দামোদর ১৯ কার্ত্তিক ৫ নবেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।১০ অ ৫।১৭ কৃষ্ণ দশমী রা ১১।৪২ মঘা ১২।১৫।

১০ দামোদর ২০ কার্ত্তিক ৬ নবেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।১১ অ ৫।১৬ কৃষ্ণ একাদশী রা ১০।১৬ পূর্ব্বফল্গুনী ১১।১৯। একাদশীর উপবাস।

১১ দামোদর ২১ কার্ত্তিক ৭ নবেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।১২ অ ৫।১৬ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ৯।১৫ উত্তর ফল্গুনী ১০।৪৫। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব।

১২ দামোদর ২২ কার্ত্তিক ৮ নবেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।১২ অ ৫।১৫ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ৮।৪১ হস্তা ১০।৩৫।

১৩ দামোদর ২৩ কার্ত্তিক ৯ নবেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।১৩ অ ৫।১৫ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ৮।৩৭ চিত্রা ১০।৫৬। শ্যামাপূজার বন্ধ।

১৪ দামোদর ২৪ কার্ত্তিক ১০ নবেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।১৩ অ ৫।১৪ অমাবস্যা রা ৯।৪ স্বাতী ১১।৪৬। কালীপুজাবকাশ।

১৫ দামোদর ২৫ কার্ত্তিক ১১ নবেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।১৪ অ ৫।১৪ গৌর প্রতিপৎ রা ১০।২ বিশাখা ১।৫।

১৬ দামোদর ২৬ কার্ত্তিক ১২ নবেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।১৫ অ ৫।১৪ গৌর দ্বিতীয়া রা ১১।২৭ অনুরাধা ২।৫৩। শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব।

১৭ দামোদর ২৭ কার্ত্তিক ১৩ নবেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।১৫ অ ৫।১৩ গৌর তৃতীয়া রা ১।১৫ জ্যেষ্ঠা ৫।৪।

১৮ দামোদর ২৮ কার্ত্তিক ১৪ নবেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।১৬ অ ৫।১৩ গৌর চতুর্থী রা ৩।১৮ মূলা রা ৭।৩৩।

১৯ দামোদর ২৯ কার্ত্তিক ১৫ নবেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।১৭ অ ৫।১২ গৌর পঞ্চমী রা শে ৫।২৭ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ১০।৯। কার্ত্তিকপূজার বন্ধ।

অগ্রহায়ণ ১৩২৭।

২০ দামোদর ১ অগ্রহায়ণ ১৬ নবেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।১৮ অ ৫।১২ গৌর ষষ্ঠী দিবারাত্র উত্তরাষাঢ়া রা ১২ ৪৪।

২১ দামোদর ২ অগ্রহায়ণ ১৭ নবেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।১৮ অ ৫।১২ গৌর ষষ্ঠী ৭।৩১ শ্রবণা রা ৩।৭।

২২ দামোদর ৩ অগ্রহায়ণ ১৮ নবেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।১৯ অ ৫।১১ গৌর সপ্তমী ৯।২১ ধনিষ্ঠা রা শে ৫।১১।

২৩ দামোদর ৪ অগ্রহায়ণ ১৯ নবেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।২০ অ ৫।১১ গৌর অষ্টমী ১০ ৪৮ শতভিষা দিবারাত্র। শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের, শ্রীগদাধর দাসের ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব।

২৪ দামোদর ৫ অগ্রহায়ণ ২০ নবেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।২১ অ ৫।১১ গৌর নবমী ১১।৫০ শতভিষা ৬।৫৯। জগদ্ধাত্রীপূজার বন্ধ।

২৫ দামোদর ৬ অগ্রহায়ণ ২১ নবেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।২১ অ ৫।১০ গৌর দশমী ১২।২০ পূর্ব্বভাদ্রপদ ৭।৫৮।

২৬ দামোদর ৭ অগ্রহায়ণ ২২ নবেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।২২ অ ৫।১০ গৌর একাদশী ১২।২১ উত্তরভাদ্রপদ ৮।৩৮। একাদশীর উপবাস। নবদ্বীপ কুলিয়ায় শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট মহোৎসব।

২৭ দামোদর ৮ অগ্রহায়ণ ২৩ নবেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।২৩ অ ৫।১০ গৌর দ্বাদশী ১১।৫১ রেবতী ৮।৫০। হর্থ্যাথান মতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত সমাপন।

২৮ দামোদর ৯ অগ্রহায়ণ ২৪ নবেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।২৪ অ ৫।৯ গৌর ত্রয়োদশী ১০।৫৩ অশ্বিনী ৮।৩২।

২৯ দামোদর ১০ অগ্রহায়ণ ২৫ নবেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।২৪ অ ৫।১০ গৌর চতুর্দ্দশী ৯।৩১ ভরণী ৭।৫১। রাসযাত্রা।

৩০ দামোদর ১১ অগ্রহায়ণ ২৬ নবেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।২৫ অ ৫।১০ পূর্ণিমা ৭।৪৭ পরে প্রতিপৎ রা শে ৫।৪৭ কৃত্তিকা ৬।৪৭ পরে রোহিণী রা শে ৫।৩০। শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব। উর্জ্জাব্রত শেষ। শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও কাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব।

কেশব ৪৩৪।

১ কেশব ১২ অগ্রহায়ণ ২৭ নবেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।২৫ অ ৫।১০ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রা ৩।৩৫ মৃগশিরা রা ৪।০।

২ কেশব ১৩ অগ্রহায়ণ ২৮ নবেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।২৬ অ ৫।১০ কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ১।১৬ আর্দ্রা রা ২।২৩।

৩ কেশব ১৪ অগ্রহায়ণ ২৯ নবেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।২৭ অ ৫।১০ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ১০।৫৪ পুনর্ব্বসু রা ১২।৫৩।

৪ কেশব ১৫ অগ্রহায়ণ ৩০ নবেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।২৭ অ ৫।১০ কৃষ্ণ পঞ্চমী রা ৮।৩৫ পুষ্যা রা ১১।৭।

ডিসেম্বর ১৯২০।

৫ কেশব ১৬ অগ্রহায়ণ ১ ডিসেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।২৮ অ ৫।১০ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রা ৬।২৩ অশ্লেষা রা ৯।৩৮।

৬ কেশব ১৭ অগ্রহায়ণ ২ ডিসেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।২৮ অ ৫।১০ কৃষ্ণ সপ্তমী ৪।২৩ মঘা রা ৮।২৩।

৭ কেশব ১৮ অগ্রহায়ণ ৩ ডিসেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।২৯ অ ৫।১০ কৃষ্ণ অষ্টমী ২।৪০ পূর্ব্ব ফল্গুনী রা ৭।২১।

৮ কেশব ১৯ অগ্রহায়ণ ৪ ডিসেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৩০ অ ৫।১১ কৃষ্ণ নবমী ১।১৬ উত্তর ফল্গুনী রা ৬।৪২।

৯ কেশব ২০ অগ্রহায়ণ ৫ ডিসেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।৩০ অ ৫।১১ কৃষ্ণ দশমী ১২।১৮ হস্তা রা ৬।২৭।

১০ কেশব ২১ অগ্রহায়ণ ৬ ডিসেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৩১ অ ৫।১১ কৃষ্ণ একাদশী ১১।৪৮ চিত্রা রা ৬।৪১। একাদশীর উপবাস।

১১ কেশব ২২ অগ্রহায়ণ ৭ ডিসেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৩২ অ ৫।১১ কৃষ্ণ দ্বাদশী ১১।৪৭ স্বাতী রা ৭।২৪। শ্রীকালীয় কৃষ্ণদাসের তিরোভাব।

১২ কেশব ২৩ অগ্রহায়ণ ৮ ডিসেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৩২ অ ৫।১১ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ১২।১৮ বিশাখা রা ৮।৩৭। শ্রীসারঙ্গ ঠাকুরের তিরোভাব।

১৩ কেশব ২৪ অগ্রহায়ণ ৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৩৩ অ ৫।১২ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ১।২১ অনুরাধা রা ১০।১৭।

১৪ কেশব ২৫ অগ্রহায়ণ ১০ ডিসেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৩৪ অ ৫।১২ অমাবস্যা ২।৪৮ জ্যেষ্ঠা রা ১২।২৩।

১৫ কেশব ২৬ অগ্রহায়ণ ১১ ডিসেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৩৪ অ ৫।১২ গৌর প্রতিপৎ ৪।৩৯ মূলা রা ২।৪৮।

১৬ কেশব ২৭ অগ্রহায়ণ ১২ ডিসেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।৩৫ অ ৫ ১২ গৌর দ্বিতীয়া রা ৬।৪৫ পূর্ব্বাষাঢ়া রা শে ৫।২৩।

১৭ কেশব ২৮ অগ্রহায়ণ ১৩ ডিসেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৩৬ অ ৫।১৩ গৌর তৃতীয়া রা ৮।৫৫ উত্তরাষাঢ়া দিবারাত্র।

১৮ কেশব ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪ ডিসেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৩৬ অ ৫।১৩ গৌর চতুর্থী ১১।০ উত্তরাষাঢ়া ৮।১। শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব।

১৯ কেশব ৩০ অগ্রহায়ণ ১৫ ডিসেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৩৭ অ ৫।১৩ গৌর পঞ্চমী রা ১২।৫০ শ্রবণা ১০।২৮।

পৌষ ১৩২৭

২০ কেশব ১ পৌষ ১৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৩৮ অ ৫।১৩ গৌর ষষ্ঠী রা ২।১৬ ধনিষ্ঠা ১২।৩৭।

২১ কেশব ২ পৌষ ১৭ ডিসেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৩৯ অ ৫।১৪ গৌর সপ্তমী রা ৩।১৭ শতভিষা ২।২২।

২২ কেশব ৩ পৌষ ১৮ ডিসেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৩৯ অ ৫।১৪ গৌর অষ্টমী রা ৩।৪৬ পূর্ব্বভাদ্রপদ ৩।৩৯।

২৩ কেশব ৪ পৌষ ১৯ ডিসেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।৪০ অ ৫।১৪ গৌর নবমী রা ৩।৪৪ উত্তরভাদ্রপদ ৪।২৬।

২৪ কেশব ৫ পৌষ ২০ ডিসেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬.৪১ অ ৫।১৪ গৌর দশমী রা ৩।১২ রেবতী ৪।৪৫।

২৫ কেশব ৬ পৌষ ২১ ডিসেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪১ অ ৫।১৫ গৌর [illegible]

২৬ কেশব ৭ পৌষ ২২ ডিসেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪২ অ ৫।১৫ গৌর দ্বাদশী রা ১২।৫০ ভরণী ৩।৫৭।

২৭ কেশব ৮ পৌষ ২৩ ডিসেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪৩ অ ৫।১৫ গৌর ত্রয়োদশী রা ১১।৬ কৃত্তিকা ২।৫৮।

২৮ কেশব ৯ পৌষ ২৪ ডিসেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬,৪৪ অ ৫।১৫ গৌর চতুর্দ্দশী রা ৯।৭ রোহিণী ১।৪৫। বড়দিনের বন্ধ।

২৯ কেশব ১০ পৌষ ২৫ ডিসেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪৪ অ৫।১৬ গৌর পূর্ণিমা রা ৬।৫৫ মৃগশিরা ১২।১৮। বড়দিন।

নারায়ণ ৪৩৪

১ নারায়ণ ১১ পৌষ ২৬ ডিসেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।৪৪ অ ৫।১৭ কৃষ্ণ প্রতিপৎ ৪।৩৬ আর্দ্রা ১০।৪২। বড়দিনের বন্ধ।

২ নারায়ণ ১২ পৌষ ২৭ ডিসেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪৪ অ ৫।১৮ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ২।১৫ পুনর্ব্বসু ৯।৩। বড়দিনের বন্ধ।

৩ নারায়ণ ১৩ পৌষ ২৮ ডিসেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪৫ অ ৫।১৮ কৃষ্ণ তৃতীয়া ১১।৫৭ পুষ্যা ৭।২৫ পরে অশ্লেষা রা শে ৫।৫৩।

৪ নারায়ণ ১৪ পৌষ ২৯ ডিসেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪৫ অ ৫।১৯ কৃষ্ণ চতুর্থী ৯।৪৬ মঘা রা ৪।৩৫।

৫ নারায়ণ ১৫ পৌষ ৩০ ডিসেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪৫ অ ৫।২০ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৭।৪৯ পরে ষষ্ঠী রা শে ৬।৭ পূর্ব্ব ফল্গুনী রা ৩।২৯।

৬ নারায়ণ ১৬ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪৫ অ ৫।২১ কৃষ্ণ সপ্তমী রা ৪।৪৬ উত্তর ফল্গুনী রা ২।৪৫।

জানুয়ারী ১৯২১

৭ নারায়ণ ১৭ পৌষ ১ জানুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৭।৪৬ অ ৫।২১ কৃষ্ণ অষ্টমী রা ৩।৫১ হস্তা রা ২।২৪। নিউইয়ার্স ডে

৮ নারায়ণ ১৮ পৌষ ২ জানুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৪৬ অ ৫।২২ কৃষ্ণ নবমী রা ৩।২৩ চিত্রা রা ২।৩২।

৯ নারায়ণ ১৯ পৌষ ৩ জানুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪৬ অ ৫।২৩ কৃষ্ণ দশমী রা ৩।২৬ স্বাতী রা ৩।৭।

১০ নারায়ণ ২০ পৌষ ৪ জানুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪৬ অ ৫।২৩ কৃষ্ণ একাদশী রা ৩।৫৯ বিশাখা রা ৪।১৪। একাদশীর উপবাস।

১১ নারায়ণ ২১ পৌষ ৫ জানুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪৭ অ ৫।২৪ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ৫।৪ অনুরাধা রা শে ৫।৪৫। শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব

১২ নারায়ণ ২২ পৌষ ৬ জানুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪৭ অ ৫।২৫ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা শে ৬।৩৫ জ্যেষ্ঠা দিবারাত্র। শ্রীমহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব।

১৩ নারায়ণ ২৩ পৌষ ৭ জানুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪৭ অ ৫।২৫ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী দিবারাত্র জ্যেষ্ঠা ৭।৪৭।

১৪ নারায়ণ ২৪ পৌষ ৮ জানুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪৭ অ ৫।২৬ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ৮।২৮ মূলা ১০।৮।

১৫ নারায়ণ ২৫ পৌষ ৯ জানুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৪৭ অ ৫।২৭ অমাবস্যা ১০।৩৪ পূর্ব্বাষাঢ়া ১২।৪১।

১৬ নারায়ণ ২৬ পৌষ ১০ জানুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪৮ অ ৫।২৭ গৌর প্রতিপৎ ২২।৪৫ উত্তরাষাঢ়া ৩।১৮।

১৭ নারায়ণ ২৭ পৌষ ১১ জানুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪৮ অ ৫।২৮ গৌর দ্বিতীয়া ২।৪৯ শ্রবণা স ৫।৪৮।

১৮ নারায়ণ ২৮ পৌষ ১২ জানুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪৮ অ ৫।২৯ গৌর তৃতীয়া ৪।৩৭ ধনিষ্ঠা রা ৮।২। শ্রীজীবগোস্বামীর তিরোভাব।

১৯ নারায়ণ ২৯ পৌষ ১৩ জানুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪৮ অ ৫।২৯ গৌর চতুর্থী স ৬।২ শতভিষা রা ৯।৫৪। শ্রীকৃষ্ণের উত্তরায়ণ বা শাল্যোদনী যাত্রা।

মাঘ ১৩২৭।

২০ নারায়ণ ১ মাঘ ১৪ জানুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪৮ অ ৫।৩০ গৌর পঞ্চমী রা ৭।০ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ১১।১৬।

২১ নারায়ণ ২ মাঘ ১৫ জানুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪৮ অ ৫।৩১ গৌর ষষ্ঠী রা ৭।২৬ উত্তরভাদ্রপদ রা ১২।১০।

২২ নারায়ণ ৩ মাঘ ১৬ জানুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৪৮ অ ৫।৩১ গৌর সপ্তমী রা ৭।২২ রেবতী রা ১২।৩৬।

২৩ নারায়ণ ৪ মাঘ ১৭ জানুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪৮ অ ৫।৩২ গৌর অষ্টমী রা ৬।৪৮ অশ্বিনী রা ১২।৩১।

২৪ নারায়ণ ৫ মাঘ ১৮ জানুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪৯ অ ৫।৩২ গৌর নবমী স ৫।৪৬ ভরণী রা ১২।১।

২৫ নারায়ণ ৬ মাঘ ১৯ জানুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪৯ অ ৫।৩৩ গৌর দশমী ৪।২০ কৃত্তিকা রা ১১।৮।

২৬ নারায়ণ ৭ মাঘ ২০ জানুয়ারী বৃহস্পতি কারোণদশায়ী উ ৬।৪৯ অ ৫।৩৩ গৌর একাদশী ২।৩৪ রোহিণী রা ৯।৫৭। একাদশীর উপবাস

২৭ নারায়ণ ৮ মাঘ ২১ জানুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪৯ অ ৫।৩৪ গৌর দ্বাদশী ১২।৩২ মৃগশিরা রা ৮।৩২। শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব।

২৮ নারায়ণ ৯ মাঘ ২২ জানুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪৯ অ ৫।৩৪ গৌর ত্রয়োদশী ১০।২০ আর্দ্রা রা ৬।৫৭।

২৯ নারায়ণ ১০ মাঘ ২৩ জানুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৪৮ অ ৫।৩৫ গৌর চতুর্দ্দশী ৮।০ পরে পূর্ণিমা রা শে ৫।৩৮ পুনর্ব্বসু ৫।১৮।

মাধব ৪৩৪।

১ মাধব ১১ মাঘ ২৪ জানুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪৮ অ ৫।৩৬ কৃষ্ণ প্রতিপৎ রা ৩।২০ পুষ্যা ৩।৩৮ শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা।

২ মাধব ১২ মাঘ ২৫ জানুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪৮ অ ৫।৩৭ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রা ১।১০ অশ্লেষা ২।৫।

৩ মাধব ১৩ মাঘ ২৬ জানুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪৮ অ ৫।৩৮ কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ১১।১৩ মঘা ১২।৪৪ শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের তিরোভাব।

৪ মাধব ১৪ মাঘ ২৭ জানুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪৭ অ ৫।৩৮ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ৯।৩২ পূর্ব্বফল্গুনী ১১।৩৪।

৫ মাধব ১৫ মাঘ ২৮ জানুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪৭ অ ৫।৩৯ কৃষ্ণ পঞ্চমী রা ৮।১৩ উত্তর ফল্গুনী ১০।৪৫।

৬ মাধব ১৬ মাঘ ২৯ জানুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪৬ অ ৫।৪০ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রা ৭।১৯ হস্তা ১০।১৮।

৭ মাধব ১৭ মাঘ ৩০ জানুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৪৬ অ ৫।৪১ কৃষ্ণ সপ্তমী রা ৬।৫৩ চিত্রা ১০।১৮।

৮ মাধব ১৮ মাঘ ৩১ জানুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪৬ অ ৫।৪১ কৃষ্ণ অষ্টমী রা ৬।৫৯ স্বাতী ১০।৪৮।

ফেব্রুয়ারী ১৯২১।

৯ মাধব ১৯ মাঘ ১ ফেব্রুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪৫ অ ৫।৪২ কৃষ্ণ নবমী রা ৭।৩৪ বিশাখা ১১।৪৬।

১০ মাধব ২০ মাঘ ২ ফেব্রুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪৫ অ ৫।৪৩ কৃষ্ণ দশমী রা ৮।৪০ অনুরাধা ১।১১।

১১ মাধব ২১ মাঘ ৩ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪৪ অ ৫।৪৪ কৃষ্ণ একাদশী রা ১০।১২ জ্যেষ্ঠা ৩।৬। একাদশীর উপবাস।

১২ মাধব ২২ মাঘ ৪ ফেব্রুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪৪ অ ৫।৪৪ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ১২।৪ মূলা ৫।২৩।

১৩ মাধব ২৩ মাঘ ৫ ফেব্রুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪৩ অ ৫।৪৫ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ২।১০ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ৭।৫৮।

১৪ মাধব ২৪ মাঘ ৬ ফেব্রুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৪৩ অ ৫।৪৬ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ৪।১৯ উত্তরাষাঢ়া রা ১০।৩২। শ্রীজয়দেব, শ্রীলোচন ঠাকুরের ও শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব।

১৫ মাধব ২৫ মাঘ ৭ ফেব্রুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪২ অ ৫।৪৬ অমাবস্যা রা শে ৬।২১ শ্রবণা রা ১।৩।

১৬ মাধব ২৬ মাঘ ৮ ফেব্রুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪২ অ ৫।৪৭ গৌর প্রতিপৎ দিবারাত্র ধনিষ্ঠা রা ৩।২১।

১৭ মাধব ২৭ মাঘ ৯ ফেব্রুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪১ অ ৫।৪৭ গৌর প্রতিপৎ ৮।৬ শতভিষা রা ৫।১৮।

১৮ মাধব ২৮ মাঘ ১০ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪১ অ ৫।৪৮ গৌর দ্বিতীয়া ৯।২৭ পূর্ব্বভাদ্রপদ দিবারাত্র।

১৯ মাধব ২৯ মাঘ ১১ ফেব্রুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪০ অ ৫।৪৯ গৌর তৃতীয়া ১০।২১ পূর্ব্বভাদ্রপদ ৬।৪৪।

২০ মাধব ৩০ মাঘ ১২ ফেব্রুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪০ অ ৫।৪৯ গৌর চতুর্থী ১০।৪৪ উত্তরভাদ্রপদ ৭।৪৫।

ফাল্গুন ১৩২৭।

২১ মাধব ১ ফাল্গুন ১৩ ফেব্রুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৩৯ অ ৫।৫০ গৌরপঞ্চমী ১০।৩৫ রেবতী ৮।১৬। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, শ্রীরঘুনাথ

দাস গোস্বামী ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব। শ্রীমায়াপুরে উৎসব। সরস্বতী পূজার বন্ধ।

২২ মাধব ২ ফাল্গুন ১৪ ফেব্রুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৩৮ অ ৫।৫০ গৌর ষষ্ঠী ৯।৫৭ অশ্বিনী ৮।১৮।

২৩ মাধব ৩ ফাল্গুন ১৫ ফেব্রুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৩৮ অ ৫।৫১ গৌর সপ্তমী ৮।৫৩ ভরণী ৭।৫৩। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব।

২৪ মাধব ৪ ফাল্গুন ১৬ ফেব্রুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৩৭ অ ৫।৫১ গৌর অষ্টমী ৭।২৪ পরে নবমী রা শে ৫।৩৬ কৃত্তিকা ৭।৫ পরে রোহিণী রা শে ৫।৫৭ শ্রীমধ্বাচার্য্যের তিরোভাব।

২৫ মাধব ৫ ফাল্গুন ১৭ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৩৭ অ ৫।৫২ গৌর দশমী রা ৩।৩১ মৃগশিরা রা ৪।৩৬।

২৬ মাধব ৬ ফাল্গুন ১৮ ফেব্রুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৩৬ অ ৫।৫২ গৌর একাদশী রা ১।১৭ আর্দ্রা রা ৩।৪। একাদশীর উপবাস।

২৭ মাধব ৭ ফাল্গুন ১৯ ফেব্রুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৩৫ অ ৫।৫৩ গৌর দ্বাদশী রা ১০।৫৫ পুনর্ব্বসু রা ১।২৪। বরাহদ্বাদশীর উপবাস।

২৮ মাধব ৮ ফাল্গুন ২০ ফেব্রুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৩৫ অ ৫।৫৩ গৌর ত্রয়োদশী রা ৮।৩২ পুষ্যা রা ১১।৪৫। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব। কুলিয়া নবদ্বীপে বসন্ত গানোৎসব।

২৯ মাধব ৯ ফাল্গুন ২১ ফেব্রুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৩৪ অ ৫।৫৪ গৌর চতুর্দ্দশী স ৬।১৩ অশ্লেষা রা ১০।১০।

৩০ মাধব ১০ ফাল্গুন ২২ ফেব্রুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৩৩ পূর্ণিমা ৪।২ মঘা রা ৮।৪৩ শ্রীকৃষ্ণের মধুরোৎসব। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব।

গোবিন্দ ৪৩৪

১ গোবিন্দ ১১ ফাল্গুন ২৩ ফেব্রুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৩২ অ ৫।৫৫ কৃষ্ণ প্রতিপৎ ২।৪ পূর্ব্ব ফল্গুনী রা ৭।৩০।

২ গোবিন্দ ১২ ফাল্গুন ২৪ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী ৬।৩১ অ ৫।৫৬ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ১২।২৪ উত্তর ফল্গুনী রা ৬.৩৫।

৩ গোবিন্দ ১৩ ফাল্গুন ২৫ ফেব্রুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৩১ অ ৫।৫ কৃষ্ণ তৃতীয়া ১১।৫ হস্তা স ৬.২।

৪ গোবিন্দ ১৪ ফাল্গুন ২৬ ফেব্রুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৩০ অ ৫।৫৭ কৃষ্ণ চতুর্থী ১০।১০ চিত্রা ৫।৫৫।

৫ গোবিন্দ ১৫ ফাল্গুন ২৭ ফেব্রুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।২৯ অ ৫।৫৭ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৯।৪৬ স্বাতী স ৬।১৮।

৬ গোবিন্দ ১৬ ফাল্গুন ২৮ ফেব্রুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।২৮ অ ৫।৫৮ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ৯।৫১ বিশাখা রা ৭।১০।

মার্চ্চ ১৯২১

৭ গোবিন্দ ১৭ ফাল্গুন ১ মার্চ্চ মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।২৭ অ ৫।৫৮ কৃষ্ণ সপ্তমী ১০।২৭ অনুরাধা রা ৮।৩০।

৮ গোবিন্দ ১৮ ফাল্গুন ২ মার্চ্চ বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।২৬ অ ৫।৫৯ কৃষ্ণ অষ্টমী ১১।৩৩ জ্যেষ্ঠা রা ১০।২০।

৯ গোবিন্দ ১৯ ফাল্গুন ৩ মার্চ্চ বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।২৫ অ ৫।৫৯ কৃষ্ণ নবমী ১।৫ মূলা রা ১২।৩২।

১০ গোবিন্দ ২০ ফাল্গুন ৪ মার্চ্চ শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।২৪ অ ৬।০ কৃষ্ণ দশমী ২।৫৬ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ৩।১।

১১ গোবিন্দ ২১ ফাল্গুন ৫ মার্চ্চ শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।২৩ অ ৬।০ কৃষ্ণ একাদশী ৫।১ উত্তরাষাঢ়া রা ৫।৩৭। একাদশীর উপবাস।

১২ গোবিন্দ ২২ ফাল্গুন ৬ মার্চ্চ রবি বাসুদেব উ ৬।২৩ অ ৬।১ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ৭।৭ শ্রবণা দিবারাত্র।

১৩ গোবিন্দ ২৩ ফাল্গুন ৭ মার্চ্চ সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।২২ অ ৬।১ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ৯।৬ শ্রবণা ৮।৯ শিবরাত্রি বন্ধ ।

১৪ গোবিন্দ ২৪ ফাল্গুন ৮ মার্চ্চ মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।২১ অ ৬।১ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ১০:৪৮ ধনিষ্ঠা ১০।৩১ ।

১৫ গোবিন্দ ২৫ ফাল্গুন ৯ মার্চ্চ বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।২০ অ ৬:২ অমাবস্যা রা ১২।৬ শতভিষা ১২।৩৪ ।

১৬ গোবিন্দ ২৬ ফাল্গুন ১০ মার্চ্চ বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।১৯ অ ৬।২ গৌর প্রতিপৎ রা ১২।৫৬ পূর্ব্বভাদ্রপদ ২।৬ ।

১৭ গোবিন্দ ২৭ ফাল্গুন ১১ মার্চ্চ শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।১৮ অ ৬।৩ গৌর দ্বিতীয়া রা ১।১৫ উত্তরভাদ্রপদ ৩।১৪

১৮ গোবিন্দ ২৮ ফাল্গুন ১২ মার্চ্চ শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।১৭ অ ৬।৩ গৌর তৃতীয়া রা ১ ৪ রেবতী ৩।৫১ ।

১৯ গোবিন্দ ২৯ ফাল্গুন ১৩ মার্চ্চ রবি বাসুদেব উ ৬।১৬ অ ৬।৪ গৌর চতুর্থী রা ১২।২২ অশ্বিনী ৪।০ ।

চৈত্র ১৩২৭

২০ গোবিন্দ ১ চৈত্র ১৪ মার্চ্চ সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।১৫ অ ৬।৪ গৌর পঞ্চমী রা ১১।১৪ ভরণী ৩।৪০ । শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব ।

২১ গোবিন্দ ২ চৈত্র ১৫ মার্চ্চ মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।১৪ অ ৬।৪ গৌর ষষ্ঠী রা ৯।৪২ কৃত্তিকা ২।৫৭ ।

২২ গোবিন্দ ৩ চৈত্র ১৬ মার্চ্চ বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।১৩ অ ৬।৫ গৌর সপ্তমী রা ৭।৫১ রোহিণী ১।৫২ ।

২৩ গোবিন্দ ৪ চৈত্র ১৭ মার্চ্চ বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।১২ অ ৬।৫ গৌর অষ্টমী ৫।৪৫ মৃগশিরা ১২ ৪৪ ।

২৪ গোবিন্দ ৫ চৈত্র ১৮ মার্চ্চ শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।১১ অ ৬।৬ গৌর নবমী ৩।২৯ আর্দ্রা ১১।৩।

২৫ গোবিন্দ ৬ চৈত্র ১৯ মার্চ্চ শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।১০ অ ৬।৬ গৌর দশমী ১।৫ পুনর্ব্বসু ৯।২৫।

২৬ গোবিন্দ ৭ চৈত্র ২০ মার্চ্চ রবি বাসুদেব উ ৬।৯ অ ৬।৬ গৌর একাদশী ১০।৪০ পুষ্যা ৭।৪৫ একাদশীর উপবাস।

২৭ গোবিন্দ ৮ চৈত্র ২১ মার্চ্চ সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৮ অ ৬।৭ গৌর দ্বাদশী ৮।১৯ পরে ত্রয়োদশী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অশ্লেষা ৬।৯ পরে মঘা রা ৪।৪১ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর ও শ্রী হৃদয়ানন্দের তিরোভাব।

২৮ গোবিন্দ ৯ চৈত্র ২২ মার্চ্চ মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৭ অ ৬।৭ গৌর ত্রয়োদশী ক্ষণমাত্র পরে চতুর্দ্দশী রা ৪।৯ পূর্ব্বফল্গুনী রা ৩।২৬।

২৯ গোবিন্দ ১০ চৈত্র ২৩ মার্চ্চ বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৬ অ ৬।৮ পূর্ণিমা রা ২।২৭ উত্তর ফল্গুনী রা ২।২৬। শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা। শ্রীশ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীযোগপীঠ গৌরজন্মভিটায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্ম মহামহোৎসব। পূর্ণিমান্তে শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৫ আরম্ভ। দোলের বন্ধ।

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা সমাপ্ত।

বিগত বর্ষের হিসাব পর্য্যালোচনী

(সব্ কমিটী) সমিতি।

৩ ফাল্গুন ১৩২৬।

উপস্থিত—

শ্রীমদ্ পরমহংস স্বামী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন দাসাধিকারী

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নারায়ণ বসু

শ্রীযুক্ত ললিতা প্রসাদ দত্ত এম্, আর, এ, এস্।

সন ১৩২৫ সালের শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার আয় ব্যয়ের হিসাব পর্য্যালোচনা করিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জমা ঃ—

গত বর্ষের বাকী জমা	২১১৲
১৩২৪ সালে ইমারত সংস্কার ও বৃদ্ধিকল্পে রক্ষিত	২৮০৶১৫
উদ্বৃত্ত দ্রব্য বিক্রয়	২০ ৻১৫
সন ১৩২৪।২৫ সালের খুচরা প্রণামী	১৯৯৷৶৹
সন ১৩২৪।২৫ সালের দৈনন্দিন সেবার প্রণামী	৯৪৮৫
বর্ত্তমান বর্ষে ইমারত সংস্কারের চাঁদা	৩১ ৵৹
মহাপ্রভুর সম্পত্তির প্রজার সেলামী	২০৲
শ্রীযুক্ত তিনকড়ি নন্দী মহাশয় পুষ্করিণী খনন কল্পে	৫৫৯৲
শ্রীযুক্ত স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বাহাদুর	৩০০৲

শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০৲
,, সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থের গণ	৪৯।০
শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী ও লতিকা দেবী	৩০৲
শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসাদ দত্ত এম, এ, বি, এল, এম্, আর, এ এস,	২৫৲
,, মণিমাধব মিত্র ভক্তিসুহৃদ	২৫৲
,, গোলোকগত তারিণীচরণ সমাদ্দারের পরিবার	২৫৲
শ্রীমতী কাদম্বিনী মিত্র	২৫৲
,, নৃপেন্দ্রবালা চৌধুরাণী	১৫৲
,, বিদ্যুল্লতা ঘোষ	১৪৲
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ঘোষ	১২৲
,, রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর বি, এল	১২৲
,, হাকিম রাধামাধব নারায়ণ দেব ভক্তিরত্ন	১১৷৶০
,, অচ্যুতানন্দের মাতা	১০৲
,, চারু চন্দ্র মিত্র	১০৲
,, নৃসিংহ কুমার মুখোপাধ্যায়	১০৲
শ্রীমতি প্রসন্নময়ী	১০৲
শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর	১০৲
শ্রীযুক্ত ললিতা প্রসাদ দত্ত এম্ আর এ এস্	১০৲
,, বিরজা প্রসাদ দত্ত	১০৲
,, শৈলজা প্রসাদ দত্ত এল এম ই	১০৲
,, শম্ভু বাবুর মাতা	১০৲
,, হরিদাস নন্দী	১০৲
,, কুমুদ কান্ত ভৌমিক	৭৲
,, নিতাই সেবক সাহা	ঐ

শ্রীযুক্ত বনমালি দাস ভক্তানন্দ	৭৲
,, সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ	ঐ
,, অমর নাথ বসু	৬৲
,, ডাক্তার একেন্দ্র নাথ ঘোষ এম্ ডি এম্ এস্ সি	ঐ
,, কুঞ্জ বিহারী পাইন ভক্তসুহৃৎ	ঐ
,, গয়ারাম ঘোষ ভক্তিস্থরি	ঐ
,, গৌরগোবিন্দ বিশ্বাস	ঐ
,, গোবিন্দচন্দ্র পাল	ঐ
,, চন্দ্রবিনোদ পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ	ঐ
,, চৈতন্যচরণ দাস	ঐ
,, জগদীশ ভক্তি প্রদীপ বি, এ,	ঐ
,, জনার্দ্দন দাসাধিকারী	ঐ
,, দেবেন্দ্রনাথ সরকার	ঐ
,, নটবর পোদ্দার	ঐ
,, নকুলেশ্বর রায়	ঐ
,, নিত্যানন্দ দাসাধিকারী	ঐ
,, পঞ্চানন পোদ্দার	ঐ
,, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি	ঐ
,, ভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ	ঐ
,, মদনমোহন দাসাধিকারী	৬৲
,, রাধিকা প্রসাদ দত্ত	ঐ
,, রামগোপাল দত্ত বিদ্যাভূষণ এম এ	ঐ
,, ললিত মোহন দাসাধিকারী	ঐ

শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম	৬৲
„ বিষ্ণুদাস অধিকারী ভক্তিসিন্ধু	ঐ
„ বিহারীলাল মিত্র বি এল	ঐ
„ শচীন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস বি এল	ঐ
„ সখিচরণ রায়	ঐ
„ ডাক্তার সিদ্ধেশ্বর ঘোষ মজুমদার এল্ এম্ এস্	ঐ
„ হরিদাস চক্রবর্ত্তী	ঐ
„ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্ এ	ঐ
„ হীরালাল বিশ্বাস ভক্তিভূষণ	ঐ
কয়েকটী ভক্ত মারফত শ্রীমতী বিদ্যুৎলতা ঘোষ	৫৵০
শ্রীমতী অন্নপূর্ণা বসু	৫৲
„ ইন্দুবালার মাতা	ঐ
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দে বি এল	ঐ
„ কৃষ্ণ মোহন নায়ক	ঐ
„ গুরুপ্রসাদ আচার্য্য	ঐ
„ নটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন	ঐ
„ নলিনাক্ষ বসু বাহাদুরের স্ত্রী	ঐ
„ নেপাল চন্দ্র দত্ত	ঐ
শ্রীমতী প্রভাবতী মিত্র	ঐ
শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সাহা	ঐ
„ শিবশঙ্কর দাস	ঐ
„ শৈলজা প্রসাদ দত্তের মাতা	ঐ
„ সদানন্দ প্রসাদ	ঐ
„ সরোজ বাসিনী ঘোষ	ঐ

শ্রীযুক্ত হরিহর প্রসাদ	৫৲
" গিরীন্দ্র বাবুর পরিবার	৪৲
" গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ	ঐ
" চিন্ময় কুমার সেন	ঐ
" হরিপদ ঘোষ	ঐ
" হেমচন্দ্র মিত্র	ঐ
" স্বপ্নেশ্বর ভোল	৩৲
" সীতানাথ দাসাধিকারী	৩৲
শ্রীযুক্ত অজ্ঞাত নামা ভক্ত	২৲
" অটল বিহারী ঘোষ	ঐ
" অনন্ত চরণ দাস	ঐ
" অচ্যুতের মাতা	ঐ
" আচার্য্য দাসের গণ	ঐ
" আশুতোষ ঘোষ	ঐ
" উপেন্দ্র নাথ হুই চৌধুরী	ঐ
" উমাপ্রসাদ মাইতি	ঐ
" কাশীপতি বসু	ঐ
" কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন	ঐ
" কেশব চন্দ্র দে ভক্তিরত্ন	ঐ
" ক্ষুদিরাম মিত্র	ঐ
" ক্ষেত্র মোহন ব্রহ্ম	ঐ
" খগেন্দ্র নাথ মিত্র	ঐ
" গণেশচন্দ্র দে	ঐ
শ্রীমতী স্বতকুমারী দাসী	ঐ

শ্রীমতী চমৎকারিণী দাসী	২৲
শ্রীযুক্ত জানকী নাথ মজুমদার	ঐ
„ তারিণী চরণ হালদার ভক্তিভূষণ	ঐ
„ দেবেন্দ্রনাথ সরকারের স্ত্রী	ঐ
„ ধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
„ নিত্যসখা মুখোপাধ্যায় আচার্য্যরত্ন	ঐ
„ নিবারণ চন্দ্র দত্ত	ঐ
শ্রীমতী নৃপেন্দ্র বালার বধূমাতা	ঐ
ঐ ভগিনী	ঐ
শ্রীযুত পুলিন বিহারী মিত্র	ঐ
শ্রীমতী প্রমোদিনী ঘোষ	ঐ
শ্রীযুত ভগীরথ ভদ্র	ঐ
„ ভূপেন্দ্র নাথ মিত্র	ঐ
„ মতিলাল মজুমদার	ঐ
„ মাণিক লাল মুখোপাধ্যায় বিদ্যার্ণব	ঐ
শ্রীমতী মাধুরী ময়ী	ঐ
„ মেজ বৌ	ঐ
শ্রীযুক্ত যামিনী কান্ত মিত্র	ঐ
„ যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ	ঐ
„ রাধানাথ ঘোষ	ঐ
„ রাধা বল্লভ সাহা	ঐ
„ রামকানাই সাহা	ঐ
„ ললিত মোহন দাসাধিকারীর পরিবার	ঐ
„ লালবিহারী দত্ত	ঐ

শ্রীমতী ললিতা দাসী	২৲
„ লবঙ্গময়ী দাসী	ঐ
শ্রীযুক্ত বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
„ বিনোদ বিহারী গুহ ঠাকুরতা	ঐ
„ বিপিন বিহারী সাহা	ঐ
„ ব্রজেন্দ্র নন্দন দাস মহাপাত্র	ঐ
শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী	ঐ
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু	ঐ
„ শশধর দত্ত	ঐ
„ শিশুপাল দত্ত	ঐ
„ শিবনাথ রায় চৌধুরী	ঐ
„ শীতলা প্রসাদ ঘোষ	ঐ
„ শ্রীনাথ দাসাধিকারী	ঐ
„ শ্রীপতি চরণ রায়	ঐ
শ্রীমতী শিবু দাসী	ঐ
শ্রীযুক্ত সাগরবাসী কুণ্ডু	ঐ
„ সুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ
শ্রীমতী সারদা সুন্দরী দাসী	ঐ
„ সরোজিনী বর্ম্মা	ঐ
শ্রীযুক্ত হীরালাল গোস্বামী	ঐ
„ হারালাল ঘোষ	১৷৵০
„ দুই জন ভক্ত	১৷৹
আমলা যোড়ার দুইটী স্ত্রীলোক	১৷৹
জনৈক ভক্ত	১৷৹
আদিত্যচরণ দত্তের মাতা	১৷৹

১৲ হিঃ প্রণামী জমা ঃ—　　১১৭৲

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, অভিরাম অধিকারী, অরবিন্দ নয়ন দত্তের মাতা, আশুতোষ রায়, ইন্দুভূষণ দাস, ইন্দুভূষণ রায়, ইন্দ্রভূষণ রায়, ইন্দ্রকুমার দাস, উমেশচন্দ্র সাহা, উমেশচন্দ্র দে, কল্পতরু দাস ব্রহ্মচারী. কৃষ্ণচরণ দত্ত, কেদারনাথ গুহ, গগনচন্দ্র ঘোষ, গজেন্দ্রনাথ সাহা, গোপালচন্দ্র দাস, গোপালচন্দ্র ঘোষ, গোপালচন্দ্র মোদক, গোপীনাথ সাহা, গোষ্ঠবিহারী আঢ্য, চন্দ্রমোহন প্রধান, জয়চন্দ্র পোদ্দার, জলধর সাহা, ত্রিবিক্রম দাস, দাস বেহারা, দিগেন্দ্রচন্দ্র দাস, দুর্গাচরণ মহান্তি, দুর্গাদাস শিকদার, নরহরি দাস ব্রহ্মচারী, পঞ্চানন হালদার, পীতাম্বর পাত্র পূর্ণচন্দ্র দত্ত, প্রভাসচন্দ্র ঘোষ, প্রমথনাথ রায়, ভগীরথ সেন, ভূপেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী, মতিলাল নন্দী, মথুরমোহন মান্না, মণীন্দ্রনাথ দত্ত মতিলাল বসু, মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য জ্যোতিশাস্ত্রী, যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, যজ্ঞেশ্বর অধিকারী, যতিলাল ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ সামন্ত, যোগীন্দ্রনাথ সেন, যশোদানন্দন দাসাধিকারী, রাজেন্দ্রনাথ দাস, রসময় ফৌজদার, রামপদ আঢ্য, রামদয়াল আঢ্য, রামনারায়ণ অধিকারী, রাধানাথ দাসাধিকারী, রূপচাঁদ মণ্ডল, রেবতীমোহন গোস্বামী, লছিরাম অধিকারী, লক্ষ্মীকান্ত হালদার, লোকনাথ রাউত, বঙ্কবিহারী সাহা, বলাইচাঁদ দাস, বিপিনবিহারী দাস, বিপিনেশ্বর রায়, বিপিনবিহারী সমাদ্দার, বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বিহারীলাল কুণ্ডু, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বৈকুণ্ঠনাথ বেদান্ত বাচস্পতি, বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত সেন গুপ্ত কবিরত্ন, ব্রজমোহন দাস, ব্রজমোহন দাসাধিকারী, হরলাল সাহা, হেমচন্দ্র ঘোষ, হৃদয়নাথ সাহা, শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শশধর দে, শশীভূষণ আঢ্য, শশীভূষণ বিশ্বাস, শশীভূষণ সরকার, শ্যামদাস ব্রহ্মচারী, শ্যামসুন্দর

সরকার, শ্যাম সাহু, শ্রীধরচরণ সাহু, শ্রীপতিচরণ রায় শ্বশ্রূমাতা, শ্রীরামচন্দ্র দে, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সনাতন দাস ব্রহ্মচারী, সীতানাথ রায়, অমৃতলাল বসু বাহাদুরের পরিবার, জনৈক ভক্ত, শ্রীমতী অমলা, কালিতারা, কুসুমকুমারী বসু, কিরণসুন্দরী দাসী, কৃষ্ণবিনোদিনী দাসী, কৃষ্ণমণি দাসী, কুসুমকুমারী দাসী, গঙ্গামণি চৌধুরাণী, গোলাপসুন্দরী দেবী, দাক্ষায়ণী দাসী, নূতন বৌ, পটলের মাতা, প্রিয়তমা বসু, ভুবনমোহিনী, মতি দাসী, লক্ষ্মীপ্রিয়া দাসী, বনচারী দাসী, সৌদামিনী দাসী, সরোজবালা দেবী, সরযূবালা মিত্র, সরোজিনী দাসী, সরোজিনীর মাতা, স্বর্ণলতা, সুরবালা দাসী; শরৎবালা দাসী; শরৎকুমারী মিত্র; হেমাঙ্গিনী দত্ত

১৩২৫ সালের সজ্জন তোষণীর গ্রাহক চাঁদা—	১৩৪৲
মোট জমা—	২৮০৩।৶১৫

খরচ :—

মেরাফ ও নহবৎ খানায়	৩০॥১৫
বাসন ও অলঙ্কারাদিতে	৪২৲
গান ও কীর্ত্তনাদিতে	৮০।⁄১০
ভোগরাগাদিতে	৫৩৩।৫
আলোক সজ্জা পারিশ্রমিক ও অন্যান্য ব্যয়	১৩৮।৵০
অধ্যাপক সম্মান ডাক ও মুদ্রাঙ্কণনাদি	৩১।৶০
* শ্রীমূর্ত্তিগণের দৈনিক সেবা ১৩২৪।২৫ সাল	৫২০।৶১০
ইমারত সংস্কারে ব্যয়	১৩৩।৵০
বর্ত্তমান বর্ষের পুষ্করিণী খননের ব্যয়	৫৭৭৲১০
সম্পত্তি বৃদ্ধি কল্পে	১২৪॥৶০

সজ্জন তোষণী ২১ খণ্ড কাগজ ১১ রীম ১৭॥ দিস্তা	১৪৫॥০
ঐ ছাপাই	১৪২॥০
ঐ বাঁধাই খরচ	১১।০
সভ্য ও গ্রাহকগণের নিকট পাঠাইবার ডাক খরচ	৫০৲
মজুত তহবিল	২৪২॥৵৫
	২৮০৩।৵১৫

আলোচনার পর স্থির হইল যে একজন সহকারী হিসাব রক্ষক ও একজন সহকারী কোষাধ্যক্ষের পদের প্রয়োজনীয়তা আছে।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী।

* আংশিক খরচ পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।

গুরুদাস।

সদ্বংশে জাত, বিনীত, প্রিয়দর্শন, সত্যবাদী, শুদ্ধাচারী, মহাবুদ্ধিমান্, দম্ভহীন, কামক্রোধশূন্য, গুরুভক্তি বিশিষ্ট, সর্ব্বকাল কায়মনোবাক্যে ভগবৎ সেবাতৎপর, রোগ বর্জ্জিত, নিষ্পাপ, শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, হরিগুরুপূজানুরক্ত, জিতেন্দ্রিয়, দয়াবিশিষ্ট ও যুবকই গুরুদাস হইবার যোগ্য পাত্র। অভিমান শূন্য, নির্ম্মৎসর, আলস্য রহিত, জড় বস্তুতে মমতাহীন, গুরুতে দৃঢ় মিত্রতা বিশিষ্ট, বৎসরবাসী, গুরুসেবাপর, অচঞ্চল, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, গুণিগণের দোষের অদ্রষ্টা, অপ্রজল্পী ব্যক্তিই গুরুদাস হইতে পারেন।

অলস, মলিন, বৃথা কষ্টকারী, অহঙ্কারী, কৃপণ, দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত, ক্রোধী, বিষয়াসক্ত, লুব্ধ, পরছিদ্রান্বেষী, মৎসরতাবিশিষ্ট, বঞ্চক, রুক্ষবাক্

অন্যায়রূপে ধনোপার্জ্জক, পরদার রত, ভক্তবিদ্বেষী, আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমানী, ভ্রষ্টব্রত, অন্যের দোষ সূচনাকারী, পরদুঃখদায়ক, অধিক ভোজনকারী, ক্রূরকর্ম্মা, দুরাত্ম, নিন্দিত, পাপিষ্ঠ, নরাধম, কুকার্য্য হইতে অনিবৃত্ত, এবং গুরু শাসন শ্রবণে অসমর্থ ব্যক্তিকে শ্রীগুরুদেব স্বীয়দাস্য দিবেন না। জৈমিনী, সুগত, নাস্তিক, নগ্ন, কপিল, গৌতম এই ছয় হেতুবাদীর আশ্রিত ব্যক্তি গুরুদাস হইতে পারেন না।

গুরুদাসের কর্ত্তব্য অনেক হইলেও সাধারণতঃ সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। প্রতিদিন গুরুর জলকুম্ভানয়ন, কুশপুষ্প যজ্ঞীয় কাষ্ঠ আহরণ, গুরু শরীর মার্জ্জন, চন্দন লেপন, গৃহমার্জ্জন, বস্ত্র প্রক্ষালন, গুরুর প্রিয় ও হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। গুরু সমীপে পদ প্রসারণ, অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র গমন, আস্ফালন, উচ্চবাক্য, গুরুর নামোচ্চারণ গুরুর গমন বচন ও ক্রিয়ার অনুকরণ নিষিদ্ধ। গুরুর গুরুকে গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিবে। গুরুর অনুমতি লইয়া পিতামাতার সম্ভাষণ করিবে। সর্ব্বত্রই গুরু দর্শনে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। গুরুর বাক্য, আসন, যান পাদুক বস্ত্র ও ছায়া গুরুদাসের লঙ্ঘন নিষেধ। গুরু সমীপে পৃথক পূজা করিবে না। আমি যাহা গুরুও তাহা এরূপ অহংভাব দেখাইতে নিষেধ। গুরুদেবকে কোন আদেশ করিবে না এবং তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিবে না। গুরুকে নিবেদন না করিয়া কোন বস্তু গ্রহণ করিবে না। তাঁহার কোন দ্রব্য ভোজন করিবে না। তাঁহার আগমনে উঠিয়া দাঁড়াইবে তাহার অনুগমন করিবে, তাঁহার শয্যায় উপবেশন করিবে না। গুরুর তাড়না ও ভর্ৎসনায় তাঁহাকে অবহেলা ও অপ্রিয়বাক্য বলিবে না। প্রত্যহ প্রীতিজনক মনোহর অন্নপানাদি বস্তু গুরুকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবে। কর্ম্ম মনঃ বাক্য প্রাণ ও ধন দ্বারা গুরুর প্রিয়-কার্য্য সাধন করিবে। গুরুসেবা না করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। শ্রীকৃষ্ণ

পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে যে অনুষ্ঠান সমর্থ সেই অপ্রাকৃত দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ভগবদ্বুদ্ধিতে গুরুকে প্রণাম, সর্ব্ব সম্পত্তি ও নিজদেহ দক্ষিণা স্বরূপ গুরুকে সমর্পণ করিবে। সেব্য ভগবান্ কৃষ্ণ গুরু শরীরে অবস্থিত জানিবে। গুরু নিন্দকের সহিত বাক্যালাপ ও সঙ্গ করিবে না। মৎস্য মাংস শূকর কচ্ছপ ভক্ষণ করিবে না। পাদুকা লইয়া দেবগুরু গৃহে যাইবে না। হরিবাসরে উপবাস করিবে।

১। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান ২। ভগবৎ প্রবোধন ৩। সবাদ্য আরাত্রিক ৪। প্রাতঃস্নান ৫। নব বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ ৬। অভীষ্টদেবার্চ্চন ৭। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণ ৮। শঙ্খচক্রাদি ধারণ ৯। চরণামৃত পান ১০। তুলসী মণিমালাদি ভূষা ধারণ ১১। নির্ম্মাল্য পরিহার ১২। নির্ম্মাল্য চন্দন শরীরে লেপন ১৩। শালগ্রাম ও শ্রীমূর্ত্তি পূজা ১৪। নির্ম্মাল্য তুলসী সমাদর ১৫। তুলসী চয়ন ১৬। তান্ত্রিকী সন্ধ্যা ১৭। শিখাবন্ধন ১৮। চরণামৃতে পিতৃতর্পণ ১৯। মহোপচারে ভগবৎ পূজা ২০। ভক্তির অনুকূলে নিত্যনৈমিত্তিকানুষ্ঠান ২১। ভূতশুদ্ধি ও ন্যাস ২২। নব পুষ্পফলাদি দান ২৩। তুলসী পূজা ২৪। ভক্তিগ্রন্থ পূজা ২৫। ত্রৈকালিক হরিপূজন ২৬। পুরাণ শ্রবণ ২৭। নিবেদিত বস্ত্র ধারণ ২৮। ভগবদাজ্ঞা জ্ঞানে সদনুষ্ঠান ২০। গুরুর অনুমতি গ্রহণ ৩০। গুরুবাক্য বিশ্বাস ৩১। মন্ত্রদেবানুসারে মুদ্রারচন ৩২। ভজনোদ্দেশে গীত নৃত্যাদি ৩৩। শঙ্খধ্বনি ৩৪। লীলানুকরণ ৩৫। হোম ৩৬। নৈবেদ্যার্পণ ৩৭। সাধু সমাদর ৩৮। সাধুপূজা ৩৯। নৈবেদ্য ভোজন ৪০। তাম্বুলাবশেষ গ্রহণ ৪১। বৈষ্ণব সঙ্গ ৪২। বিশিষ্ট ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা ৪৩। দশম্যাদি দিনত্রয়ে নিয়ম দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা ও সন্তোষ ৪৪। জন্মাষ্টম্যাদি মহোৎসব ৪৫। দেবমন্দিরে গমন ৪৬। অষ্টমহাদ্বাদশী পালন ৪৭। সকল ঋতুতে মহোপচারে হরিপূজা ৪৮। বৈষ্ণব ব্রত পালন ৪৯। গুরুতে

ঈশ্বর বুদ্ধি ৫০। সদা তুলসী সংগ্রহ ৫১। শয্যা পাদসম্বাহনাদি উপহার প্রদান ৫২ রামাদি চিন্তা। এই বায়ান্নটী অনুষ্ঠানে গুরুদাসের কর্ত্তব্যতা আছে।

গুরুদাস নিষিদ্ধ ৫২টী অবশ্যই বর্জ্জন করিবেন। ১। উভয় সন্ধ্যায় শয়ন ২। মৃত্তিকাহীন শৌচ ৩। দাঁড়াইয়া আচমন ৪। গুরু সমক্ষে পদ প্রসারণ ৫। গুরু ছায়ালঙ্ঘন ৬। সমর্থ পক্ষে স্নানবর্জ্জন ৭। দেবার্চ্চনে শৈথিল্য ৮। দেবগুরুর অনভ্যর্থন ৯। গুর্ব্বাসনে উপবেশন ১০। গুরু সমক্ষে পাণ্ডিত্য প্রচার ১১। উরুর উপর পদ সংস্থাপন ১২। ১৩। মন্ত্র হীন তিলক ও আচমন ১৪। নীল বসন পরিধান ১৫। ভগবদ্বিমুখ বৈষ্ণব বিদ্বেষীর সহ বন্ধুতা ১৬। অসৎশাস্ত্র সেবন ১৭। তুচ্ছ সঙ্গসুখাসক্তি ১৮। মদ্য মাংস সেবন ১৯। মাদক ঔষধ সেবন ২০ মস্হরি সহ অন্নগ্রহণ ২১। শাক লাউ বেগুণ পেঁয়াজ ভোজন ২২। অবৈষ্ণবের নিকট অন্নগ্রহণ ২৩। অবৈষ্ণব ব্রতানুষ্ঠান ২৪। অবৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ ২৫। মারণ উচাটনাদি অনুষ্ঠান ২৬। সমর্থ হইয়া হীনোপচারে হরিসেবা ২৭। শোকের অধীন ২৮। দশমীবিদ্ধা একাদশী ব্রত গ্রহণ ২৯। শুক্লকৃষ্ণ একাদশীতে ভেদ বুদ্ধি ৩০। দ্যূতক্রীড়া ৩১। সমর্থ-পক্ষে অনুকল্প স্বীকার ৩২। একাদশীতে শ্রাদ্ধ ৩৩। দ্বাদশীতে নিদ্রা ও তুলসী চয়ন ৩৪। দ্বাদশীতে বিষ্ণু স্নান ৩৫। বিষ্ণুপ্রসাদ ব্যতীত অন্য বস্তু দ্বারা শ্রাদ্ধ ৩৬। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে অতুলসী ৩৭। অবৈষ্ণব বা রাক্ষসশ্রাদ্ধ ৩৮। চরণামৃত থাকাকালে পবিত্রতা জন্য অন্য জলে আচমনাদি ৩৯। কাষ্ঠাসনে উপবিষ্টের পূজা ৪০। পূজাকালে অসদালাপ ৪১। গৃহকরবীর এবং আকন্দাদিদ্বারা পূজা ৪২। আয়স ধূপপাত্র ব্যবহার ৪৩। প্রমাদ বশতঃ তির্য্যক পুণ্ড্র ৪৪। অসংস্কৃত দ্রব্যদ্বারা পূজা ৪৫। চঞ্চলচিত্তে অর্চ্চন ৪৬। একহস্তে প্রণমন ও একবার মাত্র প্রদক্ষিণ ৪৭। অসময়ে শ্রীমূর্ত্তি

দর্শন ৪৮। পর্য্যুষিত দূষিত অন্ন নিবেদন ৪৯। অসংখ্য জপ ৫০। মন্ত্র প্রকাশ ৫১। মুখ্যকালত্যাগ ও গৌণকাল স্বীকার ৫২। বিষ্ণুপ্রসাদ অস্বীকার।

গুরুদাস নিত্য, গুরু নিত্য। অনাত্ম মনের দ্বারা বা দৃশ্য জগতের বস্তু বিশেষ গুরুকে মনে করিলে বাস্তবিক নিত্য গুরুদাস হওয়া যায় না। গুরুকে মর্ত্ত্যজ্ঞান করিলে গুরুদাসের বাহ্য শরীর ধ্বংশশীল জানিলে, মনের পরিবর্ত্তনীয় অবস্থা বিচার করিলে আত্মার বা অপ্রাকৃত বস্তুর নিত্যত্ব বিষয় নানা সন্দেহ উদিত হয়। গুরু শিষ্য সম্বন্ধ নিত্য ও আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে হেয়ত্ব নাই। হেয়ত্বের অভিনিবেশ বিদূরিত হইলে শিষ্য বুঝিতে পারেন যে তিনি স্বরূপে কৃষ্ণদাস। গুরুদাস শ্রুতির উল্লিখিত তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো মন্ত্র শুনিয়া আপনাকে বিশুদ্ধ চিৎকণ বা অণুচিৎ বলিয়া জানিতে পারেন। গুরুদাস স্বরূপে অবস্থিত হইয়া বলেন যে শ্রীচৈতন্য মনোভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে। শ্রীরূপঃ কিদাময়ং দদাতি স্বপদান্তিকম্।

কাকূক্তি।

হাহা প্রভু শ্রীল নিত্য নিধি গৌরচন্দ্র।
অবিদ্যা অস্মিতা ঘোরে, জর্জ্জর করিল মোরে;
হৃদে বাজে মোহ মায়া মন্দ্র॥
শ্রীজীব শ্রীসনাতন, রূপ রঘুনাথ ধন;
শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ।
কৃষ্ণ ভক্তি রসরাজ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ,
কবে বা করিবে আত্মসাথ॥
ঘোর ভব মরু মাঝে প'ড়ে আছি বৃথা কাজে
না হইনু হরি অনুসারি।
স্ব স্বরূপ হলো ভ্রান্তি, লভিনু বিষম ক্লান্তি,

মগ্নাশীর্ষ মায়া গ্রহি, দংশিল বিষয় অহি,
না হৈলাম শ্রীগুর্ব্বনুরক্ত।
কৃষ্ণেতর দ্রব্যে মজি, প্রভু পদ নাহি ভজি,
জড়ীয় অভক্ত সঙ্গাসক্ত॥
আত্মতত্ত্ব গেছি ভুলে, দেহাত্মেতি বুদ্ধিমূলে
উল্লসিত জড় দেহ রঙ্গে।
হাহা প্রভু শ্রীচৈতন্য, শুনহে দাসের দৈন্য,
নামে রুচি দেহ ভক্ত সঙ্গে॥
পিশাচী মায়ার ডোরে, বদ্ধ আছি বুদ্ধি ফেরে,
এবে যাচি শ্রীনামাধিকার।
শুদ্ধনাম হউ মোর, এ আঁখিতে বহু লোর,
দীনে দেহ প্রেম শুদ্ধ সার॥
সর্ব্বাহ সর্ব্বাপরাধ, চতুষ্টয় কু "প্রমাদ"
পরিহরি শ্রীকৃষ্ণ তোষণ।
হরের্ণামানুকীর্ত্তনে, বৈরাগ্য বিশুদ্ধ মনে,
অধিকার যাচি অনুক্ষণ॥
প্রতি নিঃশ্বাসের ভরে,— আয়ুরবি অস্তপারে
অবরোহে বেগে ধাবমান।
এ আমি বিফল বড়, ভয়ে প্রায় জড় সড়
দীনে দয়া করহ বিধান॥
ভুবন মঙ্গল নাম, অনাবিল রস ধাম,
পরম আনন্দ রস কন্দ।
ললিত কোমল কত, দর্শে মায়া হয় হত,
যন্নামে হরে ভববন্ধ॥
সে নাম এ রস সার, হোক নিত্য অলঙ্কার
হোক মনঃ প্রাণ শীতলিত।
যন্নামে আত্মবৃত্তি, হোক মায়া সমুচ্ছিত্তি,
যৎ পন্থা এ কলৌ সুবিহিত।

নিষ্কিঞ্চন শ্রীনারায়ণ দাস শর্ম্মা বিদ্যাভূষণ

ভক্তি গ্রন্থাবলী

প্রাপ্তিস্থান ;—

শ্রীভক্তিবিনোদ আসন, ১নং উণ্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

এবং শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর পোঃ, নদীয়া।

১। প্রেম বিবর্ত্ত। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত রচিত। মূল্য ।৵৹

২। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়ঃ। সংস্কৃত মহাকাব্য। শ্রীল গোবিন্দদেব বিরচিত। ইহাতে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা বর্ণিত। মূল্য ৸৹ বার আনা।

৩। তত্ত্বসূত্র মূল্য ।৷৹ আনা।

৪। কল্যাণ কল্পতরু। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের সারকথা মূলক গীতি গ্রন্থ। এক আনা মাত্র।

৫। শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা, সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন বিভাগে ভাগবতের প্রয়োজনীয় শ্লোক সমূহ সম্বলিত। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের অনুবাদ সহ কাপড়ে বাঁধা মূল্য ২৲

৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ ভাষ্য ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিস্তৃত অনুবাদ সহ মূল্য ১৷৹ কাপড়ে বাঁধা ১৸৹

৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল সংস্কৃত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী টীকা এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রসিকরঞ্জন বঙ্গানুবাদ সহিত। পরম সুলভ মূল্য ১৲ *

৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীমাধ্ব ভাষ্য মূল্য ।৷৹ আনা।

৯। *শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক সরল বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ। দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে।

১০। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত সংস্কৃত মূল ও অর্থ উপক্রমণিকা উপসংহার সহ। তত্ত্ব ও রসাদিবিষয়ের সুষ্ঠু বিচার মূল্য ১৲

১১। সৎক্রিয়াসারদীপিকা মূল ও অনুবাদ। গৃহস্থ বৈষ্ণবের দশ সংস্কার সংস্কার দীপিকা-বেষ পদ্ধতি। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি কৃত মূল্য ১৷৹

১২। ভজনরহস্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত মূল্য ।৷৵৹

১৩। সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত মূল, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত সানুবাদ মূল্য ।৹

১৪। পদ্মপুরাণ। শ্রীমদ্ বেদব্যাস প্রণীত, ৫৫০০০ হাজার শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ। সৃষ্টি, স্বর্গ, ব্রহ্ম, পাতাল, উত্তর, ক্রিয়াযোগ ও ভূমি, সপ্তখণ্ডাত্মক। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত। মূল্য ৭৲ হরিদ্রাবর্ণ কাগজে ৩৲

১৫। শরণাগতি মূল্য ।০ আনা।

হরিনাম চিন্তামণি

সকল শুদ্ধভক্তের একমাত্র সম্বল। বিশেষতঃ নামাশ্রিত ভজনকারী ভক্তের সর্ব্বদা পাঠ্য গ্রন্থ। শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইহাই অমূল্য দান। দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

যদি শুদ্ধধর্ম্ম কি জানিবার ও হরিভজন করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে ইহাই পাঠ্য। শতগ্রন্থ, শতবক্তা শত গুরুসজ্জায় সজ্জিত জন যে উপকার করিতে পারেন না তাহা এই গ্রন্থ পাঠে লভ্য হয়। মূল্য ১।০ ভিপিতে ১॥০ ভাল গ্লেজ কাগজে ২৲ টাকা ভিপিতে ২।০

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

২৩৬৮ পৃষ্ঠায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি লিখিত মূল গ্রন্থ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃত প্রবাহভাষ্য তৎসহ অনুভাষ্য ও বহু সূচী সম্বলিত। ষোলখণ্ডে সম্পূর্ণ মূল্য ৬৲ছয় টাকা মাশুল ॥৵০

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৩ মাধব ও গোবিন্দ।

দ্বাবিংশ খণ্ড, একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা।

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া।

বিষয় বিবরণ।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতযন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার দ্বারা

৪৩৩ শ্রীচৈতন্যাব্দে মুদ্রিত।

বার্ষিক ভিক্ষা ১৲ নমুনা প্রেরিত হয় না।

গ্রাহকগণের প্রতি।

শ্রীপত্রিকার দ্বাবিংশ বর্ষ শেষ হইল। গ্রাহক মহোদয়গণ প্রথম
হইতে দ্বাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত মিলাইয়া লইবেন। যদি কেহ কোন সংখ্যা
ডাকের গোলোযোগে না পাইয়া থাকেন তাঁহা হইলে আমার নিকট
জানাইলে আগামী বর্ষের ১ম সংখ্যার সহিত উহা প্রেরিত হইতে পারিবে।
এক মাসের মধ্যেই গ্রাহক মহোদয়গণ শ্রীপত্রিকার আগামী বর্ষের ১ম সংখ্যা
ভিপি যোগে পাইবেন। অনুগ্রহ পূর্ব্বক অগ্রিম দেয় বার্ষিক ভিক্ষা ও
মণি অর্ডার মাশুল মোট ১।৵০ দিয়া ভিপি গ্রহণ করিবেন। কোন কারণে
স্থানান্তরে যাইতে হইলে সংবাদ দিলে বা বাটীতে ভিপি লইবার
বন্দোবস্ত করিয়া গেলে ভাল হয়।

শ্রীপত্রিকা শ্রীশ্রীমন্মায়াপুর চন্দ্র বিগ্রহের সম্পত্তি। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু
ভাণ্ডারের অর্থব্যয়ে শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। গ্রাহক
মহোদয়গণ স্ব স্ব বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনগণের মধ্যে শ্রীপত্রিকার
গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া ঐ ভাণ্ডারের আনুকূল্য দ্বারা শ্রীহরি-সেবা
করিয়া ধন্য হইবার অবসর প্রাপ্ত হইতেছেন। আশাকরি প্রতি গ্রাহক
মহোদয় এবারে অন্ততঃ পাঁচসাতটী গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া এ দাসকে
জানাইতেছেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থ দুইখানি শ্রদ্ধামূল্যে প্রেরণ করিতেছি।

১। প্রতীপ প্রিয়নাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর ইহাতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বহুতত্ত্ব
সন্নিবিষ্ট আছে। ডাক মাশুলাদি ৵০।

২। "প্রাচীন নদীয়ার অবস্থিতি মীমাংসা" ইহাতে শাস্ত্র প্রমাণ,
আপ্তবাক্য, গবর্ণমেণ্ট রেকর্ড, যথার্থ সিদ্ধ মহাত্মার ও বৈষ্ণবাচার্য্যের
অপ্রোক্ষ ও সমাধি লব্ধ অনুভূতি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলীর
বিশেষরূপ মীমাংসা আছে। শ্রীপত্রিকার একবিংশ ও দ্বাবিংশ খণ্ডে
এই গ্রন্থ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ দুই খণ্ডের গ্রাহকগণের
সুতরাং ইহা প্রয়োজন নাই। ডাকমাশুলাদি ৵০

নিবেদক—

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন।

ম্যানেজার শ্রীসজ্জন তোষণী।

কলিকাতা শ্রীপত্রিকা কার্য্যালয়।

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, শ্রীভক্তিবিনোদ আসন।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্ ।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী ।

(শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার মুখপত্রী)

দ্বাবিংশ খণ্ড শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৩ ।

অশেষ ক্লেশবিশ্লেষি পরেশাবেশসাধিনী ।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্বসজ্জন-তোষণী ॥

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত ।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোঃ

নদীয়া ।

দ্বাবিংশ খণ্ডের সূচীপত্র।

শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য পঞ্চরাত্রাচার্য্য লিখিত :—

শ্রীশিক্ষাষ্টক ৫৮, ১১২, ১৩৩ মায়াবাদ বিচার ৩৩৪

শ্রীযুক্ত হরিপদ অধিকারী বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী কবিভূষণ এম্‚এ লিখিত সঙ্গবিচার ১৭০, ২২১, ২৯৯ নবদ্বীপ পঞ্জিকা ২৩৭

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ভক্তিতত্ত্ববাচস্পতি লিখিত :—

জন্মদিন সভায় অভিভাষণ ১৮০, ১৯১

শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ সামন্ত কবিশেখর লিখিত :—

গৌরাস্তুতি ২০৪ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উদ্দেশে ২০৫

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি লিখিত

ঘর পাগ্‌লা ২৯১,

বিবিধ জনের লিখিত :—

শ্রীসভায় অধিবেশন ১৪,১২৩, পরীক্ষাফল ৬২, সাময়িক প্রসঙ্গ ১২৫ ২১৫ ৩৩৩ উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে নামহট্ট ২০৬, যশোহরে নামহট্ট ২১৪ হিসাব ২৭৪। মহামহোৎসব ৩০৭।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

—:০:—

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

২২ বর্ষ } মাধব ও গোবিন্দ ৪৩৩ { ১১শ, ১২শ সংখ্যা।

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

—:০:—

সজ্জন—মৈত্র।

জগতের বন্ধুকে মিত্র ধর্ম্মপর বা মৈত্র বলে। সজ্জন প্রত্যেক মনুষ্যের সহিত মিত্রতা বিশিষ্ট।

সজ্জন ত্রিবিধ অধিকারে দৃষ্ট হন। যেখানে ভগবদ্ভক্তের সহিত ঔদাসীন্য অবস্থান করিয়া একমাত্র ভগবান্ পূজিত হন তাহাই কনিষ্ঠাধিকার। যেখানে ভক্তের সহিত মিত্রতা বর্ত্তমান থাকে সেস্থলে ভক্তকে মধ্যমাধিকারী বলা হয়। মধ্যমাধিকারে বিদ্বেষী অভক্তকে বৈষ্ণব উপেক্ষা করেন কিন্তু উন্নতাধিকারে বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা ধর্ম্ম নাই। কনিষ্ঠাধিকারে ভক্তাভক্ত বিবেক নাই, মধ্যমাধিকারে ভক্তাভক্ত বিচার আছে এবং উন্নতাধিকারে অভক্তকেও ভক্ত বলিয়া ধারণা হয়। সজ্জন কনিষ্ঠা-

ধিকারে ভক্তাভক্তের বিবেচনা করিতে অসমর্থ হইয়া মনুষ্যের সহিত বিরোধ করেন না। তিনি মধ্যমাধিকারে অভক্তের সহিত বিরোধ না করিয়া ভক্তের প্রতি উদাসীন হইয়া মিত্রতাই করিয়া থাকেন। মধ্যমাধিকারে মিত্রতা বুঝিতে না পারিয়া মায়াবাদী কর্ম্মী এবং অন্যাভিলাষী ভক্তের মিত্রতার প্রতি সন্দেহ স্থাপন করেন কিন্তু বাস্তবিক মধ্যমাধিকারে অভক্তের প্রতি উপেক্ষাচরণ অভক্তের মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত ক্রিয়া বিশেষ। সুতরাং তাহাও প্রকৃত মিত্রতা। যেরূপ কোন অস্ত্রচিকিৎসক ব্রণ উদ্‌ঘাটিত করিয়া রোগীর মঙ্গল কামনা করেন, সেরূপ ভক্ত অসদাচারির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত মিত্রতাই করেন। জড়জ্ঞান মত্ত স্মার্ত্তের বিহিত ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া পারমার্থিক স্মৃতির অনুগমন করিয়া ভক্তগণ সমাজের কল্যাণ বিধান করেন। সজ্জন সকল অধিকারেই সমগ্র জগতের একমাত্র কল্যাণ বিধাতা তজ্জন্য সজ্জন ব্যতীত অন্যত্র কুত্রাপি মৈত্র্য গুণ সম্ভবপর নহে।

শিক্ষক বালকের হিতের জন্য, সৎশিক্ষা প্রদানের জন্য যে তাড়না ভর্ৎসনা করেন তাহাতে বৈর ধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। পরন্তু বৈরীভাব ছলনায় মিত্রতাই অন্তর্নিহিত থাকে। সজ্জনের হৃদয়ের ভাব সাধারণ বুদ্ধি বিশিষ্ট মানব বুঝিতে পারে না বলিয়াই তিনি যে জগতের একমাত্র বন্ধু একথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। কিন্তু সজ্জনই জগতের একমাত্র সর্ব্বকাল বন্ধু। সজ্জনগণই জগদ্বন্ধু আর তাৎকালিক মিত্রগণ নিত্যবন্ধু শব্দবাচ্য নহে। সজ্জনগণই জীবের প্রতি মিত্রতা বিশিষ্ট হইয়া জীবের ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলবিধানে যত্নবান্ হন। জীবের স্বরূপ লাভের জন্য যাহারা দেহ ও মনের বিরূপ বৃত্তি অপসারিত করেন সেই সজ্জন গুরুগণই জীবগণকে উদ্ধার করেন উহাই মিত্রস্বভাবের চরমোৎকর্ষ।

ঘর-পাগ্‌লা।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ বলিয়াছেন গৃহব্রত ও কৃষ্ণব্রত এই দুই প্রকার লক্ষ্যভেদে জীব দুই প্রকার। গৃহব্রতের বুদ্ধি কখনই গুরুগণের দ্বারা বৈষ্ণব গণের দ্বারা ও নিজের দ্বারা হরি সেবায় নিযুক্ত হয় না। গৃহব্রত বা ঘরপাগলা গৃহিবাউলগণ প্রাকৃত সহজ ধর্ম্মরূপ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা চালিত হইয়া গাঢ় হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে প্রবেশ করে অর্থাৎ বুদ্ধিহীন ও সেবা রহিত হয়। চর্ব্বিত বিষয় ভোগ করাই তাহাদিগের ব্যর্থ আয়াস। কৃষ্ণ সেবার নামে ঘুরিয়া ফিরিয়া জড় ইন্দ্রিয় তর্পণ করিতে থাকে ও তাহাকেই হরিসেবা মনে করে। এই ঘর পাগলা গৃহিবাউলগণ নিজের ভোগময় গৃহকেই পরমার্থ মনে করিয়া কর্ম্মরজ্জুতে শত সহস্র পাশে আবদ্ধ হয়। গৃহিবাউল কখন মনে করে সে বেদ পড়িয়াছে, বৈদিক তত্ত্ব তাহার করতল গত হইয়াছে, মানব ও পশু হিংসা করিতে সমর্থ, রঘুনন্দনের পঞ্চোপাসকীয় মায়াবাদতাৎপর্য্যবিশিষ্ট স্মৃতিপথের বর্ত্ম মানন করা জীবের কর্ত্তব্য, বাহ্যিক কপটতা দ্বারা বঞ্চন ইচ্ছা প্রবল করিয়া আচার্য্য সাজিবার দুর্ব্বাসনা, হরি সম্বন্ধীয় অপ্রাকৃত বস্তু গুলিতে প্রাকৃত বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ, মহতের লোক শিক্ষার জন্য অপ্রাকৃত চেষ্টার গর্হণ এবং ভক্তির পথে কণ্টক বিক্ষেপ প্রভৃতি গৃহি বাউলদিগের নিকট ভজন রূপে প্রতিভাত হয়।

গৃহিবাউল নিজভোগপর ইন্দ্রিয়গণকে নিজভোগপর বিষয়ে নিযুক্ত করে কিন্তু উহা আত্মার নিত্যধর্ম্ম নহে; জড়ের দেহও মনের অনিত্য ধর্ম্ম। অপ্রাকৃত দেহ ও মন প্রাকৃত রাজ্যে কৃষ্ণবিমুখ হইয়া ঘর পাগলা হওয়ায় তাহার চিদচিদ্‌বিবেক নিত্যানিত্য বিবেক আনন্দ দুঃখ বিবেক বিকৃত হইয়া যে বিষম উৎপাতের অবতারণা করিয়াছে তদবলম্বনে চেষ্টা বিশিষ্ট

শ্রীমদ্ভাগবত ভাল লাগে না, শ্রীরূপ ও তদনুগ ভক্তি সিদ্ধান্ত ভাল লাগে না। ভাল লাগে কেবল ছয় গোস্বামীকে গৃহবাউল গড়াইতে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্মত শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ কিন্তু অন্যরূপ বলিয়াছেন। তিনি গৃহি বাউল হিরণ্য কশিপুকে বলিলেন ভাবি কালের রঘুনন্দনাদি প্রাকৃত সহজিয়া স্মার্ত্তগণ যে মত উদ্ভাবন করিবেন তাহা গৃহিবাউলদিগের জন্য। হরিব্রত ব্যক্তি দিগের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত কথিত বর্ণাশ্রম ও শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী রচিত শ্রীহরিভক্তি বিলাসাদি গ্রন্থ, বৈষ্ণবদিগের উপযোগী। অভয়ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীভাগবত ও ভক্তিস্মৃতি স্বীকার করিলেন। সেই শ্রীমদ্ভাগবতের নিত্য সিদ্ধান্ত আচ্ছাদন করিয়া রঘুনন্দন প্রভৃতি সাংসারিক স্মার্ত্তগণ যে সকল বিধান করিয়াছেন তাহা কখনই বিষ্ণুভক্তিময় হিন্দুসমাজে চলিতে পারে না। যে স্মৃতি পরমার্থের বিরোধ করে তাহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য ও ঘৃণ্য। বর্ণাশ্রমের উদ্দেশ্য ঈশ্বর বিরোধ করা নহে। ঈশ্বরের ভজন না করিয়া অবজ্ঞা করিলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম থাকিতে পারে না ইহাই শ্রীবৃন্দাবনবাসী গোস্বামীদিগের মত। ঘরপাগলারা যতই কেন না দুর্ব্বুদ্ধি করুক্ তদ্দ্বারা তাহাদের নরক লাভ অবশ্যম্ভাবী। ভগবান বিষ্ণুই যাবতীয় ইন্দ্রিয় বিষয়ের গতি ; গৃহব্রতগণ উহা বুঝিতে পারে না বলিয়াই প্রাকৃত সহজিয়া স্মার্ত্তগণের অধীনে নিজ নিজ সমাজ স্থাপন করিতে চায়। প্রাকৃত স্মার্ত্তগণ স্বয়ং অন্ধ হইয়া সমাজভারবাহিগণকে জড়কূপে পাতিত করেন। যেকাল পর্য্যন্ত না গৃহি-বাউলগণ হরিব্রত প্রহ্লাদের কথায় নিষ্কিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণবের পদরেণু মস্তক ভূষণ না করেন তৎকালাবধি ঘরপাগলাগণ হরিপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। এই প্রহ্লাদের উক্তি বুঝিতে না পারিয়াই গৃহ বাউলগণ পরমহংস গোস্বামীগণকে মায়াবাদী কর্ম্মী মনে করেন কিন্তু ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তিপরগণ গৃহিবাউল ও বৈষ্ণবের মধ্যে ভেদ আছে

জানেন। স্মৃতি বলেন ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজি বিশিষ্যতে। সত্রযাজি সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ। সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে। বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে। অর্থাৎ সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা এক দৈক্ষ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সহস্র দৈক্ষ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা এক অপ্রাকৃত বেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, কোটী অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একটী বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, সহস্র বিষ্ণুভক্ত অপেক্ষা একটী ঐকান্তিক ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

প্রাকৃত স্মার্ত্ত গৃহিবাউলগণ স্ব স্ব ধর্ম্মে অবস্থান করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মফলে দ্বিজত্ব লাভ করেন তৎপরে ব্রাহ্মণতা, অনন্তকোটী ব্রাহ্মণ জন্মের পর শুদ্ধ ভক্ত হইলে গৌরভক্ত হওয়া যায় ও গোস্বামীগণের সিদ্ধান্ত উপলব্ধি হয় সেজন্য নীচ শূদ্রগণ গৃহিবাউল হইয়া বড় বড় কথার মধ্যে প্রবেশ করিলে নিজের ওজন বুঝিতে না পারিয়া ঘরপাগলা হইয়া তীর্থ ও ধর্ম্ম সংস্কার করিতে দৌড়িলে তাহাদের পা ভাঙ্গিবে। অনন্ত কোটী গৃহিবাউল জন্ম হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলে গৃহব্রতের হরিব্রত ধর্ম্ম উপলব্ধি হয়। জড় চিন্তায় হস্তী মূর্খ গৃহিবাউলগণ শ্রীশঙ্কর ও শ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপ উপলব্ধি না করিয়া যে ঘৃণিত মতবাদের অবতারণা করে তাহা শুদ্ধভক্তগণ নারকীয় সিদ্ধান্ত জানিয়া শ্রবণ করিতে করিতে সযত্নে গঙ্গাস্নান করেন। উহাদিগের কথায় পারমার্থিকগণ কর্ণপাত করা দূরে যাক্ বৈষ্ণববিদ্বেষী জানিয়া সেই পুরুষাধমদিগকে দর্শন করেন না। আবার জীব মাত্রেই স্বরূপে বৈষ্ণব জানিয়া হরিবিমুখ উপাধি সমূহ নিরসন কার্য্যে স্বীয় চেষ্টা দেখাইয়া গৃহিবাউলগণের মঙ্গল বিধান করেন। বৈষ্ণব, গৃহিবাউলরূপ ইতরধর্ম্ম গ্রহণ করায় তাহার যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে সে গুলির উদ্ধার কর্ত্তার নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণব। গৃহিবাউল কর্ত্তাভজা প্রভৃতি প্রাকৃত সহজীয়াগণ কখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব শব্দবাচ্য হইতে পারে না। বৈষ্ণব ঐকান্তিক ভক্ত।

সুতরাং ব্যভিচারময় সমন্বয়বাদ ও নানাপ্রকার দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্ম। গৃহিবাউলগণের নামান্তর যোষা তাহাদের সঙ্গ যিনি করিবেন তিনি যোষিৎসঙ্গী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব কোন যোষিৎসঙ্গির সঙ্গ করেন না ও তাহাদের কথায় প্রত্যুত্তর দেন না। গৃহিবাউলের বালচাপল্য হাসিয়া উড়াইয়া দেন এবং অনন্তকোটী গৃহি বাউল জন্মের পর উন্নতিক্রমে শুদ্ধ ভক্ত জন্ম হউক এরূপ আশীর্ব্বাদ করেন।

হরিজন কিঙ্কর
শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়
বিদ্যাবাচস্পতি।

দশা।

দশা বা অবস্থা কাল ও আধারে প্রযুক্ত হইয়া ভিন্ন অর্থ লক্ষ্য করে। ফলিত জ্যোতিষে লগ্নদশা, হরগৌরীদশা যোগিনী দশা ও ঋক্ষদশা চারি প্রকার দশা অবতারণা করিয়া মানবের ফলাফল নির্ণয় করে। প্রাকৃত জগতে মর্ত্ত্যজীব গ্রহ দশায় বা গ্রহ বিপাকে ভিন্ন ভিন্ন ফললাভ করে। গ্রহদশায় ত্রিংশোত্তরী, বিংশোত্তরী, অষ্টোত্তরী প্রভৃতি দশার কথা ফলিত জ্যোতিষী সর্ব্বদাই আলোচনা করেন। দুর্ব্বিপাক বা দুর্দ্দশা জীবের ক্লেশ উৎপন্ন করে, সুবিপাক বা সুদশা ইন্দ্রিয়তর্পণাদি সুখভোগ করায়।

জীবের দশা প্রাকৃত জগতে কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। তটস্থ শক্তি-জাত জীব প্রাকৃত রাজ্যে বিচরণ কালে বিভিন্ন দশাগ্রস্ত হন। জীবের কর্ম্ম অনাদি। অচিদ্রাজ্যে ভ্রমণকালে কর্ম্ম অনাদি হইলেও উহা বিনাশী বা অবস্থান্তর-যোগ্য। নিত্য বিষয় বিগ্রহ হরির উদ্দেশে অপ্রাকৃত

সেবোন্মুখ জীব যে নিত্যকর্ম্ম হরিসেবা অবিমিশ্র আত্মায় করিয়া থাকেন মিশ্রভাবাপন্ন মনের কর্ম্ম ও দেহের কর্ম্ম হরির উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইলেই উহাই আত্মনিত্যকর্ম্ম। উহা প্রপঞ্চে বিনাশ ধর্ম্মবিশিষ্ট দৃষ্ট হইলেও আত্মার নিত্য চেষ্টারূপ কর্ম্ম অনাদি ও নিত্য। অনিত্য বস্তু সম্বন্ধে নিযুক্ত হইলে অনাত্ম মন ও দেহ যে অনিত্য কর্ম্ম করেন তাহা বিনাশী। যেকালে জীব অনিত্য প্রপঞ্চে নশ্বর কর্ম্ম সম্পাদন করেন তখনই তাঁহার দশা পরিবর্ত্তিত হয় আর নিত্য আত্মার নিত্য কর্ম্ম হরিসেবায় নিযুক্ত হইলে অনিত্য ভিন্ন ভিন্ন দশা তাহাকে গ্রাস করিতে পারে না। বদ্ধাবস্থায় অচিদ্রাজ্যে একদশা হইতে অন্য দশায় বদ্ধ জীব পাতিত হন। আবার নিত্য হরিসেবাময় রাজ্যে মুক্ত পার্ষদ জীব কৃষ্ণ-সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত।

বদ্ধ জীব প্রাকৃত রাজ্যের প্রদেশ বা স্থান বিশেষে পতিত হইয়া বিভিন্ন দশা লাভ করেন। দশা বিপাকে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরিত হন। শুদ্ধ মুক্ত নাম পরায়ণ জীব নিত্যকাল গোলোকে বাস করেন এবং বৈকুণ্ঠের শিরোভাগ গোলোকে বাস করিয়া নিত্য কৃষ্ণসেবায় নিত্যানন্দময় থাকেন। পাত্রবর মুক্ত জীব বৈকুণ্ঠস্থ দেশ কালের দশায় সচ্চিদানন্দময়। প্রাকৃত রাজ্যে বদ্ধজীব ত্রিগুণাত্মক রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন দশায় লক্ষিত হন। জড়জগতে দশাকে পাক বা বিপাক বলে। অপ্রাকৃত জগতে নিত্যাবস্থানকে পাক বা দশা শব্দে অভিহিত করা হয় না। পচতি পরিণমতি ইতি পাকঃ। নিত্য জগতে কালগত পরিণাম ও দেশগত সঙ্কীর্ণতার হেয় দশা নাই। সেখানে সকলই উপাদেয় ও নিত্য।

পারমার্থিকগণ প্রাপঞ্চিক দর্শনে তিন প্রকার দশার উল্লেখ করেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্য অষ্টাদশ ৭৭।৭৮।

"তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্ব্বকাল।
অন্তর্দ্দশা, বাহ্যদশা, অর্দ্ধ বাহ্য আর॥

অর্দ্ধদশায় কিছু ঘোর কিছু বাহ্য জ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত অর্দ্ধবাহ্য নাম॥

শ্রুতি বলেন :—নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুংস্বাম্॥

অর্থাৎ প্রাকৃত রাজ্যে বাহ্যদশায় জীব যে বেদ অধ্যাপনা করেন, যে তীক্ষ্ণ মেধা দ্বারা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, বাহ্য বিচারে মর্ত্ত্যগুরুর নিকট যে বেদ অধ্যয়ন করেন তদ্দ্বারা আত্মা লভ্য হন না। তাদৃশ প্রতীতিমাত্রই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির বৈচিত্র্য দর্শন। তদ্দ্বারা অনাত্ম বিচার আসিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞান মার্গে দেহ ও মনের ক্রীড়া পুত্তলি করাইয়া দেয়। কিন্তু অপ্রাকৃত আত্মবস্তু যখন অপ্রাকৃত জীব আত্মাকে দর্শন দেন সেইকালে আত্ম দর্শন ঘটে এবং সেবোন্মুখ চিত্তেই "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস" এই শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি উপলব্ধ হয়। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের পাঠ উদ্ধার করিয়া আমরা সজ্জন পাঠকগণকে অনুশীলন করিতে অনুরোধ করি। অন্ত্য ১৮।৮০

"কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
একসখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে॥
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে এক মেলি।
যমুনার জলে মহা রঙ্গে করে কেলি॥
পুনরপি কৈল স্নান শুষ্ক বস্ত্র পরিধান।
রত্ন মন্দিরে কৈল আগমন॥
বৃন্দা কৃত সম্ভার, গন্ধ পুষ্প অলঙ্কার
বন্য বেশ করিল রচন।

সঙ্গে লইয়া সখীগণ রাধা করিল ভোজন
দু'হে কৈল মন্দিরে শয়ন ॥
হেন কালে মোরে ধরি মহাকোলাহল করি,
তুমি সব ইহা লইয়া আইলা।
কাহা যমুনা বৃন্দাবন কাহা কৃষ্ণ গোপীগণ
সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা ॥

অন্ত্য ১৭ দশ :—

"আচম্বিতে শুনে প্রভু বেণু গান।
ভাবাবেশে প্রভু তাঁহা করিলা প্রয়াণ ॥
বেণুশব্দ শুনি আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সঙ্কেতে বেণু নাদে রাধা গেলা কুঞ্জঘরে।
কুঞ্জেরে গেলা কৃষ্ণ কেলি করিবারে।
তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন ॥
তাঁর ভূষণ ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ ॥
হেন কালে তুমি সব কোলাহল করি।
আমা ইহা লইয়া আইলা বলাৎকার করি ॥
শুনিতে না পাইনু সে অমৃতসম বাণী।
শুনিতে না পাইনু বেণু মুরলীর ধ্বনি" ॥

মহাভাগবৃতগণের তিন প্রকার দশা শ্রীগৌরসুন্দর লোকশিক্ষার জন্য প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাভাগবতের প্রারম্ভে বাহ্যদশা। অপ্রাকৃত জ্ঞানোদয়ে আত্মস্বরূপ উপলব্ধিতে সেব্য দর্শন ও সেবা চেষ্টা সেইকালে বাহ্য দশার বা ভগবানের বহিরঙ্গ সৃষ্টির অনুভূতি নাই। নিজের দেহ ও মন হরিবিমুখ অচিৎ রাজ্যে যে অচিৎ চেষ্টা করে তাদৃশ কোন চেষ্টাই তাহার

নাই। তখন মহাভাগবতের দিব্যজ্ঞান সমুদিত হইয়াছে। তখন আর স্থাবর জঙ্গম দৃষ্টি নাই, তখন আর প্রতাপরুদ্রতনয় পুরুষোত্তমের উপলব্ধি নাই, তখন আর অর্চ্চা বিগ্রহ শ্রীজগন্নাথ দেবের উপলব্ধি নাই। কৃষ্ণ সেবোন্মুখ মহাভাগবতের দশা প্রদর্শন করিবার জন্য স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যস্ত। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ভক্তিযোগ সমাধিতে অবস্থিত হইয়া যে অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলা দর্শন করিয়াছিলেন তাহা যখন বর্ণন করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ প্রকাশ করেন তখন তাঁহার অর্দ্ধ বাহ্য দশা ছিল। শ্রীগৌর-সুন্দর অর্দ্ধ বাহ্যদশায় মহাভাগবত দামোদর স্বরূপকে যে ভজন প্রণালী উপদেশ দিয়াছেন তাহাই রূপানুগগণের একমাত্র সম্পত্তি। রূপানুগ বলিলে ত্রিবিধ অধিকারস্থিত রূপানুগ বুঝাইলেও মহাভাগবত অধিকারে সেই সকল শ্রবণের সুষ্ঠুতা আছে। বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ ও অনুগ্রহায় ভক্তানাম্ শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীজীব প্রভুপাদ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীকল্যাণ কল্পতরুতে "কেন মোর দুর্ব্বলা লেখনী নাহি সরে" প্রভৃতি বাক্য দ্বারা এবং কনিষ্ঠ ও মধ্যম অধিকারীগণের দুর্ব্বিপাক হইতে মুক্ত করিবার জন্য "আমি ত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে" প্রভৃতি কবিতা দ্বারা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। বাহ্যদশায় কনিষ্ঠ অধিকারের শ্রবণ যোগ্য বিষয়, মধ্যম অধিকারের শ্রবণ যোগ্য বিষয় ও মহাভাগবতাধিকারের শ্রবণ যোগ্য বিষয় ভিন্ন। অধিকার বিচার না করিয়া আমরা ভজনপথে অগ্রসর হইলে আমাদের মঙ্গল হয় না। ভাগবত বলিয়াছেন :—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা সগুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ।

বাহ্যদশায় ত্রিবিধ অধিকার সুতরাং মহাভাগবত ভক্তাভিমান কনিষ্ঠ ও মধ্যম অধিকার থাকাকালে করা কর্ত্তব্য নহে। কনিষ্ঠ ও মধ্যম অধিকারে

অনর্থ থাকে সুতরাং যে যে প্রকার অনর্থ থাকে তৎ তৎপ্রকার অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্যই অধিকারোচিত ক্রম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অধিকারও বাহ্যদশায় ত্রিবিধ। বাহ্যদশায় দিব্য জ্ঞানের অনুশীলন আংশিকমাত্র হইয়া থাকে। সুতরাং ক্রমপন্থাও অধিকারের প্রয়োজনীয়তা আছে।

সঙ্গবিচার।

(পরিশিষ্ট ২২৮ পৃষ্ঠার পর।)

সাধুবিচারে আমরা জানিয়াছি যে বৈষ্ণবই একমাত্র সাধু, তন্মধ্যে ঐকান্তিক বৈষ্ণবই সাধুত্তম। পারমহংস্য সংহিতায় বিবৃত হইয়াছে যে ঐকান্তিক হরিভক্তই সর্ব্বগুণাধার, অন্যত্র গুণাভাস দৃষ্ট হইলেও সেগুলি পরম পদপ্রদ নহে। ব্যাসদেব লিখিতেছেন,—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত, ৫।১৮।১২।)

অভক্তের চিত্ত সর্ব্বদা বিষয়ে ধাবমান হয়। বিষয়ীই তাহাতে গুণ দেখিতে পায়, কারণ দ্রষ্টার অবস্থা ভেদে দোষ গুণ পরিদৃষ্ট হয়; যেমন ন্যাবা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি বা পীতবর্ণ কাচ ব্যবধান যুক্ত চক্ষু যুক্ত ব্যক্তি চারিদিকে যাহা নিরীক্ষণ করে তাহাই পীতাভ দেখে, সেইরূপ বিষয়াসক্ত চিত্ত জন বিষয়ীতে গুণাবলী দর্শন করিয়া তাহার প্রশংসাবাদ করে ও অনুকরণে স্বীয় চরিত্র গঠন করিতে প্রবৃত্ত হয়। এতৎপ্রসঙ্গে একটী গল্পের কথা মনে পড়ে। অবশ্য লৌকিক জগতের কোন কথা দ্বারা

পারমার্থিক জগতের কোন উদাহরণ দেওয়া যায় না, তথাপি বিষয়ক্লিষ্ট চিত্ত আমরা গল্পটীর অবতারণার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। গল্পটী অবশ্য পাঠকগণের অনেকেরই জ্ঞাত। সুতরাং সঙ্ক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে। জামাতা শ্বশুর গৃহে উপস্থিত। দাদাশ্বশুর মহাশয় আসিয়া আলাপ করিতেছেন, "বলি, নাৎজামাই ত' লেখাপড়ার চরম ক'রে কলেজে পড়াচ্ছ, তা' পাওনা কিরকম? জামাতা উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে আপাততঃ বেতন ১৫০৲ টাকা, ক্রমে বেতন বৃদ্ধি হ'বে।" দাদাশ্বশুর ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "আরে মাহিনা দেড়শ' দুশ' কি তিনশ' তাকি আমি জিগোেস কর্‌চি? বাঁধা মাহিনায় কি হ'বে? আমার কথা হ'চ্ছে উপ্‌রি টুপ্‌রি কি রকম?" জামাতা—"আজ্ঞে, আপনার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছি না।" দাদাশ্বশুর—"আরে, আমায় পর ভাব্‌ছ? আমি কি তোমার মন্দ ঘটা'তে পারি, আমায় বল্‌লে দোষ কি? আমি কি আর তোমার সাহেবের কাণে তুলে তোমার সর্ব্বনাশ ঘটাব তাহা বোকা সাজ্‌ছ? বলি, কত, মাসে হাজারের ওপর হয় ত?" জামাতা— "আজ্ঞে, আপনার কথার একবর্ণও আমি বুঝ্‌লাম না। আপনি কি বল্‌ছেন?"

দাদাশ্বশুর—"বেশ, বেশ, খুব হুঁসিয়ার বটে! তা' চাই বইকি? তবে, আমার কাছেও ওপর চালাকিতে লাভ কি। যা' পাবে আমাদের পুঁটুই ভোগ কর্‌বে, তা'তে কি আমি হন্তা হ'তে পারি? আমায় বল্লে দোষ নেই।"

জামাতা—"সত্য বল্‌ছি, আপনার কথার অর্থ বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা।" দাদাশ্বশুর—"সত্যি! আমি বল্‌ছি এই মাসে কত আন্দাজ ঘুষ পাও, হাজার দেড়হাজার হ'বে ত? এত লেখাপড়া করা জামাই দেখে আমাদের বিপিন এত খরচপত্র ক'রে বিয়ে দিলে, হাজার দেড়হাজার আর সরাতে পার না সেটা কি কাযের কথা?"

জামাতা—"আজ্ঞে বলেন কি? ঘুষ! সেকি? ভদ্রলোকে কি ঘুষ নিতে পারে? বরং যে লয়, তাঁকে আমরা ঘৃণা করি।"

দাদাশ্বশুর—"সাবাস্ সাবাস্ ভায়া, খুব ধড়িবাজ। তবে আমি কিছু তোমার পাওনার ভাগ নিতে যাব না, আমাকে লুকান কেন? আমরা মুখ্যু মানুষ, আমরাই তো মাসে তিন চারশ' কামিয়ে আনি, এম্ এ পাশকরা ছেলে কি আর হাজার দুইএর কম আন্‌বে?"

জামাতা—"আপনি কি বল্‌ছেন। কলেজে পড়াই, মাসকাবার হ'লে মাহিনাটী আনি। ঘুষ দেবে কে। তা' ছাড়া আমরা যদি ঘুষখোর হ'ব, ছাত্রগণ আমাদের কি দেখে তা'দের নৈতিক জীবন গঠন করবে।"

দাদাশ্বশুর—"আরে, থাম থাম, তোমার লেকচার থামাও। আমি কি কলেজের প'ড়ো যে আমার কাছে ধর্ম্মের বড়াই ক'রে পার পাবে? আমি তোমার মত ঢের ধর্ম্মষাঁড় দেখিছি। আমরাই বা কি করি, লোকের কাছে বড়াই কর্ত্তে ছাড়ি কি? তবে আমার কাছে অতটা ভাল নয়।

এই "নাৎজামাই দাদাশ্বশুর সংবাদ" হইতে কি আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিনা যে সাধু ভিন্ন সাধু বিচার অন্যে করিতে পারে না। সুতরাং সাধুসঙ্গ করণীয় বলিয়া সাধু নির্ণয়ের জন্য আমাদের বিষয় মগ্ন মনকে নিয়োজিত করা উচিত নহে। অপৌরুষেয় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট সাধুই সাধুপদবাচ্য অন্যে নহে। শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিতেছেন, যজ্ঞশীল ব্যক্তি সাধুত্তম নহেন, মায়াবাদ দুষ্ট হৃদয় বেদান্ত রত সাধুশ্রেষ্ঠ নহেন, পঞ্চোপাসকী সমাজের বিষ্ণুউপাসক ও সাধুশিরোমণি নহেন, একমাত্র ঐকান্তিক স্বতন্ত্রদেব দেবী পূজাবিরত বৈষ্ণবই সাধুকুলললাম। গরুড়পুরাণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে॥
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।
একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্॥

অনেকের ধারণা সাধু বলিতে যাঁহারা জটাজুটা ধারণ ও ভস্মে দেহাবরণ পূর্ব্বক রোগ আরোগ্য করিতে পারে, অর্থ কষ্ট ঘুচাইয়া সৌভাগ্যবর্দ্ধনের সহায়তা করে, অন্যান্য সাংসারিক দুঃখ মিটাইয়া জড় সুখভোগের সুবিধা করিতে পারে ও অদ্ভুত অদ্ভুত বুজরুগি দেখাইতে পারে তাহাদিগকে বুঝায় নচেৎ কি সাধু! আলৌকিক ঘটনা নাই, রোগ সারান নাই, বিপদ কাটান নাই তো কিসের সাধু। তাহারা জানেনা যে ঐন্দ্রজালিককে সাধুপদে বরণ করিতে নাই তাহাতে সাধুর অবমাননা হয় মাত্র। আবার অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত সাধারণ সম্প্রদায়ের ধারণা যে যাহারা জগৎকে বিবর্ত্তজ্ঞানে অর্থাৎ মায়া-জনিত ভ্রমে কল্পিত জগৎ সত্য বলিয়া পরিলক্ষিত হয় মাত্র, নচেৎ তাহার বাস্তব অস্তিত্ব নাই ঐ মত প্রচার পূর্ব্বক সেই ভ্রম হইতে মোক্ষ লাভই চরম লক্ষ্য বোধে অহংগ্রহোপসানায় মত্ত থাকেন ও সার্ব্বজনীনত্ব শব্দের কুব্যাখ্যা করিয়া পঞ্চোপাসনার প্রশ্রয়দান পূর্ব্বক নিজেকে উদার মতাবলম্বী বলিয়া প্রচার করিয়া হেয় সাম্প্রদায়িকতা হৃদয়ে পোষণ করেন তাহারাই যথার্থ সাধু। অনুশীলনাভাবে তাঁহাদের অবগতি নাই যে যথার্থ সাধুগণ এ শ্রেণীর জনগণকে মায়াবাদী ধর্ম্মধ্বজী বস্তুতঃ নিরীশ্বর জ্ঞানে তাহাদের সঙ্গ সাবধান হইয়া বর্জ্জন পূর্ব্বক হরিসেবারত থাকেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন,—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ হয় বৈষ্ণব আচার।

বর্জ্জিলে এ সব সঙ্গ সাধুনিন্দা নয়।
ইহাকে যেই নিন্দা বলে সেই বর্জ্জ্য হয়॥"

শ্রীহরিনাম চিন্তামণি (৫০ ও ৫১ পৃঃ)

শেষোক্ত সাধুনামধারী ফল্গু বৈরাগ্যযাজী মোক্ষাভিমানিজনগণ কৃষ্ণ-সেবা ত্যাগ করিয়া বহ্বায়াসলব্ধ উন্নতাবস্থা হইতে পতিত হয়, ফল্গু জ্ঞানে "মুক্ত হইনু" বলিয়া মনে করে, কিন্তু বুঝেনা যে বস্তুতঃ ভক্তই মুক্ত অভক্ত মুক্তিলাভ করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতকার মহামুনি লিখিতেছেন—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরংপদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

(১০।২।৩২)

যোগিগণ ইন্দ্রিয় দমনের জন্য যোগাভ্যাস করেন, কিন্তু যদি হরি-সেবা না হয় সে ইন্দ্রিয়দমনেও সাধুত্ব হয় না, সে কেবল কতকগুলি কসরৎ শিক্ষা করিয়া বিভূতি সঞ্চয় মাত্র। বিভূতি সঞ্চয় যদি সাধুত্ব হইত, তাহা হইলে ভোজবাজীকর বেদেরা পূজার পাত্র হইত, অঘটন ঘটনাপটুত্ব যদি সাধুত্বের লক্ষণ হইত, তাহা হইলে যে সকল পাশ্চাত্য চিকিৎসক পঞ্চ মকারের দাস হইয়াও মানুষের উদর কর্ত্তন করিয়া তদন্তর্গত স্ফোটকের অস্ত্র করিয়া আবার চর্ম্মসীচন দ্বারা রোগী বাঁচাইতেছেন তাঁহারা পারমার্থিক সাধু বলিয়া পরিগণিত হইতও তাঁহাদিগকেই গোস্বামি পদে বরণ করিত, আর সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন সাধুত্বের পরিমাপক হইলে গ্রহাচার্য্যগণই পারমার্থিক আচার্য্য হইয়া দাঁড়াইতেন। অধিকন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে যোগীগণ যোগাভ্যাস করিতে করিতে কিছু বিভূতি সিদ্ধি হইলেই তাহাতেই আটকাইয়া যায়; যোগের যে ঈপ্সিত ফল চিত্তবৃত্তিনিরোধ তাহা ভুলিয়া গিয়া পতিত হয়, "পতন্ত্যধঃ।" আর সাধারণ যোগীর কথা কি—

বিশ্বামিত্র পরাশরাদি মহামনীষিবৃন্দও বহুকাল তপোযোগ সাধনা সত্ত্বেও বহু তপোবল লাভ করিয়াও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন নাই, অবৈধরূপে শকুন্তলা দ্বৈপায়ন প্রভৃতির পিতৃত্ব তাহার প্রমাণ। সুতরাং সাধুভ্রমে যোগিসঙ্গ আত্যন্তিক মঙ্গলেপ্সু জনের পরিত্যাজ্য আর ধর্ম্মকর্ম্মরত ব্যক্তিগণের সাধুত্বের পরিমাণ কতদূর দেখা যাউক। শ্রীমদ্ভাগবতে সূত কহিতেছেন,—

"ধর্ম্মঃস্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এবহি কেবলং॥" (১।২)

সুষ্ঠুভাবে আচরিত ধর্ম্ম যদি শ্রীহরিকথাতে রতি উৎপাদন না করে, তাহা হইলে সে ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে পণ্ডশ্রম হয় মাত্র, তাহাতে জীবের চরম সিদ্ধি হয় না। আর যে স্বয়ং সিদ্ধ নহে সে অপরের সাধনের কি সহায়তা করিবে, এবং তাহার সঙ্গে শ্রীহরিসেবা হইতে দূর দইতে দূরতর প্রদেশে নীত হইয়া তাহারই ন্যায় পণ্ডশ্রমজনক স্বীয় মঙ্গল বিস্মারক অনুষ্ঠান সমূহে দিন যাপন করিতে হয় সুতরাং এরূপ ফল্গু ধার্ম্মিকের সঙ্গও বর্জ্জ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে আবার উক্ত হইয়াছে—

"নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"

যাহার ধর্ম্ম্যকর্ম্ম বিরাগ উদ্দেশে কৃত হয় নাই, আবার ধর্ম্মজাত বিরাগ তীর্থপাদ শ্রীকৃষ্ণসেবার উদ্দেশে বিহিত হয় নাই, সে ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃত, কেন না তাহার জীবন বৃথা কর্ম্মে অতিবাহিত হইতেছে।

একমাত্র কৃষ্ণৈকশরণ ভক্তই যে সাধু তাহার আরও অসংখ্য প্রমাণ উদ্ধার করা যায়, প্রবন্ধ বিস্তার ভয়ে বিরত হইলাম। সেই ঐকান্তিক বৈষ্ণব চূড়ামণি সঙ্গব্যতিরেকে জীবের আর অন্য উপায় নাই।

পূর্ব্বেই গীতোক্ত শ্লোক দ্বারা সাধুসঙ্গের প্রক্রিয়া যে বৈষ্ণব সেবা তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বৈষ্ণব সেবার অশেষগুণ। স্বয়ং শিব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন।

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনং ॥"

(নারদ পঞ্চরাত্রে)

অখিল আরাধ্য তত্ত্বের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই পরতত্ত্ব, সর্ব্বোচ্চ; কিন্তু তদপেক্ষাও তদীয় অর্থাৎ বৈষ্ণবের সম্যক্ পূজাই শ্রেষ্ঠ, কেননা বৈষ্ণব পূজন ব্যতিরেকে বিষ্ণুপূজা পূর্ণ নহে। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন

ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা,

সাধুসঙ্গের ফলে অবৈষ্ণবও ভক্ত হয়। আদিপুরাণে উক্ত আছে,

"সাধুসঙ্গপবিষঙ্গাদসাধোরপি সাধুতা।
অগাঙ্গমপি গাঙ্গং স্যাদ্ গঙ্গায়াং পতিতং পয়ঃ ॥"

গঙ্গাতে পতিত পয়ঃপ্রণালীর জলও যেমন গঙ্গাজল হইয়া যায়, সেইরূপ সাধুসঙ্গগুণে অসাধুজনও সাধুতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন।

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥"

ভাগবতজনের সঙ্গের যে ফল তাহার বিন্দুমাত্রেরও তুলনায় স্বর্গাদি নিতান্ত তুচ্ছ। এরূপ বৈষ্ণবের কৃপা প্রাপ্ত জনের ভাগ্যের সীমা নাই। হায় হায় এমন পতিত পাবন বৈষ্ণবে আমার শ্রদ্ধা হইল না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় আমার জন্য পদ রচনা করিয়াছেন—

"কিরূপে পাইব সেবা আমি দুরাচার।
শ্রীগুরু বৈষ্ণবে রতি না হ'ল আমার।। ইত্যাদি

ঠাকুর মহাশয়েরই বৈষ্ণব মহিমা পদটী গাহিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

ঠাকুর বৈষ্ণব পদ অবনীর সুসম্পদ,
শুন ভাই হঞা একমন।
আশ্রয় লইয়া সেবে সেই কৃষ্ণ ভক্তি লভে
আর সব মরে অকারণ ।।

বৈষ্ণব চরণ জল প্রেমভক্তি দিতে বল
আর কেহ নহে বলবন্ত।
বৈষ্ণব চরণ রেণু মস্তকে ভূষণ বিনু
আর নাহি ভূষণের অন্ত ।।

* * * * * * *

বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ
সদা হয় কৃষ্ণপরসঙ্গ।
এ অধম বড়দুঃখী প্রভু মোরে কর সুখী,
মোর দশা কেন হইল ভঙ্গ।

বৈষ্ণবপাদোদকপিপাসু
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন এম্ এ (কবিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী)
কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসন।

শ্রীশ্রীগৌরজন্মভিটা যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুরে
শ্রীশ্রীগৌরজন্ম
মহামহোৎসব ।

বিগত ২১শে ফাল্গুন দোলপূর্ণিমা দিবস হইতে দিবসত্রয় শ্রীশ্রীগৌর জন্মভিটা যোগপীঠস্থ শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া মন্দিরে শ্রীজন্মমহামহোৎসব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা পরম সমারোহে নিষ্পন্ন হইয়াছে। মহামহোৎসবের কয়েক দিবস প্রসাদ সেবন, পাঠ, ব্যাখ্যা, শুদ্ধ নামকীর্ত্তন, পরমহংস গোস্বামী প্রমুখাৎ শ্রীহরি কথা শ্রবণ ইত্যাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলন এবং মনোহরসাহী কীর্ত্তনাদি আনুষঙ্গিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল।

মহামহোৎসব ব্যাপারে শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা সংশ্লিষ্ট ভক্তবৃন্দ এবং যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস বি এল, খুলনা জজকোর্টের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি, আচার্য্যত্রিক শ্রীযুক্ত নয়নাভিরাম ভক্তিশাস্ত্রী, আচার্য্যত্রিক শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ হালদার ভক্তিভূষণ প্রমুখ বঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে সমাগত সংখ্যাতীত ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল।

২৩শে ফাল্গুন শনিবার অপরাহ্নে শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার কার্য্যকরী সমিতির বার্ষিক অধিবেশন এবং সায়াহ্নে সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

২৪শে ফাল্গুন রবিবার স্থানীয় হিন্দুমুসলমান অধিবাসিবৃন্দের নিকট "খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা" বলিয়া পরিচিত চাঁদ কাজীর বৃত্তান্ত স্মারকস্থলী শ্রীবাসঙ্গনে পরম ভাগবত শ্রীমান্ প্রাচীন ভক্ত শ্রীযুক্ত ললিত লাল ভক্তিবিলাস মহাশয়ের প্রযত্নে বৈষ্ণব মহোৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল।

শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার কার্য্যকরী সমিতির বিবরণ।

শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দিরে বিগত ২৩শে ফাল্গুন ১৩২৬ ইং ৬ই মার্চ্চ, ১৯২০ ২রা বিষ্ণু ৪৩৪ গৌরাব্দ শনিবার অপরাহ্ণে শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণীর সভার কার্য্যকরী সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হয়।

উপস্থিত—সভাপতি পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামি ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর।

শ্রী বিষ্ণুদাস ভক্তিসিন্ধু
শ্রীশ্যামদাস ব্রহ্মচারী
শ্রীজগদীশ ভক্তিপ্রদীপ বি এ
শ্রীবনমালি ভক্তানন্দ
শ্রীরামগোপাল দত্ত বিদ্যাভূষণ এম এ
শ্রীহরিদাস নন্দী
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন এম এ
শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী
শ্রীকুঞ্জ বিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী
শ্রীনয়নাভিরাম ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীলোকনাথ দাসাধিকারী
শ্রীযশোদানন্দ ভাগবত ভূষণ
শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী
শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন
শ্রীজনার্দ্দন দাসাধিকারী
শ্রীঅনন্তবাস ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি এ
শ্রীনটবর পোদ্দার
শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি
শ্রীসখীচরণ রায়
শ্রীশচীন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস বি এল।

কার্য্যাবলী :—যথাবিধি প্রস্তাব অনুমোদন ও সমর্থনের পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় যে :—

১। (ক) কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি মহারাজ গিরিজা নাথ রায় বাহাদুরের অভাবে শ্রীসভা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করা হয়।

তাঁহার উপযুক্ত পুত্র মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশ নাথ রায় বাহাদুরকে এই সভায় প্রস্তাব জ্ঞাপন করা হউক ও তাঁহাকে এই সভার কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

(খ) এই সভার হিতৈষী, সেবা সমিতির সভ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তিতে শোক প্রকাশ করা হয় ও তাঁহার পুত্র আলিপুরের উকীল শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ ভট্টাচার্য্য বি এল মহাশয়ের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করা হউক।

(গ) শ্রীসভার অন্যতম সদস্য হাইকোর্টের প্রবীণ উকীল কিশোরী লাল সরকার এম্ এ বি এল মহোদয়ের পরলোক গমনে দুঃখ প্রকাশ করা হয় ও তৎ পুত্র খুলনার সিভিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত সরসী লাল সরকার এম্ এ এল এম এস্ মহাশয়ের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করা হউক।

২। নিম্নলিখিত ভক্তগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়:—

(ক) শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার জন্য শ্রীযুক্ত হীরালাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রনাথ সাহা ও শ্রীযুক্ত নরহরি ব্রহ্মচারী।

(খ) মহামহোৎসব ব্যাপারে সুব্যবস্থার জন্য শ্রীযুক্ত লোকনাথ দাসাধিকারী।

৩। শ্রীমায়াপুর সংলগ্ন ভূমিতে বহু ব্যয়ে দীর্ঘিকা খনন দ্বারা শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহের সেবার, ভক্তগণের ও জন সাধারণের জল কষ্ট নিবারণ করার নিমিত্ত এই সভা শ্রীতিনকড়ি নন্দী মহাশয়কে "ভক্ত সুহৃৎ" উপাধিতে মণ্ডিত করেন।

৪। এবৎসরের শ্রীসজ্জন তোষণী পত্রিকায় ৬৪ পৃষ্ঠায় সার্ব্বভৌম উপাধি পরীক্ষার ফল যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা গৃহীত হইল।

৫। এবৎসর নানা কারণে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়া উঠে নাই। দুই মাস পরে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

৬। নিম্নলিখিত ভগবদ্ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তিগণ শ্রীসভার কার্য্যকরী সমিতির সভ্যপদ গ্রহণে সম্মত আছেন বিজ্ঞাপিত হইলে, তাঁহারা নূতন সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইলেন।

(ক) রাজর্ষি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার রায় মহোদয়,
জমিদার ৫০নং নন্দরাম সেনের লেন, কলিকাতা।

(খ) শ্রীযুক্ত তিনকড়ি নন্দী ভক্তসুহৃৎ
ব্যবসায়ী ১৩ নং এণ্টনি বাগান লেন, কলিকাতা।

(গ) শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ সরকার
আর্ম্মিন্যান্ডি ডিপার্টমেণ্ট, হেষ্টিংস খিদিরপুর কলিকাতা।

(ঘ) শ্রীযুক্ত রামলাল ঘোষ
বালুর ঘাট দিনাজপুর।

৭। হিসাব পর্য্যালোচনী সমিতির প্রদত্ত বিগত বর্ষের মুদ্রিত আয় ব্যয়ের হিসাব গৃহীত হইল, পরবর্ত্তী বৎসরে হিসাব কার্য্য সমিতির অব্যবহিত পরেই পাঠাইতে হইবে।

৮। উক্ত সমিতির প্রস্তাবিত একজন সহকারী হিসাব রক্ষক ও একজন সহকারী কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত পদে নির্ব্বাচিত হইলেন—

সহকারী কোষাধ্যক্ষ—নূতন পদ শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত এম্ এ এস্ আর।

সহকারী হিসাব রক্ষক—নূতন পদ শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবত ভূষণ।

আয় ব্যয় পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রমের স্থলে শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্তের স্থলে শ্রীযুক্ত জগদীশ ভক্তি প্রদীপ বি এ।

১১। শ্রীসভার পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ বিগত ৮ই মাঘে কার্য্য পরিত্যাগ করায় শ্রীযুক্ত প্রবোধানন্দ দাসাধিকারীকে পূর্ব্বতন কর্ম্মচারীর কার্য্য ভার পূর্ব্বপদ্ধতি মতে দিবার ব্যবস্থায় অদ্য হইতে তিন মাসের জন্য নিযুক্ত করা হইল। পরে তাঁহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। তাঁহার বিগত কার্য্যের জন্য তাঁহাকে এককালীন ২৫৲ পঁচিশ টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হউক।

সর্ব্বশেষে সভাপতি প্রণামান্তে অপরাহ্ণ সার্দ্ধ ৫ ঘটিকা কালে সভা ভঙ্গ হয়।

সাধারণ সভার অধিবেশন।

ঐ দিবস কার্য্যকরী সমিতির সভাভঙ্গের অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল পরে সায়াহ্নে ছয় ঘটিকা সময়ে নাটমন্দিরে শ্রীসভার সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। গগনে ঘন ঘোর ঘটা ও তৎপরে ভীষণ বর্ষণ সত্ত্বেও সভাটী বহু জনাকীর্ণ হইয়াছিল। তন্মধ্যে উপরি লিখিত কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনে যে সকল ভক্ত মহাত্মা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা এ সভার ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। অধিকন্তু নিম্নলিখিত বিবুধ মণ্ডলী ও ভক্তগণের নাম ও সংগৃহীত হইয়াছিল। ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগ দেখিয়া শ্রীমায়াপুরের মাঠ হইতে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সীতারাম ন্যায়াচার্য্য শিরোমণি মহাশয় সভায় আসিতে আসিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন।

নবদ্বীপের অধ্যাপক মণ্ডলী ও তদীয় নির্ব্বাচিত অন্তেবাসিগণ :—

১। শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন

৩। শ্রীযুক্ত অহিভূষণ স্মৃতিরত্ন

৪। " শশাঙ্কভূষণ তর্কতীর্থ

৫। " যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ

৬। " ত্রিপথ নাথ কাব্যব্যাকরণ স্মৃতিতীর্থ

৭। " যোগেশ চন্দ্র স্মৃতিরত্ন

৮। " ললিত মোহন কাব্যতীর্থ

৯। " বনমালি তর্কতীর্থ

১০। " কৃষ্ণধন কাব্যতীর্থ

১১। " শৈলেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ

১২। " নিখিলানন্দ কাব্যতীর্থ

১৩। " প্রসন্ন কুমার ব্যাকরণ তীর্থ

১৪। " রাজবল্লভ ভট্টাচার্য্য

১৫। " প্রমথ নাথ গোস্বামী

১৬। " যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য

১৭। " পার্শ্বনাথ ব্যকরণ তীর্থ

১৮। " রজনী কান্ত ভট্টাচার্য্য

১৯। " যাদব চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

২০। " গুণেশ্বর ভট্টাচার্য্য

২১। " কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

২২। " বিশ্বেশ্বর ব্যাকরণ তীর্থ

২৩। " চৈতন্য চরণ চট্টোপাধ্যায়

২৪। " রোহিণী কান্ত চক্রবর্ত্তী

২৫। " রজত চন্দ্র ব্যাকরণ তীর্থ

২৬। " বিনোদবিহারী গোস্বামী

২৭। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
২৮। " মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
২৯। " নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
৩০। " জিতেন্দ্র নাথ গোস্বামী
৩১। " অশ্বিনী কুমার ভট্টাচার্য্য
৩২। " যোগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য
৩৩। " পার্ব্বতী চরণ ভট্টাচার্য্য
৩৪। " রোহিণী কান্ত ভট্টাচার্য্য
৩৫। " তারিণীচরণ ভট্টাচার্য্য
৩৬। " সূর্য্যকান্ত ব্যাকরণ তীর্থ।

কার্য্যকরী সমিতি সভায় উপস্থিত সভ্যগণ ব্যতীত অন্যান্য ভক্ত

শ্রীযুক্ত হীরালাল গোস্বামী
" আচার্য্যদাস দেবশর্ম্ম পঞ্চরাত্রাচার্য্য
" শচীদুলাল অধিকারী
" অমূল্যচরণ সরকার
" পীযূষ কান্তি ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকা)
" রামলাল ঘোষ
" উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী
" প্রমথ নাথ রায়
" রাম নারায়ণ দাসাধিকারী
" হরিদাস অধিকারী
" মুকুন্দ বিনোদ দাস বাবাজী
" রসিকলাল নাগ
" কর্ণধর সাহা

শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ হালদার ভক্তিভূষণ
" গজেন্দ্রনাথ সাহা
" সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ
" অকিঞ্চন দাসাধিকারী
" শীতলচন্দ্র বসু
" যামিনী কান্ত মিত্র
" ব্রজমোহন দাসাধিকারী
" প্রবোধানন্দ দাসাধিকারী
" সনাতন দাসাধিকারী
" রঘুনাথ ব্রহ্মচারী
" কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী
" রাধানাথ দাসাধিকারী
" বঙ্কবিহারী দাসাধিকারী
" প্রমথনাথ ঘোষ

পরমহংস স্বামী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহাশয়ের প্রস্তাবে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অহিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

তৎপরে ক্রমে ক্রমে কার্য্যকরী সমিতির সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি ও বিগত বর্ষের হিসাব গৃহীত হইলে দিনাজপুর মহারাজসভার দ্বার-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিতীর্থ উঠিয়া প্রথমে স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন। তৎপরে তিনি বৈকুণ্ঠগত দিনাজপুর মহারাজের গুণাবলী বিবৃত করেন। তৎপরে তিনি বর্ত্তমান শ্রীমায়াপুরই যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান, যেখানে

তিনি দণ্ডায়মান, সেই স্থানই যে জন্মভিটা এ বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। তিনি পিতৃদেবের নিকট শুনিয়াছেন যে এক্ষণে নবদ্বীপের যে স্থলে তাঁহাদের বাটী অর্থাৎ সহর নবদ্বীপে যেটীকে মহাপ্রভুর বাড়ি বলে সে স্থলে পূর্ব্বে কলুদিগের বাস ছিল ও তাহাকে চিনাডাঙ্গা বলিত। তাঁহার পিতা সেখানে আসিয়া বাস স্থাপিত করেন ও আরও অনেক ব্রাহ্মণ ক্রমে বাস উঠাইয়া সেই থানে অসেন উহা প্রাচীন নবদ্বীপ নহে। আর রামচন্দ্রপুরের দিকে মহাপ্রভুর জন্মস্থান ইহা তিনি পূর্ব্বে শুনেন নাই। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও পণ্ডিত মহেন্দ্র নাথ বিদ্যারণ্য এম এ উভয়েই প্রত্নতত্ত্বে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারা অনেক সরকারি কাগজ দেখিয়া বহুদিন নবদ্বীপের স্থান পরিদর্শন করিয়া, স্থানীয় প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া, সিদ্ধভক্তগণের নির্দ্দেশ লইয়া ও ঠাকুর মহাশয় স্বীয় অপ্রাকৃত অনুভূতি মিলাইয়া যে স্থানে গৌর সুন্দরের জন্মভিটা বলিয়া শ্রীমন্দির স্থাপন করিয়াছেন নবদ্বীপের পণ্ডিত মণ্ডলী সেই স্থানই সত্য সত্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান বিশ্বাস করেন। যে সে লোক স্বার্থান্ধ হইয়া যে সে স্থানে জন্মস্থান দেখাইয়া দিলে তাঁহারা তাহা স্বীকার করিবেন না।

পরে শ্রীযুক্ত নিখিলানন্দ কাব্যতীর্থ উঠিয়া বলেন "এই মায়াপুর ধাম অপ্রাকৃত" এধারণা প্রাকৃত ভোগময় লোকের প্রাকৃত চেষ্টাতে কখনই সেবা বুদ্ধি পরায়ণ লোকের হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে পারিবেনা পরে তিনি বিচার দেখাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার নহেন, স্বয়ং অবতারী পরমেশ্বর প্রমাণ করিলেন।

শেষে সভাপতি মহাশয় উঠিয়া মীমাংসা করিয়া দেন যে বাস্তবিক এই স্থানই শ্রীগৌর ভগবানের জন্মভিটা। যে যতই চীৎকার করুক না কেন বুদ্ধিমান জনের নিকট তাহাদের কথা টিকিবে না। শত শত ফেরুর চীৎকারে যেমন মৃগরাজের আশঙ্কার কারণ নাই সেইরূপ দায়িত্বজ্ঞান হীন

অজ্ঞাতনামা জনগণের দ্বারা সরল বিশ্বাস অজ্ঞানান্ধ জীবের ভ্রমোৎপাদনের সুযোগ ঘটিলেও শিক্ষিত ভদ্র সমাজের যে বিশ্বাস এই ধামই "শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মভিটা" ইহা কথনও অপনোদিত হইবার নহে।

শ্রীধাম পরিক্রমা।

চতুর্দ্দশভুবনপতি প্রেমময়বিগ্রহ অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে আবির্ভূত হইয়া অপ্রাকৃত শ্রীধাম শ্রীনবদ্বীপকে প্রপঞ্চে প্রকট করাইয়াছিলেন। শ্রীমাথুর মণ্ডলের ন্যায় শ্রীগৌড়মণ্ডল ও একবিংশ যোজন, তন্মধ্যভাগে পঞ্চযোজন মতান্তরে ষোলক্রোশ শ্রীধাম নবদ্বীপ। নবদ্বীপের মুলভূমি যোগপীঠ মায়াপুর। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের অভাবে যেরূপ তিনশত বর্ষকাল হইতে প্রাকৃত সহজিয়া, স্মার্ত্ত, গৃহিবাউল ও অন্যান্য অবৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া অভিমান করায় সর্ব্ব সাধারণজনগণ বৈষ্ণবকে সঙ্কীর্ণ হৃদয়, অবৈদিক, কাণ্ডজ্ঞান হীন, শিশ্নোদর পরায়ণ, মূর্খ, আভিজাত্য বর্জ্জিত, সমাজ বিপ্লবকারী ইন্দ্রিয় দাস মনে [redacted] তদ্রূপ শ্রীভগবানের অভিন্ন মাথুর মণ্ডলরূপ শ্রীগৌড়মণ্ডল ও লোক চক্ষুরূপ বিস্মৃতির অতলজলধি গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় স্বীয় উপাস্যদেব শ্রীশচীনন্দনের ইচ্ছায় প্রপঞ্চে শুভাগমন করিয়া জীবগণের হৃদয়ে যে অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফল ভোগ ও নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ মায়াবাদীর প্রচণ্ড তাণ্ডবনৃত্যে ভুবন কম্পিত করিতেছিল তাহা বাধাদিয়া শ্রীমদ্ভাগবত কথিত পারমহংস্য বৈষ্ণব দর্শনালোক দ্বারা পণ্ডিত্যাভিমান অন্ধকার অপসারিত করেন। জড়শৌক্র বংশ অভিমানস্ফীত নামাপরাধী দল নাম

বিক্রয়ে ইন্দ্রিয় তর্পণ ও অপরাধে ডুবিয়া অপরাধময় অবস্থাকেই ভক্তি বলিয়া যে ঘৃণিত কাপট্য ধর্ম্মনামে প্রচার করিতেছিল তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয় প্রদর্শন করেন। সেই মহাত্মা শ্রীধামের আলোক জগতে ব্যক্ত করিয়া শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডল দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও শ্রীজীব গোস্বামী এবং অপরাপর প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর স্বয়ং যে কেবল শ্রীধাম পরিক্রমা করিয়াছেন তাহা নহে তাঁহারা ভক্তগণের জন্য পরিক্রমার নিদর্শনও রাখিয়া গিয়াছেন। সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোভীষ্ট শ্রীগৌরপদাঙ্কিত ভূমির চতুষ্পার্শ্বে এতদিন পরে তাঁহার অনুগত দাসবৃন্দের সেবাফলে এবৎসর শ্রীধাম পরিক্রমা হইয়াছে। আগামীবর্ষে চৌরাশীক্রোশ শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা ও শ্রীধাম পরিক্রমা উভয়ই পরম সমারোহে সম্পন্ন হইবে আশা করা যাইতেছে।

বানপ্রস্থ বাগ্মীপ্রবর মহামহোপদেশক শিক্ষকবর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভান্যতম পাত্র শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভা সদস্য ভক্তিপ্রদীপ শ্রীযুক্ত জগদীশ দাসাধিকারী বিদ্যাবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ভূষণ বি এ মহোদয় স্বয়ং মুক্তপদত্রাণে পরিক্রমা কালে উপস্থিত থাকিয়া প্রত্যেক দ্বীপে শত শত পরিক্রমা যাত্রী সঙ্গে লইয়া গমন পূর্ব্বক শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ গান করাইয়াছিলেন। শ্রীধাম বিরোধী নব্য ভক্তাভিমানী ভক্তিপরিপন্থী প্রতীপগণের দ্বারা যে সকল শ্রীধামে অত্যাচার হইতেছে তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া বিদ্বজ্জগতে ও বৈষ্ণবমণ্ডলীতে "প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব" প্রবন্ধ লিখিয়া যাঁহারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন সেই শ্রীভক্তিপ্রদীপ মহোদয় এবং ব্রাহ্মণ কুলতিলক প্রাচীন অভিজ্ঞ ভাগবতবর বিদ্যাবাচস্পতি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা সম্পাদক শ্রীধাম

প্রচারিণী সভা সদস্য বৈষ্ণবোচিতদৈন্যের আদর্শ মহাত্মা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় দেবশর্ম্ম মহোদয় সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ১৮০ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট প্রাচীন নদীয়ার অবস্থিতি মীমাংসা পুস্তক পরিক্রমা কালে শত শত গ্রন্থ বিনামূল্যে নবদ্বীপ মণ্ডলের চিত্রসহ বিতরিত হইয়াছিল। মেদিনীপুর গাউরী প্রপন্নাশ্রমের প্রাচীন ভক্ত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ ভক্তিতীর্থ মহোদয় স্বয়ং শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ পরিক্রমায় যোগদিতে অসমর্থ হইলেও পরমাগ্রহে তত্রস্থ শুদ্ধ সেবক সম্প্রদায়ের অসংখ্য ভক্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুপ্রাচীন অতিবৃদ্ধ শতাধিক বর্ষীয় প্রবীণ শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ বাসী বেষাশ্রিত ভক্ত শ্রীযুক্ত রাধারমণ দাস বাবাজী মহাশয় শারীরিক অসমর্থতাসত্বেও বাহিকাবলম্বনে পরিক্রমায় যোগদান করেন। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু সন্তান মাধ্বগৌড়েশ্বরাচার্য্য শ্রীযুক্ত হীরালাল গোস্বামী মহারাজ বহু সংখ্যক ভক্ত সহ পরিক্রমার সংখ্যাগত বলবৃদ্ধি করেন। শ্রীধামের সর্ব্ব প্রধান ভূম্যধিকারীগণের বিষয় ধুরন্ধর পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম্,এ মহোদয় পরিক্রমা সমিতির সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন এবং পরিক্রমায় স্বয়ং যোগদান করেন। ফরিদপুর ডোমেসার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রাজর্ষি ব্রজেন্দ্র কুমার রায় মহোদয় স্বয়ং মুক্তোপানৎকে অসীম সহিষ্ণুতাসহ শ্রীধামের সকল স্থান পরিক্রমা করেন। বিগত ১৭ই ফাল্গুন রবিবার হইতে দিবস চতুষ্টয়ে শ্রীধাম পরিক্রমা কার্য্য পরম সুচারুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। পরিক্রমাকালে পরম পবিত্র চরিত্র বিরক্ত বৈষ্ণব মাত্রই যোগদান করেন। শুদ্ধভক্তের সমষ্টিও কয়েক শত হইবে এতদ্ব্যতীত অসংখ্য ধর্ম্মপ্রাণা ভদ্রমহিলা ও এই পরিক্রমায় অনুগমন করেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুত হরিপদ ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যারত্ন এম্ এ মহাশয় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনস্থ ভক্তগণ সহ পরিক্রমায় যোগদান করেন। সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ,

ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ মোদদ্রুমদ্বীপ, ও রুদ্রদ্বীপ, আটটী দ্বীপের সর্ব্বত্রই পরিক্রমা সুষ্ঠুভাবে বিহিত হইয়াছে। অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ এবং শ্রীযোগপীঠ হইতে পরিক্রমা নির্গত হইয়া পুনরায় ভক্তগণ চারিদিবস পরে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে উপস্থিত হন। পরিক্রমাকারী যাবতীয় শুদ্ধ ভক্তগণ শ্রীভক্তিরত্নাকর লিখিত পরিক্রমা ও গ্রন্থোক্ত প্রত্যেক গ্রামের প্রাচীন কাহিনী শ্রবণ করিয়া শ্রীধামের বিশিষ্ট কৃপা লাভ করিয়াছেন। শ্রীধামের কথা লইয়া বিতণ্ডা প্রজল্পকারিগণের মধ্যে যে পরিক্রমা নামে বৈষয়িক প্রবৃত্তি দেখা গিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে বায়ু রাশির অন্তরালে বিলীন হইয়াছে। অত্যাচার কারিগণের মধ্যে সখী ভেকী দলের কয়েকটী লোক। গৃহিবাউলের কয়েকটী লোক, প্রাকৃত সহজিয়া দলের কৃত্রিম ভাব প্রদর্শনকারী কয়েকটী পুরুষ ও ততোধিক স্ত্রীলোক লইয়া বিশৃঙ্খলভাবে যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন তৎ সম্বন্ধে সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে সাধু নিন্দক ও নানা শ্রেণীর বাউরী কেশ সম্পন্ন বীটিকা ভক্ষণকারী বাচালতায় পটু ২।১ জন তড়িতের ন্যায় দেখা দিয়া পরিক্রমায় ভ্রমণ করিতে অসমর্থ হইয়া ভিন্ন স্থানে চলিয়া যান। কেহ কেহ আবার অন্যত্র ভাড়া লইয়া প্রচার কার্য্যে ব্রতী হন।

বঙ্গদেশের অনেক ভূম্যধিকারী ভক্তবৃন্দ পরিক্রমার ব্যয়ভার বহন করিবেন প্রতিশ্রুত হন। স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর এই কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। ভক্তবর শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস অধিকারী ভক্তিসিন্ধু মহাশয়ের নাম সঙ্কীর্ত্তনে এবং সাউরীর প্রপন্নাশ্রমস্থ ভক্তগণের সঙ্কীর্ত্তনে স্থাবর জঙ্গম সমবেত চিদ্ধামে হরিলীলার প্রাকট্য প্রদর্শন করাইয়াছিলেন চতুর্দ্দশমৃদঙ্গ ও করতালাদির নিঃস্বন ও ভক্তগণের অবিরাম হরিনাম গানে শ্রীধামের অনির্ব্বচনীয় [illegible] যাহারা প্রত্যক্ষ করিলেন তাঁহারাই ধন্য।

ভাড়াটিয়া বক্তার বদলে হরিসেবাপর ধর্ম্মপ্রাণ কতিপয় বক্তা পরিক্রমা সংহতিতে সর্ব্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন, ভাড়াটিয়া গায়কের পরিবর্ত্তে সহৃদয় শুদ্ধনাম পরায়ণ ভক্তগণ অনুক্ষণ নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, ভাড়াটিয়া বৈষ্ণববেষাশ্রিতের পরিবর্ত্তে যথার্থ পবিত্র চরিত্র বিরক্ত ভক্তগণের সঙ্গে পরিক্রমা করিয়াছেন, ভাড়াটীয়া মার্দ্দঙ্গিকগণের উপস্থিতি সত্ত্বেও গীতি কলাবিদ্যাকুশল পণ্ডিত শ্রীঅনন্ত বাস ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ স্বয়ং [illegible]রিদিবস কাল শ্রীমৃদঙ্গে শব্দব্রহ্মের আবাহন করিয়াছিলেন। কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠালুব্ধ কোন ভাড়াটীয়া বক্তা, গায়ক, বাদক, বৈষ্ণব [illegible]ধারী, মন্ত্রজীবি, শৌক্র পরিচয়ে স্ফীত অহঙ্কারী জীবগণের মহাত্ম্য পরিক্রমা স্থলে বর্দ্ধমান হইতে পারে নাই। এইবার প্রকৃত ভক্তগণ [illegible]দয়ে পরিক্রমা দ্বারা নিরপরাধে শ্রীগৌর ধামের সেবা করিয়াছেন। পরমভাগবত আচার্য্যত্রিক শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীযুত যশোদানন্দন ভাগবত ভূষণ শ্রীযুত গজেন্দ্র নাথ সাহা শ্রীযুত হরিপদ দাসাধিকারী শ্রীযুত নটবর পোদ্দার শ্রীযুত মদন মোহন দাসাধিকারী শ্রীযুত সনাতন ব্রহ্মচারী, আচার্য্য শ্রীযুত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, শ্রীচৈতন্য মঠের শ্রীযুত নরহরি ব্রহ্মচারী ও বর্ষীয়ান বিরক্ত ভক্ত শ্রীযুত ললিতাপ্রিয় দাস বাবাজী শ্রীযুত মুকুন্দ বিনোদ দাস বাবাজী শ্রীযুত যোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার শ্রীযুত রাধামাধব দাস বাবাজী মহাশয় প্রভৃতি পরিক্রমার নানাকার্য্যে যারপর নাই সহায়তা করিয়াছেন।

পরিক্রমা কালে মহামহোৎসবের সুষ্ঠু অনুষ্ঠান শুদ্ধ ভক্তগণের পথশ্রম জন্য ক্লেশ অপনোদন করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এরূপ বৃহৎ অনুষ্ঠানে প্রচুর লোকসমাগমেও শ্রীমায়াপুর চন্দ্রের কৃপায় ও তদীয় নিজজন শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের অনুকম্পায় কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটে নাই। সকলেই নির্ব্বিঘ্নে শ্রীমায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কুলিয়া নবদ্বীপে বনচারীর বিপিনের ন্যায় কাকোড়ের মাঠে গৃহিবাউল সম্প্রদায়ের একটী ছাউনী হইবার অধিবাস দিবসে যে বজ্রনির্ঘাত করকাপাত ও অতিবৃষ্টি প্রভৃতি দুর্লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল তাহাতেই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতিকূল ইচ্ছার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ ছাওনীওয়ালাগণ নানা লোকের অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটি গ্রাম পত্তন করিবেন স্থির করেন। শুদ্ধভক্তগণ বলেন যে কনক কামিনী প্রতিষ্ঠার বশবর্ত্তী হইয়া কোন কার্য্য করিলে গৌর-সেবা হয় না; ভক্তগণ সহ প্রচ্ছন্ন শত্রুতাই করা হয়। দুঃসঙ্গ বর্জ্জন পূর্ব্বক ঐকান্তিক হইয়া হরিসেবা করিলে আত্মঘাতী হইতে হয় না। শ্রীগৌরহরির নিত্যধাম যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর। রামচন্দ্রপুরে যতই না কল্পনাবলে ছাউনী হউক তাহা স্থায়ী হয় না। শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত প্রভৃতি কুলিয়াবাসীগণ শ্রীগৌরহরি ও শ্রীমায়াপুরের নিত্য অধিবাসীগণের যতই কেন বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই এবং পরিশেষে নিজকৃত অপরাধ প্রশমিত করাইতে বাধ্য হন।

শ্রীধামের প্রতি অবজ্ঞাকারী অত্যাচারী দল যে পরিক্রমা বাহির করা সুষ্ঠু মনে করেন তাহা মোদদ্রুমদ্বীপ হইতে বাহির হওয়ায় রুদ্রদ্বীপে প্রথমেই আসিতে হইয়াছিল। ভক্তিরত্নাকরের মতে দক্ষিণ পরিক্রমায় সীমন্তদ্বীপে আসিতে হইলে রুদ্রদ্বীপ দিয়াই আসিতে হয় না একথা অন্ধেও ধরিয়া ফেলিতে পারে। কই শ্রীমায়াপুর অন্তর্দ্বীপ হইতে দক্ষিণাবর্ত্ত পরিক্রমায় রুদ্রদ্বীপে যাইতে হইল না কেন? নতুবা কাকোড়ের মাঠ হইতে অর্থাৎ মোদদ্রুমদ্বীপ বা রুদ্রদ্বীপের অংশ বিশেষ হইতে বামাবর্ত্তে পরিক্রমা হয় না একথা সকলেই জানেন। কাকোড়ের মাঠের পশ্চিমে গঙ্গা ও তৎপশ্চিমে কুলিয়া না হইয়া জান্নগর হয় কেন? সাথকুলিয়া ধোপাদি গ্রামের পূর্ব্বে গঙ্গা ও তৎপূর্ব্বে মায়াপুর নবদ্বীপ না থাকিয়া

পারে। চক্ষু কর্ণকে জড়ে ফাঁকিও দেওয়া কঠিন। অত্যাচারীর দল কাকোড়ের মাঠকে নদীয়া বলায় ও সাথকুলিয়াকে কুলিয়া বলিয়া দুইবার লোকের চক্ষে ধুলিদিয়া এবার পরিক্রমা করিতে আদৌ রুদ্রদ্বীপে বামাবর্ত্তে গিয়া তৃতীয় বার ধরা পড়িলেন। রুদ্রদ্বীপ হইয়া পরে সীমন্তদ্বীপ পাইলেন। বৈষ্ণববজ্ঞার ইহাই ফল।

দীক্ষিত।

শ্রীভার্গবীয় মনুসংহিতা ও শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিবিধ জন্মের কথা উল্লিখিত আছে। বেদশাস্ত্রে ত্রিবিধ জন্মের কথা বিভিন্ন শাখায় উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদিক সন্দর্ভগুলিও সেই কথাই প্রমাণ করে।

শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ এই তিন প্রকার জন্ম বেদে কথিত আছে। বিশুদ্ধ পিতা মাতা হইতে জন্মের নাম শৌক্র জন্ম, আচার্য্যের নিকট গায়ত্রী উপদেশ লাভই সাবিত্র জন্ম এবং যাজ্ঞিকানুষ্ঠানে বৈদিকী দীক্ষালাভ করিলে দৈক্ষ জন্ম হয়। শৌক্র জন্মই আদি, তাহাতে সংস্কারের কোন কথা নাই। শূদ্রের সংস্কারাদি বিধেয় নহে। অশূদ্র, আচার্য্যের নিকট গায়ত্রী উপদেশরূপ সংস্কার গ্রহণ করিয়া গুরুকুলে বেদাধ্যয়ন করেন উহাই তাঁহার সাবিত্র জন্ম। আনুষ্ঠানিক যজ্ঞে কৃতিত্ব লাভ করিতে হইলে দীক্ষা গ্রহণ নামক দ্বিতীয়বার সংস্কার দ্বারা জীবের তৃতীয় জন্ম হয়। অশূদ্র জীব দ্বিতীয় জন্মে দ্বিজ ও তৃতীয় জন্মে ত্রিজ হন্। ব্রাহ্মণেরই তৃতীয় জন্ম অর্থাৎ দৈক্ষ জন্ম হয়। ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের তৃতীয় জন্ম নাই। ব্রহ্মকুলে জাতব্যক্তি দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিতে পারেন, কিন্তু ষোল বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে তাঁহার সাবিত্র সংস্কার গৃহীত না হওয়ায়

দ্বিজ নামের পরিবর্ত্তে ব্রাত্য সংজ্ঞা হয়। ২০ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি দ্বিজ সংস্কার গ্রহণ করিলে ক্ষত্রিয় হইতে পারেন ও দ্বাবিংশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত বৈশ্য সংস্কার গ্রহণ করিতে পারেন। তদুত্তরকালে দ্বিজাখ্যা অপনোদিত হইয়া ব্রাত্য নামে আখ্যাত হন্।

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর পর্য্যন্ত বৈদিক অনুশাসন উত্তরোত্তর হ্রাস হইতেছিল। কলির সমাগমে ধর্ম্মের ত্রিপাদ হ্রাস হওয়ায় ও চতুর্থ পাদ আক্রান্ত হওয়ায় বৈদিক অনুষ্ঠান নামে মাত্র প্রচলিত আছে। এই জন্যই পশু হনন যজ্ঞাদি দ্বাপরে হ্রাস হইতে আরম্ভ হয় তৎস্থলে শ্রীমূর্ত্তি সেবা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কলিকালে নামযজ্ঞের প্রবর্ত্তন দ্বারা কর্ম্ম যজ্ঞ ও অর্চ্চনাদি যজ্ঞ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হইতে পারেনা। বাহ্য সাবিত্র সংস্কারাদি কলিকালে প্রচলিত থাকিলেও দীক্ষা সংস্কার বা বৈদিক ত্রিজন্মের সম্ভাবনা নাই। এই জন্য নামযজ্ঞের সুষ্ঠু অধিকারীগণ দীক্ষা লাভ করিয়া নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মহাভাগবতাধিকারেই নামযজ্ঞের যাজ্ঞিক হওয়া সম্ভব হয়। কনিষ্ঠাধিকারী মহাভাগবতের নিকট নামযজ্ঞে অধিকার লাভ করিবার প্রারম্ভিক অধিকার পাইবার বাসনায় দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহাভাগবতের নিকট বদ্ধ জীবের দীক্ষায় সম্বন্ধ জ্ঞান সম্বলিত আছে। মুক্ত জীবের নামযজ্ঞেই দীক্ষা হয়। মুক্ত জীব বলিলে বর্ণাশ্রমাতীত মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকেই বুঝায়। শ্রীহরিদাস ঠাকুরই তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও প্রমাণ। মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই বৈষ্ণব। তিনিই অপরকে বিষ্ণুদীক্ষা দিতে সমর্থ। কনিষ্ঠাধিকারী যে মন্ত্র জপ করেন তাহাতে তাঁহার সংসার মুক্তি ঘটে না। যখনই মন্ত্রসিদ্ধিক্রমে তাঁহার বদ্ধাভিমান ত্যাগ হয় তখনই তিনি মুক্তকুলের উপাস্য হরিনাম কীর্ত্তন করিতে পারেন। কলিকালে বৈদিক অনুষ্ঠানের সর্ব্বতোভাবে সফলতা নাই। শূদ্রকল্প ব্রাহ্মণাভিমানিগণ কল্মষময়

কলিযুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মেতর মায়িক বস্তুরই উপাসনায় মত্ত; তাঁহারা প্রাক্তন দুষ্কৃতিবশে ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া বিষ্ণুর উপাসনার পরিবর্ত্তে মায়িক পঞ্চদেবতার উপাসনা করিয়া ফেলেন। বিষ্ণুর পরম পদ অবজ্ঞা করিয়া অন্য দেব সহ সাম্য বুদ্ধি করেন। তজ্জন্য যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উপাসনারূপ বৈদিক যজ্ঞ হইতে অধিকার চ্যুত হইয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। তজ্জন্য বেদানুগ তন্ত্র শাস্ত্র সকল বেদানুগমনে যে সকল আনুষ্ঠানিক বিধি সাত্বত তন্ত্র সমূহে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাই পঞ্চরাত্র, আগম বা বেদ বিস্তৃতি বলিয়া বেদমার্গরত ঋষিগণ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ ক্রমে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীহরিভক্তি বিলাস বৈষ্ণবস্মৃতি সংকলন করেন। তদীয় দাসাভিমানে ছয় গোস্বামীর অন্যতম সদাচার নিরত ও কনিষ্ঠ ভাগবতগণের উপাস্য আদর্শ মহাপুরুষ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী সৎক্রিয়া সারদীপিকা এবং শ্রীহরি ভক্তিবিলাস ক্রান্তি ব্যুৎক্রান্তি বিচার ধারায় গুম্ফিত করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পারমার্থিক স্মৃতি বিহিত অনুষ্ঠানাদি বহির্ম্মুখ স্মার্ত্তগণের প্রবল তাড়নায় ন্যূনাধিক আক্রান্ত হইয়া থাকিলেও তাহাদের প্রচারের দিন আসিয়াছে।

শ্রীহরিভক্তি বিলাসোদ্ধৃত শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসরণে আমরা জানিতে পারি যে শূদ্রাশূদ্র মানব সকলেই বৈদিকী দীক্ষায় অধিকারী না হইলেও পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় অধিকারী। সাবিত্র সংস্কার লাভ করিয়া গুরুকুলে বাস না করিয়া থাকিলেও, দ্বিজগণ ব্রাত্য হইলেও অথবা শূদ্র ও অন্ত্যজকুলে জন্ম গ্রহণ করিলেও সকলেরই সুক্রাতক্রমে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা লাভের অধিকার আছে। মানবমাত্রেই পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা লাভ করিলে তাঁহার দ্বিজত্ব অবশ্যম্ভাবী। কেবল স্ত্রীলোকের উপনয়নাদি না হইলেও তাঁহারাও দ্বিজ তুল্য ও নামমন্ত্রের এবং অর্চনাদি বিষয়ে

যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। পুরুষ অনুপনীত হইলে তাঁহার প্রকৃত দীক্ষা লাভ ঘটে নাই জানিতে হইবে। পরমহংসাধিকারে যজ্ঞসূত্রাদি বর্ণ চিহ্ন নাই। দণ্ড, কাষায় বস্ত্রাদি আশ্রম চিহ্ন নাই। সে কালে তিনি বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া অর্চ্চনাদি করেন না। শাস্ত্র বলেন যেরূপ নীচধাতু কাংস রস-যোগে কাঞ্চনতা লাভ করে তদ্রূপ সদ্‌গুরুর নিকট পঞ্চসংস্কাররূপ দীক্ষা লাভ কারণে মানবমাত্রেই দ্বিজত্ব লাভ করেন। কলিকালে দ্বিজ হইয়া অনেকে দ্বিজ স্বভাবের বিপরীত পঞ্চোপাসনা ও বিষ্ণুর অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। তাঁহারা দ্বিজত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শূদ্র অথবা অন্ত্যজ হইয়া পড়েন। সুতরাং অধিকারক্রমে ত্রিজ হওয়া দূরে যাউক অন্ত্যজত্ব বা শূদ্রত্বকে দ্বিজাচার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে পারমহংস্য বৈষ্ণবাচারের নামে অনেক স্থলেই বিগত দুই তিন শত বৎসরের মধ্যেই অন্ত্যজ শূদ্রাচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহারা প্রাকৃত স্মার্ত্তের অনুগমনে শূদ্রদীক্ষা দ্বারা বৈদিক বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছেন এবং অনুপযুক্ত গুরু সাজিয়া শিশ্নোদরপরতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। শিষ্যদিগকে যথাবিধি পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা প্রদান করার পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়াইয়াছেন। বৈষ্ণব করিতে গিয়া বিষ্ণুসহ বিরোধ করাইয়াছেন এবং স্ব স্ব যোষিৎ সঙ্গজ প্রাকৃত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুমোদন করিয়াছেন।

যদি প্রকৃত প্রস্তাবে কোন আগমবিৎ গুরু কোনও শিষ্যকে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা দিয়া থাকিতেন ও পঞ্চসংস্কার দিতেন তাহা হইলে তিনি আর শৌক্রজন্মের বাহাদুরিতে পরমার্থের বিলোপ সাধন করিতেন না।

ধারায় এই সকল বিচার প্রবল থাকায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ছয় গোস্বামী প্রচারিত শুদ্ধ ধর্ম্মের রহস্য সুন্দর ভাবে তথায় রক্ষিত হইয়াছে।

দীক্ষিত ব্যক্তির জল ও পকান্ন যদি অদীক্ষিত ব্যক্তির জলও পক্কান্নের সহিত সমভাবে গৃহীত হয় বা গৃহীত না হয় তাহা হইলে পরমার্থ বিশ্বাসে কিরূপ অবিচার ও অত্যাচার প্রবেশ করান হইল ইহা সুধীবিচারকবর্গ নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করুন। দীক্ষিত ব্যক্তি যদি দীক্ষার পর ও শূদ্র থাকেন তাহা হইলে দীক্ষাদাতা কোন বর্ণে পাতিত হইলেন ইহাই আমাদের প্রশ্ন। যদি তিনি পতিত না হইয়া থাকেন অথবা দীক্ষা না দিয়া থাকেন অথবা শূদ্রদীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহাকে পারমার্থিক গুরু কেন বলা যাইবে? তাদৃশ গুরুকে কৌলিক পুরোহিত বলিয়া নির্দ্দেশ না করিয়া কেন পারমার্থিক গুরু বলা যাইবে? শৌক্র কুল ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য সমাজের সুষ্ঠু বিধান করিবার জন্য যে সকল কার্য্য ধর্ম্ম নামে চলিতেছে তাহা পুরোহিতের কার্য্য মাত্র। পতিতকে উন্নত করিবার কার্য্য নহে। পারমার্থিকমাত্রেই তাদৃশ গুরু নামধারী পুরোহিতগণকে পুরোহিত পদে বরণ করিয়া অকিঞ্চন গুরুর নিকট হইতে বৈষ্ণব হইবার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। কৌলিক গুরুগণকে পুরোহিত জ্ঞানে কিছু কিছু দিয়া তাহাদের জীবিকা রক্ষণের ব্যবস্থা করিলে পারমার্থিক ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যাহাতে মন্ত্র জীবী, ভাগবতজীবী, কীর্ত্তনজীবী মৃদঙ্গজীবী অর্চ্চনজীবী দেবলগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজকে অর্থভারে প্রপীড়িত করিতে না পারেন প্রত্যেক গৌড়ীয় বৈষ্ণবের তাহাই পর্য্যালোচনা করা বিশেষ আবশ্যক।

দীক্ষিত ব্যক্তির যদি দ্বিজত্ব লাভ না হইয়া থাকে তাহা হইলে ধর্ম্ম শাস্ত্রকার বৃহস্পতির বাক্যানুসারে ধর্ম্মহানি মাত্র হইয়াছে জানিতে

হইয়া থাকে নিশ্চয় দীক্ষা দেওয়া হয় নাই। দীক্ষা গৃহীত হইলে নিশ্চয় তাহার ফল হইত। ফলরূপ কার্য্যদ্বারাই কারণের অবগতি হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের "তৎতেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ বাক্য অবহেলা করিয়া যদি কেহ বৈষ্ণব সজ্জায় গুরু সাজিতে যান তাহা হইলে তাঁহাকে গুরুপদে রাখিতে নাই, ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্।
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে প্রচ্ছন্নশত্রুবর্গকে ত্যাগ করিতে হইবে। ত্যাগ না করিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে না এবং জীবের ভজন পথে কণ্টক রোপিত হইবে। অবৈষ্ণবকে গুরু করিতে নাই তাহার শাস্ত্র প্রমাণ এই যে "মহাকুলপ্রসূতোপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ।"

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈগুরু র্নৃণাম্।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ।

সুতরাং অবৈষ্ণব কথনই ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, গুরু হইতে পারে না। যে ব্যক্তি অহঙ্কার বশতঃ আপনাকে বৈষ্ণবের গুরু বলিয়া অভিমান করেন সেই দুর্মতি জীবকে কথনই গুরু বলা যায় না। যিনি আপনাকে বৈষ্ণবের দাস, ব্রাহ্মণ অভিমান করেন এবং বৈষ্ণবের দাসত্ব ভিন্ন ব্রাহ্মণতার সম্ভাবনা নাই জানেন তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও গুরু শব্দ বাচ্য। তাদৃশ ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট হইতেই বৈষ্ণব দাসাভিমানী পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁহার দ্বিজত্ব লাভ ঘটিবে। তিনি যজ্ঞসূত্রাদি উপনয়ন বিধি সকল যথা রীতি অনুসরণ করিয়া সদাচার

সম্পন্ন ও বিনয়ী হইবেন। নতুবা বৈষ্ণবদাস্য জন্মজন্মান্তরেও সম্ভাবনীয় হইবে না। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশানুসারে লিখিলেন।

"গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরো ঽস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥"

যিনি বৈষ্ণবগণ কর্তৃক বৈষ্ণব নামে অভিহিত হন তিনি পারমার্থিক গুরুর নিকট বিষ্ণুদীক্ষা লাভ করিবেন। দীক্ষা প্রভাবে দ্বিজের সংস্কার গ্রহণ করিবেন। সংস্কৃত দ্বিজই বিষ্ণুপূজা করিবার অধিকারী। তিনিই তখন গুরুসেবা করিতে জল ও পক্ক অন্নাদি দ্বারা বিষ্ণুপ্রকাশবিগ্রহ গুরুদেবের সেবা করিতে পারেন। সে কালে সমাজ তাঁহার পরমার্থে বাধা দিবে না, বাধা দিতে আসিলে তাদৃশ ঘৃণিত সমাজকে প্রতিকূল জ্ঞানে ত্যাগ করিবেন এবং হরিভক্তির অনুকূল সমাজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাত্রেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। পরমার্থবিরোধী সমাজের সহিত বাস করিতে নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাৎ জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্।

ক্ষুদ্র জড়ের ভরসায় পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হওয়া সমীচীন কিনা ইহা গৌড়ীয় নামধারী বৈষ্ণবমাত্রই বিচার করিয়া দেখুন। জড় জগতের পরিচয় কেবল শত বর্ষের জন্য, ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য, হরিবিমুখ স্বার্থ পোষণের জন্য; আর পারমার্থিক জীবন নিত্য কালের জন্য হরিপ্রেম তাৎপর্য্যময় ও পরম নিষ্কাম। শ্রীচৈতন্যদেবের ও তাঁহার পার্ষদ গোস্বামী বর্গের প্রকটকালের পর হইতে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের নাম করিয়া যে বিশৃঙ্খলতা ও স্বার্থের পাদত্রাণাবলেহন কার্য্য চলিতেছে তাহা বৈষ্ণব ধর্ম্মের গ্লানি মাত্র। এই গ্লানি ঘুচাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিজ

জনগণকে কালে কালে পাঠাইয়াছেন তথাপি আমরা সেই মহাজন পরমার্থবিদ বৈষ্ণব স্মার্ত্তগণের অনুসরণ না করিয়া বিপথগামী হইতেছি কেন? আমরা কেন শাস্ত্র জ্ঞান হইতে বিতাড়িত হইয়া স্বার্থান্ধ অবৈষ্ণব গণের কুহকে পড়িয়া অমূল্য জীবন হরিবিমুখ অবস্থায় কাটাইতেছি। পরমার্থবিরোধী সমাজ কি চিরদিন প্রবল থাকিবে? সাধুর মুখে হিতকথা, শাস্ত্রের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য, শাস্ত্রবিদ্‌গণের নিরপেক্ষতা কি চিরদিনই অবহেলিত হইবে? শ্রীহরিভক্তি বিলাসের মহিমা কি চিরদিনই হরিবিমুখ স্মার্ত্ত অন্ধকার গর্ত্তে আবদ্ধ থাকিবে। ভবদেব পদ্ধতি কি চিরদিনই সংক্রিয়াসার দীপিকাকে ঢাকিয়া রাখিবে। রঘুনন্দনের সংস্কার তত্ত্বতো চিরদিনই ঢাকা আছে কখনই ত উহা উন্মুক্ত হয় নাই তবে কেন সংক্রিয়া সারদীপিকার অমর্য্যাদা হইবে। আমরা সুবিনীত ভাবে শাস্ত্রজ্ঞ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া গুরুবর্গের অনুগমন করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা যেন মহাভারতের শূদ্রোহপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ শ্লোক এবং যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ শ্লোক বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়া বিষ্ণুবিদ্বেষী হিন্দু সমাজের নিগড় হইতে উন্মুক্ত হন; তাহা হইলে তাহাদের ভোগ বিলাস হইতে মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটিবে। তখনই তাঁহারা শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন ও শ্রীনামের কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবেন। দীক্ষিতগণের দ্বিজত্ব হয় না, আর শৌক্র পন্থায় দ্বিজত্ব আবদ্ধ, এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসে ধর্ম্মের গ্লানি করিতে গিয়া যে উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে তাহার নিরাকরণ অবশ্যই হওয়া উচিত। এক দিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অবতার ত্রিদণ্ডিযতিবর শ্রীরামানুজ স্বামী দাক্ষিণাত্যবাসী বৈষ্ণবগণের জন্য পঞ্চোপাসকের কবল হইতে প্রপন্নাগত বৈষ্ণবগণকে উদ্ধার করিয়াছেন। আজ আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল বৈষ্ণবদাস গণের চেষ্টায় আর্য্যাবর্ত্তে পুনরায় শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন হইবে। আউল

বাউল, প্রাকৃত সহজিয়া, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, গৌর নাগরী, শৌক্র গোস্বামী উপাধিধারী, কপট বৈরাগী প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন বৈষ্ণব-দ্বেষীগণের কবল হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজকে উদ্ধার করিতে গিয়া শ্রীগুরু গৌরাঙ্গের স্মরণ গ্রহণ করিতেছি। এস ভাই। পারমার্থিক হও, প্রাকৃত সহজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর; আর শুদ্ধ ভক্তিস্রোতের মূল প্রবর্ত্তক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুগমন করিয়া গাও।

"আমিত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে হইব নিরয় গামী॥"
তোমার কিঙ্কর, আপনে জানিব, গুরু অভিমান ত্যজি।
তোমার উচ্ছিষ্ট, পদজল রেণু, সদা নিষ্কপটে ভজি॥
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি, উচ্ছিষ্টাদি দানে, হবে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্ব্বদা, না লইব পূজা কার॥
অমানী মানদ, হইলে কীর্ত্তনে, অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে, নিষ্কপটে সদা, কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥

দীক্ষিত পাংক্তেয় বৈষ্ণবদাস।

তত্ত্ব কথা।

(১)

দুর্লভ মানব জন্ম লভিয়া সংসারে।
বুদ্ধিমান জন গুরুপদাশ্রয় করে॥
সংসার জলধি মাঝে গুরু কর্ণধার।
তাঁহার কৃপায় জীব হয় মায়া পার॥

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শ্রীমুখ বচনে।
গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা করে ভাগ্যবানে ॥
গুরু কৃপাবলে জীব পায় দিব্যজ্ঞান।
দিব্যজ্ঞান বলে তার ছাড়য়ে অজ্ঞান ॥
অজ্ঞান হইলে দূর স্ব স্বরূপ জ্ঞানে।
কৃষ্ণসেবা করে সদা শ্রীগুরু স্মরণে ॥
অন্তরঙ্গ সেবা লভে শ্রীগুরু কৃপায়।
বৃন্দাবব ধাম লভি সিদ্ধদেহে রয় ॥
হেন সে করুণাময় শ্রীগুরু করুণা।
না লভিল যেই, ভোগে ত্রিতাপ যাতনা ॥
আত্মঘাতী হয় সেই বৃথা জন্ম তার।
আত্মার আত্মা হরি না ভজে পামর ॥
স্থূল লিঙ্গদেহে সেই আত্ম বুদ্ধি করে।
আমার আমার বলি ভ্রময়ে সংসারে ॥
নিজ পর ভ্রমে ভ্রমি সেই অভাজন ॥
দুরন্ত তমসি মাঝে করয়ে ভ্রমণ ॥

প্রার্থনা।

(২)

কোথা মোর প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
কৃপা করি এ অধমে দেহ শ্রীচরণ ॥
তুমিত আমার প্রভু আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি মোর সর্ব্বনাশ ॥

সর্ব্বাশুভ নাশ হয় যে পদ স্মরণে ॥
যে পদ তদীয় সদা সেবেন যতনে ॥

যে পদ বিরিঞ্চি শিব ভজেন সতত।
যে পদেরগুণগান শ্রীনারদ ব্রত ॥

হেন সে অভয় পদ স্মরণ ভজনা।
তুচ্ছ কামসুখ লাগি ছেড়েছি আপনা ॥

তব অনুগত ভাব যে ছিল আমার।
তুচ্ছ লোভবশে ত্যজি হয়েছি গো ছার ॥

তোমার চরণ সেবা বৃন্দাবন ধামে।
ত্যজি সে অবিদ্যা মোরে আনে মর্ত্ত্যধামে ॥

সেবন কালেতে মোর ছিল শুদ্ধরূপ।
স্থূল লিঙ্গ দেহ ভেদে আচ্ছাদে সেরূপ ॥

ক্ষুধা তৃষ্ণা অভাবাদি আছে সেই দেহে।
শীতোষ্ণ বাতবর্ষা সেই দেহ দহে ॥

কামাদি ষড়রিপু মহাশত্রু হৈয়া।
ছজনা ছদিকে ধায় এক মন লৈয়া ॥

ত্রিতাপে তাপিত সদা কি করিব আর।
তুমি বিনা অধমের কেবা আছে আর ॥

এ হেন দুর্দ্দিনে প্রভু তোমার শরণ।
লইলাম আমি দীন হীন, অকিঞ্চন ॥

আমিত তোমার দাস ওহে দয়াময়।
কৃপা করি এ অধমে রাখ রাঙ্গা পায় ॥

শ্রীগুরু কৃপাভিক্ষু
শ্রীনয়নাভিরাম দাসাধিকারী
নারায়ণপুর, যশোহর।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিরহ সংবাদ।

বিগত ১লা চৈত্র কৃষ্ণানবমী দিবসে মধ্যাহ্নের কিছু পরেই শ্রীনবদ্বীপ ধামান্তর্গত শ্রীগোদ্রুমদ্বীপস্থিত শ্রীরাধারমণ দাস বাবাজী মহাশয় দেহ রাখিয়াছেন। ইনিই বর্ত্তমান সময়ে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ উদাসীন ভক্ত ছিলেন। স্বধাম বিজয়কালে তাঁহার প্রায় শতবর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছিল। শ্রীগোদ্রুমে দেহত্যাগের পর দিবসেই তাঁহার, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি রচিত সংস্কার দীপিকা পদ্ধতি মতে বৈদিক সন্ন্যাসীর আনুষ্ঠানিক সদাচার সহ শ্রীসমাধি প্রদত্ত হয়। গোদ্রুম সমাধি কুঞ্জের শ্রীযুত কৃষ্ণকান্তি দাস বাবাজী স্বধামপ্রাপ্ত ভক্তের সমাধি সেবার অনুষ্ঠান করেন। কুলিয়া হইতে শ্রীযুক্ত বনমালি দাস ভক্তানন্দ, শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজী ও শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর অধিকারী সহ উপস্থিত হন। শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী, বিরক্তভক্ত শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিনোদ দাস বাবাজী, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ বসু, শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রিয় দাস বাবাজী, শ্রীযুক্ত রাধামাধব দাস বাবাজী, শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী, পুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইতে শ্রীযুত হরিপদ দাসাধিকারী, যোগপীঠ হইতে শ্রীযুত প্রবোধানন্দ দাসাধিকারী এবং মহেশগঞ্জ হইতে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম, এ মহোদয় প্রমুখ যাবতীয় শুদ্ধভক্ত সমাধিকালে সমবেত হন। শ্রীল রাধারমণ দাস বাবাজী, শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের অতি বৃদ্ধ সেবক ছিলেন এবং শ্রীগোদ্রুমে শ্রীগৌর গদাধরের বহুদিবস ধরিয়া শ্রীমূর্ত্তি সেবা করেন।

বিগত ২৮শে চৈত্র শুক্লাসপ্তমী শনিবারে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সাউরী প্রপন্নাশ্রমের শুদ্ধভক্তবর শ্রীযুক্ত গোলোক নাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিগিরি মহাশয় ব্রজধামে যাত্রা করিয়াছেন। ইনি শ্রীভক্তিবিনোদ

ঠাকুর মহাশয়ের পরম প্রিয় ছিলেন। তাঁহার অভাবে প্রপন্নাশ্রমস্থ ও তাঁহার পরিচিত গৌড়ীয় শুদ্ধভক্ত সমাজ সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন। ভক্তিগিরি মহাশয়ের পরম পবিত্র চরিত্র ও কৃষ্ণানুশীলনে ঐকান্তিকতা শ্রীমায়াপুরের সমাগত সকল শুদ্ধভক্তই পরিজ্ঞাত আছেন। তাঁহার নির্ম্মল আদর্শ ভক্তি সাধারণের সকলেরই অনুকরণীয়।

মায়াবাদ বিচার ও বেদান্ত দর্শন।

(২১শ, ৫ম, ১১৯ পৃঃ পর)

বহুশিষ্যমণ্ডলীপরিবৃত ত্রিদণ্ডিকুলচূড়ামণি শ্রীমদ্ আচার্য্য সরস্বতী স্বামী মায়াপুরে গৌরাঙ্গণে নিজ ভজন কুটীরের সম্মুখস্থ নিম্ব মূলের চবুতারায় উপবেশন করিয়া "তত্ত্বমসি" শ্রুতির পূর্ব্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন এবং শিষ্যগণ অনন্য-চেষ্ট হইয়া তাঁহার সেই সৎ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিতেছিলেন। শ্রোতৃগণের মধ্যে জনৈক শিষ্য প্রণতি পূর্ব্বক বলিলেন প্রভো, "তত্ত্বমসি" শ্রুতির এরূপ উপাদেয় ব্যাখ্যা থাকিতে অভেদসূচক "তুমি সেই ঈশ্বর" এরূপ হৃদয়বিদারক, দম্ভাত্মক ও বিদ্রোহপূর্ণ ব্যাখ্যা কোন্ সুধী ব্যক্তি গ্রহণ করিবে? প্রভু, আপনি সাক্ষাৎ বেদমূর্ত্তি, বেদান্তবেদ্য পুরুষ, আমার ন্যায় মোহান্ধ জীবের প্রতি কৃপা করিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কৃপা পুর্ব্বক বেদশাস্ত্রের যথাযথ অর্থ উপদেশ করিতে আজ্ঞা হয়। বহু দিন হইতে আপনার কৃপায় ভগবৎ বিষয়ক জিজ্ঞাসা ধুমায়িত অবস্থায় আমার অন্তরে বাস করিতেছিল। এক্ষণে আপনার বিশিষ্ট কৃপা বাত্যার সঞ্চালনে তাহা স্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে। আমি আপনার একান্ত চরণাশ্রিত। আমার প্রতি কৃপা করুন। কৃপা করিয়া অমল

সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনমূলক বৈদিক জ্ঞান উপদেশ করুন। আমি মোহান্ধ। প্রশ্ন করিবার প্রণালী জানি না। কিরূপ ধৈর্য্য শিষ্টাচার ও বিনয়াদির সহিত প্রশ্ন করিতে হয় তাহা আমি জানি না কখনও অভ্যস্তও নহি। আমার স্বরের উচ্চাবচ গতি প্রভৃতি স্বাভাবিক দোষ উপেক্ষা করিয়া, আপনি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের অভিন্ন বিগ্রহ, আমার অন্তরের ভাব মাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া কৃপাই করিবেন। ইহা আপনার চরণাশ্রিত দাসের একান্ত প্রার্থনা।

স্বভাবদয়াল শিষ্যবৎসল জগতের হিতার্থ অবতীর্ণ মহাপুরুষ আচার্য্য স্বামী জিজ্ঞাসু শরণাপন্ন শিষ্যের সরল নির্ব্বন্ধাতিশয়ে কৃপা পরবশ হইয়া বলিলেন, বৎস, যত দিন আমরা কৃষ্ণ চরণে প্রপন্ন না হইতে পারি তত দিন আমাদের পদে পদে তোমার কথিত ঐ প্রকারের ত্রুটী ও অপরাধের সম্ভাবনা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি আমাদের কপটতা না থাকে, সরলতা থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞ অন্তর্যামী শ্রীগুরু বৈষ্ণব ও কৃষ্ণ তাহা ক্ষমা করেন। আর যদি আমরা প্রতিষ্ঠাদি স্বার্থলাভের জন্য গুরু গোবিন্দে ভক্তি দেখাই তাহা অন্তর্যামী ভাবগ্রাহী গোবিন্দ ক্ষমা করেন না। কপটতাই সকল অপরাধের মূল। কপটতাচারী ভক্তের বৈদিক জ্ঞানস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না। তাহার বুদ্ধি কাপট্যজনিত জড়তা নিবন্ধন বৈদিক বিষয়ে প্রবেশের অধিকার পায় না। সরলতা, বেদাধিকার লাভ যোগ্য ব্রাহ্মণ জীবনের একটী প্রধান গুণ ও উপাদান। কৃষ্ণ চরণে প্রার্থনা করি যেন আমরা কেহ সরলতা হইতে বঞ্চিত না হই। তোমার সদৈন্য সরল জিজ্ঞাসায় আমি মোহিত হইয়াছি। আমি যথাশক্তি তোমায় ব্রহ্মজ্ঞানে সাহায্য করিব। ভাগ্যক্রমে তোমার ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে। অপৌরুষেয় বেদ শাস্ত্র ভগবৎবস্তুর ইঙ্গিতকারী। বেদশাস্ত্রই ভগবদ্ স্বরূপ বলিয়া দেয়। বেদ শাস্ত্র বহু বিস্তৃত বলিয়া পরম দয়াল ভগবান, দ্বৈপায়ন ব্যাস

রূপে অবতীর্ণ হইয়া নিখিল বেদ শাস্ত্রের সার স্বরূপ বেদান্ত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

শি—প্রভো, সেই বেদান্ত শাস্ত্রে ব্রহ্ম কাহাকে বলে তাহাই আমার জিজ্ঞাস্য; ব্রহ্ম শব্দের কোষ পড়িয়াছি॥ "বৃহজ্জাতিজ্জীবকমলাসনশব্দ-রাশিষু"। অতএব ব্রহ্ম বলিতে এই বৃহৎ, জাতি, জীব, ব্রহ্মা ও বেদ ইহাদের মধ্যে কোন্‌টিকে বুঝাইবে?

আ—উহাদের মধ্যে কোনটীকেই বুঝাইবে না। তৈত্তিরিয়ক উপ-নিষদে বলিয়াছেন "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যাভিসংবিশন্তি তদ্‌ব্রহ্ম" অর্থাৎ যাহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হয়, যদ্দ্বারা উৎপন্ন ভূত সমূহ স্থিতি লাভ করে, এবং প্রলয় কালে যাঁহাতে ভূতকুল প্রবিষ্ট হয় তিনিই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম অবশ্য জিজ্ঞাসিতব্য।

শি—প্রভো, যদি ব্রহ্মের স্বরূপ ঐরূপ হয় তবে ত ব্রহ্ম অতীব প্রসিদ্ধ?

আ—নিশ্চয়ই। ব্রহ্ম যে সুপ্রসিদ্ধ সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

শি—আচ্ছা, প্রসিদ্ধ বস্তুকে সকলেই জানে। তবে আবার তিনি জিজ্ঞাস্য কেন? বেদান্ত শাস্ত্রই বা কেন "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" বলিয়া শাস্ত্রের উপক্রম করিয়াছেন?

আ—বৎস ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক জগন্মান্য দেশিকের নিকটই তিনি সুপ্রসিদ্ধ কিন্তু বিভিন্ন দর্শন শাস্ত্রে বিভিন্ন শেমুষীসম্পন্ন বিভিন্ন মনীষিবৃন্দের নানারূপ মত ভেদ দেখা যায়। সাংখ্যবাদিগণ বলেন প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতিই জগৎ কারণ চার্ব্বাকমতাবলম্বিগণ বলেন দেহ বা ইন্দ্রিয়ই ব্রহ্ম। বৌদ্ধগণ দুই প্রকার যোগাচারী ও মাধ্যমিক। যোগাচারিগণ, বিজ্ঞান আত্মাকে ব্রহ্ম বলেন এবং মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ শূন্য আত্মবাদী। ব্রহ্মের তথ্য এইরূপ বিভিন্ন মত বাদে বিবদমান। তজ্জন্যই বিচারের আবশ্যকতা আছে। জিজ্ঞাসার আবশ্যকতা আছে।

ভক্তি গ্রন্থাবলী।

প্রাপ্তিস্থান ;—

শ্রীভক্তিবিনোদ আসন, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

এবং শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর পোঃ, নদীয়া।

১। প্রেম বিবর্ত্ত। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত রচিত। মূল্য ।৵০

২। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়ঃ। সংস্কৃত মহাকাব্য। শ্রীল গোবিন্দদেব বিরচিত। ইহাতে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা বর্ণিত। মূল্য ৸০ বার আনা।

৩। তত্ত্বসূত্র মূল্য ।৹ আনা।

৪। কল্যাণ কল্পতরু। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের সারকথা মূলক গীতি-গ্রন্থ। এক আনা মাত্র।

৫। শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা, সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন বিভাগে ভাগবতের প্রয়োজনীয় শ্লোক সমূহ সম্বলিত। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের অনুবাদ সহ কাপড়ে বাঁধা মূল্য ২৲

৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ ভাষ্য ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিস্তৃত অনুবাদ সহ মূল্য ১।৹ কাপড়ে বাঁধা ১৸০

৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল সংস্কৃত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী টীকা এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রসিকরঞ্জন বঙ্গানুবাদ সহিত। পরম সুলভ মূল্য ১৲

৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীমাধ্ব ভাষ্য মূল্য ।৹ আনা।

৯। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্তৃক সরল বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ। দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে।

১০। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত সংস্কৃত মূল ও অর্থ উপক্রমণিকা উপসংহার সহ। তত্ত্ব ও রসাদিবিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার মূল্য ১৲

১১। সৎক্রিয়াসারদীপিকা মূল ও অনুবাদ। গৃহস্থ বৈষ্ণবের দশ সংস্কার সংস্কার দীপিকা-বেষ পদ্ধতি। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি কৃত মূল্য ১।৹

১২। ভজনরহস্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত মূল্য ।৵০

১৩। সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত মূল, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত মূল্য ।৹

১৪। পদ্মপুরাণ। শ্রীমদ্ বেদব্যাস প্রণীত, ৫৫০০০ হাজার শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ। সৃষ্টি, স্বর্গ, ব্রহ্ম, পাতাল, উত্তর, ক্রিয়াযোগ ও ভূমি, সপ্তখণ্ডাত্মক। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত। মূল্য ৭৲ হরিদ্রাবর্ণ কাগজে ৩৲

১৫। শরণাগতি মূল্য ।৴ আনা।

হরিনাম চিন্তামণি

সকল শুদ্ধভক্তের একমাত্র সম্বল। বিশেষতঃ নামাশ্রিত ভজনকারী ভক্তের সর্ব্বদা পাঠ্য গ্রন্থ। শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইহাই অমূল্য দান। দ্বিতীয় সংস্করণ মুল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

যদি শুদ্ধধর্ম্ম কি জানিবার ও হরিভজন করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে ইহাই পাঠ্য। শতগ্রন্থ, শতবক্তা শত গুরুসজ্জায় সজ্জিত জন যে উপকার করিতে পারেন না তাহা এই গ্রন্থ পাঠে লভ্য হয়। মুল্য ১।০ ভিপিতে ১॥০ ভাল গ্লেজ কাগজে ২৲ টাকা ভিপিতে ২।০

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

২৩৬৮ পৃষ্ঠায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি লিখিত মূল গ্রন্থ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃত প্রবাহভাষ্য তৎসহ অনুভাষ্য ও বহু সূচী সম্বলিত। ষোলখণ্ডে সম্পূর্ণ মূল্য ৬৲ ছয় টাকা মাশুল ॥৵০
